১৯৯৪ সালে নোবেল বিজয়ী জাপানী লেখক

কেনযাবুরো ওয়ে

একান্ত বিষয়

অনুবাদ। শওকত হোসেন

বাংলাবুক.অর্গ

আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীকে হাসপাতালে রেখে বাড়ি ফিরে আসে বার্ড। পরদিন বৃষ্টি-ভেজা ভোরে এল দুঃসহ দুঃসংবাদ: ব্রেইন-হার্নিয়া নিয়ে এক অস্বাভাবিক ছেলে হয়েছে ওর। ডাক্তার জানিয়ে দিল অপারেশনের পর শিশুটি যদি বাঁচেও, তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ– এক নিরামিষ শিশুতে পরিণত হবে সে। শুরু হয় বার্ডের মনোজগতে আলোড়ন। কীভাবে এই অভিশপ্ত দানব-শিশুটিকে বয়ে বেড়াবে সে? পরিত্যাগই বা করবে কীভাবে! এমনি বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থায় পুরনো বান্ধবী হিমিকোর শরণাপন্ন হয় বার্ড। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুটিকে ওর পরিচিত এক অ্যাবরশনিস্টের হাতে তুলে দিয়ে ওরা বার্ডের স্বপ্নের আফ্রিকায় পাড়ি জমালেই তো পারে, পরামর্শ দেয় হিমিকো। বুদ্ধিটা বার্ডের পছন্দ হয়। হিমিকোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ও, বাচ্চাকে তুলে দেবে অ্যাবরশনিস্টের হাতে– মিলবে মুক্তি!

www.BanglaBook.org

কেনযাবুরো ওয়ের জন্ম ১৯৩৫ সালে জাপানের এক বনঘেরা প্রত্যন্ত গ্রামে। যুবা বয়সে তিনি পাড়ি জমান টোকিয়োয়, টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। ছোটবেলায় পরিবারে মহিলা সদস্যদের মুখে গ্রামের নানান কিংবদন্তী আর ইতিহাসের বিবরণ শুনে অভ্যস্ত হয়ে লেখালেখি শুরু করেন ১৯৫৭ সালে। তার প্রথম গল্পগ্রন্থ *দ্য ক্যাচ* আকুতাগাওয়া পুরস্কার লাভ করে। ওয়ের পুত্রসন্তান হিকারির জন্ম তার ব্যক্তি ও সাহিত্যিক জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে তোলে। এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা আর ছেলেকে মেনে নেয়ার যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিজ্ঞতা অতুলনীয় দরদে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি *আ পারসোনাল ম্যাটার* (একান্ত বিষয়) উপন্যাসে।

জাপানী ইতিহাস ও কিংবদন্তীকে সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে উপস্থাপনে সিদ্ধহস্ত হয়ে গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের একনিষ্ঠ অনুরাগী ওয়ে ১৯৯৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অনুবাদক **শওকত হোসেন**-এর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুর গ্রামে। বাবার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জেলায় কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। বই পড়ার নেশা পেয়েছেন বইপ্রেমী মায়ের কল্যাণে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টারস করেছেন তিনি। রানওয়ে জিরো এইট-এর মাধ্যমে আকস্মিকভাবেই লেখালেখি শুরু।

www.BanglaBook.org

"নিঃসন্দেহে ওয়ের ভয়ঙ্কর শিক্ষা, ভীতিকর স্মৃতি, জটিল ধারণা, লাগামহীন কল্পনা, অটল রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং পরিমিতি বোধের সঙ্গে পরম আত্ম-নিশ্চয়তার মিশেল তাঁকে বর্তমান জাপানি সাহিত্যের সবচেয়ে দুর্জয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।"

–মাসোয়া মিয়োশি, লেখক

"অস্বাভাবিকতা, যৌনতা আর প্রান্তিকতা সম্পর্কিত ওয়ের থিম জাপানি ভারসাম্যমূলক ঐতিহ্যের বাইরে... তাঁর রচনায় একধরনের অদ্ভুত দৃঢ়তা রয়েছে যার দরুন তাঁকে বহু জাপানী ঔপন্যাসিকের চেয়ে বরং মেইলার, গ্রাস, কিংবা রথের অনেক নিকটবর্তী মনে হয়।"

–দ্য নিউ ইয়র্কার

"ওয়ের রচনায় সমস্ত কিছুরই এক অদ্ভুত রসবোধ রয়েছে যা সবসময়ই ট্র্যাজেডির প্রান্তবর্তী– খুবই করুণ রসিকতা।"

–কাযুও ইশিগুরো, *দ্য রিমেইনস অভ দ্য ডে*'-র রচিয়তা।

"ওয়ে একজন আমেরিকান রিয়েলিস্টের মতো লিখেন... তার গদ্য আইসপিকের মতোই ঋজু এবং খোলামেলা।"

–লাইফ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একান্ত বিষয়

১৯৯৪ সালে নোবেল বিজয়ী জাপানী লেখক

কে ন যা বু রো ও য়ে

একান্ত বিষয়

অনুবাদ শওকত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সন্দেশ

Kojinteki Na Taiken

(A Personal Matter)

Kenzaburo Oe

Bengali Translation : Saokot Hossain

ISBN-984-8471-13-8

একান্ত বিষয়

মূল কেনযাবুরো ওয়ে

অনুবাদ শওকত হোসেন

Kojinteki Na Taiken (A Personal Matter) by Kenzaburo Oe
Copyright © 1964 by Kenzaburo Oe
all rights reserved
Translated by: Saokot Hossain
অনুবাদস্বত্ব © ২০০৫ সন্দেশ

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ: *সোহেল কম্পিউটার* ৫৬ বড় মগবাজার (কাজী হাউস), ঢাকা-১২১৭
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস: ৪৩৫ ওয়ার্লেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক: *বুক ক্লাব* ৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০

Website www.sandeshgroup.com

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৬৫.০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

আব্বা ও আম্মা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

শো-কেসে কোনও বুনো হরিণের সগর্ব সৌন্দর্য নিয়ে শুয়ে থাকা আফ্রিকার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট নিঃশ্বাস চাপল বার্ড। সেলস্‌গার্লরা কোনওরকম মনোযোগ দিল না, ওদের ইউফর্মের গলা আর হাতা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে মাংস চিতিময়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, আর কোনও দানবের দেহের তাপমাত্রার মত গ্রীষ্মের সূচনার গরমভাব আশপাশের হাওয়ার শরীর থেকে পুরোপুরি খসে পড়েছে। লোকজনের চলাফেরায় মনে হচ্ছে বুঝি আবছা চেতনায় গায়ের চামড়ায় লেগে থাকা দুপুরের উষ্ণতার স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে ওরা: দুর্বোধ্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে ওরা। জুন– সাড়ে ছয়টা বাজে: এখন আর শহরের কারও শরীরেই ঘাম ঝরছে না। কিন্তু একটা রাবার ম্যাটে আকাশ থেকে ঝরে পড়া গুলিবিদ্ধ ফীজ্যান্ট পাখির মত চোখবুজে নগ্ন শুয়ে আছে বার্ডের স্ত্রী, আর যখন সে যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা আর প্রত্যাশায় গোঙাচ্ছে, তার শরীর থেকে বয়ে চলেছে ঘামের ধারা।

শিউরে উঠে ম্যাপের বিস্তারিত দেখার জন্যে তাকাল বার্ড। আফ্রিকাকে ঘিরে থাকা সমুদ্রের রঙ দেয়া হয়েছে শীতের ভোরের আকাশের জলো নীল। অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ কম্পাসে আঁকা যান্ত্রিক রেখা নয়: চওড়া টানগুলো শিল্পীর অস্থির মন আর খেয়াল প্রকাশ করেছে। খোদ মহাদেশটাকে দেখাচ্ছে কোনও মানুষের ঝুলিয়ে দেয়া মাথার খুলির মত। শোকার্ত হতাশ চোখের কোনও লোক বিশাল মাথা নিয়ে চেয়ে আছে কোয়ালা, প্ল্যাটিপাস আর ক্যাঙ্গারুর দেশ অস্ট্রেলিয়ার দিকে। ম্যাপের নীচের দিকের কোণে জনসংখ্যার বণ্টন দেখানো খুদে আফ্রিকার ম্যাপটিকে পচন-শুরু-হওয়া কোনও মরা মানুষের মাথার মত দেখাচ্ছে। রাস্তাঘাট আঁকা আরেকটা ম্যাপ যেন ছাল খসানো খুলি, রগটগ নির্দয়ভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে। দুটো খুদে আফ্রিকাই ভয়ানক সহিংস অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়।

"অ্যাটলাসটা কী কেস থেকে বের করব?"

"না, দরকার নেই," বলল বার্ড। "আমি পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকার মিচেলিন রোড ম্যাপ খুঁজছিলাম।" মিচেলিন ম্যাপভর্তি একটা ড্রয়ারে ঝুঁকে পরে ব্যস্ত হাতে হাতড়ানো শুরু করল মেয়েটা। "সিরিজ নাম্বার ১৮২ আর ১৮৫," নির্দেশ দিল বার্ড, স্পষ্টতই আফ্রিকার পুরনো লোক।

BanglaBook.org

যে ম্যাপটার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল বার্ড, এক প্রকাণ্ড চামড়া-মোড়া একটা অ্যাটলাস সেটা, কফি টেবিল সাজানোর উপকরণ হিসাবে বানানো হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে ম্যাপটা মুলিয়েছিল ও, জানে ওটা কিনতে গেলে যে ক্র্যাম-স্কুলে পড়ায় সেখান থেকে পাওয়া পাঁচমাসের বেতন খরচ করতে হবে। পার্ট-টাইম দোভাষী হিসাবে যা পায় ও, সেটা যদি যোগ করে হয়ত তিনমাসের মাইনেতেই পুষিয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু বার্ডকে নিজের আর স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হয়, আরও একজন জীবন লাভ করতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। বার্ড পরিবারের কর্তা!

লাল কাগজে মোড়া ম্যাপগুলো হতে দুটো বেছে নিয়ে কাউন্টারে রাখল সেলসগার্ল। ওর হাত দুটো ছোট ছোট, নোংরা; শীর্ণ আঙুলগুলো কোনও গুল্ম আকড়ে ঝুলে থাকা গিরগিটির কথা মনে করিয়ে দেয়। মেয়েটার আঙুলের নীচে চাপা পড়া মিচেলিন ট্রেডমার্কের উপর বার্ডের চোখ: রাস্তার উপর দিয়ে একটা টায়ার গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুনো ব্যাঙের মত এক রাবারের লোক, দেখেই মনে হয় হাস্যকর একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছে। কিন্তু ম্যাপগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করবে ও। "অ্যাটলাসের আফ্রিকা পৃষ্ঠাটা খোলা কেন?" আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইল বার্ড। সেলস্‌গার্ল, কোনও কারণে সতর্ক হয়ে গিয়েছে, জবাব দিল না। কেন সব সময়ই এটার আফ্রিকা-পৃষ্ঠাটাই খোলা থাকে? ম্যানেজারের কী ধারণা যে গোটা বইয়ে আফ্রিকার পৃষ্ঠাটাই সবচেয়ে সুন্দর? কিন্তু আফ্রিকা তো এক হতবুদ্ধিকর পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে যা অচিরেই ম্যাপটাকে অচল করে দেবে। আর আফ্রিকাকে দিয়ে শুরু হওয়া ক্ষয় যেহেতু গোট বইটাকেই গিলে ফেলবে সেহেতু বইটার আফ্রিকার পাতা খোলা বাকি অংশের বাতিল হওয়ার কথা প্রচারেরই সামিল। এমন একটা ম্যাপ প্রয়োজন তোমার, রাজনৈতিক নকশা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় যা আর কখনও অচল হয়ে যাবে না। তবে কী আমেরিকাকে বেছে নেবে তুমি? মানে উত্তর আমেরিকা?

ম্যাপের দাম মেটানোর জন্যে চিন্তায় ছেদ টানল বার্ড, তারপর আইল বরাবর সিঁড়ির দিকে এগোলো, চোখ নামিয়ে পটে রাখা একটা গাছ আর একটা স্থূলদেহী ব্রোঞ্জের নগ্নিকার মাঝখান দিয়ে পা চালাল। ব্রোঞ্জ নগ্নিকার পেটে পেষা পামের তেল মাখানো: কুকুরের ভেজা নাকের মত চকচক করছে। ছাত্র হিসাবে স্বয়ং বার্ড ওটা পাশ কাটানোর সময় পেটের ওপর আঙুল বোলাত; কিন্তু আজ এমনকি মূর্তিটার মুখের দিকে তাকানোরও সাহস করতে পরল না ও। ওর স্ত্রী যে টেবিলে নগ্ন অবস্থায় শুয়ে আছে সেটার পাশে ডাক্তার আর নার্সদের হাতে জীবাণুনাশক লাগাতে দেখল। ডাক্তারের হাতে পশমের জঙ্গল।

ম্যাপগুলো সযত্নে জ্যাকেটের পকেটে রাখল বার্ড, জনাকীর্ণ ম্যাগাজিন কাউন্টার পেরিয়ে দরজার দিকে এগোনোর সময় শরীরের সঙ্গে চেপে ধরল ওগুলোকে। সত্যি সত্যি আফ্রিকায় ব্যবহার করার জন্যে প্রথমবারের মত কেনা হয়েছে ম্যাপগুলো। অস্বস্তির সঙ্গে ও ভাবল আফ্রিকার মাটিতে পা রাখার দিন কি আদৌ কোনও দিন

BanglaBook.org

আসবে, গাঢ় সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে আফ্রিকার আকাশের দিকে তাকাতে পারবে নাকি এই মুহূর্তে, আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সম্ভাব্য কোনও সুযোগ চিরদিনের জন্যে ওর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি তরুণ বয়সেই অসাধারণ উত্তেজনার একমাত্র ও চূড়ান্ত উপলক্ষ্যকে বিদায় জানাতে বাধ্য হতে যাচ্ছে ও? যদি তা হয়ও, কী করার আছে? আমার করার মত কিছুই নেই!

রাগের সঙ্গে দরজা ঠেলে বাইরে এসে গ্রীষ্মের আসন্ন সন্ধ্যার রাস্তায় নামল বার্ড। সাইডওঅক ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে: আসলে হাওয়ায় মিশে থাকা ধুলো আর সন্ধ্যায় অপসৃয়মান আলোর জন্যে এমন মনে হচ্ছে। প্রশস্ত গাঢ় ছায়াময় ডিসপ্লে উইন্ডোয় ফুটে ওঠা নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল বার্ড। স্বল্প-দূরত্বের দৌড়বিদের গতিতে বুড়িয়ে যাচ্ছে ও। সাতাশ বছর চার মাস বার্ডের বয়স। পনের বছর যখন বয়স ওর, তখন "বার্ড" নামটি রাখা হয়েছিল আর সেই থেকে বার্ডই রয়ে গেছে: জানালার কাঁচে কালো জলে ভাসমান লাশের মত ভেসে ওঠা অবয়বটাকে এখনও পাখির মতই লাগছে। ছোটখাট, শীর্ণকায় ও। কলেজের লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে চাকুরিতে ঢোকার পরপরই ভারিক্কি হতে শুরু করেছিল ওর বন্ধুরা– এমনকি যারা শুকনো ছিল তারাও বিয়ের পর মুটিয়ে গেছে; কিন্তু বার্ড, ভূঁড়িটা কিঞ্চিৎ বেড়ে ওঠা বাদে, আগের মতই ক্ষীণ রয়ে গেছে। হাঁটার সময় মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়ে ওর, গলার চারপাশে কাঁধ উঁচু হয়ে ওঠে; যখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তখনও একই রকম থাকে ভঙ্গিটা। শীর্ণকায় হয়ে যাওয়া কোন বৃদ্ধের মত, এককালে অ্যাথলিট ছিল যে।

ওর উঁচু হয়ে থাকা কাঁধজোড়াই কেবল গোটানো পাখার মত, তা নয়, ওর কাঠামোটাই মোটামুটি পাখির মত। ওর মসৃণ চকচকে তামাটে নাকটা পাখির ঠোঁটের মত বেরিয়ে এসেছে। মুখ থেকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে মাটির দিকে। চোখজোড়ায় আঠার মত আবছা আলো চকচক করে, বলতে গেলে আবেগের ছাপ দেখা যায় না কখনওই, অবশ্য মাঝেমাঝে চকিতে খেলে যেন মৃদু বিস্ময়-বোধ। ওর সরু কঠিন ঠোঁট দুটো সবসময় শক্ত হয়ে দাঁতের ওপর চেপে থাকে; উঁচু হনুর হাড় থেকে শুরু হয়ে চিবুক পর্যন্ত নেমে আসা রেখাদুটো তীক্ষ্ণ কোণ-অলা 'V'-এর মত দেখায়। আর চুল আগুনের ঘন শিখার মত আকাশের দিকে উঁচিয়ে থাকে। এটা পনের বছর বয়সী বার্ডের যথাযথ বর্ণনা: বিশ বছরেও কিছুই বদলায় নি। আর কতদিন পাখির মত রয়ে যাবে ও? পনের থেকে পয়ষট্টি পর্যন্ত একই চেহারা আর ভঙ্গি নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া উপায় নেই, তেমন ধরনের মানুষ কী ও? তাহলে জানালার কাঁচে যে প্রতিবিম্ব দেখছে, সেটা ওর গোটা জীবনেরই মিশ্রণ। শিউরে উঠল বার্ড, বিতৃষ্ণা এত প্রবল আর জোরাল হয়ে উঠল যে বমি করার ইচ্ছা জাগল ওর। কী এক ভবিষ্যৎ দর্শন: এক দঙ্গল ছেলেপুলেসহ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কুঁজো জরাগ্রস্ত বার্ড...

আচমকা স্পষ্টতই অদ্ভুত ধরনের এক মহিলা জানালার আবছা হ্রদ থেকে উঠে এগিয়ে এল বার্ডের দিকে। চওড়া কাঁধ আর বিশাল দেহের অধিকারী মহিলা, এত

BanglaBook.org

লম্বা যে তার চেহারা কাঁচের গায়ে বার্ডের প্রতিবিম্বের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। পেছন থেকে কোনও দানব ওর দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হল বার্ডের। অবশেষে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ও। ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মহিলা, গম্ভীর চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল। দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল বার্ড। এক সেকেন্ড পরেই বার্ড লক্ষ্য করল মহিলার চোখ থেকে কঠিন স্পষ্ট তাগিদের দৃষ্টি শোকাক্রান্ত নির্লিপ্ততার জলে ভেসে যাচ্ছে। মহিলা হয়তবা এর সঠিক প্রকৃতি নাও জানতে পারে, পারস্পরিক সহমর্মিতার বন্ধন আবিষ্কারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল সে, তখনই আচমকা বুঝতে পেরেছে যে বার্ড বন্ধনের উপযুক্ত অংশীদার নয়। একই সময়ে বার্ড মহিলার চেহারার অস্বাভাবিকত্বটুকু ধরতে পারল, কোঁকড়ানো একমাথা চুল ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো দেবদূতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে: বিশেষ করে ওপরের ঠোঁটে রেযরের নজর এড়িয়ে যাওয়া সোনালি পশমগুলো চোখে পড়েছে ওর। পুরু প্রসাধনের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে ওগুলো এবং দুর্গতের মত কাঁপছে।

"হেই!" গমগমে পুরুষালি কণ্ঠে কথা বলে উঠল বিশালাঙ্গিনী। সম্বোধনে মহিলার নিজের অসতর্ক ভুলের শঙ্কাই প্রকাশ পেল। কথা বলতে পারা আনন্দের বটে।

"হেই!" মুখে দ্রুত হাসি ফুটিয়ে তুলল বার্ড এবং কিছুটা ওর পাখিসুলভ ভঙ্গিতেই কর্কশ গমগমে গলায় পাল্টা সম্বোধন জানাল।

আধপাক ঘুরল ট্রান্সভেস্টাইট, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তা বরাবর। এক মুহূর্ত তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল বার্ড, তারপর উল্টোদিকে পা বাড়াল। একটা সংকীর্ণ গলিপথ পেরিয়ে এসে সাবধানে সতর্ক গায়ে ট্রলি ট্র্যাকে ক্ষত-বিক্ষত প্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম করতে শুরু করল। এমনকি খিঁচুনির প্রাবল্য নিয়ে যখন তখন বার্ডকে কামড়ে ধরা উন্মত্ত সতর্কতাও আতঙ্কে অর্ধ-উন্মাদ খুদে পাখির কথা মনে করিয়ে দেয়– ডাকনামটা একেবারে খাপে খাপে মিলে গেছে।

রানী জানালায় আমাকে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে, যেন আমি কারও জন্যে অপেক্ষা করছি, এবং আমাকে কোনও পারভার্ট ধরে নিয়েছে সে। অপমানকর ভুল, কিন্তু বার্ড ঘুরে দাঁড়ানোর পর রানী নিজের ভুল বোঝামাত্র ওর সম্মান ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ওদের সংঘাতের রসিকতাটুকু উপভোগ করছে ও। হেই!– অন্য কোনও সম্বোধন এমন অবস্থার সঙ্গে মানাত না; নিশ্চয়ই রানীর ঘাড়ের ওপর মাথাটা চমৎকার।

বিশালদেহী নারী সেজে ঘুরে বেড়ানো তরুণের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করল বার্ড। আজ রাতে কী কোনও পারভার্টের দেখা পাবে সে, পারবে তাকে বোকা বানাতে? হয়ত আমারই ওর সঙ্গে যাবার সাহস করে ওঠা উচিত ছিল।

তরুণ ছেলেটির সঙ্গে শহরের কোনও অদ্ভুত জায়গায় গেলে কী ঘটতে পারত ভাবতে ভাবতেই উল্টোদিকের সাইডওঅকে উঠে এল বার্ড, ঘুরে সস্তা বার আর রেস্তরাঁয় ভরা জনাকীর্ণ রাস্তায় বাঁক নিল। হয়ত দুভাইয়ের মত পাশাপাশি নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকত সে, কথা বলত। আমিও নগ্ন থাকতাম, ফলে কোনওরকম সঙ্কোচ বোধ

BanglaBook.org

করত না সে। আমি হয়ত তাকে জানাতাম যে আজ রাতে আমার স্ত্রী একটা সন্তান লাভ করতে যাচ্ছে, হয়ত আমি স্বীকার যেতাম বছরের পর বছর আফ্রিকায় যাবার কথা ভাবছি আর আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল, ফিরে আসার পর *স্কাই ওভার আফ্রিকা* নামে আমার অভিযানের কাহিনী লেখা। আমি হয়ত এটাও বলতাম যে বাচ্চা আসার পর সংসারের খাঁচায় বন্দী হয়ে গেলে একাকী আমার আফ্রিকার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে (বিয়ের পর থেকেই খাঁচায় আটকা পড়ে আছি আমি, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত দরজাটা সবসময় খোলা মনে হয়েছে; দুনিয়ায় আসছে যে শিশুটি হয়ত দরজাটা আটকে দেবে সে)। আমি সব বিষয়েই কথা বলতাম আর রানী আমার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ানো প্রতিটি জিনিসের মূলকথা তুলে নিত, একত্রিত করে নিত একে একে এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পারত। কারণ যে তরুণ আপন বিকৃতির প্রতি এত বিশ্বস্ত থাকার প্রয়াসী, যে পারভার্টদের খোঁজে রাস্তায় নেমে আসে, এমন এক তরুণের অবচেতন মনের পশ্চাদভূমিতে শেকড় ছড়িয়ে থাকা আতঙ্কবোধের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল চোখ কান আর মন না থেকে পারে না।

আগামীকাল সকালে হয়ত আমরা রেডিওতে খবর শুনতে শুনতে একই সাবান-দানি ব্যবহার করে একসঙ্গে শেভ করতাম। রানী অল্পবয়সী, কিন্তু ওর দাড়ি বেশ ঘন বলে মনে হয়েছে আর... কল্পনায় ছেদ টানল বার্ড, মুচকি হাসল। একসঙ্গে রাত কাটানোটা হয়ত বাড়াবাড়ি হয়ে যেত, কিন্তু তরুণকে অন্তত: ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল ওর। সস্তা, আরামদায়ক বার-ভর্তি একটা রাস্তায় রয়েছে বার্ড: ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া জনতার সবাই বেহেড মাতাল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ওর, একাকী হলেও গলা ভেজাতে চায় ও। দীর্ঘ, শীর্ণ গলা ঘুরিয়ে রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো বারগুলো জরিপ করল। আসলে ওগুলোর কোনওটিতেই যাবার ইচ্ছা ওর নেই। গায়ে হুইস্কির গন্ধ নিয়ে স্ত্রী আর নবজাত শিশুর বিছানার পাশে গিয়ে হাজির হলে শাশুড়ীর কী প্রতিক্রিয়া হবে অনায়াসে আঁচ করতে পারে ও। ওকে আবার অ্যালকোহলের নিয়ন্ত্রণাধীন দেখুক শ্বশুর-শাশুড়ী, চায় না ও।

এখন একটা ছোট প্রাইভেট কলেজে লেকচার দেয় বার্ডের শ্বশুর, কিন্তু অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত বার্ডের ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিল সে। একটা ক্র্যাম স্কুলে বার্ড যে এই বয়সে শিক্ষকতার চাকুরি জোটাতে পেরেছে সেজন্যে ভাগ্যের চেয়ে শ্বশুরের অবদানই বেশি। বুড়ো মানুষটাকে ও ভালোবাসে, তাকে ভয়ও করে। শ্বশুরের মত এমন বিশিষ্ট লোকের দেখা কখনও পায় নি বার্ড, তাকে আবার হতাশ করতে চায় না ও।

বার্ডের বয়স যখন পঁচিশ বছর, মে মাসে বিয়ে করে এবং সেই গ্রীষ্মে টানা চার সপ্তাহ মাতাল ছিল ও। আচমকা আচ্ছন্ন রবিনসন ক্রুশোর মত অ্যালকোহলের সাগরে ভেসে বেড়াতে শুরু করেছিল। গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হিসাবে ওর কাজ, দায়-দায়িত্ব, সবকিছু কোনওরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই বাদ দিয়েছিল, নিজের অ্যাপার্টমেন্টের অন্ধকার কিচেনে সারাদিন আর গভীর রাত অবধি বসে কাটাত বার্ড, রেকর্ডের গান শুনত আর হুইস্কি পান

BanglaBook.org

করত। সেইসব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলে এখন ওর মনে হয় গান শোনা আর মদ পান করা আর কঠিন নেশাগ্রস্ত ঘুমে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও মানবিক কাজে অংশ নেয় নি ও তখন। চার সপ্তাহ কেটে যাবার পর বার্ড যন্ত্রণাকর সাতশ ঘণ্টার নেশা কাটিয়ে বেরিয়ে এসে শোচনীয়ভাবে সজাগ অবস্থায় নিজের মাঝে যুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত নগরী আবিষ্কার করেছিল। আরোগ্য লাভের ক্ষীণ সম্ভাবনা অলা মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থের মত ছিল ও, কিন্তু নিজের ভেতরকার বুনো স্বভাবকেই কেবল আবার বাগে আনতে হয় নি ওকে বরং বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কের বুনো অবস্থাকেও আয়ত্তে আনতে হয়েছিল। গ্র্যাজুয়েট স্কুল ছেড়ে দেয় ও, শ্বশুরকে অনুরোধ জানায় একটা শিক্ষকতার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে। এখন দুবছর পর ও অপেক্ষা করছে ওর স্ত্রীর ওদের প্রথম সন্তানের মা হবার। আবার অ্যালকোহলের বিষ রক্তে মিশিয়ে হাসপাতালে যদি হাজির হতে দেয় নিজেকে, ওর শাশুড়ী ঠিক মেয়ে আর নাতি বা নাতনীকে নিয়ে কুকুর-তাড়া খাওয়ার মত পালিয়ে যাবে।

খোদ বার্ড এখনও ওর মাঝে রয়ে যাওয়া আকূল, গোপন অথচ গভীর অ্যালকোহল তৃষ্ণার ব্যাপারে সতর্ক। চার সপ্তাহ ব্যাপী সেই হুইস্কি-নরকবাসের পর থেকে প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করেছে ও, কেন সাতশ ঘণ্টা মাতাল ছিল, কখনও সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পায় নি। যতক্ষণ ওর হুইস্কির খাদে পতনের কারণ হেঁয়ালি রয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ওর আকস্মিক সেখানে ফিরে যাবার অব্যাহত আশঙ্কা রয়েই যাবে।

খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়া আফ্রিকা সম্পর্কে লেখা বইগুলোর একটায় এই অংশটি পেয়েছিল বার্ড: "অভিযাত্রীরা ব্যতিক্রমহীনভাবে যেসব মাতাল উৎসবের উল্লেখ করে আজও আফ্রিকার গ্রামে তা সাধারণ ব্যাপার। এটা বোঝায় যে চমৎকার এই দেশটির জীবন ধারায় মৌল কিছুর অভাব এখনও রয়ে গেছে। মৌলিক অসন্তোষসমূহ আজও আফ্রিকার গ্রামবাসীদের হতাশ আর আত্ম-পরিত্যাগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।" সুদানের একটা ছোট গ্রাম সম্পর্কে লেখা অনুচ্ছেদটুকু পড়ে বার্ড উপলব্ধি করে যে ওর নিজের জীবনে ঘাপটি মেরে থাকা অভাব আর অসন্তোষগুলোর কথা চিন্তা করা এড়িয়ে যাচ্ছিল ও। কিন্তু ওগুলোর অস্তিত্বের প্রশ্নে নিঃসংশয় বলে অ্যালকোহল এড়িয়ে চলার ব্যাপারে সতর্ক ও।

হংকিটংক এলাকার পেছনের চত্বরে উঠে এল বার্ড, এখানটায় যেন শোরগোল আর ব্যস্ততাই আসল। চত্বরের মাঝখানে থিয়েটারের লাইটবাল্বের ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা জ্বলছে-নিভছে– স্ত্রীর সংবাদ জানার সময় হয়েছে। আজ বিকেল তিনটে থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাসপাতালে শাশুড়ীকে ফোন করছে বার্ড। চত্বরের আশপাশে নজর চালাল ও। প্রচুর পাবলিক টেলিফোনের ছড়াছড়ি, কিন্তু সবকটাই দখল হয়ে আছে। লেবররুমে থাকা স্ত্রীর চিন্তা যতটা নয় তারচেয়ে বেশি বিরক্তি বোধ করল শাশুড়ী ইন-পেশেন্টদের জন্যে নির্ধারিত টেলিফোনের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে মনে করে। মেয়ের সঙ্গে হাসপাতালে হাজির হবার মুহূর্ত থেকেই মহিলার মাথায় চিন্তা ঢুকে গেছে যে কর্মচারীরা তাকে অসম্মান করার তালে আছে। শুধু যদি অন্য কোনও

BanglaBook.org

রোগির আত্মীয় স্বজনদের কেউ টেলিফোনটা ধরত... বিষণ্ন আশা নিয়ে আবার উল্টোপথ ধরল বার্ড, বার, কফিহাউস, চাইনীজ নুডল্‌স শপ, কাটলেট রেস্তরাঁ আর জুতোর দোকানগুলোর দিকে তাকাচ্ছে বারবার। যখন তখন যেকোনওটায় ঢুকে ফোন করতে পারে ও। কিন্তু সম্ভব হলে বার-টার এড়িয়ে যেতে চাইছে, তাছাড়া আগেই ডিনার সারা হয়ে গেছে ওর। পেটটাকে সামাল দেয়ার জন্যে পাউডার কিনলেই তো হয়?

ড্রাগস্টোরের খোঁজে ইতিউতি তাকাচ্ছিল বার্ড, এমন সময় এক কোণে দাঁড়ানো একটা অদ্ভুত দর্শন দোকান দেখে থমকে দাঁড়াল। দরজার মাথায় ঝোলানো একটা বিশাল বিলবোর্ডে দেখা যাচ্ছে এক কাউবয় ধোঁয়া-ওঠা-পিস্তল হাতে উবু হয়ে আছে। কাউবয়ের স্পারজোড়ার তলায় পিন দিয়ে আঁটা ইন্ডিয়ানের মাথায় উজ্জ্বল করে লেখা কথাটা পড়ল বার্ড: গান কর্নার। ভেতরে জাতিসংঘের পতাকা আর প্যাঁচানো সবুজ ও হলুদ ক্রিপ কাগজের নিচে, বার্ডের চেয়ে কম বয়সীদের একটা জটলা স্টোরের সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত ভরে থাকা নানা রঙ-এর বাক্স আকৃতির বিভিন্ন খেলাকে ঘিরে রেখেছে। লাল আর নীল টেপ লাগানো কাঁচের দরজা দিয়ে তাকিয়ে পেছনের এক কোণে একটা পাবলিক টেলিফোন বসানো আছে বুঝতে পেরে গান-কর্নারে পা রাখল বার্ড। একটা কোক-মেশিন আর একটা ইতিমধ্যে পুরোনো হয়ে যাওয়া রক-এন-রোল বাজতে থাকা জুকবক্স পাশ কাটাল, তারপর কাদাময় কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে আগে বাড়ল ও। নিমেষে যেন অসংখ্য স্কাই-রকেট কানে তালা লাগিয়ে দিল ওর। যেন গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এমনিভাবে পিনবল মেশিন, ডার্ট গেমস্ আর কনভেয়ার বেল্টে ঘুরে চলা হরিণ, খরগোশ আর দানবাকৃতি কুনোব্যাঙ ভর্তি খুদে জঙ্গল পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল বার্ড। বার্ড পাশ কাটানোর সময় এক হাইস্কুল ছাত্র তার গার্ল ফ্রেন্ডের মুগ্ধ চোখের সামনে একটা কোলাব্যাঙ ধরে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল আর গেমের পাশের জানালা ক্লিক করে পাঁচ পয়েন্ট ঘোষণা করল। অবশেষে টেলিফোনের কাছে পৌঁছুল ও। একটা কয়েন ফোনে ফেলে স্মৃতি থেকে হাসপাতালের নাম্বারে ডায়াল করল। এক কান দিয়ে ফোনের দূরবর্তী রিঙ শুনতে পেল, রক-এন-রোলের উচ্চ নিনাদ ভরে দিয়েছে অন্য কান। দশহাজার কাঁকড়া যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে: ধাড়ি ছেলেমেয়েরা স্বয়ংক্রিয় খেলনায় চেপে বসে ইটালিয়ান জুতোর একেবারে দস্তানার-চামড়ার-মত-নরম সোল দিয়ে কাঠের মেঝেয় ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হট্টগোল সম্পর্কে কী ভাববে ওর শাশুড়ী? ফোন করতে দেরি হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করার সময় হৈচৈ সম্পর্কে কিছু একটা বলা উচিত হবে ওর।

চারবার রিং হবার পর শাশুড়ীর গলার আওয়াজ, যা ওর স্ত্রীর কণ্ঠস্বরকে কিছুটা তরুণ করে দিয়েছে, পাওয়া গেল। কোনও কিছুর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করেই চট করে স্ত্রীর খবর জানতে চাইল বার্ড।

"এখনও কিছু না। আসছে না আর কি; কষ্ট পেয়ে মরতে বসেছে বেচারি, কিন্তু বাচ্চাটা স্রেফ আসতেই চাচ্ছে না।"

BanglaBook.org

নির্বাক বার্ড মুহূর্তের জন্যে কঠিন রাবারের তৈরি রিসিভারের নাম্বারবিহীন গর্তগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, তলটা ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে একবার রাতের তারায় ভর্তি কালো আকাশের মত মেঘাচ্ছন্ন হচ্ছে তারপর আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

"আট-টায় আবার ফোন করব আমি," এক মিনিট পরে বলল ও, ফোনটা তুলে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ফোনের পাশে একটা ড্রাইভ-আ-কার গেম বসানো রয়েছে, ফিলিপিনো চেহারার একটা ছেলে বসে আছে হুইলের পেছনে। একটা বেঞ্চের ঠিক মাঝখানে বসানো সিলিন্ডারের মাথায় বসানো খুদে আকারের একটা ই-টাইপ জাগুয়ারের নীচে গ্রামের দৃশ্যাবলী আঁকা বেল্ট ঘুরছে অবিরাম, ফলে মনে হচ্ছে গাড়িটা বুঝি এক অপূর্ব সাব-আর্বান হাইওয়ে দিয়ে অনন্তকাল ধরে ছুটছে। রাস্তা যতই এগিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট গাড়িটাকে ভীত করে তোলার জন্যে ততই নানান বাধাবিপত্তি হাজির হচ্ছেঃ ভেড়া, গরু, বাচ্চা কোলে মেয়ে। খেলোয়াড়ের কাজ হচ্ছে সিলিন্ডারের ওপরকার গাড়িটাকে ঘুরিয়ে হুইল কাটিয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া। অখণ্ড মনোযোগে হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে ফিলিপিনো ছেলেটা, ওর ছোট্ট কালচে ভুরুতে গভীর ভাঁজ। একটানা গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে সে, শ্বদন্ত দিয়ে ঠোঁটজোরা চেপে রেখেছে, বাতাসে শব্দ করে থুতু ছিটাচ্ছে, যেন নিশ্চিত যে বেল্টটা শেষ পর্যন্ত ঘোরা থামিয়ে ই-টাইপ জাগুয়ারটাকে ওটার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু ছোট গাড়িটার সামনে অবিরাম বাধা ছড়িয়েই দিচ্ছে রাস্তাটা। ক্ষণে ক্ষণে, বেল্টটার গতি কমে এলেই প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কয়েন বের করে আনছে, তারপর মেশিনের ধাতব চোখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ছেলেটার পেছনে কোণাকুণিভাবে দাঁড়াল বার্ড, কিছুক্ষণ দেখল খেলাটা, অচিরেই অসহনীয় ক্লান্তির একটা অনুভূতি জাগল ওর পায়ে। দ্রুত পেছন-দরজার দিকে পা চালাল ও, এমনভাবে পা চালাচ্ছে যেন মেঝেটা তপ্ত ধাতু দিয়ে তৈরি। গ্যালারির পেছনে এসে সত্যিকার অর্থে একজোড়া অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রের মুখোমুখি হল ও।

ডানদিকের খেলাটা ঘিরে রেখেছে একদল তরুণ, ওদের সবার পরনে একই রকম সোনালি ও রূপালি ড্রাগন এমব্রয়ডারি করা সিল্কের জ্যাকেট– আমেরিকান পর্যটকদের জন্যে নকশা করা হংকং স্যুভেনির সামগ্রি। চড়া, অপরিচিত আওয়াজ তুলছে ওরা, প্রবল সংঘর্ষ বেঁধে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বাম দিকের খেলাটার দিকে এগিয়ে গেল বার্ড, কারণ এই মুহূর্তে প্রহরাহীন আছে ওটা। একটা মধ্যযুগীয় নিপীড়ন চালানোর যন্ত্র ওটা– আয়রন মেইডেন– বিংশ শতাব্দীর মডেল। খুব সুন্দর প্রমাণ সাইজের যান্ত্রিক লাল-কালো ডোরাকাটা সিল্কের মেইডেন শক্ত করে আড়াআড়িভাবে হাত ভাঁজ করে নগ্নবুক ঢেকে রেখেছে। খেলোয়ার তার লুকোনো ধাতব বুক দেখার জন্যে বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আনার প্রয়াস পাচ্ছে; তার গ্রিপ আর পুল মেইডেনের চোখে বসানো জানালাগুলোয় সংখ্যা হিসাবে উদয় হচ্ছে; তার মাথার ওপর গড় পড়তা টানাটানির পর্যায়ক্রমিক তালিকা দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

মেইডেনের দুঠোঁটের মাঝখানের স্লটে একটা কয়েন ঢুকাল বার্ড। এবার তার বুকের ওপর থেকে হাতজোড়া সরিয়ে আনার জোর প্রয়াস পেল। ইস্পাত-বাহু গোঁয়ারের মত বাধা দিল: আরও জোরে টানল বার্ড। আস্তে আস্তে তার ইস্পাত-বুকের দিকে এগিয়ে গেল ওর মুখ। মেয়েটার চেহারায় পরিষ্কার যন্ত্রণার অভিব্যক্তি আঁকা রয়েছে বলে বার্ডের, মনে হল তাকে ও ধর্ষণ করছে। শরীরের প্রত্যেকটা পেশি ব্যথা না করে ওঠা পর্যন্ত টান অব্যাহত রাখল ও। কোনও যন্ত্র ঘুরে যাওয়ায় সহসা মেয়েটার বুকের ভেতর থেকে গুরুগুরু আওয়াজ বেরিয়ে এল আর ক্লিক শব্দে সংখ্যা আঁকা জলো-রক্তের রঙঅলা নাম্বার্ড প্লাক দেখা দিল চোখের গহ্বরে। অসাড় হয়ে গেল বার্ড, হাঁপাচ্ছে, তালিকার সঙ্গে নিজের স্কোর মেলাল ও। ওটা কী বোঝাচ্ছে পরিষ্কার নয়, তবে বার্ড গ্রিপের জন্যে ৭০ পয়েন্ট আর পুলের জন্যে পেয়েছে ৭৫ পয়েন্ট। তালিকার ২৭ এর নীচের কলামে বার্ড দেখতে পেল গ্রিপ: ১১০– পুল: ১০০। অবিশ্বাসের সঙ্গে তালিকাটা পরখ করল ও এবং জানতে পেল ওর স্কোর চল্লিশ বছর বয়স্কদের গড়পড়তা স্কোরের সমান। *চল্লিশ!*– ধাক্কাটা সোজা পাকস্থলীতে আঘাত করল, একটা হেঁচকি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। সাতাশ বছর চার মাস বয়স অথচ চল্লিশ বছর বয়স্ক লোকের চেয়ে বেশি শক্তি নেই: বার্ড! কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? সবচেয়ে বড় কথা, ও বুঝতে পারছে ওর কাঁধ আর শরীরের দুপাশে কাঁপুনিটা অসহনীয় আসল ব্যথায় রূপ নেবে। নিজের মর্যাদা উদ্ধারে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ বার্ড এবার ডান দিকের খেলাটার দিকে এগিয়ে গেল। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল শক্তি পরীক্ষার এই খেলায় অসম্ভব আগ্রহী হয়ে উঠেছে ও।

বার্ড এগিয়ে যেতেই নিজস্ব এলাকা আক্রান্ত হলে বুনো জানোয়াররা যেমন করে সেভাবে সতর্ক হয়ে উঠল ড্রাগন জ্যাকেট পরা ছেলেগুলো, জমে গেল ওরা, দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ নিয়ে ঘিরে ধরল ওকে। দ্বিধান্বিত হলেও মোটামুটি বেপরোয়া একটা ভাব ধরে ওদের জটলার মাঝের মেশিনটা জরিপ করল বার্ড। গঠনের দিক থেকে ওয়েস্টার্ন সিনেমার ফাঁসিকাঠের সঙ্গে মিল আছে ওটার, তবে পার্থক্য হল অনেকটা স্লাভিক ক্যাভালরি হেলমেটের মত একটা জিনিস অসহায় কোনও আউট-লয়ের যেখানে ঝুলে থাকার কথা সেখানে ঝুলছে। হেলমেটটা কালো বাকস্কিনে ঢাকা একটা স্যান্ডব্যাগ আংশিক আড়াল করে রেখেছে মাত্র। হেলমেটের মাঝখানে সাইক্লপের চোখের মত ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকা স্লটে কয়েন ঢোকানো হলে খেলোয়াড় স্যান্ডব্যাগটা নামাতে পারে আর ইন্ডিকেটর নিডলটা শূন্যের ঘরে আবার স্থির হয়ে বসে। ইন্ডিকেটরের মাঝখানে রোবট-ইঁদুরের একটা কার্টুন আঁকা: চীৎকার করছে, হলুদ মুখটা হাঁ হয়ে আছে, "*এসো, ঘাতক! তোমার ঘুসির জোর* দেখা যাক!"

বার্ড খেলাটা কেবল জরিপ করছে, ওটার দিকে এগিয়ে যায় নি দেখে ড্রাগন-জ্যাকেটঅলাদের একজন যেন প্রদর্শনীর জন্যেই সামনে এগোল, হেলমেটে একটা কয়েন ফেলল, স্যান্ডব্যাগটা টেনে নামাল নিচে। আত্ম-সচেতন কিন্তু আত্মবিশ্বাসী

BanglaBook.org

তরুণ পিছিয়ে এল এক কদম, প্রায় নাচের ভঙ্গিতে গোটা শরীর ছুড়ে দিল সামনের দিকে, বেদম ঘুসি লাগাল স্যান্ডব্যাগটাকে, প্রবল একটা শব্দ হল: হেলমেটের ভেতরে চেইন বাড়ি খাওয়ায় ঝনঝন শব্দ উঠল। কাঁটাটা গজে আঁকা নাম্বারগুলো পেরিয়ে গেল, তারপর কাঁপতে লাগল অর্থহীনভাবে। প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠল পুরো দলটা। ঘুসিটা গজের সীমা অতিক্রম করে গেছে: অবশ হয়ে যাওয়া মেকানিজম আর রিসেট হবে না। বিজয়ী ড্রাগন-জ্যাকেট স্যান্ডব্যাগ লক্ষ্য করে মৃদু লাথি চালাল, উবু হয়ে কারাটে কায়দায় ইন্ডিকেটরের কাটাটা নেমে এল ৫০০-র ঘরে আর স্যান্ডব্যাগটা যেন ক্লান্ত হারমিট কাঁকড়া, হেলমেটের ভেতর ফিরে গেল। আবার গর্জে উঠল দলটা।

প্রবল আবেগ দখল করে নিল বার্ডকে। ম্যাপগুলো যাতে দুমড়ে না যায় সেজন্যে জ্যাকেটটা খুলে একটা বিংগো টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। এবার হাসপাতালে ফোন করার জন্যে পকেটে রাখা অসংখ্য কয়েন থেকে একটা বের করে হেলমেটে ফেলল। ছেলেগুলো ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। স্যান্ডব্যাগটা নিচে নামাল বার্ড, পিছিয়ে এল এক কদম, মুঠি উঁচু করল। যখন কলেজে ভর্তি হবার জন্যে পরীক্ষায় পাস করার লক্ষ্যে পড়াশোনা করছিল সেই সময় হাইস্কুল থেকে বহিস্কৃত হবার পর নিজ শহরের অপরাধীদের সঙ্গে প্রায় হর সপ্তাহে মারপিট করেছে বার্ড। ওকে সমঝে চলত সবাই আর অল্প বয়সী ভক্তকূল সারাক্ষণ ঘিরে থাকত ওকে তখন। নিজের ঘুসির ওজনের ওপর আস্থাশীল বার্ড। ওর কায়দাটা হবে অর্থডক্স, কোনওরকম লাফঝাঁপের দিকে যাবে না ও। পায়ের গোড়ালিতে শরীরের পুরো ওজন চালান দিল বার্ড, হালকা পায়ে এক কদম আগে বাড়ল, তারপর ডান হাতে ঘুসি চালাল স্যান্ডব্যাগের ওপর। ওর ঘুসিটা কি ২৫০০'র রেখা অতিক্রম করে গিয়ে গজটাকে অচল করে দিয়েছে? ঘোড়ার ডিম–কাঁটাটা ৩০০র ঘরে দাঁড়িয়ে! সামনে ঝুঁকে, মুঠি পাকানো হাত বুকের কাছে ধরে, অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে এক মুহূর্ত গজটার দিকে চেয়ে থাকল বার্ড। গরম রক্ত উঠে এল ওর মুখে। ওর পেছনে ড্রাগন-জ্যাকেট পরা ছেলেগুলো নীরব আর স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু নির্ঘাত ওদের মনোযোগ বার্ড আর গজের দিকে স্থির হয়ে আছে; সংখ্যার বিচারে কমজোরি ঘুসিঅলা এক লোকের আবির্ভাবে নিশ্চয়ই বোকা বনে গেছে ওরা।

যেন দলটার অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন, হেলমেটের দিকে ফিরে গেল বার্ড, আরেকটা কয়েন ঢুকিয়ে টেনে নামিয়ে আনল স্যান্ডব্যাগটা। এখন আর সঠিক কায়দার কথা চিন্তা করার ফুরসত নেই: শরীরের পুরো ওজন ছুড়ে দিল ও ঘুসির পেছনে। ডান হাতটার কুনুই থেকে কব্জি অবাধ অস্ত্রে হয়ে গেল আর ৫০০র ঘরে দাঁড়িয়ে রইল কাঁটাটা।

তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে চাপাল বার্ড, বিংগো টেবিলের দিকে চেয়ে আছে। এবার টিন-এজারদের দিকে ফিরল ও, ওকে নীরবে জরিপ করছে ওরা। উপলব্ধি আর বিস্ময়ভরা একটা অভিজ্ঞ হাসি দেয়ার প্রয়াস পেল

BanglaBook.org

বার্ড, কারণ সাবেক চ্যাম্পিয়ন থেকে তরুণ চ্যাম্প বহু আগেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ছেলেগুলো স্রেফ ফাঁকা কঠিন চেহারায় চেয়ে রইল ওর দিকে– যেন একটা কুকুর দেখছে। বার্ডের একেবারে কানের পেছন পর্যন্ত টকটকে লাল হয়ে গেল, দ্রুত পায়ে গ্যালারি থেকে সরে এল ও। পেছনে প্রচণ্ড অট্টহাসির বিস্ফোরণ ঘটল, নিঃসন্দেহে আনন্দময়।

চত্বরের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি এগিয়ে একটা অন্ধকার সাইড স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল ছেলেমানুষি লজ্জায় আচ্ছন্ন বার্ড: অচেনা লোকজনে ভরা জনতার ভিড়ে মিশে এগোনোর সাহস হারিয়ে ফেলেছে। রাস্তা বরাবর অবস্থান নিয়ে আছে বেশ্যারা, কিন্তু বার্ডের ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে ওকে অহ্বান জানানোর সাহস পেল না। একটা গলিতে ঢুকে পড়ল বার্ড, এখানে এমনকি বেশ্যারাও ঘুরাঘুরি করছে না। আচমকা একটা উঁচু এমব্যাংকমেন্টের বাধার সামনে পড়ে গেল ও । অন্ধকারে সবুজ ঘাসের গন্ধ পেয়ে বুঝতে পেরেছে ঢালে পুরু হয়ে জন্মেছে গ্রীষ্মের ঘাস। এমব্যাংকমেন্টের ওপর দিয়ে ট্রেইনট্র্যাক চলে গেছে। কোনও ট্রেন আসছে কিনা দেখার জন্যে ট্র্যাকের এ-মাথা ও-মাথায় নজর চালাল বার্ড, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। এবার আকাশের কালো কালির দিকে তাকাল ও। জমিনের ওপর ভেসে বেড়ানো লালচে কুয়াশা আসলে চত্বরের নিয়ন লাইটের প্রতিফলন। আচমকা বৃষ্টির ফোঁটা বার্ডের উঁচু করে রাখা গাল ভিজিয়ে দিল– বৃষ্টি আসবে বলেই এমন সুবাসিত হয়ে উঠেছিল ঘাস। মাথা নামিয়ে নিল বার্ড, তারপর আর কিছু করার নেই বলেই যেন গোপনে মূত্রত্যাগ করে বসল। কিন্তু শেষ করার আগেই পেছন থেকে এগিয়ে আসা গোলমেলে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই ড্রাগন-জ্যাকেটপরা ছেলেগুলো ঘিরে ফেলল ওকে।

পেছনে হালকা আলোর আভাস থাকায় গাঢ় ছায়ায় পড়ে গেছে ছেলেরা, ওদের মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পেল না বার্ড। কিন্তু গান কর্নারে তাদের ফাঁকা অভিব্যক্তিতে ভেসে ওঠা পরম নিষ্ঠুর উপেক্ষার কথা মনে আছে ওর। পরম দুর্বল একজনের অস্তিত্ব টের পেয়েছে দলটা। এবং তাদের বুনো প্রকৃতি জেগে উঠেছে। দুর্বল খেলার সঙ্গীকে অত্যাচার করার জন্যে সহিংস কোনও ছেলের আগ্রহে কাঁপতে কাঁপতে মাত্র ৫০০ মাত্রার ঘুসির জোরঅলা ভেড়ার সন্ধানে ছুটে বেরিয়ে এসেছে ওরা। বার্ড শঙ্কিত: পাগলের মত উদ্ধার পাবার রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করল ও। আলোকোজ্জ্বল চত্বরের দিকে যেতে চাইলে সোজা দলটার দিকেই ছুটে যেতে হবে, সবচেয়ে সুরক্ষিত জায়গায় ওদের চক্রটাকে ভেদ করতে হবে। কিন্তু বার্ডের যা শক্তি– চল্লিশ বছর বয়সীর গ্রিপ ও পুল!– তার প্রশ্নই ওঠে না। অনায়াসে ওকে রুখে দিতে পারবে ওরা। ওর ডানদিকে নাতিদীর্ঘ একটা গলি একটা বোর্ড–ফেন্সে গিয়ে শেষ হয়েছে। এমব্যাংকমেন্ট আর একটা কারখানার উঠান ঘিরে রাখা তারকাঁটার বেড়ার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া বামদিকে গলিটা ওপাশে একটা ব্যস্ত রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। যদি ধরা না পড়ে এই শখানেক গজ দূরত্ব পেরুতে পারে তাহলে একটা

BanglaBook.org

আশা আছে বার্ডের। মনস্থির করে ডান দিকের কানাগলিটার দিকেই ছুট দেবে ভাব করে পাঁই করে ঘুরেই দৌড় লাগাল বাম দিকে। কিন্তু এ ধরনের চালবাজিতে প্রতিপক্ষ ওস্তাদ, যেমন বিশ বছর বয়সে নিজের শহরে ওস্তাদ ছিল বার্ড। বোকা বনে নি ওরা, এমনকি বার্ড যখন ডানে যাবার ভান করছিল তখনই বামদিকে সরে গিয়ে আবার জড়ো হয়েছে দলটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল বার্ড, তারপর বামদিকের গলিটার দিকে তেড়ে যেতেই ধনুকের মত পেছনে বাঁকা হয়ে থাকা দেহের কালো ছায়ামূর্তির সঙ্গে টক্কর খেল। স্যান্ডব্যাগটার ওপরও একই কায়দায় আক্রমণ হেনেছিল তরুণ। বাউলি কাটার সময় বা জায়গা কোনওটাই নেই, জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক নক-আউট পাঞ্চটা হজম করল বার্ড, এমব্যাংকমেন্টের ওপর পড়ে গেল চিত হয়ে। গুঙিয়ে উঠে থুতু আর রক্ত ফেলল মুখ থেকে। তীক্ষ্ণ শব্দে হেসে উঠল টিন এজারের দল, পাঞ্চিং মেশিনটাকে অচল করার পর যেমন হেসেছিল। এবার নীরবে বার্ডের দিকে নজর চালাল ওরা, অর্ধবৃত্তাকারে চেপে এল ওর দিকে। অপেক্ষা করছে ওরা।

বার্ডের মনে হল ম্যাপগুলো নিশ্চয়ই ওর শরীর আর জমিনের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। আর ওর সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছেঃ ভাবনাটা নতুন তীব্রতা নিয়ে ওর চেতনার একেবারে সামনের কাতারে নাচতে শুরু করেছে। আকস্মিক ক্রোধ আর কর্কশ মরিয়া ভাব জেগে উঠল ওর মাঝে। এতক্ষণ পর্যন্ত আতঙ্ক আর হতচকিত অবস্থায় থাকায় কেবল পালানোর উপায় খুঁজছিল বার্ড। কিন্তু এখন আর পালানোর কোনও ইচ্ছা নেই ওর। এখন যদি না লড়ি আমি, চিরদিনের জন্যে আফ্রিকায় যাবার সুযোগই হারাব না, আমার বাচ্চাটা কেবল জঘন্য একটা জীবন কাটাতেই জন্ম নেবে এই পৃথিবীতে– এ যেন অনুপ্রেরণাজাত কণ্ঠস্বর, এবং বার্ড বিশ্বাস করল।

ওর থ্যাবড়ানো ঠোঁটে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। মাথা নাড়ল ও, ককিয়ে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। আমন্ত্রণ জানানোর ভঙ্গিতে সরে গেল টিনএজারদের অর্ধবৃত্তটা। এবার দলের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবানটি আত্মবিশ্বাসী পায়ে আগে বাড়ল। দুহাত ঝুলিয়ে দিয়ে চিবুক সামনে ঠেলে দিল বার্ড, কোনও কার্নিভাল ডলের মাথার মত দুলছে যেন। সযত্নে লক্ষ্য স্থির করে জ্যাকেট পরা তরুণ একটা পা উঁচু করল; পেছনে এমনভাবে বাঁকাল ওটা যেন একটা কলসি উপুড় করা হচ্ছে; এবার ডানহাতটা যতদূর সম্ভব পেছনে ঠেলে দিল সে, আঘাত করবে বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। মাথা নিচু করে ঝুপ করে বসে পড়ল বার্ড, পরক্ষণে প্রতিপক্ষের পেটে গুঁতো লাগাল ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মত। আর্তচীৎকার করে উঠল ছেলেটা, বমির দমকে দম আটকে এল তার, নীরবে লুটিয়ে পড়ল সে। ঝাঁকি মেরে মাথা উঁচু করে অন্যদের মুখোমুখি হল বার্ড। যুদ্ধের আনন্দ আবার জেগে উঠছে ওর মাঝে; বহু বছর পর আবার অনুভব করছে এটা। নীরবে পরস্পরকে মাপতে থাকল বার্ড আর ড্রাগন-জ্যাকেটঅলারা, ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষকে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছে। সময় গড়িয়ে চলল।

BanglaBook.org

আচমকা ছেলেদের একজন অন্যদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল: "চলো, যাই। আমরা ওর সঙ্গে মারপিট করতে চাই না। ব্যাটা একেবারে বুড়ো!"

সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেল ছেলেগুলো। বার্ডকে প্রস্তুত অবস্থায় রেখেই অচেতন কমরেডকে তুলে নিয়ে চত্বরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। বৃষ্টির ভেতর একা রয়ে গেল বার্ড। গলার ভেতর এক ধরনের সুড়সুড়ির অনুভূতি জাগল ওর, মিনিটখানেক নিঃশব্দে হাসল ও। জ্যাকেটে রক্ত লেগে আছে, কিন্তু খানিকক্ষণ বৃষ্টিতে হাঁটলে কেউ আর পানির সঙ্গে পার্থক্য করতে পারবে না। এক ধরনের প্রাথমিক স্বস্তি বোধ করল বার্ড। স্বভাবতই আঘাত লাগার জায়গাটায় চিবুক জলছে, হাত আর পিঠও ব্যথা করছে; চোখজোড়াও তাই। কিন্তু স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পর এই প্রথম মনোবল চাঙা হয়ে উঠেছে ওর। কারখানা আর এমব্যাংকমেন্টের মাঝখানের গলিপথ ধরে খুঁড়িয়ে এগোল বার্ড। কিছুক্ষণ পরেই ভীষণ ধোঁয়া উড়িয়ে একটা পুরনো আমলের স্টিম-এঞ্জিন ভট-ভট শব্দ তুলে গদাইলস্করি চালে ট্র্যাক বরাবর এগিয়ে এল। বার্ডের মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ট্রেনটা যেন কালো আকাশে ছুটন্ত অতিকায় কোনও কালো রাইনোসেরস।

এভিনিউতে বেরিয়ে এসে একটা ক্যাবের জন্যে অপেক্ষা করল বার্ড, জিভ্ দিয়ে ভাঙা দাঁত খুঁজল, থুতুর সঙ্গে রাস্তায় ফেলল ওটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

দেয়ালের গায়ে পেরেক দিয়ে আটকানো কাঁদা, রক্ত আর বমির দাগপড়া পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাপের তলায় শুয়োরের পিঠের শঙ্কিত উকুনের মত পিণ্ড বনে ঘুমিয়ে আছে বার্ড। ওদের শোবার ঘরে আছে ও–ওর এবং ওর স্ত্রীর। এখনও ভিনাইলের আবরণে মোড়ানো বাচ্চার শাদা বেসিনেটটা দুটো বিছানার মাঝখানে বিরাট কোলা ব্যাঙের মত ওৎ পেতে আছে। স্বপ্ন দেখছিল বার্ড, ভোরের হিমঠাণ্ডার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গোঙাচ্ছে ও।

নাইজেরিয়ার পুবে লেক শাদের পশ্চিম তীরের একটা মালভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে ও। এমন একটা জায়গায় কিসের অপেক্ষায় থাকতে পারে ও? আচমকা একটা দানবাকৃতি ফ্যাকোশোয়ের দেখে ফেলল ওকে। ধুলো উড়িয়ে তেড়ে আসতে শুরু করল ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা। কিন্তু এটা স্বাভাবিক! বার্ড আফ্রিকায় এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের আশায়, নতুন নতুন গোত্রের মুখোমুখি হতে আর মৃত্যুর বিপদের মোকাবিলা করার জন্যে, একঘেয়ে, পৌনপৌনিক হতাশাময় দৈনন্দিন জীবনের দিগন্ত ছাড়িয়ে দেখবে বলে। কিন্তু ফ্যাকোশোয়েরটার মোকাবিলা করার মত কোনও অস্ত্র নেই ওর কাছে। অস্ত্রশস্ত্র আর কোনওরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই আফ্রিকায় এসে পড়েছি আমি, ভাবছে ও, আর আতঙ্ক খোঁচা মারছে ওকে। এদিকে ফ্যাকোশোয়েরটা এগিয়ে আসছে। এক প্রত্যন্ত শহরে দুষ্কৃতকারী থাকার সময় প্যান্টের কাফের ভেতর দিকে সেলাই করে রাখা সুইচব্লেডের কথা মনে পড়ল বার্ডের। কিন্তু বহুদিন আগেই প্যান্টগুলো ফেলে দিয়েছে ও। আশ্চর্য *ফ্যাকোশোয়েরের* জাপানি প্রতিশব্দটা মনে পড়ছে না। *ফ্যাকোশোয়ের!* ওকে ছেড়ে নিরাপদ এলাকায় পালিয়ে যাওয়া দলটার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ও: *সাবধান! পালাও! ওটা ফ্যাকোশোয়ের!* কিন্তু জন্তুটা ইতিমধ্যে অল্প কয়েক গজ দূরের একটা নিচু ঝোপের কাছে এসে পড়েছে: পালানোর কোনও উপায় নেই বার্ডের। ঠিক তখন উত্তর দিকে একটা তীর্যক নীল রেখা দিয়ে সুরক্ষিত একটা জায়গা দেখতে পেল ও। নিশ্চয়ই ইস্পাতের তারকাঁটা; ওটার পেছনে যদি যেতে পারে তাহলে হয়ত নিরাপত্তা মিলবে; ওকে ফেলে যাওয়া লোকগুলো ওখান থেকে চিৎকার করছে। দৌড় শুরু করেছে বার্ড। বড্ড দেরি হয়ে গেছে! ফ্যাকোশোয়েরটা প্রায় হামলে পড়েছে। অস্ত্রশস্ত্র আর প্রশিক্ষণ ছাড়াই আফ্রিকায় এসে পড়েছি আমি, পালাতে পারব না। হতাশ হয়ে পড়েছে বার্ড, কিন্তু

BanglaBook.org

আতঙ্ক এগোতে বাধ্য করছে ওকে। তীর্যক নীল রেখার ওপাশ থেকে *নিরাপদ মানুষের* অগুণতি চোখ বার্ডকে ওদের দিকে ছুটে যেতে দেখছে। ফ্যাকোশোয়েরের জঘন্য দাঁতগুলো বার্ডের গোড়ালিতে তীক্ষ্ণ, কঠিন কামড় বসাচ্ছে...

ফোন বাজছিল। জেগে উঠল বার্ড। ভোর, এখনও বৃষ্টি ঝরছে। নগ্ন পায়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় নেমে খরগোশের মত লাফিয়ে ফোনের দিকে এগিয়ে গেল ও। রিসিভার তুলল, কোনওরকম সম্বোধনের ধারে কাছে না গিয়েই ওর নাম জানতে চাইল এক লোক, তারপর বলল: "দয়া করে এক্ষুণি হাসপাতালে চলে এস। বাচ্চাটা অস্বাভাবিক, ডাক্তার বুঝিয়ে বলবে।"

নিমেষে দিশেহারা হয়ে পড়ল বার্ড। স্বপ্নের শেষটুকু আবার তুলে নেয়ার জন্যে ফের নাইজেরিয়ার মালভূমিতে ফিরে যাবার ইচ্ছা জাগল ওর, হোক না তা আতঙ্কের কাঁটা বসানো অশুভ ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল ও; এবং যেন কঠিন হৃদয় কোনও আগন্তুকের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে, এমনি নির্লিপ্ত সুরে জানতে চাইল, "মা সুস্থ আছে তো?" বার্ডের মনে হল ও যেন একই সুরে হাজার বার একই প্রশ্ন উচ্চারণ করে চলেছে।

"তোমার স্ত্রী ভাল আছে। দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এস।"

ছুটে শোবার ঘরে ফিরে এল বার্ড, যেন চাতালে উঠতে চাইছে কোনও কাঁকড়া। শক্ত করে চোখদুটো বুজে বিছানার উষ্ণতায় ডুবে যাবার প্রয়াস পেল, বুঝি বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিমেষে সেটাকে ধ্বংস করে দিতে পারবে। কিন্তু কিছুই বদলাল না। হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল বার্ড, বিছানার পাশে যেখানটায় শার্ট আর প্যান্ট ছুড়ে ফেলেছিল সেখান থেকে তুলে নিল ওগুলো। সামনে ঝুঁকে পড়ার সময় চাগিয়ে ওঠা ব্যথা গতরাতের মারপিটের কথা মনে করিয়ে দিল। মারপিটে সমান শক্তিধর ছিল ও, ওকে কতটা গর্বিত করে তুলেছিল ব্যাপারটা! আবার অহঙ্কারের অনুভূতিটা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পেল, কিন্তু পারল না অবশ্যই! শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাপের দিকে চোখ তুলে তাকাল বার্ড। ওর স্বপ্নে দেখা মালভূমিটার অবস্থান ডেইফা বলে একটা জায়গায়। ওটার ঠিক ওপরে ছুটন্ত একটা ওঅর্ট-হগের ছবি আঁকা– ওঅর্ট-হগ! ফ্যাকোশোয়েরটা আসলে ওঅর্ট-হগ। আর ম্যাপে আঁকাবাঁকা নীলাভ রেখাটা একটা গেইমরিজার্ভকে বোঝাচ্ছে। তার মানে স্বপ্নে বাঁকা বেড়ার কাছে পৌঁছুলেও নিরাপত্তা মিলত না।

আবার মাথা নাড়ল বার্ড, কোনওমতে জ্যাকেটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে শোবার ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এল, পা টিপেটিপে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। ওর বাড়িঅলি বুড়িটা থাকে দোতলায়: যদি ঘুম থেকে উঠে হলে এসে থাকে সে, বার্ডকে তার কৌতূহল আর শুভেচ্ছাজাত শান-দেয়া প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু কী বলার আছে ওর? এ পর্যন্ত কেবল ফোনে ওই ঘোষণাটুকুই শুনেছে: বাচ্চাটা অস্বাভাবিক! কিন্তু সম্ভবত যথেষ্ট খারাপই হতে পারে। ভেস্টিবিউলের মাটির মেঝেতে খুলে রাখা জুতো খুঁজল বার্ড, সামনের দরজার তালা খুলে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে এল

BanglaBook.org

ভোরের আলোয়। বাইসাইকেলটা একটা ঝোপের নিচে নুড়ি পাথরের ওপর কাত হয়ে পড়েছিল। ওটা সোজা করে নিল বার্ড, প্যাঁচপ্যাঁচে চামড়ার সিটে লেপ্টে থাকা বৃষ্টির পানি জ্যাকেটের হাতা দিয়ে মুছে ফেলল। সিটটা শুকানোর আগেই লাফ দিয়ে চেপে বসল, তারপর ঘোড়ার মত নুড়ি পাথর ছিটিয়ে, সজোরে পা চালিয়ে ঝোপ পেরিয়ে মসৃণ রাস্তায় উঠে এল। মুহূর্তের জন্যে হিম আর চিটচিটে হয়ে উঠল ওর নিতম্ব। আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে; বাতাসের ঝাপটায় সোজা মুখের ওপর এসে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। চোখজোড়া খোলা রাখল ও, রাস্তায় খানাখন্দের খোঁজ করছে সতর্ক দৃষ্টিতে: বৃষ্টির ছাঁট চোখের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। একটা প্রশস্ততর, উজ্জ্বল রাস্তায় এসে বামে মোড় নিল বার্ড। এবার বাতাসের তোড়ে ডানপাশে লাগছে বৃষ্টির ছাঁট, ফলে এগোনো সহজতর হয়ে উঠেছে। বাইকের ভারসাম্য বজায় রাখতে বাতাসে হেলান দিল বার্ড। প্রবল বেগে ঘুরন্ত টায়ারগুলো অ্যাসফল্টের রাস্তায় জমা পানি ঘুটছে আর ঘনকুয়াশার মত ছিটাচ্ছে চারপাশে। বাতাসে বাঁকানো শরীর হেলিয়ে টায়ারের শরীর থেকে পানি ছিটকে যাওয়া দেখতে দেখতে আবার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল বার্ডের, ঝিমুনি আসছে। চোখ তুলে তাকাল ও: যতদূর দৃষ্টি চলে, ভোরের রাস্তায় কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার দুপাশের গিংকো গাছগুলো পাতার ভারে মোটা আর গাঢ় দেখাচ্ছে, অগুণতি পাতার প্রত্যেকটা পানি খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। কালো কাণ্ডগুলো সবুজের গভীর সাগরকে তুলে রেখেছে। সবকটা সাগর যদি একসঙ্গে ধসে পড়ে, বার্ড আর ওর সাইকেল টাটকা সবুজ-সুবাসিত বন্যায় ডুবে যাবে। গাছগুলো দেখে আতঙ্কিত বোধ করল বার্ড। ওর অনেক ওপরে একেবারে মগডালের দিককার পাতাগুলো বাতাসের ঘায়ে যেন গুমড়ে কাঁদছে। গাছপালার ভেতর দিয়ে দূরের এক চিলতে আকাশের দিকে তাকাল বার্ড। পুরোটাই কালচে-ধূসর হয়ে আছে, পেছনে চুঁইয়ে আসা গোলাপি রোদের আভাস দেখা যায়। বদ আকাশটা যেন লজ্জা পেয়েছে, ছুটন্ত রোমশ কুকুরের মত মেঘের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে যেন প্রবলভাবে। একেবারে রাস্তার বেড়ালের মত চকচকে তিনটে ম্যাগপাই তীরের মত ছুটে গেল বার্ডের সামনে দিয়ে, প্রায় উল্টে পড়ার অবস্থা হল ওর। ওগুলোর হালকা নীল লেজে উকুনের মত জমাট বাঁধা রূপালি জলবিন্দু দেখতে পেল ও। বার্ড লক্ষ্য করল, এখন খুব সহজেই হতচকিত হয়ে যাচ্ছে ও। আর ওর চোখ, কান আর ঘ্রাণশক্তি চরম স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। আবছাভাবে ওর মনে হল, খারাপ লক্ষণ এটা: মাতাল থাকার সেই সপ্তাহগুলোতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল।

মাথা নামিয়ে পেডালের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল বার্ড, বাড়িয়ে দিল গতি। স্বপ্নে অনুভূত ব্যর্থ পলায়ন প্রয়াসের অনুভূতিটা ফিরে এল আবার। কিন্তু ছুটতে থাকল ও। একটা সরু গিংকো শাখায় বাড়ি খেল ওর কাঁধ, ভাঙা প্রান্তটা লাফিয়ে আঘাত করল ওকে, কেটে দিল কানটা। কিন্তু তা সত্ত্বেও গতি কমাল না বার্ড। বুলেটের মত শিস-তোলা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দপদপ করতে থাকা কানে আঘাত হেনে চলল। ব্রেকের তীব্র কর্কশ শব্দ তুলে পিছলে হাসপাতালের প্রবেশ পথে থামল বার্ড, ওর নিজেরই আর্তচিৎকার হতে

BanglaBook.org

পারত তা। ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে: ঠক ঠক কাঁপছে। গা ঝাঁকিয়ে পানি ঝরানোর সময় ওর মনে হল দীর্ঘ, অভাবনীয় দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে ও।

দম ফিরে পাবার জন্যে একজামিনেশন রুমের সামনে একটু থামল বার্ড, তারপর ভেতরে নজর চালাল। ম্লান আলোয় ওর জন্যে অপেক্ষমান অস্পষ্ট চেহারাগুলোর উদ্দেশে কথা বলল।

"আমিই বাবা," কর্কশ কণ্ঠে বলল ও, ভাবছে অন্ধকার ঘরে কেন বসে আছে ওরা। এবার শাশুড়ীর দিকে চোখ গেল ওর, কিমোনোর হাতায় আধাআধি মুখ দাবিয়ে রেখেছে সে, যেন বমি ঠেকানোর প্রয়াস পাচ্ছে। তার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল বার্ড, টের পেল পাছা আর পিঠের সঙ্গে শক্ত হয়ে লেপ্টে গেছে ওর পোশাক। শিউরে উঠল ও, ড্রাইভওয়েতে যেমন প্রবল ছিল কাঁপুনি তেমন না, তবে দুর্বল কোনও মুরগির অসহায়ত্ব জড়িয়ে আছে তাতে। রুমের অন্ধকারে চোখ সয়ে আসছে ওর: এবার টের পেল তিনজন ডাক্তারের একটা ট্রাইব্যুনাল ওর চেয়ারে স্থির হয়ে বসাটা লক্ষ্য করছে সযত্ন নীরবতায়। কোনও আদালত কক্ষের জাতীয় পতাকার মত ওদের পেছনে দেয়ালে টাঙানো রঙিন অ্যানাটমি চার্টটা ওদের নিজস্ব নিয়ম কানুনের প্রতীকী ব্যানার।

"আমি বার্ড", সবিরক্তিতে পুনরাবৃত্তি করল বার্ড। ওর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট ফুটে উঠল শঙ্কায় ভুগছে ও।

"আচ্ছা, ঠিক আছে," কিছুটা যেন আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতেই জবাব দিল হাসপাতালের ডাক্তারটি, যেন বার্ডের কণ্ঠস্বরে আক্রমণাত্মক সুর ধরতে পেরেছে সে। (হসপিটাল ডিরেক্টর সে; ওর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে হাত পরিষ্কার করতে দেখেছিল বার্ড)। ডিরেক্টরের দিকে তাকাল বার্ড, তার মুখ খোলার অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোনওরকম ব্যাখ্যা শুরু করার বদলে ভাঁজ পড়া সার্জন'স গাউন থেকে একটা পাইপ বের করে ওটায় তামাক ভরল সে। ছোটখাট, স্থূলকায় মানুষ, এমন অস্বাভাবিক মোটা যে চেহারায় তা একরকম বিষাদময় আত্মম্ভরিতার ছাপ এনে দিয়েছে। ময়লা গাউনটার বুকের বোতামগুলো খোলা, বুকটা উটের মত রোমশ; কেবল তার ওপরের ঠোঁট আর গালই নয়, গলায় ঝুলে থাকা চর্বিদার দলাটায়ও দাড়ির জঙ্গল। আজ সকালে দাড়ি কামানোর সুযোগ হয় নি ডিরেক্টরের; গতকাল বিকেল থেকেই বাচ্চার জীবন বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল সে। বার্ড অবশ্যই কৃতজ্ঞ, কিন্তু রোমশ, মধ্যবয়সী ডাক্তারের মাঝে সন্দেহজনক একটা কিছু পাচ্ছে যা অসতর্ক হওয়া থেকে বিরত রাখল ওকে। যেন তার রোমশ ত্বকের গভীরে প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর কিছু রোমশ মাথা বের করার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্তু জোর করে ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে তাকে।

অবশেষে মোটা ঠোঁট থেকে পাইপটা হাতের থাবায় ফিরিয়ে আনল ডাক্তার এবং আচমকা বার্ডের চোখের দিকে চোখ ফেরাল: "তুমি কি জিনিসটা আগে দেখতে চাও?" ছোট ঘরের তুলনায় চড়া শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

"বাচ্চাটা কি মারা গেছে?" কেশে উঠে জিজ্ঞেস করল বার্ড। মুহূর্তের জন্যে বার্ড বাচ্চাটা মারা গেছে ধরে নিয়েছে দেখে সন্দিহান দেখাল ডিরেক্টরকে, কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক হাসি দিয়ে অভিব্যক্তিটা মুছে ফেলল সে।

BanglaBook.org

"অবশ্যই না," বলল সে, "বাচ্চাটার নড়াচড়া বেশ তেজী আর ওটার কণ্ঠস্বর জোরাল।"

শাশুড়ী গভীর প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেলছে– শুনতে পেল বার্ড– স্পষ্ট ইশারার মত। হয় মহিলা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিংবা বার্ডকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কত গভীর গড্ডায় পড়েছে সে আর তার স্ত্রী। যে কোনও একটা হবে।

"তাহলে জিনিসটা দেখতে চাও তুমি?"

ডিরেক্টরের ডান পাশের তরুণ ডাক্তারটি উঠে দাঁড়াল। লম্বা, কৃশকায় লোকটা, চোখজোড়া কোনওভাবে যেন তার চেহারার উলম্ব প্রতিসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। একটা চোখ উত্তেজিত আর ভীত; অন্যটি অবিচল। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল বার্ড, আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, তারপর লক্ষ্য করল চমৎকার চোখটা আসলে কাঁচের তৈরি।

"আগে কি একটু ব্যাখ্যা দেবে, প্লিজ?" আরও বেশি শঙ্কিত সুর ফুটল ওর কণ্ঠে: ডিরেক্টরের শব্দ চয়নে– জিনিসটা!- বিকর্ষণ বোধ করছে ও, এখনও ওর মনের জালে আটকা পড়ে আছে তা।

"সেটাই বরং ভাল: ওটাকে প্রথমবার দেখলে অবাক হয়ে যেতে হবে। এমনকি ওটা বেরিয়ে আসার সময় আমিই অবাক হয়ে গিয়েছি।" অপ্রত্যাশিতভাবে ডিরেক্টরের পুরু চোখের পাতাজোড়া লাল হয়ে গেল, ছেলেমানুষের মত খিলখিল করে হেসে ফেলল সে। তার রোমশ ত্বকের নিচে সন্দেহজনক একটা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করেছে বার্ড, এবার বুঝতে পারল সেটা ছিল আসলে মৃদু হাসির চেহারায় বেরিয়ে আসা এই হাসি। সরোষে হাসতে থাকা ডাক্তারের দিকে তাকাল বার্ড, কিন্তু বুঝতে পারল আসলে অস্বস্তিবোধ থেকে হাসছে লোকটা। আরেক জন পুরুষের স্ত্রীর দুপায়ের মাঝখান থেকে শনাক্তকরণের অতীত একটা দানব বের করে এনেছে সে। হয়ত বেড়াল মাথা একটা দানব, আর ফোলানো বেলুনের মত শরীর? জন্তুটা যাই হয়ে থাকুক, ওটাকে প্রসব করানোর জন্যে বিব্রত বোধ করছে ডিরেক্টর, সেজন্যেই এভাবে হাসছে। তার কাজ-কারবার অভিজ্ঞ অবসটেট্রিশিয়ান আর হসপিটাল ডিরেক্টরের পেশাগত মর্যাদার সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়, বরং স্ল্যাপস্টিক কমেডিই তার উপযুক্ত জায়গা: হাতুড়ে ডাক্তারের ভূমিকায় লোকটা হতচকিত আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিল; এখন সে লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

একটুও না নড়ে ডিরেক্টরের হাসির মাতলামি থেকে উদ্ধার পাবার অপেক্ষায় রইল বার্ড। দানব, কিন্তু কেমন দানব? "জিনিসটা", বলেছে ডিরেক্টর, আর বার্ড শুনতে পেয়েছে "দানব"; শব্দটার চারপাশে জড়িয়ে থাকা কাঁটা ওর বুকের পর্দা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। নিজের পরিচয় দেয়ার সময় ও বলেছিল, "আমিই বাবা", আর ডাক্তাররা মুখ কুঁচকে ফেলেছিল। কারণ নিশ্চয়ই ভিন্ন কিছু ওদের কানে প্রতিধ্বনি তুলেছিল– "*আমিই দানবটার বাবা।*"

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ডিরেক্টর, আবার তার বিষণ্নতায় ভরা গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনল। কিন্তু চোখের পাতা আর গালে বোকামির আভা রয়েই গেল। চোখ সরিয়ে

BanglaBook.org

নিল বার্ড, মনের ভেতরের রাগ আর ভয়ের তীব্র ঘূর্ণিস্রোতের মোকাবিলা করছে, বলল, "কি অবস্থায় আছে ওটা যে এমন বিস্ময়কর?"

"চেহারার কথা বোঝাচ্ছ, দেখতে কেমন? দুটো মাথা বলে মনে হয়! জোসেফ ওয়াগনারের 'আন্ডার দ্য ডাব্‌ল ঈগ্‌ল' নামের গানটার কথা জানা আছে তোমার? যাহোক, একটা বিরাট ধাক্কা ওটা।" আবার প্রায় হাসি শুরু করে দিচ্ছিল ডিরেক্টর, কিন্তু সময় মত সামলে নিল নিজেকে।

"তাহলে কি সিয়েমিজ টুইন ধরনের কিছু?" ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল বার্ড।

"মোটেই না: স্রেফ দুটো মাথা বলে মনে হয়। জিনিসটা কি দেখতে চাও তুমি?"

"ডাক্তারি ভাষায় বললে–" থেমে গেল বার্ড।

"আমরা একে ব্রেইন-হার্নিয়া বলি। খুলির একটা ফাঁক দিয়ে মগজ বেরিয়ে এসেছে। বিয়ের সময় এই হাসপাতালটা দিয়েছি, আর এটাই আমার দেখা একরকম প্রথম ঘটনা। খুবই বিরল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছি, এটা বলতে পারি!"

ব্রেইন-হার্নিয়া– একটা ছবি, একটা কিছু খোঁজার প্রয়াস পেল বার্ড, কিন্তু কিছুই পেল না। "এরকম ব্রেইন-হার্নিয়াঅলা বাচ্চার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার আশা আছে কোনও?" ঘোরের মধ্যে বলল ও।

"স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা!" যেন রাগে চড়ে উঠল ডিরেক্টরের কণ্ঠস্বর। "আমরা ব্রেইন-হার্নিয়া নিয়ে কথা বলছি! তুমি খুলিটা কেটে মগজ জোর করে ঢুকিয়ে দিতে পারবে হয়ত কিন্তু মোটামুটি একটা মানুষ পাওয়াটাই ভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে। 'স্বাভাবিকভাবে' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছ তুমি?" দুপাশের দুই তরুণ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ডিরেক্টর, যেন বার্ডের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখে আশঙ্কিত। কাঁচের চোখঅলা ডাক্তারটি দ্রুত মাথা দুলিয়ে সায় দিল, অপরজনও তাই করল, নিঃশব্দ একজন মানুষ, উঁচু কপাল হতে শুরু করে গলা অবধি একইরকম অভিব্যক্তিহীন পাণ্ডুর চামড়ায় ঢাকা। দুজনই কড়া দৃষ্টিতে তাকাল বার্ডের দিকে– মৌখিক পরীক্ষায় খারাপ করার জন্যে কোনও ছাত্রকে তিরস্কার করছে প্রফেসররা।

"বাচ্চাটা কি অচিরেই মারা যাবে?" জানতে চাইল বার্ড।

"অচিরেই না, নাহ্। আগামীকাল হয়তবা, আবার বেশিদিনও বেঁচে থাকতে পারে। ওটা খুবই সজীব একটা শিশু", ডাক্তারি কায়দায় বলল ডিরেক্টর। "এবার বলো, কী করার ইচ্ছা তোমার?"

মাতাল কোনও পিগমির মত অশ্লীলরকম হতবাক বার্ড নীরব রইল। কী করতে পারে ও? প্রথমে কানা গলিতে ঢুকিয়েছে তোমাকে লোকটা, তারপর এখন জানতে চাইছে কী করার ইচ্ছা তোমার। একেবারে বিদ্বেষ পরায়ণ দাবারুর মত। কী করা *উচিত* ওর? লুটিয়ে পড়বে? কাঁদবে চিৎকার করে?

"তুমি চাইলে বাচ্চাটাকে ন্যাশনাল হসপিটালে পাঠিয়ে দিতে পারি– তুমি চাইলে!" প্রস্তাবটাকে একটা স-ফাঁদ হেঁয়ালির মত মনে হল। সন্দেহজনক কুয়াশা

BanglaBook.org

ভেদ করে দেখার চেষ্টা করেও কোনও সূত্র আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়ে স্রেফ সতর্কতায় আটকা পড়ে রইল বার্ড: "যদি অন্য কোনও উপায় না–"

"নেই," বলল ডিরেক্টর। "কিন্তু তুমি সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করেছ, এরকম একটা স্বস্তি লাভ করবে।"

"বাচ্চাটাকে স্রেফ এখানে রেখে দিতে পারি না আমরা?"

বার্ড তো বটেই ডাক্তার তিনজনও এই আচমকা প্রশ্নকারীর দিকে হাঁ করে তাকাল। বার্ডের শাশুড়ী চুপচাপ, অনড় বসে আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে অবহেলিত ভেন্ট্রিলোকুইস্ট। যেন অ্যাপ্রাইজার কোনও কিছুর দাম স্থির করছে, এমনভাবে তাকে পরখ করল ডিরেক্টর। যখন কথা বলল সে, কুৎসিত ব্যাপার, নিজেকে নগ্নভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করল: "অসম্ভব! এটা ব্রেইন-হার্নিয়ার একটা কেস, ভুলে যেয়ো না। একেবারেই অসম্ভব!" একটুও না টলে শুনে গেল মহিলা, এখনও কিমোনোর হাতায় মুখ দাবিয়ে রেখেছে।

"তাহলে ওটাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাব আমরা," ঘোষণা দিল বার্ড। বার্ডের সিদ্ধান্ত শুনে লাফিয়ে উঠল ডিরেক্টর এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক প্রতিভার চোখধাঁধানো প্রদর্শনী শুরু করে দিল। তার অধীনস্থ দুজন যখন ইউভার্সিটি হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ আর অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করার নির্দেশ পেয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল, ডিরেক্টর আবার তার পাইপটা ভরে চেহারায় স্বস্তি নিয়ে, যেন এক ভারি আপত্তিকর বোঝা নামানো গেছে, বলল, "আমাদের একজন লোককে অ্যাম্বুলেন্সে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে বাচ্চাটা নিরাপদে ওখানে পৌঁছার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তুমি।"

"তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

"আমাদের নতুন নানীমা এখানে তার মেয়ের সঙ্গে থেকে গেলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তুমি বাড়ি গিয়ে শুকনো পোশাক পরে আসনা কেন? আধঘণ্টার আগে অ্যাম্বুলেন্স রেডি হচ্ছে না।"

"তাই করব আমি," বলল বার্ড। পিছলে ওর পাশে চলে এল ডিরেক্টর, খুব পরিচিতজনের মত ফিসফিস করে বলল, যেন অশ্লীল কোনও চুটকি শুরু করতে যাচ্ছে: "তুমি চাইলে অবশ্যই অপারেশনে বাধা দিতে পারবে।"

বেচারা বিধ্বস্ত বাচ্চা! ভাবল বার্ড।

বাস্তব পৃথিবীতে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হল আমার বাচ্চার সে কিনা এই রোমশ মাংশের পিণ্ডের মত লোকটা।

কিন্তু এখনও ঘোরের মাঝে আছে বার্ড: ওর রাগ আর দুঃখের অনুভূতি দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে।

নীরবে, পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে ছোটখাট একটা দলের মত রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল বার্ড, ওর শাশুড়ী আর ডিরেক্টর। প্রবেশপথে বিদায় জানানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াল বার্ড। একেবারে ওর স্ত্রীর মত চোখজোড়া দিয়ে, ওরা দুবোনও হতে পারত, ওর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল মহিলা, কিছু যেন বলার চেষ্টা করছে

BanglaBook.org

সে। অপেক্ষা করল বার্ড। কিন্তু মহিলা স্রেফ নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওর দিকে, তার গভীর চোখজোড়া সরু হয়ে আসছে, একসময় ভাবলেশহীন হয়ে গেল ওগুলো। মহিলার অস্বস্তির ভাব বুঝতে পারছে বার্ড এবং তা পরিষ্কার, মহিলা যেন সরকারি রাস্তায় নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী এমন ব্যাপার এরকম অস্বস্তি ফেলে দিয়েছে তাকে যে তার চোখজোড়া, এমনকি চেহারায়ও আতঙ্কের ছাপ পড়েছে? মহিলা দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার আগেই স্বয়ং বার্ড চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল, ডিরেক্টরের উদ্দেশে বলল, "ওটা কি ছেলে না মেয়ে?" প্রশ্নটা হতবাক করে দিল ডিরেক্টরকে, আবার সেই বিচিত্র হাসি বেরিয়ে এল তার। কথায় মনে হল তরুণ কোনও ইনটার্ন সে: "দাঁড়াও, মনে করে দেখি, আসলে মনে নেই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওটা দেখেছি আমি, ঠিক দেখেছি– একটা পেনিস!"

একা ড্রাইভওয়েতে বেরিয়ে এল বার্ড। এখন বৃষ্টি ঝরছে না, বাতাসও মরে গেছে: আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘগুলো উজ্জ্বল, শুকনো। ভোরের আধো-অন্ধকার মুকুকীট ফুটে চমৎকার এক সকাল বেরিয়ে এসেছে, আর বাতাসে দারুণ গ্রীষ্মের প্রথমদিনের সুবাস যা বার্ডের শরীরের সবগুলো পেশী শিথিল করে দিল। রাতের কোমলতা এখনও রয়ে গেছে হসপিটালে এবং এখন সকালের আলো ভেজা পেভমেন্ট আর পাতায়-ভরা গাছে প্রতিফলিত হয়ে বার্ডের আগলে রাখা চোখে বরফের শলাকার মত খোঁচা মারছে। বাইকে চেপে এই আলোয় এগোনো যেন কোনও ডাইভিং বোর্ডের কিনারায় অবস্থান নেয়া; বার্ডের মনে হল জামিনের স্থিরতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে ওর, আলাদা হয়ে গেছে। এবং পাথরের মত অসাড় হয়ে আছে ওর শরীর, যেন বৃশ্চিকের দাঁড়ায় আটকা পড়েছে এক দুর্বল কীট।

বাইসাইকেলটা হাঁকিয়ে অচেনা কোনও জায়গায় চলে যেতে পার তুমি, একশো দিন ধরে ডুবে থাকতে পার হুইস্কিতে– এক সন্দেহভরা প্রত্যাদেশের আওয়াজ শুনতে পেল বার্ড। সকালের আলোয় ধোয়া রাস্তা ধরে এগোনোর সময় আবার কণ্ঠস্বরটা শোনার অপেক্ষায় থাকল বার্ড। কিন্তু কেবলই নীরবতা বজায় থাকল। চলমান কোনও শ্লথের মত আলস্যের সঙ্গে পেডাল মারতে শুরু করল বার্ড...

টিভির ওপর রাখা পরিষ্কার আন্ডারওয়্যারটা নেয়ার জন্যে নাশতার তাকের ওপর সামনে ঝুঁকে পড়ার পর নিজের বাহু চোখে পড়ল বার্ডের এবং বুঝতে পারল নগ্ন ও। যেন পলায়মান কোনও ইঁদুরকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে ধাওয়া করছে, চট করে নিজের শিশ্নের দিকে নজর ফেরাল ও: লজ্জার আগুন পুড়িয়ে দিল ওকে। ঝটপট আন্ডারওয়্যার পরে নিল বার্ড, স্ন্যাক আর একটা শার্টও গায়ে চাপাল। এবার ও-ও ওর শাশুড়ী আর ডিরেক্টরকে সম্পর্কিতকারী লজ্জার একটা অংশে পরিণত হয়েছে। বিপদাপন্ন এবং লাজুক, অপরিণত মানব-শরীর, কী লজ্জাকর ব্যাপার। কাঁপতে কাঁপতে মেঝের ওপর চোখ রেখে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পালাল বার্ড, সিঁড়ি বেয়ে পালাল, পালাল হল বরাবর, চেপে বসল বাইসাইকেলে এবং পেছনের সবকিছু থেকে পালাল। নিজ শরীর ছেড়ে পালাতে মন চাইছে। বাইকে সবেগে ছুটতে ছুটতে

BanglaBook.org

ওর মনে হল পায়ে হেঁটে যতটা কার্যকরভাবে পালাতে পারত সামান্য হলেও তারচেয়ে বেশি পালিয়ে যেতে পারছে ও।

হাসপাতালের ড্রাইভওয়েতে বাঁক নেয়ার সময় বার্ড দেখল শাদা পোশাক পরা এক লোক অনেকটা হে-বাস্কেটের মত একটা কিছু হাতে করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে ভিড় ঠেলে একটা অ্যাম্বুলেন্সের খোলা পেছন দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বার্ডের যে কোমল দুর্বল অংশটুকু পালাতে চেয়েছিল এ দৃশ্য বোঝার প্রয়াস পেল সেটা, যেন অনেক দূরের কোনও ঘটনা এবং বার্ডের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই, ও একজন প্রাতঃভ্রমণকারী মাত্র। কিন্তু কেবল সামনেই এগোল বার্ড কোনও ছুঁচোর মত, কাল্পনিক কাদার দেয়ালে গর্ত খুঁড়ছে বাধা হয়ে দাঁড়ানো ভারি, আঁঠাল বাধা ভেদ করার জন্যে।

বাইক থেকে নেমে সামনের চাকায় চেইন আটকাচ্ছে যখন, একটা কণ্ঠস্বর পেছন থেকে ছোবল মারল বার্ডকে, কণ্ঠস্বরের ভর্ৎসনা আতঙ্ক জাগানো: "এখানে বাইক রাখা যাবে না!" ঘুরে রোমশ ডিরেক্টরের নেতিবাচক দৃষ্টির দিকে তাকাল বার্ড। বাইকটা কাঁধে তুলে নিয়ে ঝোপে ঢুকে পড়ল ও। পাতায় পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে ওর ঘাড় ভিজিয়ে পিঠ বেয়ে নেমে গেল। এমনিতে অল্পেই চটে যায় ও, কিন্তু বিরক্তিতে এখন জিভ দিয়ে সামান্য শব্দও করে নি। যাই ঘটে থাকুক ওর জীবনে, সেটাকে এখন অনিবার্য নিয়তির অংশ বলে মনে হচ্ছে যা অবশ্যই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে ওকে।

কাদামাখা জুতো নিয়ে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এল বার্ড; কাঠখোট্টা ব্যবহার করেছে বলে ডিরেক্টরকে যেন একটু দুঃখিত মনে হচ্ছে। ছোট থলথলে হাত দিয়ে বার্ডকে জড়িয়ে ধরে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে চলল ওকে, সহানুভূতির সুরে বলল, যেন এক অসাধারণ গোপন কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে: "ওটা ছেলে! আমি জানি, একটা পেনিস দেখেছি আমি।"

বাস্কেট আর একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার মাঝখানে রেখে অ্যাম্বুলেন্সে বসেছিল একচক্ষু ডাক্তার আর অ্যানেসথেটিস্ট। অ্যানেসথেটিস্টের পিঠ বাস্কেটের জিনিসটাকে আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু একটা ফ্লাস্কে রাখা পানির ভেতর বুদবুদ তোলা অক্সিজেনের ক্ষীণ হিসহিস শব্দ গোপন কোনও ট্রান্সমিটার থেকে বেরিয়ে আসা সঙ্কেতের মত সম্পর্ক তৈরি করছে। ওদের উল্টোদিকের বেঞ্চে বসে পড়ল বার্ড– বেঞ্চের ওপর একটা ক্যানভাসের স্ট্রেচার আলগাভাবে রাখা। পিঠটা অস্বস্তির সঙ্গে নেড়ে চেড়ে অ্যাম্বুলেন্সের জানালা দিয়ে তাকাল ও এবং শিউরে উঠল। তিনতলার প্রত্যেকটি জানালায়, এমনকি বেলকনিতেও, সদ্য ঘুম থেকে ওঠাই হবে, এইমাত্র ধোয়া মুখগুলো চক্‌চক্ করছে। সকালের রোদে বার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে অন্তসত্ত্বা মহিলারা। ওদের সবার পরনে স্বচ্ছ নাইলন নাইটগাউন, লাল কিংবা নীলের বিভিন্ন শেড। বিশেষ করে বেলকনিতে দাঁড়ানো মহিলাদের নাইটগাউনগুলো তাদের গোড়ালির কাছে পতপত করে উড়ছে, যেন বাতাসে নাচছে একদল

BanglaBook.org

দেবদূত। ওদের চেহারায় উৎকণ্ঠা আর প্রত্যাশা এমনকি আমোদের ছাপও দেখল বার্ড; চোখ নামিয়ে নিল ও। সাইরেনের বিলাপ শুরু হয়ে গেল, লাফিয়ে সামনে ছুটল বার্ড, ভাবল: সাইরেন! এতদিন পর্যন্ত সাইরেন বরাবরই চলমান বিষয় ছিল: দূর থেকে এগিয়ে এসেছে, পাশ কাটিয়ে গেছে দ্রুত, তারপর চলে গেছে। এখন শরীরে বয়ে চলা কোনও রোগের মত বার্ডের সঙ্গে লেপ্টে আছে সাইরেন: এই সাইরেন আর কখনও কমবে না।

"সব ঠিক আছে," বার্ডের দিকে ফিরে বলে উঠল কাঁচের চোখঅলা ডাক্তার। তার হাবভাবে কর্তৃত্বের ছাপ, মৃদু তবে এর স্পষ্ট উত্তাপ যেন একটুকরো ক্যান্ডির মত গলিয়ে দেয়ার হুমকি দিল বার্ডকে।

"ধন্যবাদ," বিড়বিড় করে বলল ও। ওর উদাসীন ভাব ডাক্তারের স্বাভাবিক চোখ থেকে দ্বিধার ছায়া মুছে দিল। নিজের কর্তৃত্বের ওপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ তুলে দিল সে, ঠেলে দিল ওর সামনে। "এটা একটা বিরল ঘটনা বটে, আমার বেলায়ও প্রথম।" আপনমনে মাথা দোলাল ডাক্তার, তারপর দ্রুত ধেয়ে চলা অ্যাম্বুলেন্স ক্রস করে বার্ডের দিকে এসে বসল। স্ট্রেচারটা যে বেঞ্চটাকে অস্বস্তিকর করে ফেলেছে তা সে লক্ষ্য করেছে বলে মনে হল না।

"তুমি কি ব্রেইন স্পেশালিস্ট?" জানতে চায় বার্ড।

"ওহ্, না; আমি অবসটেট্রিশিয়ান।" ডাক্তারের শুধরে দেয়ার প্রয়োজন ছিল না: তার কর্তৃত্ব এত তুচ্ছ ভুলবোঝাবুঝির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অতীত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। "আমাদের হাসপাতালে ব্রেইনের কোনও লোক নেই। তবে লক্ষণগুলো একেবারেই পরিষ্কার: এটা ব্রেইন-হার্নিয়াই। অবশ্য খুলি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা পিণ্ডটা থেকে স্পাইনাল ফ্লুইড বের করে নেয়া গেলে আরও ভাল করে জানতে পারতাম আমরা। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, খোদ ব্রেইনেই খোঁচা লেগে যেতে পারে আর তাতে বিপদ হয়ে যাবে। সেজন্যেই বাচ্চাটাকে স্পর্শ না করে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। যেমন বললাম, অবসটেট্রিকসে আছি আমি, তবে ব্রেইন-হার্নিয়ার একটা কেস দেখার সুযোগ মিলে যাওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি– অটোপসিতে হাজির থাকা যাবে আশা করি। অটোপসিতে রাজি হবে তো তুমি, নাকি? এই অবস্থায় অটোপসি প্রসঙ্গে কথা বলতে খারাপ লাগতে পারে তোমার, কিন্তু, মানে, ব্যাপারটা এভাবে দেখার চেষ্টা করো। চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি সম্মিলিত, তাই না? মানে, তোমার বাচ্চার ওপর চালানো অটোপসি হয়ত আগামীতে ব্রেইন-হার্নিয়াঅলা বাচ্চাদের বাঁচাতে সাহায্য করবে আমাদের। তাছাড়া, যদি খোলাখুলি বলতে দাও, বাচ্চাটা মারা গেলেই ভাল হয়। তুমি ও তোমার স্ত্রীর পক্ষেও ভাল হবে সেটা। এ ধরনের ঘটনায় কেউ কেউ হাস্যকরভাবে আশাবাদী হয়ে থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় বাচ্চাটা যত জলদি মারা যাবে ততই সবার জন্যে মঙ্গল বয়ে আনবে। জানি না, হয়ত এটাই বিভিন্ন জেনারেশনের তফাৎ। আমার জন্ম ১৯৩৪-এ। আর তোমার?"

BanglaBook.org

"ওরকম সময়েই হবে," বলল বার্ড, চট করে পশ্চিমা ক্যালেন্ডারে রূপান্তর করতে পারল না। "কষ্ট পাচ্ছে কিনা ভাবছি।"

"কে, আমাদের জেনারেশন?"

"বাচ্চাটা!"

"সেটা নির্ভর করছে কষ্ট-পাওয়া দিয়ে কী বোঝাচ্ছ তুমি। মানে, বাচ্চাটার দেখার শোনার বা গন্ধ নেয়ার ক্ষমতা তাই না? আর বাজি ধরে বলতে পারি ব্যথার সঙ্কেতদানকারী নার্ভগুলোও কাজ করছে না। ডিরেক্টর যা বলেছে, মনে করে দেখো– নিরামিষ টাইপের কিছু। তোমার কি ধারণা নিরামিষ কষ্ট পায়?"

আমার কী ধারণা নিরামিষ কষ্ট পায় কি না? নীরবে ভাবল বার্ড। ছাগল বাঁধাকপি চিবিয়ে খাওয়ার সময় সেটা যন্ত্রণা পাচ্ছে কিনা কখনও কি ভেবেছি আমি।

"তুমি কি মনে কর একটা নিরামিষ শিশু কষ্ট পেতে পারে?" আগ্রহের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করল ডাক্তার, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব পাবার জন্যে জেদ করছে।

বোকার মত মাথা নাড়ল বার্ড: যেন বলতে চাইল সমস্যাটা ওর মগজের ধারণক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অথচ এমন একটা সময় গেছে যখন অন্তত: কিছুটা প্রতিরোধের অনুভূতি ছাড়া প্রথম পরিচয়েই কারও কাছে নতি স্বীকার করত না...

"অক্সজেন ঠিক মত কাজ করছে না," জানাল অ্যানেসথেসিস্ট। উঠে দাঁড়াল ডাক্তার, রবার টিউব পরখ করার জন্যে ঘুরল; ওর পুত্র সন্তানটিকে প্রথমবারের মত দেখতে পেল বার্ড।

একটা কুৎসিত শিশু, কোঁচকানো, ছোট লাল চেহারা, ভাঁজপড়া চর্বি থলথল করছে। চোখদুটো বীজের খোসার মত শক্ত হয়ে চেপে বসেছে, রাবারের টিউব ওর নাকের ফুটোয় ঢুকেছে; মুখটা শব্দহীন আর্তনাদে কষ্টকর ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে আছে, ভেতরের মুক্তো-গোলাপি পর্দা বেরিয়ে পড়েছে তাতে। বেঞ্চ ছেড়ে আধাআধি উঠে পড়েছে, বুঝতে পারল বার্ড, বাচ্চাটার ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথাটা একনজর দেখার জন্যে সামনে ঝুঁকছে। ব্যান্ডেজের নিচে, একদলা রক্তাক্ত তুলোর নিচে ঢাকা পড়ে আছে খুলিটা, কিন্তু একটা বিরাট অস্বাভাবিক কিছুর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার।

চোখ সরিয়ে নিল বার্ড, বসে পড়ল। জানালার কাঁচে মুখ চেপে পেছনে হারিয়ে যাওয়া শহর দেখতে লাগল ও। সাইরেনের শব্দে শঙ্কিত লোকজন– চেহারায় স্পষ্ট কৌতূহল আর দুর্বোধ্য প্রত্যাশা নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে তাকিয়ে আছে– ঠিক যেমন অন্তসত্ত্বা দেবদূতেরা তাকিয়ে ছিল। প্রজেক্টরে আটকে যাওয়া ফিল্মের মত অস্বাভাবিকভাবে থেমে যাওয়া গতির অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করছে ওরা। দৈনন্দিন জীবনের জমিনে এক অসীম ফাটল দেখছে ওরা, এবং দৃশ্যটা ওদের নির্দোষ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।

আমার ছেলের মাথায় ব্যান্ডেজ রয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে আহত হবার পর অ্যাপোলিনেয়ারের মাথায়ও ব্যান্ডেজ ছিল। আমার অদেখা এক অন্ধকার নির্জন

BanglaBook.org

যুদ্ধক্ষেত্রে অ্যাপোলিনেয়ারের মত আহত হয়েছে আমার ছেলে এবং এখনও নিঃশব্দে আর্তনাদ করে চলেছে...

কাঁদতে শুরু করল বার্ড। অ্যাপোলিনেয়ারের মত মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা: কল্পনাটা ওর অনুভূতিগুলোকে সহজ করে দিল নিমেষে এবং পথ দেখাল। আবেগের জেলিতে পরিণত হচ্ছে বুঝতে পারছে ও, তারপরেও নিজেকে বিচার এবং দণ্ডিত করা হয়ে গেছে বলে মনে হল: এমনকি কান্নার মাঝে এক ধরনের মিষ্টতাও আবিষ্কার করল ও।

অ্যাপোলিনেয়ারের মত আমার অদেখা এক নির্জন অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছে আমার ছেলে এবং মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে হাজির হয়েছে ও। যুদ্ধে নিহত সৈনিকের মত ওকে কবর দিতে হবে আমার।

কেঁদে চলল বার্ড।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের সামনের সিঁড়িতে বসে আছে বার্ড, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে উরুজোড়া, ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে ও, অশ্রু শুকিয়ে যাবার পরপরই তাড়া করতে শুরু করেছে ওকে ক্লান্তির বোধ। চেহারায় ব্যর্থতার ছাপ নিয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল এক-চক্ষু ডাক্তার। উঠে দাঁড়াল বার্ড, ডাক্তার বলল: "এই হাসপাতালটা এমন মারাত্মক আমলাতান্ত্রিক যে একটা নার্স পর্যন্ত কারও কথা কানে তুলছে না।" অ্যাম্বুলেন্সে করে একসঙ্গে আসার পর থেকে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এসেছে লোকটার মাঝে: তার কণ্ঠস্বর বিচলিত। "ডিরেক্টরের লেখা এখানকার এক মেডিসিনের প্রফেসরের নামে একটা পরিচয় পত্র আছে আমার কাছে– দূর সম্পর্কের আত্মীয় ওরা!– অথচ লোকটা কোথায় আছে সেটাই বের করতে পারি নি আমি!"

ডাক্তারের আকস্মিক হাল ছাড়ার কারণ এবার বুঝতে পারল বার্ড। এই ওয়ার্ডে সবাইকে শিশুর মত দেখা হয়: কাঁচের চোখঅলা তরুণ নিজের মর্যাদার ব্যাপারেই সন্দিহান হয়ে পড়তে যাচ্ছে।

"আর বাচ্চাটা?" বলল বার্ড, নিজের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করে অবাক হল ও।

"বাচ্চাটা? ও হ্যাঁ, ব্রেইন সার্জনের পরীক্ষা শেষ হলেই আমাদের অবস্থান বুঝতে পারব আমরা। যদি সেই পর্যন্ত টিকে থাকে বাচ্চাটা। যদি না টেকে, অটোপসি আমাদের পুরো ব্যাপারটা জানাবে। বাচ্চাটা এক দিনের বেশি টিকে থাকবে বলে আমার মনে হয় না– আগামীকাল বিকেল তিনটার দিকে একবার ঢুঁ মেরে যেতে পার তুমি। কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে: এই হাসপাতালটা সত্যিই আমলাতান্ত্রিক– এমনকি নার্সগুলো পর্যন্ত!"

যেন বার্ডের কাছ থেকে আর কোনও প্রশ্ন শুনতে চায় না, দুটো চোখই– ভাল আর কাঁচের, একইভাবে সিলিংয়ের দিকে তুলে দিল ডাক্তার, তারপর সরে গেল। ওঅশারউওম্যানের মত তাকে অনুসরণ করল বার্ড, বাচ্চার খালি বাস্কেটটা ধরে রেখেছে একপাশে। মেইন উইংয়ের দিকে চলে যাওয়া প্যাসেজে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আর অ্যানেসথেটিস্ট যোগ দিল ওদের সঙ্গে। এই ফায়্যারম্যানরা যেন নিমেষে বুঝে গেল যে আগের আমুদে ভাব বিদায় নিয়েছে ডাক্তারের। অবশ্য তাদের মাঝেও যে

BanglaBook.org

ঔজ্জ্বল্য আছে তা নয়: ওরা যখন খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে পিছলে যাওয়া ট্রাকের মত শহরের মধ্যখান দিয়ে সবেগে অ্যাম্বুলেন্স হাঁকিয়ে আসছিল, তীক্ষ্ণ সাইরেন বাজছিল দম্ভের সঙ্গে, নাগরিকদের আটকে রাখা ট্রাফিক লাইটগুলোকে লাফিয়ে পার হচ্ছিল, তখন তাদের নগণ্য ইউনিফর্ম এক ধরনের আত্মমর্যাদার ছোঁয়ায় ফুলে উঠেছিল। কিন্তু এখন সেটাও উধাও হয়ে গেছে। পেছন থেকে বার্ড লক্ষ্য করল ফায়্যারম্যান দুজন একেবারে হুবহু যমজদের মত। তারুণ্য বিদায় নিয়েছে, দুজনই মাঝারি উচ্চতা আর গড়নের এবং আর দুজনের মাথায়ই একইভাবে টাক পড়তে শুরু করেছে।

"দিনের প্রথম কাজেই অক্সিজেন লাগবে তোমার, সারাদিন ভরেই তা লাগবে তোমার," আন্তরিক কণ্ঠে বলল একজন।

"হ্যাঁ, একথা সব সময়ই বলো তুমি," অপরজনও আন্তরিকতার সঙ্গেই জবাব দিল।

এই বাক্য বিনিময় উপেক্ষা করে গেল একচক্ষু ডাক্তার। খুব আলোড়িত না হলেও বার্ড বুঝতে পারছে লোক দুটো পরস্পরের বিষাদের পরিচর্যা করছে; কিন্তু অক্সিজেনের দায়িত্বে থাকা ফায়্যারম্যানের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে মাথা দোলাতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা যেন কোনও প্রশ্ন করা হয়েছে তাকে, বিচলিত সুরে "অ্যাঁ?" বলে উঠে কথা বলতে বাধ্য করল সে বার্ডকে। পরাস্ত বার্ড বলল: "অ্যাম্বুলেন্সের কথা ভাবছিলাম আমি– ফেরত যাবার সময়ও কি ট্রাফিক লাইট অগ্রাহ্য করার জন্যে সাইরেন ব্যবহার করতে পারবে তুমি?"

"*ফেরত যাবার সময়ও?*" ফায়্যার ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে প্রতিভাবান যমজ ভাইয়ের মত সমস্বরে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল দুই ফায়্যারম্যান, দৃষ্টি বিনিময় করল, মাতালের মত চকচক করছে তাদের চোখ, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠল ওরা, ওদের নাকের পাটা ফুলিয়ে তুলল তা। নিজের হাস্যকর প্রশ্ন আর ফায়্যারম্যানদের সাড়ায় সমান রাগ লাগছে বার্ডের। এবং রাগটা একটা সরু পাইপ দিয়ে যুক্ত রয়েছে ওর ভেতরে ঠাসা বিশাল অন্ধ ক্রোধের ট্যাঙ্কের সঙ্গে। সেই ভোর বেলা থেকে ওর মাঝে বেড়ে উঠছে ক্রোধটা, যা প্রকাশ করার কোনও উপায় পাচ্ছিল না ও।

কিন্তু ফায়্যারম্যানরা মিইয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, যেন দুর্ভাগা বাচ্চার উদ্দেশে মূর্খের মত হাসায় অনুতপ্ত ওরা; ওদের স্পষ্ট বেদনা বার্ডের ক্রোধের ট্যাপ লাইনের একটা ছিপি বন্ধ করে দিল। এমনকি কিঞ্চিৎ বিষাদও বোধ করল ও। কে আগে হাস্যকর বেখাপ্পা প্রশ্নটা করেছে। আর প্রশ্নটা কি ওর নিজেরই কোনও ফোকর চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে নি, ওর শোকের ভিনেগার আর নিদ্রাহীনতায় ভিজে?

বাহুর নিচে লটকে থাকা বাচ্চার হ্যাম্পারটার দিকে তাকাল বার্ড। অযথা খোঁড়া একটা শূন্য গর্তের মত দেখাচ্ছে এখন ওটাকে। হ্যাম্পারে কেবল একটা ভাঁজকরা বাস্কেট রয়েছে আর খানিকটা অ্যাবসরবেন্ট কটন এবং একরোল গজ তুলা– গজে রক্তের ছাপ, যদিও এখনও স্পষ্ট লাল, ওখানে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা আর নাকে

BanglaBook.org

ঢুকিয়ে দেয়া রাবারের টিউব থেকে একটু একটু করে অক্সিজেন টেনে নেয়া একটা বাচ্চার শুয়ে থাকার ছবি ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হল ও। বার্ড এমনকি বাচ্চার মাথার ভয়াবহতাটুকু ঠিক মত মনে করতে পারল না, কিংবা ওটার লালচে ত্বককে ঢেকে রাখা চর্বির ঝলমলে ঝিল্লির ছবিও ফোটাতে পারল না। এমনকি এখন, বাচ্চাটা সবেগে ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যুগপৎ অপরাধ মেশানো স্বস্তি আর অন্ত হীন ভীতি অনুভব করল বার্ড। ভাবল: শিগগিরই বাচ্চাটার কথা পুরোপুরি ভুলে যাব আমি, নয় মাস ভ্রূণাবস্থায় থাকার পর অনন্ত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা জীবন, কয়েক ঘণ্টার তীব্র বেদনা অনুভব করেছে তারপর নেমে গেছে আবার অন্ধকারে, চূড়ান্ত এবং অনন্ত। বাচ্চাটার কথা এখনই বিস্মৃত হলেও অবাক হব না আমি। আর যখন আমার মরণের সময় ঘনিয়ে আসবে, হয়ত মনে করব, আর মনে করতে গিয়ে যদি মৃত্যুর যন্ত্রণা আর আতঙ্ক বেড়ে ওঠে আমার, বাবা হিসাবে আমার দায়িত্বের ক্ষুদ্র অংশ পূরণ হবে তখন।

মেইনউইংয়ের সামনের প্রবেশ পথে পৌঁছুল বার্ড আর অন্যরা। পার্কিং লটের দিকে দৌড়ে গেল দুই ফায়্যারম্যান। যেহেতু তাদের পেশায় সারাক্ষণ জরুরি পরিস্থিতিতে পড়ার ব্যাপার জড়িত, রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ানোটা নির্ঘাৎ জীবনের প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করে। হাত নাচিয়ে চকচকে কংক্রীটের চত্বরের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ওরা, যেন এক খ্যাপা শয়তান চাপড় মেরে চলেছে ওদের পাছায়। এদিকে একচক্ষু ডাক্তার একটা ফোনবুথ থেকে নিজ হাসপাতালে ফোন করে ডিরেক্টরকে চাইল। খুব অল্প কথায় পরিস্থিতি খুলে জানাল সে: নতুন কিছু ঘটে নি জানানোর মত। বার্ডের শাশুড়ী টেলিফোনের দিকে এগিয়ে এল: "তোমার স্ত্রীর মা," ঘাড় ফিরিয়ে বলল ডাক্তার। "কথা বলতে চাও?"

হায় না! চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করল বার্ডের। পরশু রাতে ঘনঘন শাশুড়ীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকে ওর শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর টেলিফোন লাইন মারফত ভেসে আসাটা কোনও অসহায় মশার গুঞ্জনের মত তাড়া করে বেড়াচ্ছে বার্ডকে বিকারের মত। বাচ্চার বাস্কেটটা কংক্রীটের চত্বরে নামিয়ে রেখে মুখ ব্যাদান করে রিসিভার তুলে নিল বার্ড।

"ব্রেইন স্পেশালিস্ট এখনও কোনও পরীক্ষা করে নি। আগামীকাল বিকেলে আবার আসতে হবে আমাকে।"

"কিন্তু কী লাভ এসব করে; মানে, কী পাবার আশা করছ তুমি?" এমন এক সুরে ওকে জেরা করল শাশুড়ী যা ও আশাই করে নি, যেন সরাসরি ওকেই দোষারোপ করছে মহিলা।

"*ব্যাপারটা* হল বাচ্চাটা এখনও কীভাবে যেন বেঁচে আছে," বলল বার্ড। মহিলা আবার কথা বলবে এমন একটা বিরক্তিকর আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু নীরব রইল মহিলা, লাইনের অপর প্রান্ত থেকে কেবল কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে।

BanglaBook.org

"আমি এসে ব্যাখ্যা করব," বলল বার্ড, রিসিভার তুলে রাখতে গেল।

"*হ্যালো?* দয়া করে এখানে ফিরে এস না," তাড়াতাড়ি করে যোগ করল ওর শাশুড়ী। "মেয়েটা মনে করছে বাচ্চাকে হার্ট ক্লিনিকে নিয়ে গেছ তুমি। এখন তুমি ফিরে এলে সন্দিহান হয়ে পড়বে ও। ও আরও স্থির হলে পর, দু-একদিন পরে এলেই বরং স্বাভাবিক দেখাবে, বলতে পারবে বাচ্চাটা দুর্বল হার্টের কারণে মারা গেছে। আমার সঙ্গে সারাক্ষণই অবশ্য যোগযোগ রাখতে পার তুমি।"

সায় দিল বার্ড। "সোজা কলেজে চলে যাচ্ছি আমি, কী হয়েছে খুলে বলব," বলছিল ও, এই সময় লাইনের অপর প্রান্তে একতরফাভাবে যোগাযোগ কেটে দেয়ার আওয়াজ পেল। ফলে ওর নিজস্ব কণ্ঠস্বর শ্রবণ যন্ত্রটিকেও বিরক্তিতে ভরিয়ে তুলল। রিসিভার যথাস্থানে রেখে বাস্কেটটা তুলে নিল বার্ড। এক-চক্ষু ডাক্তার এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসেছে। তার পেছন পেছন অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার বদলে বাস্কেটটা ক্যানভাসের স্ট্রেচারে রাখল বার্ড।

"সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ। আমি বরং একাই যাব।"

"একাকী বাড়ি ফিরে যাচ্ছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

"হ্যাঁ," বলল বার্ড, বোঝাল "একাকী *বাইরে* যাচ্ছি আমি।" বাচ্চার জন্মবৃত্তান্ত শ্বশুরের কাছে খুলে বলতে হবে ওকে, তবে তারপর খানিকটা অবসর পাবে ও। আর স্ত্রী ও শাশুড়ীর পাল্লায় পড়ার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিখাদ চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি বহন করে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্সটা গতিসীমা বজায় রেখে ক্ষমতাহীন আর বাকশক্তি রহিত *সাবেক* কোনও দানবের মত নীরবে সরে যেতে শুরু করল। একঘণ্টা আগে যে জানালাপথে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার পথচারীদের দিকে তাকিয়ে ছিল ও, সেটা দিয়েই ডাক্তার আর ফায়ারম্যানদের ড্রাইভারের দিকে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে দেখল বার্ড। ও জানে, ওরা এখন ওকে আর ওর বাচ্চাটাকে নিয়ে রসালাপ শুরু করতে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে খারাপ লাগল না। বুড়িটার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করার ফলে একটা অপ্রত্যাশিত অবকাশ মিলেছে, একাকী এবং ও যেমনটি পছন্দ করে সেভাবে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়া গেছে – চিন্তাটা প্রবল, তাজা রক্ত পাঠাতে শুরু করল ওর মস্তিষ্কে।

ফুটবল মাঠের মত লম্বা চওড়া হাসপাতাল চত্বরের ওপর দিয়ে পা চালাল বার্ড। মাঝামাঝি পৌঁছে উল্টো ঘুরল ও এবং এইমাত্র প্রথম সন্তানকে, মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা শিশু, রেখে আসা দালানটার দিকে তাকাল, যেন কোনও দুর্গের মত উদ্ধত সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মের সূচনাকালের রোদের আলোয় ঝিলিক মারছে, ওটার অচেনা কোনও কোণে ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদরত বাচ্চাটাকে বালুকণার মত ক্ষুদ্র করে দিয়েছে দালানটা।

যদি আগামীকাল আবার *আসার* পর এই আধুনিক দুর্গের গোলকধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি, অবাক বিস্ময়ে ঘুরে বেড়াতে থাকি, আমি হয়ত কখনওই আমার

BanglaBook.org

মৃত্যুপথযাত্রী কিংবা ইতিমধ্যে মৃত বাচ্চাটার দেখা পাব না। চিন্তাটা বার্ডকে ওর দুর্ভাগ্য থেকে এক কদম দূরে সরিয়ে আনল। জোর কদমে সামনের গেইট দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তা বরাবর দ্রুত পা চালাল ও।

সকাল: গ্রীষ্মের আগমনকালের কোনও দিন শুরুর সবচেয়ে পুলকজাগানো সময়। এলিমেন্টারি স্কুলের এক্সকারশনের স্মৃতি জাগানিয়া এক মৃদু হাওয়ার ছোঁয়া বার্ডের গাল আর কানের লতিতে শিরশিরে আনন্দের পোকাগুলোর বেগ বাড়িয়ে দিল, ঘুম অপূর্ণ থাকায় লাল হয়ে আছে জায়গাগুলো। সচেতন প্রতিরোধের থেকে দূরবর্তী স্নায়ু কোষগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি তৃষ্ণার্তের মত মৌসুম আর সময়ের মাধুর্য পান করতে লাগল। অচিরেই ওর চেতনার বুকে মুক্তির অনুভূতি জাগল।

শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে, গা ধুয়ে শেভ করব আমি! প্রথম চোখে পড়া নাপিতের দোকানে গটগট করে ঢুকে পড়ল বার্ড। মধ্যবয়সী নাপিত এমন ভঙ্গি করে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে গেল যেন সাধারণ এক খদ্দের ও। নাপিত অঘটনের কোনও লক্ষণ আবিষ্কার করতে পারে নি। নিজেকে নাপিতের ধারণানুযায়ী ব্যক্তিতে রূপান্তর করে নিজের বেদনাবোধ আর তার আতঙ্ক এড়াতে পারল। চোখ বন্ধ করল ও। জীবানুনাশকের গন্ধঅলা উষ্ণ ভারি একটা তোয়ালে ওর চোয়াল আর গালে গরম ভাঁপ দিল। বহুবছর আগে, নাপিতের দোকান নিয়ে একটা কমিক স্কিট দেখেছিল ও: নাপিতের অল্পবয়সী শিক্ষানবীশের একটা মারাত্মক গরম তোয়ালে ছিল, এমন গরম যে হাতে ধরে ওটাকে শীতল করা কিংবা ধরে রাখাই ছিল অসম্ভব, তো সেজন্যে ওভাবেই ওটা খদ্দেরের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলত সে। সেই থেকে তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢাকলেই হেসে ওঠে বার্ড। এখনও হাসছে, টের পেল ও। এটা বড্ড বাড়াবাড়ি! শিউরে উঠল বার্ড, হাসিটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং বাচ্চার কথা ভাবতে শুরু করল। নিজের মুখের হাসিতে অপরাধের প্রমাণ আবিষ্কার করেছে ও।

একটা নিরামিষ শিশুর মৃত্যু– সবচেয়ে গভীরে আঘাত দেবে, এমন দৃষ্টিকোণ থেকে ওর ছেলের দুরবস্থা পরখ করল বার্ড। নিরামিষ বৈশিষ্ট্যের একটা নিরামিষ শিশুর মৃত্যু, যার সঙ্গে কষ্টের সম্পর্ক নেই। চমৎকার, কিন্তু এমন একটা বাচ্চার কাছে মৃত্যুর অর্থ কী? কিংবা সত্যিকার অর্থে জীবনেরই বা কী মানে? নিযুত বছর বিস্তারের শূন্যতার প্রান্তরে অস্তিত্বের একটা কলি দেখা দিয়েছিল, নয়মাস ধরে বেড়ে উঠেছে ওটা। অবশ্যই, ভ্রূণের কোনও চেতনা থাকে না, স্রেফ চমৎকার উষ্ণ, অন্ধকার, আঁঠাল জগতকে দখল করে বলের মত কুকড়ে টিকে থাকে। তারপর বিপজ্জনভাবে বাইরের জগতে আসে। এ জায়গাটা শীতল এবং কঠিন, খরখরে, শুকনো আর ভীষণভাবে আলোকিত। বাইরের পৃথিবী এমন সীমিত নয় যে বাচ্চাটা একাই ভরে রাখতে পারবে: অসংখ্য আগন্তুকের সঙ্গে বাস করতে হবে তাকে। কিন্তু, নিরামিষ ধরনের একটা বাচ্চার বেলায়, বাইরের জগতে সেই অবস্থান মাত্র কয়েক ঘণ্টার অদৃশ্য দুর্ভোগের অতিরিক্ত কিছু হবে না যা সে বুঝতে পারবে না।

BanglaBook.org

তারপর এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত এবং ফের নিযুত বছর বিস্তারের শূন্যতার প্রান্তরে নিজেই অনস্তিত্বের সূক্ষ্মকণায় পরিণত হবে। আচ্ছা যদি শেষ বিচার দিবস বলে কিছু থাকে? নিরামিষ বৈশিষ্ট্যের একটা বাচ্চা যে কিনা জন্মের পরপরই মারা গেছে তাকে মৃতদের কোন্ দলে ফেলে সম্মান, বিচার আর শাস্তিদান করবে তুমি? এই পৃথিবীর বুকে মাত্র কটি ঘণ্টা, যা পেরিয়ে গেছে কান্না, মুক্তো-গোলাপি হাঁ করা মুখে জিভ কাঁপানোয়, কোনও বিচারক কি একে অপর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করবে না? ছাতার অপর্যাপ্ত সাক্ষী। গভীর হতে হতে প্রবল হয়ে ওঠা আতঙ্কে ঢোক গিলল বার্ড। আমাকে হয়ত সাক্ষী হিসাবে তলব করা হবে, কিন্তু ওর মাথার পিণ্ডটা থেকে সূত্র না পেলে নিজের ছেলেকেই শনাক্ত করতে পারব না আমি। ওপরের ঠোঁটে তীব্র ব্যথা অনুভব করল বার্ড।

"দয়া করে নড়ো না। খোঁচা দিয়ে ফেলেছি আমি।" বার্ডের নাকের ডগায় ক্ষুর রেখে ফিসফিস করে বলল নাপিত, ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। আঙুলের ডগা দিয়ে ওপরের ঠোঁট স্পর্শ করল বার্ড। রক্তের দিকে তাকাল ও, পেট গুলিয়ে উঠল ওর, বার্ডের রক্তের টাইপ-এ, ওর স্ত্রীরও তাই। ওর মৃত্যুপথযাত্রী ছেলের শরীরে বয়ে চলা সামান্য রক্তও সম্ভবত টাইপ-এ। লিনেনের নিচে হাত সরিয়ে আনল বার্ড, ফের চোখ বন্ধ করল। ধীরে, দ্বিধান্বিত হাতে ওর ওপরের ঠোঁটের ক্ষতটার চারপাশে শেভ করল নাপিত, তারপর রুক্ষ দ্রুততায় ওর গাল আর চোয়াল কমিয়ে দিল, যেন খোয়া যাওয়া সময়টুকু পুষিয়ে নিতে চায়।

"শ্যাম্পু করবে?"

"না, তার দরকার নেই।"

"তোমার মাথায় অনেক ঘাম আর ময়লা দেখা যাচ্ছে," আপত্তি জানাল নাপিত।

"জানি, কাল রাতে পড়ে গিয়েছিলাম।" নাপিতের চেয়ার ছেড়ে দুপুর বেলার সৈকতের মত ঝকমকে আয়নায় নিজের চেহারা দেখল বার্ড। ওর মাথার চুল ঠিকই জট পাকিয়ে আছে, শুকনো খড়ের মত ঠুনকো কিন্তু ওর উঁচু হনুর হাড় থেকে শুরু করে চোয়াল পর্যন্ত রেইনবো ট্রাউটের পেটির মত উজ্জ্বল আর তাজা গোলাপি দেখাচ্ছে। শুধু যদি আঁঠাল রঙ চোখ দুটিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলজ্বল করত, টানটান চোখের পাতাজোড়া যদি শিথিল হত, আর যদি সরু ঠোঁটজোড়া না কাঁপত, তাহলে কাল রাতে স্টোরের জানালায় ফুটে ওঠা প্রতিকৃতির তুলনায় চোখে লাগার মত তরুণ আর প্রাণবন্ত বার্ড হত এটা।

নাপিতের দোকানে ঢুঁ মারাটা ভাল বুদ্ধিই ছিল: বার্ড সন্তুষ্ট বোধ করছে। আর কিছু না হোক, একটা মনস্তাত্ত্বিক দাড়িপাল্লায় ইতিবাচক উপাদান যোগ করেছে ও যেটা ভোর থেকে নেতির দিকে ঝুলেছিল। নাকের নিচে তেকোণা জরুলের মত শুকনো রক্তের দিকে একনজর তাকাল বার্ড, তারপর নাপিতের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল। ও কলেজে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ত গালের ওপর খুরের ফেলে যাওয়া চকমকে ভাব ফিকে হয়ে আসবে। কিন্তু ততক্ষণে নখ দিয়ে খুটে শুকনো রক্তের

BanglaBook.org

জরুলটা উপড়ে ফেলতে পারবে ও। শ্বশুরের সামনে বিষাদগ্রস্ত হাস্যকর নেড়ি কুকুর হিসাবে হাজির হবার কোনও আশঙ্কা নেই। বাস স্টপের খোঁজে রাস্তায় নজর চালানোর সময় বার্ডের মনে পড়ল পকেটে বাড়তি টাকা বয়ে বেড়াচ্ছে ও, তো একটা ছুটন্ত ক্যাবকে ইশারায় থামাল।

লাঞ্চের জন্যে মেইন গেইট দিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের ভিড়ে ক্যাব থেকে বেরিয়ে এল বার্ড: বারটা বেজে পাঁচ মিনিট। ক্যাম্পাসে এক বিশাল-দেহীকে থামিয়ে ইংরেজি বিভাগের পথ জানতে চাইল ও। বিস্ময়করভাবে হেসে উঠল ছাত্রটি, তারপর নস্টালজিয়ার সুরে গেয়ে উঠল, "নিশ্চয়ই অনেকদিন পরে দেখা, সেনসি!" শঙ্কিত হয়ে উঠল বার্ড। "ক্র্যাম-স্কুলে তোমার ক্লাসে ছিলাম আমি। সরকারী স্কুলগুলোর কোনওটাই কাজে আসে নি, সেজন্যে আমার ওল্ডম্যানকে দিয়ে কিছু টাকা দান করিয়ে ঢুকে পড়েছি এখানে, বোঝই তো, ব্যাকডোর দিয়ে।"

"তার মানে এখন এখানকার ছাত্র তুমি," স্বস্তির সঙ্গে বলল বার্ড, ছাত্রটিকে চিনতে পেরেছে। কুদর্শন না হলেও ছেলেটার চোখজোড়া পিরীচের মত, নাকটা এমন মোটা যে *গ্রিমস ফেয়ারি টেলস*-এর জার্মান কৃষকদের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়।

"মনে হচ্ছে ক্র্যাম-স্কুল খুব একটা কাজে আসে নি তোমার," বলল বার্ড।

"মোটেই তা না, সেনসি! পড়াশোনার ব্যাপারটা কখনওই অপচয় নয়। হয়ত কিছুই মনে করতে পারবে না তুমি, কিন্তু বোঝই তো, পড়াশোনা মানে পড়াশোনাই!"

বার্ডের সন্দেহ হল, টিটকারী করা হচ্ছে ওকে, ছেলেটার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাল ও। কিন্তু ছাত্রটি তার বিশাল শরীরের সম্পূর্ণটার সাহায্যেই সদিচ্ছা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিল। ক্লাসে এমনকি একশোটি ছাত্র থাকলেও, স্পষ্ট মনে আছে বার্ডের, এ ছিল চোখে পড়ার মত মোটা বুদ্ধির। এবং স্পষ্টতই সে কারণেই বার্ডের কাছে সহজে আর সানন্দে বলতে পেরেছে যে এমন একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাইভেট কলেজে পেছন-দরজা দিয়ে ঢুকেছে সে আর কোনও উপকারে না আসা ক্লাসগুলোর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছে। অন্য ছাত্রদের শতকরা নিরানব্বই জন তাদের ক্র্যাম-স্কুল ইন্সট্রাক্টরকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত।

"আমাদের বেতনের যা হার, তোমার মুখে একথা শুনে স্বস্তি পাচ্ছি।"

"ওহ্ প্রতিটি পয়সা কাজে এসেছে। এখন থেকে কি এখানেই পড়াবে তুমি?"

মাথা নাড়ল বার্ড।

"ওহ্...." সুকৌশলে কথোপকথন দীর্ঘায়িত করল ছাত্রটি। "চলো, তোমাকে ইংরেজি বিভাগে পৌঁছে দিই, এদিকে। কিন্তু সত্যি বলছি, সেনসি, ক্র্যাম-স্কুলে আমার পড়ালেখা জলে যায় নি। আমার মাথার কোথাও না কোথাও আছে সবই, শেকড় গজাচ্ছে যেন; কোনও একদিন ঠিকই কাজে আসবে। উপযুক্ত সময় আসার অপেক্ষা মাত্র– শেষ বিচারে পড়াশোনাটা দারুণ না, সেনসি?"

আশাবাদী এবং এক অর্থে নীতিবান সাবেক ছাত্রটিকে অনুসরণ করে ফুলে ঢাকা গাছের সীমানা দেয়া একটা ওঅক বরাবর এগিয়ে চলল বার্ড, একটা লাল ইঁটের

BanglaBook.org

দালানের সামনে পৌঁছে গেল ও। "চার তলায় পেছন দিকে ইংরেজি বিভাগ। এখানে আসতে পেরে খুব খুশি আমি, গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে বেড়িয়েছি, হাতের তালুর মত না চেনা পর্যন্ত," সগর্বে জানাল ছেলেটা, স্পষ্ট নিজেকে ব্যঙ্গ করে এমনভাবে হাসল, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারল না বার্ড।

"কথা শুনে আমাকে একেবারে সাধারণ মনে হচ্ছে, না?"

"মোটেই না, একেবারে সাধারণ মনে হচ্ছে না।"

"একথা বলায় খুবই ভাল লাগছে। ঠিক আছে তাহলে, আবার দেখা হবে, সেনসি। নিজের দিকে খেয়াল রেখো: একটু যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তোমাকে!"

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বার্ড ভাবল: ছেলেটা তার পরিণত জীবন আমার চেয়ে হাজার গুন চতুরতার সঙ্গে সামাল দিতে পারবে; অন্তত: ব্রেইন-হার্নিয়া নিয়ে মারা যাওয়া বাচ্চাকাচ্চার স্মৃতি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না তাকে। কিন্তু ক্লাসে ও কেমন বেমানান একজন নীতিবাগিশকে পেয়েছিল!

ইংরেজি বিভাগের দরজার পাশ দিয়ে নজর চালিয়ে শ্বশুরকে খুঁজে বের করল বার্ড। রুমের ওপাশের কোণ থেকে বেরুনো একটা ছোটখাট বেলকনিতে ওক কাঠের রকিং চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে প্রফেসর, আংশিক গোল স্কাইলাইটের দিকে চোখ। অফিসের চেহারা অনেকটা কনফারেন্স রুমের মত, বার্ড যেই ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছিল সেটার ইংরেজি বিভাগের অফিসের তুলনায় যেন বেশি উজ্জ্বল। বার্ডের শ্বশুর প্রায়ই বলে (নিজেকে নিয়ে প্রিয় কোনও কৌতুকের মত রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বলেছিল সে) এই প্রাইভেট কলেজটিতে রকিং চেয়ারের মত সুবধাদিসহ যেসব সুযোগ তার মিলেছে, সেগুলো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অভ্যস্ত সুযোগসুবিধার চেয়ে অতুলনীয়ভাবে উন্নত। বার্ড বুঝতে পারে রসিকতার চেয়ে বেশি কিছু আছে গল্পটায়। রোদ যদি আরও চড়া হয়ে ওঠে রকিং চেয়ারটাকে কিংবা বেলকনিটাকে একটা সামিয়ানা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, যে কোনও একটা।

দরজার কাছাকাছি বড়সড় একটা টেবিলে তিনজন তরুণ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট বসে কফি খাচ্ছে। ওদের লালচে চেহারায় তেল চিকচিক করছে, বোঝা যাচ্ছে লাঞ্চের পরে বসেছে ওরা। ওদের তিনজনকেই চেহারায় চেনে বার্ড, কলেজে ওর একক্লাস ওপরে ছিল, অনার্স ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু হুইস্কির ঘটনা আর বার্ডের গ্র্যাজুয়েট স্কুল ছেড়ে দেয়ার কারণ না হলে নির্ঘাৎ নিজেকে ওদের পেছনেই আবিষ্কার করত।

টোকা দিয়ে দরজা খুলল বার্ড, পা রাখল রুমে, তিন সিনিয়রকে শুভেচ্ছা জানাল। তারপর রুম পেরিয়ে এগিয়ে গেল বেলকনির দিকে; পাক খেয়ে ঘুরে ওর আগমন লক্ষ্য করতে লাগল শ্বশুর, মাথা হেলান দেয়া, রকিং চেয়ারে তাল মেলানোর প্রয়াস পাচ্ছে। অ্যাসিস্ট্যান্টরাও বিশেষ কোনও তাৎপর্যবিহীন হুবহু একই হাসি মুখে নিয়ে চেয়ে আছে। একথা ঠিক যে বার্ডকে ওরা একধরনের বিরল চরিত্র হিসাবে

BanglaBook.org

দেখে, কিন্তু একই সময়ে একজন বহিরাগত ও, এবং সেকারণে তেমন উৎকণ্ঠার বিষয়ও নয় সে ওদের কাছে। এক অদ্ভুত, বিচিত্র চিড়িয়া যে কিনা নেহাত কোনও কারণ ছাড়াই মদের নেশায় দীর্ঘদিন চুর হয়ে ছিল তারপর গ্র্যাজুয়েট স্কুল ছেড়ে চলে গেছে, এরকম কিছু।

"প্রফেসর।" বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করার আগেকার অভ্যাস থেকে বলে উঠল বার্ড। চেয়ারসহ নিজেকে ওর দিকে ঘুরিয়ে নিল প্রফেসর, কাঠের রকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলল মেঝেয়। ইশারায় বার্ডকে একটা লম্বা আর্ম রেস্টঅলা স্যুইভেল চেয়ার দেখিয়ে দিল সে।

"বাচ্চা হয়েছে?" জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, বাচ্চা হয়েছে–" গলার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসায় চোখজোড়া কুঁচকে ফেলল বার্ড, মুখ বন্ধ করল, তারপর পুরো ঘটনাটি এক নিঃশ্বাসে বলার জন্যে নিজেকে বাধ্য করল: "বাচ্চাটার ব্রেইন-হার্নিয়া আছে, ডাক্তাররা বলেছে কাল কিংবা পরশু নাগাদ মারা যাবে সে। বাচ্চার মা সুস্থ আছে!"

প্রফেসরের বিশাল সিংহাকৃতি ট্যাফি-রঙা মুখের ত্বক টকটকে লাল হয়ে উঠল। এমনকি চোখের নিচের ঝুলে থাকা পুটুলিও উজ্জ্বল হয়ে আছে, যেন রক্ত চুঁইয়ে আসছে। নিজের চেহারাও লাল হয়ে উঠছে, টের পেল বার্ড। সেই ভোর থেকে কতখানি নিঃসঙ্গ আর অসহায় হয়ে আছে, আরও একবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল বার্ড।

"ব্রেইন-হার্নিয়া। বাচ্চাটাকে দেখেছ তুমি?"

প্রফেসরের কণ্ঠের ক্ষীণ কর্কশ সুর ও স্ত্রীর কণ্ঠের অনুরণন আবিষ্কার করল বার্ড এবং তাতে আর কিছু না হোক স্ত্রীর অভাব অনুভব করল ।

"হ্যাঁ, দেখেছি। ওর মাথায় অ্যাপোলিনেয়ারে মত ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল।"

"অ্যাপোলিনেয়ারের মত... মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল।" জিভের ডগায় শব্দগুলো উচ্চারণের প্রয়াস পেল প্রফেসর, যেন কোনও কৌতুকের মজার অংশটুকু বুঝতে চাইছে। যখন সে কথা বলল, বার্ড নয়, বরং তিন সহকারীই যেন তার শ্রোতা বলে মনে হল: "আমাদের বর্তমান সময়ে এটা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে বেঁচে থাকাটা একেবারেই জন্ম লাভ না করার চেয়ে ভাল কিনা।" তিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সংযতভাবে কিন্তু সশব্দে হেসে উঠল: ঘুরে ওদের দিকে তাকাল বার্ড। দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল ওরা এবং ওদের চোখের অবিচলতা বুঝিয়ে দিল যে বার্ডের মত বিচিত্র এক চরিত্র অদ্ভুত দুর্ঘটনার মুখোমুখি হওয়ায় তারা অন্তত অবাক হয়নি। ক্ষোভের সঙ্গে কাদামাখা জুতোর দিকে তাকাল বার্ড। "সব চুকে বুকে যাবার পর আমি ফোন করব তোমাকে," বলল ও।

প্রায় আবছাভাবে চেয়ার দোলাতে দোলাতে কিছুই বলল না প্রফেসর। বার্ডের মনে হল সাধারণভাবে রকিং চেয়ার থেকে পাওয়া আরামে ওর শ্বশুর বিতৃষ্ণ ।

নীরব রইল বার্ডও। যা বলার ছিল বলা হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর। স্ত্রীর কাছে গোপন কথাটা প্রকাশ করার সময় যখন আসবে, এমন স্পষ্ট আর স্বাভাবিক

BanglaBook.org

সুরে উপসংহারে পৌঁছুতে পারবে কি ও? প্রশ্নই ওঠে না। কান্নার রোল উঠবে, প্রশ্ন দেখা দেবে অসংখ্য, হড়বড়িয়ে কথা বলার ব্যর্থতার বোধ জাগবে, যন্ত্রণা হবে গলায়, মাথা গরম হয়ে উঠবে: সবশেষে আর্তনাদরত স্নায়ুর রশি আবদ্ধ করবে মিস্টার ও মিসেস বার্ডকে।

"আমি বরং ফিরে যাই; হাসপাতালে এখনও বেশ কিছু কাগজ-পত্রে সই দেয়া বাকি রয়ে গেছে," অবশেষে বলল বার্ড।

"তুমি আসায় ভালই হয়েছে," রকিং চেয়ার ছাড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না প্রফেসরের মাঝে। অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে না দেখে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে উঠে পড়ল বার্ড। "ওই ডেস্কে একটা হুইস্কির বোতল আছে," বলল প্রফেসর, "নিয়ে যাও ওটা।"

আড়ষ্ট হয়ে গেল বার্ড, তিন অ্যাসিস্ট্যান্ট উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠছে টের পেল। শ্বশুরের মত ওরাও নিশ্চয়ই দীর্ঘ সেই বিপজ্জনক মাতাল সময়ের কথা জানে; বুঝতে পারল ওদের চোখগুলো এই ঘটনার পরিণতি খুঁজে বেড়াতে শুরু করেছে। ছাত্রদের সঙ্গে পড়া একটা ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের একটা লাইন মনে পড়ে গেল দ্বিধান্বিত বার্ডের; এক তরুণ আমেরিকান রাগত ঢঙে কথা বলছে: *আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? লাগতে চাও নাকি আমার সঙ্গে?*

কিন্তু তা সত্ত্বেও সামনে ঝুঁকল বার্ড, প্রফেসরের ডেস্কের ড্রয়ার খুলল, দুহাতে ধরে বের করে আনল জনি ওঅকারের বোতলটা। ওর চোখজোড়া পর্যন্ত রক্তিম হয়ে আছে, তারপরেও এক বিচিত্র প্রবল আনন্দ অনুভব করল ও। কাউকে একটা ক্রুসিফিক্স মাড়িয়ে সে যে ক্রিশ্চান নয় প্রমাণ করতে বলো: তাকে দ্বিধায় ভুগতে দেখবে না কেউ।

"ধন্যবাদ," বলল বার্ড। তিন অ্যাসিস্ট্যান্ট শিথিল হল। আস্তে আস্তে আবার আগের অবস্থানে চেয়ার ফিরিয়ে নিচ্ছিল প্রফেসর, মাথা সোজা হয়ে আছে, চেহারা এখনও শিথিল এবং রক্তিম। তরুণদের দিকে তাকাল বার্ড, চট করে মাথা নোয়াল, তারপর রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে পাথুরে কোর্টইয়ার্ডে আসার পরেও হুইস্কির বোতলটা সচেতনভাবে আঁকড়ে ধরে রইল বার্ড, যেন ওটা একটা হ্যান্ড গ্রেনেড। দিনের বাকি সময়টুকু নিজের পছন্দমত কাটাতে পারবে ও– এই চিন্তাটা ওর মনের জানি ওঅকারের ছবির সঙ্গে মিশে গেল, এবং এক পরমানন্দ ও বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে ফেনিয়ে উঠল।

আগামী কাল, বা পরশু, কিংবা সপ্তাহখানেকের অবকাশের পর আমার স্ত্রী যখন অসহায় বাচ্চাটার মৃত্যুর কথা জানতে পারবে, আমরা দুজনই এক নিষ্ঠুর মনোবিকারের কয়েদখানায় আটকা পড়ে যাব। যথারীতি– নিজের ভেতরের অনুভূতির বুদবুদে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল বার্ড– আজকের হুইস্কি বোতল আর অবকাশের ওপর একেবারে নিখুঁত অধিকার রয়েছে আমার। নীরবে বুদবুদ মিলিয়ে গেল। দারুণ! মদ্য পান শুরু করা যাক তাহলে! প্রথমে নিজের

BanglaBook.org

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে স্টাডিতে পান করার কথা ভাবল বার্ড, কিন্তু চিন্তাটা স্পষ্টই ভুল। ও ফিরে গেলে বুড়ি বাড়িঅলি আর ওর বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরতে পারে, টেলিফোনে, সশরীরে যদি নাও হয়, বাচ্চার জন্মসংক্রান্ত অসংখ্য প্রশ্ন দিয়ে; তাছাড়া, যখনই বেডরুমের দিকে তাকাবে, বাচ্চার শাদা এনামেল বেসিনেট হাঙরের তীব্র কামড়ের মত ছিন্নভিন্ন করে দেবে ওর স্নায়ু। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিল বার্ড। একটা সস্তা হোটেলে গিয়ে উঠলে কি হয়, যেখানে সবাইই অচেনা? কিন্তু দরজা-বন্ধ হোটেল রুমে নিজেকে মাতাল অবস্থায় কল্পনা করে আতঙ্কিত বোধ করল বার্ড। ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে জনি ওঅকারের লেবেলের ওপর দিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলা লাল কাটাওয়ে পরা প্রফুল্ল স্কচম্যানের দিকে তাকাল বার্ড। এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছে কোথায় সে? একেবারে হঠাৎ করেই এক পুরনো বান্ধবীর কথা মনে পড়ে গেল বার্ডের । শীত কিংবা গ্রীষ্ম একইভাবে দিনের বেলায় নিজের অন্ধকার ঘরে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে সে, একের পর এক প্লেয়ার্স টেনে পরম আধিবিদ্যামূলক কিছু চিন্তা করে, বিছানার ওপর জমাট বাঁধে কৃত্রিম কুয়াশা। গোধূলির আগে কখনও ঘর ছেড়ে বের হয় না সে।

কলেজের গেইটের ঠিক বাইরে এসে একটা ক্যাবের অপেক্ষায় থাকল বার্ড। রাস্তার উল্টোদিকের কফিশপের জানালা দিয়ে ওর সাবেক ছাত্রটিকে কয়েকজন বন্ধুসহ একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে বার্ডকেও দেখে ফেলল ছাত্রটি এবং আদুরে কুকুরছানার মত আন্তরিক এলোমেলো ইশারা করতে লেগে গেল। ওর বন্ধুরাও ভোঁতা কৌতূহলে বার্ডকে দেখতে শুরু করল। বন্ধুদের কাছে বার্ডের কী পরিচয় দেবে সে! মদের নেশার কারণে গ্র্যাজুয়েট স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, এক ব্যখ্যাহীন আবেগের বশবর্তী বা অদ্ভুত আতঙ্কে বন্দী কোনও লোক?

ও ট্যাক্সি ক্যাবে উঠে বসার আগ পর্যন্ত একনাগাড়ে ওর দিকে চেয়ে হেসে চলল ছাত্রটি। দূরত্ব বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বার্ডের মনে হল এইমাত্র একটা দান গ্রহণ করেছে ও। আর সেটা এমন এক ছেলের কাছ থেকে যে কিনা ক্র্যাম-স্কুলের গোটা সময়টায় কখনও ইংরেজি জেরান্ড আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল্-এর তফাৎ ধরতে শেখে নি, বেড়ালের মগজের সমান মগজঅলা এক সাবেক ছাত্র!

শহরের অসংখ্য টিলার একটায় মন্দির আর গোরস্থানে ঘেরা একটা এলাকায় থাকে বার্ডের বান্ধবী। একটা গলির শেষ মাথায় ছোটখাট একটা বাড়িতে একা থাকে মেয়েটা। ওর ফ্রেশমেন ইয়ারে অক্টোবর মাসে এক ক্লাস মিক্সারে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হয় বার্ডের। পরিচয় দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পালা এলে পুরো ক্লাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিল সে তার অস্বাভাবিক নামের–হিমিকো–অগ্নিদর্শন–শিশু–উৎস অনুমান করার জন্যে। সঠিক জবাব দিয়েছিল বার্ড, নামটা নেয়া হয়েছে প্রাচীন প্রদেশ হিগোর ইতিহাস থেকে– *সম্রাট মাঝির দলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বলে: ওই যে দূরে অগ্নিসঙ্কেত দেখা যায়, সোজা ওটার দিকে এগিয়ে যাও।* এরপর বার্ড এবং কাইয়ুশু দ্বীপ থেকে আগত হিমিকো নামের মেয়েটা বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

বার্ডের ইউনিভার্সিটিতে মেয়ে ছিল নগণ্য সংখ্যক, লিবারেল আর্টসেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন যারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে টোকিয়োয় এসেছিল; এবং তাদের সবাই, বার্ড যতদূর জানে, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরপরই অদ্ভুত এবং সংজ্ঞাতীত দানবের চেহারা পেয়েছে। তাদের দেহের কোষগুলোর একটা নির্দিষ্ট অংশ আস্তে আস্তে অতিরিক্ত বেড়ে উঠেছে, জমাট বেঁধে গিঁট লেগে গেছে, একসময় মেয়েগুলোর গতি হয়ে পড়েছে শ্লথ, তাদের দেখায় ম্লান আর উদাসী। যাদের বিয়ে হয়েছিল, তালাক পেয়ে গেছে; যারা চাকরি নিয়েছিল, ছাঁটাই হয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়েশনের অল্পদিন পরেই এক গ্র্যাজুয়েট ছাত্রকে বিয়ে করেছিল হিমিকো, কিন্তু সে তালাক পায় নি। ব্যাপার আরও মারাত্মক, বিয়ের বছরখানেক পর ওর স্বামী আত্মহত্যা করে বসে। হিমিকোর শ্বশুর ওরা যে বাড়িতে থাকত সেটাই উপহার হিসাবে হিমিকোকে দিয়েছে এবং এখনও প্রতিমাসে ওর ভরণপোষণের খরচ জুগিয়ে যাচ্ছে সে। হিমিকো আবার বিয়ে করবে বলে আশা করেছিল সে, কিন্তু এখন সারাদিন ধ্যানে মগ্ন থাকে ও আর রোজ রাতে একটা স্পোর্টস কারে চেপে গোটা গোটা শহর ঘুরে বেড়ায়।

বার্ড প্রকাশ্য গুজব শুনেছে যে হিমিকো একজন সেক্সুয়াল অ্যাডভেঞ্চারেস যে কিনা প্রথাগত বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। এমনকি ওর বিকৃত রুচির সঙ্গে স্বামীর আত্মহত্যার সম্পর্ক আছে বলেও গুজব রয়েছে। মাত্র একবার মেয়েটার সঙ্গে শুয়েছিল ও, কিন্তু ওরা দুজনেই প্রবলভাবে নেশাগ্রস্ত ছিল এবং এমনকি দৈহিক মিলন হয়েছিল কিনা তাও নিশ্চিত করে বলতে পারবে না ও। সেটা হিমিকোর দুর্ভাগ্যজনক বিয়ের অনেক আগের কথা, এবং যদিও সে তার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত হত এবং সক্রিয়ভাবে আনন্দের খোঁজে থাকত, কিন্তু সেইসব দিনে হিমিকো এক অনভিজ্ঞ কলেজ ছাত্রী বৈ আর কিছু ছিল না।

হিমিকোর বাসার গলির মুখে ক্যাব থেকে নামল বার্ড। ঝটপট কোটের অবশিষ্ট টাকা গুণে ফেলল ও; আগামীকাল ক্লাস শেষ হওয়ার পর এ মাসের বেতন অগ্রিম চেয়ে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

জনি ওঅকারের বোতলটা ঠেসে জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল বার্ড, তারপর দ্রুত পায়ে গলিপথ ধরে আগে বাড়ল, বোতলের মুখটা হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। হিমিকোর অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার কথা প্রতিবেশীদের জানা থাকায়, এখানে-ওখানে জানালাপথে গোপনে তারা নজর রাখছে না সন্দেহ না করাটা অসম্ভব।

ভেস্টিবিউলের বাযারে চাপ দিল বার্ড। সাড়া নেই কোনও। বার কয় দরজা ধাক্কা দিল ও, মৃদু কণ্ঠে হিমিকোর নাম ধরে ডাক দিল। এ কেবল আনুষ্ঠানিকতা। ঘরের পেছন দিকে এগিয়ে গেল বার্ড, হিমিকোর শোবার ঘরের জানালার নিচে একটা ধূলিমলিন সেকেন্ডহ্যান্ড এমজি দাঁড়িয়ে আছে। খালি আসনগুলো বেরিয়ে থাকায় রক্ত বর্ণ এমজিটাকে দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা হিমিকোর ঘরে থাকার প্রমাণ। বিশ্রী ট্যাপ খাওয়া বাম্পারে কাদা-মাখা একটা জুতো তুলে দিল বার্ড, শরীরের ভর চাপিয়ে দিল বাম্পারের ওপর। মৃদু দুলতে লাগল

BanglaBook.org

এমজি, নৌকার মত। আবার হিমিকোর নাম ধরে ডাকল বার্ড, শোবার ঘরের পর্দা টানানো জায়গার দিকে তাকাল। রুমের ভেতরে পর্দাগুলো যেখানে মিশেছে সে জায়গাটা একটু উঁচু হল, সংকীর্ণ ফোকর দিয়ে নজর চালাল একটা চোখ। এমজি দোলান থামাল বার্ড এবং মৃদু হাসলঃ এই মেয়েটার সামনে সব সময় খোলামেলা আর স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে ও।

"হেই, বার্ড– পর্দা আর জানালার কাঁচের কারণে বাধাগ্রস্ত হল মেয়েটার কণ্ঠস্বরঃ অস্পষ্ট, হাস্যকর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

মাঝ দুপুরে একটা জনি ওঅকারের বোতল খোলার আদর্শ জায়গা পেয়ে গেছে, জানে বার্ড। দিনের মানসিক স্থিতিপত্রে এইমাত্র আরেকটা যোগ চিহ্ন দিতে পারার অনুভূতি নিয়ে আবার বাড়ির সামনের দরজার উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল ও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

"আশা করি ঘুমোচ্ছিলে না," ওকে দরজা খুলে দেয়ার পর হিমিকোকে জিজ্ঞেস করল বার্ড।

"ঘুমোবো? এমন সময়?" টিপ্পনী কাটল মেয়েটা। মাঝ দুপুরের রোদ ঠেকাতে একটা হাত উঁচু করে রেখেছে হিমিকো, কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না কোনও; বার্ডের পেছনের আলো কর্কশভাবে তা গলা আর কাঁধে পড়ছে, টেরিক্লথ বাদরোব খসে পড়ায় উন্মুক্ত হয়ে আছে জায়গাগুলো। হিমিকোর দাদা ছিল কাইয়ূশুর একজন জেলে, বিয়ে করেছিল– আসলে তুলে এনেছে– ভ্লাডিভস্তক থেকে এক রাশান মেয়েকে। হিমিকোর ফর্শা ত্বকের কারণ বোঝা যায় এ থেকে; চামড়ার নিচে ছড়িয়ে থাকা ধমনীগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে। ওর চলাফেরার ভঙ্গিতেও নতুন দেশের সঙ্গে মানিয়ে উঠতে না পারা কোনও অভিবাসীর দ্বিধান্বিত ছাপ রয়েছে।

আলোর প্রবল ধাক্কায় চোখ মুখ কুঁচকে মা মুরগীর মত অস্থির দ্রুততায় খোলা দরজার ছায়ায় পিছিয়ে গেল হিমিকো। তরুণীর নাজুক সৌন্দর্য, যা ও হারিয়ে ফেলেছে আর পরিণত নারীর পরিপূর্ণতা, এখনও অনাগত, এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আছে এখন সে। হিমিকো সম্ভবত সেই ধরনের মেয়ে যাকে বিশেষ লম্বা সময় এমন একটা কৃশ পর্যায় পার করতে হতে পারে।

বন্ধুকে উন্মোচক আলো থেকে রক্ষা করার জন্যে দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা আটকে দিল বার্ড। মুহূর্তের জন্যে ভেস্টিবিউলের ঘুপচি পরিসর তালা আটকানো খাঁচার মত অনুভূতি জাগালো। জুতো খোলার অবসরে ঘনঘন চোখ পিটপিট করে আবছা আলোয় চোখজোড়া অভ্যস্ত করে নেয়ার প্রয়াস পেল বার্ড। অন্ধকারে ওর দিকে ঝুঁকে আছে হিমিকো, লক্ষ্য করছে।

"কাউকে ঘুমের মধ্যে ডিস্টার্ব করা আমার অপছন্দ," বেঢ়ে বলল বার্ড।

"আজকে তোমাকে ভীরু লাগছে, বার্ড। যাহোক, ঘুমোচ্ছিলাম না আমি; দিনের বেলায় ঘুমোলে রাতে আর ঘুম হয় না। প্লুরালিস্টিক ইউনিভার্সের কথা ভাবছিলাম আমি।"

প্লুরালিস্টিক ইউনিভার্স? চমৎকার, ভাবল বার্ড, হুইস্কি পানের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা করতে পারব আমরা। আহত হরিণের পায়ের চিহ্ন-সন্ধানী শিকারি কুকুরের মত আশপাশে একবার চোখ চালাল বার্ড, তারপর হিমিকোর পেছন পেছন

BanglaBook.org

ভেতর দিকে এগোল। লিভিংরুমের ভেতরটায় যেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রুগ্ন জানোয়ারের জন্যে স্তূপ করে রাখা খড়ের মত গাঢ় আর জমাট লাগছে আবছা অন্ধকারকে। চোখ কুঁচকে পুরোনো কিন্তু শক্ত বেতের চেয়ারটার দিকে তাকাল বার্ড, ওটাতেই বরাবর বসেছে ও; কয়েকটা ম্যাগাজিন ওটার ওপর থেকে সরিয়ে সাবধানে বসল। স্নান সেরে পোশাক গায়ে চাপিয়ে কিছুটা প্রসাধন চর্চা করার আগে আলো জ্বালবে না হিমিকো, পর্দা সরানোরও প্রশ্ন আসে না। অন্ধকারে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে সঙ্গীকে। বছরখানেক আগে শেষবারের মত এসেছিল বার্ড এখানে। তখন একটুকরো কাঁচে পা দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের তলা কেটে ফেলেছিল। যন্ত্রণা আর আতঙ্কের কথা মনে করে শিউরে উঠল ও।

হুইস্কির বোতলটা কোথায় রাখা যায় সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে: বই আর পত্রপত্রিকা, খালি বাক্স আর বোতল, শেল, ছুরি, কাঁচি, শীতের বনে তোলা শুকনো ফুল, পোকামাকড়ের নমুনা এবং নতুন-পুরনো চিঠির স্তূপ কেবল গোটা মেঝে আর টেবিলই ভরে রাখে নি, এমনকি জানালা ঘেঁষা নিচু বুককেস, রেকর্ড প্লেয়ার আর টেলিভিশন সেটও দখল করে রেখেছে–এক ভয়ানক বিশৃঙ্খলাবস্থা। একটু ইতস্তত করল বার্ড, তারপর পা দিয়ে মেঝেয় খানিকটা জায়গা বের করে দুপায়ের গোড়ালির ফাঁকে হুইস্কির বোতলটা নামিয়ে রাখল। দরজা থেকে লক্ষ্য করছিল হিমিকো, বলল, যেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, "আমি আসলে গোছাল হয়ে উঠতে পারি নি, বার্ড, গতবারও কি এরকম দেখে গিয়েছিলে?"

"ঠিক এরকমই, পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেছিলাম!"

"তা বটে, চেয়ারের আশপাশের মেঝেটুকু রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই না," স্মৃতিচারণ করল হিমিকো। "অনেক দিন আগের কথা, বার্ড। কিন্তু এখানে সব আগের মতই আছে। তোমার কি অবস্থা?"

"সত্যি বলতে কি, একটা অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলাম আমি।"

"অ্যাক্সিডেন্ট?"

ইতস্তত করল বার্ড; নিজের সমস্যা নিয়ে আলাপ শুরুর কোনও পরিকল্পনা ছিল না ওর। "আমাদের একটা বাচ্চা হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে ওটা," সহজ করে বলল ও।

"না! আসলে? আমার বন্ধুদেরও এমন ঘটেছে–দুজন বন্ধু! এবার তবে আমার পরিচিত তিনজন হল। বৃষ্টির জলে মিশে থাকা ফলআউটের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না," রেডিওঅ্যাকটিভিটির কারণে মিউটেশন ঘটা ছবিতে দেখা বাচ্চাদের সঙ্গে ওর বাচ্চার, যার দুটো মাথা আছে বলে মনে হয়েছে; তুলনা করার প্রয়াস পেল বার্ড। কিন্তু বাচ্চাটার অস্বাভাবিকতা তো ওর নিজের চিন্তা করার কথা। ওর গলা বেয়ে চরম নিজস্ব লজ্জার অনুভূতি গরম ভাঁপ তুলে উঠে এল। দুর্ভাগ্য নিয়ে কীভাবে অন্যের সঙ্গে কথা বলবে ও, এতো ওর নিয়তি! ওর ধারণা, এ সমস্যা অন্য কোনও মানুষের কাছে কখনওই জানাতে পারবে না ও।

"আমার ছেলের বেলায়, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলেই মনে হয়।"

BanglaBook.org

"তোমার পক্ষে বড়ই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা, বার্ড," বলল হিমিকো, নীরবে এবার চোখে এমন এক অভিব্যক্তি নিয়ে ওর দিকে চাইল সে, যেন চোখের পাতাজোড়া কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে।

হিমিকোর চোখের ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেল না বার্ড, বরং তার বদলে জনিওঅকারের বোতলটা তুলে নিল। "ড্রিঙ্ক করার একটা জায়গা খুঁজছিলাম আমি, জানতাম মাঝ দুপুরে হলেও তুমি কিছু মনে করবে না। আমার সঙ্গে একদফা ড্রিঙ্ক করবে নাকি?"

বার্ডের মনে হচ্ছে কোনও নির্লজ্জ তরুণের মত মেয়েটাকে প্রতারণা করছে ও। কিন্তু হিমিকোর সঙ্গে যাদের জানাশোনা তারা এমন আচরণ করে বলেই জানে মেয়েটা। যে লোকটাকে ও বিয়ে করেছিল, বার্ড কিংবা অন্য কোনও বন্ধুর চেয়ে অনেক খোলামেলা ভাবে এমন ভাব করেছে ওর সঙ্গে যেন সে হিমিকোর ছোট ভাই। এবং আচমকা একদিন সকালে নিজেকে ঝুলিয়ে দেয় সে।

"বুঝতে পারছি, বাচ্চাটার মৃত্যু এখনও তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বার্ড। এখনও সামলে উঠতে পার নি। বেশ, এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করব না আমি।"

"সেটাই হয়ত সবচেয়ে ভাল হবে। খুব বেশি কিছু বলার নেইও আসলে।"

"ড্রিঙ্ক করি তাহলে?"

"বেশ।"

"আমি গোসল করব, তবে তুমি শুরু করে দাও, বার্ড! কিচেনে গ্লাস আর পিচার আছে।"

বেডরুমে অদৃশ্য হয়ে গেল হিমিকো। উঠে দাঁড়াল বার্ড। ছোট বাড়িটার লেজের মত বাঁকানো জায়গাটায় পাশাপাশি রয়েছে বাথরুম আর কিচেন। মেঝেয় উঁচু হয়ে বসে থাকা একটা বেড়াল আর হিমিকোর মাত্র ছুড়ে দেয়া বাদরোব আর আন্ডারক্লোদস্ টপকে কিচেনে গিয়ে ঢুকল বার্ড। পানির পিচার গ্লাস আর নিজ হাতে ধোয়া কাপ, একপকেটে দুটো করে নিয়ে কিচেন থেকে ফেরার সময় খোলা কাঁচের দরজা দিয়ে নজর চালাল ও এবং দেখল বাথরুমের পেছন দিকটায় ঝর্নায় ভিজছে হিমিকো, জায়গাটা হলের চেয়েও অন্ধকার। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা কালোজল ঠেকানোর ভঙ্গিতে বাম হাত উঁচু করে রেখেছে সে, ডান হাত ফেলে রাখা পেটের ওপর, ডান কাঁধের ওপর দিয়ে নিতম্ব আর কিঞ্চিৎ বাঁকানো ডান পায়ের কাফের দিকে চেয়ে আছে হিমিকো। পিঠ, নিতম্ব আর পাজোড়া দেখতে পেল বার্ড এবং দৃশ্যটা বিরক্তি জাগিয়ে তুলল ওর মাঝে, ঠেকাতে পারল না, শরীরের মাংস চিড়বিড় করে উঠল ওর। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হল বার্ড, যেন ভূতে ভরা অন্ধকার ছেড়ে পালাতে চায়; পরক্ষণে দৌড়াতে শুরু করল, কাঁপতে কাঁপতে বেডরুম পেরিয়ে আবার পরিচিত বেতের চেয়ারে ফিরে এল। একবার একে জয় করেছিল ও, বলতে পারবে না কখন, এবং এখন আবার তা জেগে উঠেছে ওর ভেতরঃ নগ্ন দেহের প্রতি উৎকণ্ঠায় ভরা কৈশোরিক বিতৃষ্ণা। বার্ডের মনে হচ্ছে বিতৃষ্ণার

BanglaBook.org

অক্টোপাস যখন ও স্ত্রীর কাছে যাবে, যে কিনা এখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে *ত্রুটিপূর্ণ হৃৎপিণ্ডের কারণে ওর বাবার সঙ্গে অন্য এক হাসপাতালে যাওয়া বাচ্চাটার কথা ভাবছে*, তখন শুঁড় বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু অনুভূতিটা কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? তীব্র হয়ে উঠবে কি তা?

নখ দিয়ে বোতলের সীল ভেঙে, নিজের জন্যে মদ ঢেলে নিল বার্ড। এখনও হাত কাঁপছে ওর, বোতলের সঙ্গে লেগে খুদে ইঁদুরের মত শব্দ করছে গ্লাসটা। প্রবলভাবে চোখ কোঁচকাল বার্ড, চলৎশক্তিহীন এক বুড়ো যেন, ঢকঢক করে গিলে ফেলল হুইস্কিটুকু। ঈশ্বর, জ্বালিয়ে দিচ্ছে! কাশি কাঁপিয়ে দিল ওকে, পানি বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে। কিন্তু লাল-তপ্ত আনন্দের তীর বিদ্ধ করল ওর পেটকে, থেমে গেল কাঁপুনি। বাচ্চাদের মত স্ট্রবেরি-গন্ধ মেশানো হেঁচকি তুলল বার্ড, হাতের পিঠে ভেজা ঠোঁট মুছল, আবার ভরে নিল গ্লাসটা, এবার নিষ্কম্প রইল ওর হাত। কত হাজার ঘণ্টা ধরে এজিনিসটাকে এড়িয়ে চলছিল ও? নাম না জানা কারও বিরুদ্ধে পুষে রাখা রাগের সঙ্গে ব্যস্ত হাতে হুইস্কির দ্বিতীয় গ্লাসটাও শেষ করল বার্ড, যেন কোনও চামচিকা বীজতলার বীজে কামড় বসাচ্ছে। এবার জ্বলে উঠল না ওর গলা, কাশল না ও, ভিজে উঠল না চোখজোড়াও। জনি ওঅকারের বোতলটা তুলে নিল বার্ড, লেবেলের ছবিটা পরখ করল। আমোদে হেসে উঠল ও, তৃতীয় গ্লাস গিলল।

হিমিকো ফিরে আসতে আসতে মাতাল হতে শুরু করে দিয়েছে বার্ড। হিমিকোর শরীর ঘরে ঢুকতেই আবার মাথা চাগিয়ে উঠল বিতৃষ্ণাবোধ, কিন্তু অ্যালকোহলের বিষ ভোঁতা করে দিয়েছে তার ক্রিয়াটুকু। তাছাড়া, হিমিকোর গায়ে চাপানো কালো একটুকরো পোশাক ঢেকে রাখা মাংসের হুমকি ঠেকিয়ে রেখেছে, কোঁকড়ানো চুলের গোছার মত পোশাকটা ওকে হাস্যকর কার্টুন ভল্লুকের চেহারা দিয়েছে। চুল আঁচড়ানোর সময় আলো জ্বালল হিমিকো। টেবিলের ওপর জায়গা বের করে আর একটা গ্লাস আর কাপ পেতে দিল, হুইস্কি আর পানি ঢেলে দিল ওকে। একটা সুপরিসর, বাঁকানো কাঠের চেয়ারে বসল হিমিকো, খুব যত্নে স্কার্ট সামলে রাখল যাতে এইমাত্র ধুয়ে আসা শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে বাড়তি অংশ উন্মুক্ত না হয়ে পড়ে। কৃতজ্ঞ বোধ করল বার্ড। আস্তে আস্তে বিতৃষ্ণাকে অতিক্রম করে আসছে ও, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটাকে উপড়ে ফেলতে পেরেছে।

"এই যে আমরা," বলল বার্ড, নিজের গ্লাসটা খালি করে ফেলল।

"এই যে আমরা!" যেন কোনও ওরাংউটাং গন্ধ পরখ করছে এমনিভাবে নিচের ঠোঁট বাঁকাল হিমিকো, ছোট একটা চুমুক দিল হুইস্কিতে।

বসে রইল ওরা, নীরবে উত্তপ্ত হুইস্কির গন্ধ মেশানো নিঃশ্বাসে ভরিয়ে তুলছে বাতাস, এবং প্রথমবারের মত পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল ওরা। স্নান করে টাটকা হয়ে ওঠায় হিমিকোকে এখন কুৎসিত লাগছে না; রোদের আলোয় কুঁকড়ে যাওয়া মহিলা এই মেয়েটির মা হতে পারে। খুশি বোধ করল বার্ড। চোখে লাগার মত পুনরুজ্জীবনের এমন মুহূর্ত হিমিকোর বয়সেও ঘটতে পারে। "গোসল করার

BanglaBook.org

সময় একটা কবিতার কথা ভাবছিলাম আমি। তোমার মনে আছে এটা?" ফিসফিস করে একটা ইংরেজি কবিতার পঙক্তি আওড়াল হিমিকো, যেন মন্ত্র পড়ছে। শুনল বার্ড, আবার আবৃত্তি করতে বলল ওকে।

"'সুনার মার্ডার অ্যান ইনফ্যান্ট ইন ইটস্ ক্রাড্‌ল দ্যান নার্স আনঅ্যাক্টেড ডিজায়ারস।'"

"কিন্তু তুমি তো সব বাচ্চাকে দোলনায় মারতে পারবে না," বলল বার্ড, "কোন কবি?"

"উইলিয়াম ব্লেক। মনে আছে ওঁকে নিয়ে থিসিস লিখেছিলাম আমি।"

"নিশ্চয়ই, ব্লেকের ওপরই কাজ করছিলে তুমি।" ঘাড় ফিরিয়ে বার্ড দেখল বেডরুমের লাগোয়া দেয়ালের গায়ে ব্লেকের একটা রিপ্রডাকশন ঝুলছে। বহুবার পেইন্টিংটা দেখেছে ও, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে নি। এবার ওটার অদ্ভুত রূপ লক্ষ্য করল ও। মধ্যপ্রাচ্যের কায়দায় দালানকোঠায় ঘের দেয়া একটা পাবলিক স্কয়্যার। দূরে সুদৃশ্য একজোড়া পিরামিড মাথা জাগিয়ে রেখেছে, নিশ্চয়ই মিশর হবে জায়গাটা। ভোরের ক্ষীণ আলো–নাকি গোধূলির–দৃশ্যপটকে ঢেকে রেখেছে। স্কয়্যারে পেটচেরা মাছের মত পড়ে আছে এক তরুণের লাশ। তার পাশেই শোকাহত মা, তাকে ঘিরে রেখেছে লণ্ঠন হাতে একদল বৃদ্ধ আর বাচ্চা কোলে মহিলারা। কিন্তু মাথার ওপর এক বিশাল সত্তার উপস্থিতি দৃশ্যটার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, দুহাত প্রসারিত করে চত্বরের ওপর দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে। ওটা কি মানুষ? চমৎকার পেশীবহুল শরীর আঁশে ঢাকা। চোখজোড়া অশুভ বেদনায় ভরে আছে, চরম তিক্ত দৃষ্টি সেখানে; মুখটা গহ্বরের মত, চেহারা এত গম্ভীর যে মনে হচ্ছে নাকটা গিলে নিয়েছে বুঝি–একটা সালামান্দারের চেহারা। ওটা কি শয়তান? কোনও দেবতা? প্রাণীটা ঊর্ধ্বাকাশের দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, রাতের দুর্যোগপূর্ণ আকাশে যেতে চাইছে, অথচ নিজের আঁশের আগুনে এমনিতেই জ্বলছে ওটা।

"কি করছে সে? ওগুলো আঁশ নাকি মধ্যযুগের নাইটদের মত বর্ম পড়ে আছে?"

"আমার মনে হয় ওগুলো আঁশ," বলল হিমিকো। "কালার প্লেটে সবুজ ছিল ওগুলো আর অনেক বেশি আঁশের মত লেগেছে। সে-ই প্লেগ! মিশরের বড় ছেলেদের হত্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!"

বাইবেল সম্পর্কে খুব বেশি জানা নেই বার্ডের; হয়ত এক্সোডাসের কোনও দৃশ্য হবে এটা। যাই হোক, প্রাণীটার চোখজোড়া আর মুখ ভয়ঙ্করকম অদ্ভুত। শোক, আতঙ্ক, বিস্ময়, অবসাদ, নৈঃসঙ্গ–এমনকি হাসির আভাসও আছে, ওটার কয়লা-কালো চোখ আর সালামানদার মুখে সীমাহীনভাবে মিশে আছে।

"চমৎকার না!" জানতে চায় হিমিকো।

"আঁশঅলা লোকটিকে তোমার পছন্দ?"

"নিশ্চয়ই। আমি নিজে যদি প্লেগের আত্মা হতাম তাহলে কেমন লাগত কল্পনা করতে ভাল লাগে আমার।"

BanglaBook.org

"হয়ত তোমার চোখ আর মুখও ওর মত বিশ্রী হয়ে উঠত," হিমিকোর মুখের দিকে তাকাল বার্ড।

"ব্যাপারটা ভীতিকর, তাই না? যখনই আমার কোনও ভীতিকর অভিজ্ঞতা হয়, মনে মনে ভাবি যদি অন্য কাউকে আমি ভীত করে তুলতে পারতাম, কত মারাত্মক হত ব্যাপারটা–এভাবে মানসিক ক্ষতি পুষিয়ে নিই আমি। তুমি জীবনে যত ভয় পেয়েছ তেমন ভয় কি আর কাউকে দেখাতে পেরেছ বলে মনে করো?"

"কি জানি। ভেবে দেখতে হবে।"

"এটা বোধ হয় ভেবে দেখার মত কোনও বিষয় নয়, জানা থাকার কথা।"

"তাহলে বোধ হয় আমি কখনও অন্য কাউকে আতঙ্কিত করে তুলতে পারি নি।"

"আমি নিশ্চিত পার নি–অন্তত এখনও না। কিন্তু এমন একটা অভিজ্ঞতা একদিন না একদিন হবে বলে মনে করো নাকি?" হিমিকোর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কিন্তু তবু ভবিষ্যৎবক্তা সুলভ।

"আমার মনে হয় দোলনার কোনও বাচ্চাকে খুন করতে গেলে তুমি নিজে আর বাকি সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠবে," নিজের আর হিমিকোর জন্যে হুইস্কি ঢেলে নিল বার্ড, এক ঢোকে নিজের গ্লাসটা শেষ করে ফের ভরে নিল। হিমিকো অবশ্য অত দ্রুত পান করছে না।

"ইচ্ছা করে সামলে রেখেছ?" জিজ্ঞেস করল বার্ড।

"কারণ পরে আমাকে গাড়ি ড্রাইভ করতে হবে। তোমাকে কখনও গাড়িতে ঘুরিয়েছি, বার্ড?"

"মনে হয় না। শিগগিরই আমাদের বেরুতে হবে।"

"যেকোনও একদিন রাতে চলে এস, আমি তোমাকে নিয়ে বেরুব। দিনের বেলায় দারুণ বিপজ্জনক, কারণ প্রচুর ট্রাফিক থাকে, অন্ধকারে আমার রিফ্লেক্স অনেক বেশি ক্ষিপ্র।"

"সেজন্যেই সারাদিন বন্ধ ঘরে আটকে থেকে চিন্তা কর? সত্যিকারের দার্শনিকের জীবন কাটাচ্ছ তুমি–রাতের বেলায় লাল এমজি চালিয়ে ঘুরে বেড়ানো দার্শনিক–মন্দ নয়। তা প্লুরালিস্টিক ইউনিভার্সটা কি?"

মৃদু সন্তোষের সঙ্গে হিমিকোর চেহারা খুশিতে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল বার্ড। এটা ওর আকস্মিক আগমন আর মদ পান করার গোটা পরিকল্পনার একটা বিনিময়: ও বাদে আর খুব বেশি লোকে হিমিকোর আকাশ কুসুম কল্পনার কথা মন দিয়ে শোনে না।

"এই মুহূর্তে আমি আর তুমি এমন একটা ঘরে বসে আলাপ করছি, যা আমরা যাকে আসল জগৎ বলি তার অংশ," শুরু করল হিমিকো। নতুন করে মদ ঢেলে নেয়া গ্লাসটা সযত্নে দুহাতে ধরে শোনার জন্যে প্রস্তুতি নিল বার্ড। "তো অন্য অসংখ্য বিশ্বেও একেবারেই ভিন্নরূপে আমার এবং তোমার অস্তিত্ব রয়েছে। এখন! আমরা দুজনই অতীতের এমন মুহূর্তের কথা মনে করতে পারি যখন বাঁচা-মরার সম্ভাবনা ছিল সমান-সমান। যেমন ধরো যখন ছোট ছিলাম, আমার টাইফয়েড

BanglaBook.org

হয়েছিল, প্রায় মরতে বসেছিলাম আমি। একটা সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যাবার মুহূর্তটি এখনও পরিষ্কার মনে করতে পারি আমি; হয় মৃত্যুর গহ্বরে নামতে হবে আমায়, কিংবা সেরে ওঠার ঢাল বেয়ে উঠতে হবে। স্বভাবতই এই ঘরে তোমার সামনে বসে থাকা হিমিকো সেরে ওঠার সম্ভাবনাটাই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু একই সময়ে আরেক হিমিকো বেছে নিয়েছে মৃত্যু! এবং মৃত হিমিকোর সংক্ষিপ্ত স্মৃতি নিয়ে মানুষের একটা জগৎ টাইফয়েড র‍্যাশে জ্বলতে থাকা আমার তরুণ মৃতদেহ ঘিরে ঘুরে বেড়িয়েছে। বুঝতে পারছ, বার্ড? যখনই তুমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াবে, তোমার সামনে দুটো জগৎ এসে হাজির হবে; তুমি মারা যাওয়ায় একটা জগৎ তোমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক হারায়, আর অন্যটি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে কেননা তুমি সেখানে বেঁচে আছ। ঠিক যেভাবে তুমি তোমার পোশাক বদলে থাক, যে জগতে স্রেফ লাশ হিসাবে অস্তিত্বমান তুমি সেটাকে ত্যাগ কর আর চলে যাও যেখানে এখনও বেঁচে আছ। অন্য কথায়, গাছের কাণ্ড থেকে যেভাবে ডালপালা আর পাতা গজিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেভাবে আমাদের সবার চারপাশে নানান জগৎ আবির্ভূত হয়ে চলে।

"আমার স্বামী আত্মহত্যা করার সময়ও এ ধরনের সর্বজনীন কোষ বিভাজন ঘটেছিল। ও যে জগতে মারা গেছে সেখানে রয়ে গেছি আমি, কিন্তু অন্যদিকে ভিন্ন জগতে যেখানে সে আত্মহত্যা না করে জীবন যাপন করে চলেছে, আরেকজন হিমিকো বসবাস করছে ওর সঙ্গে। যে জগৎ একজন পুরুষ, ধরো একেবারে তরুণ বয়সে মারা যাওয়ার কারণে ছেড়ে যাচ্ছে আর যে জগতে সে মৃত্যুকে ফাঁকি দিচ্ছে– যে জগৎগুলো আমাদের বহন করছে, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে সেগুলো। প্লুরালিস্টিক ইউনিভার্স বলে একথাই বোঝাচ্ছি আমি।

"আর একটা ব্যাপার কি জান, বার্ড? তোমার বাচ্চার মৃত্যুর জন্যে বেশি দুঃখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ বাচ্চাটা থেকে আরেকটা জগৎ ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেই মহাবিশ্বের বিকশিত পৃথিবীতে এই মুহূর্তে স্বাস্থ্যবান আর শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠছে সে। ওই পৃথিবীতে তুমি আনন্দে আপ্লুত এক তরুণ বাবা আর আমি এইমাত্র সংবাদটা পেয়েছি বলে তাজা বোধ করছি আর এ উপলক্ষ্যে একসঙ্গে পান করছি। বার্ড? বুঝতে পেরেছ তুমি?"

বার্ডের মুখে ফুটে ওঠা হাসি শান্তিময়। দেহের দূরতম শিরায় শিরায় পৌঁছে গেছে অ্যালকোহল, পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে: ওর মনের গোলাপি অন্ধকার আর বাইরের জগতের মধ্যকার চাপ ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছেছে। অবশ্য অনুভূতিটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, ভাল করেই জানে বার্ড।

"বার্ড, হয়ত পুরোপুরি বুঝতে পারবে না তুমি, কিন্তু মোটামুটি একটা ধারণা তো পেয়েছ? তোমার সাতাশ বছরের জীবনে নিশ্চয়ই একবার হলেও জীবন-মৃত্যুর সংশয়ভরা পর্যায়ে পৌঁছেছ তুমি। তো, ওরকম প্রতিটি মুহূর্তে একটা জগতে বেঁচে গেছ তুমি আর অন্যটিতে নিজের লাশ ফেলে এসেছ। বার্ড? এমন কয়েকটা মুহূর্তের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে।"

BanglaBook.org

"সত্যি বলতে কি, মনে আছে। তুমি বলতে চাচ্ছ এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি আমার লাশ ফেলে এই জগতে পালিয়ে এসেছি?"

"একেবারে ঠিক।"

ওর কথা কি সত্যি হতে পারে? ঘুম ঘুম চোখে ভাবল বার্ড। এরকম প্রতিটি জটিল মুহূর্তে কি অন্য এক বার্ড লাশ হয়ে পেছনে রয়ে গেছে? আর অন্য অসংখ্য জগতে কি মৃত বার্ডের একটা মিশেল আছে, এক নাজুক, ভীতু স্কুল ছাত্র আর শাদাসিধে মন আর ওর চেয়ে শক্তিশালী দেহের এক হাই-স্কুল ছাত্র? তাহলে ওইসব বার্ডের মাঝে কোনজন সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বার্ড? একটা জিনিস নিশ্চিত: স্বয়ং ও নয়, অন্তত এই জগতের বার্ড নয়।

"তবে কি চরম কোনও মৃত্যু আছে যখন বর্তমান জগতে তোমার মৃত্যু অন্যান্য জগতেও মৃত্যু ঘটাবে তোমার?"

"তা তো থাকতেই হবে: নইলে অন্তত একটা জগতে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। আমার ধারণা নব্বই বছর বয়স হওয়ার পর বার্ধক্যজনিত কারণে শেষ মরণ ঘটবে তোমার। সুতরাং আমাদের চূড়ান্ত জগতে বৃদ্ধাবস্থায় না মারা যাওয়া পর্যন্ত একটা না একটা জগতে বেঁচে থাকি আমরা– ভালই শোনাচ্ছে, কি বলো, বার্ড?"

আকস্মিক উপলব্ধি বাধা দিতে বাধ্য করল বার্ডকে: "এখনও তুমি তোমার স্বামীর আত্মহত্যার জন্যে নিজের ওপর পীড়ন চালাচ্ছ, তাই না? এবং মৃত্যুর চরম রূপটিকে অস্বীকার করার জন্যেই এই দার্শনিক ভাঁওতাবাজিটা বের করেছ।"

"যা ইচ্ছা বলতে পার, আমাকে এই জগতে ও রেখে চলে যাবার পর আমার দায়িত্ব হল ক্রমাগত ভেবে চলা কেন মারা গেল ও..." হিমিকোর দুর্বল হয়ে আসা চোখজোড়ার আশপাশের ধূসর ত্বক বিশ্রী গতিতে রঙিন হয়ে উঠল। "...ভূমিকাটা নিরানন্দময় বটে, কিন্তু আমাকে তা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং আমি আমার দায়িত্ব অস্বীকার করছি না, অন্তত এই জগতে তো নয়।"

"দয়া করে তোমাকে ঠাট্টা করছি বলে ভেব না, হিমিকো, কারণ ঠাট্টা করছি না আমি। তুমি নিজেকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছ, এটা আসলে দেখতে চাই না... হাসল বার্ড, ওর কথার বিষ কোমল করার প্রয়াস, কিন্তু থামল না। "তোমার স্বামী এখনও বেঁচে আছে এমন অন্য এক জগৎ কল্পনা করে তার মৃত্যুর অপরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত একটা কিছু বের করার চেষ্টা করছ তুমি। কিন্তু মৃত্যুর চরম রূপকে আপেক্ষিক করতে পারবে না তুমি, যত মনস্তাত্ত্বিক চালাকির আশ্রয়ই নাও না কেন।"

"হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি, বার্ড... আমাকে আরেক গ্লাস হুইস্কি দেবে, প্লিজ।" হিমিকোর কণ্ঠস্বর শুষ্ক, আগ্রহহীন। দুজনের গ্লাসই ভরে নিল বার্ড, মনে মনে প্রার্থনা করল হিমিকো ওর স্বতঃস্ফূর্ত সমালোচনার স্মৃতি ভুলে গিয়ে আগামীকাল ফের পুরালিস্টিক ইউনিভার্সের স্বপ্ন দেখা চালিয়ে যাবে। দশ হাজার বছর আগের পৃথিবী

BanglaBook.org

ভ্রমণকারী সময় পরিভ্রমণকারীর মত বর্তমান কালের কোনও অঘটনের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে শঙ্কিত হয়ে উঠল বার্ড। ওর বাচ্চাটা অদ্ভুত কিছু জানার পর থেকেই ধীরে ধীরে অনুভূতিটা জেগে উঠছিল ওর মাঝে। লোকে যেমন পোকার খেলায় বাজে কার্ড হাতে এলে খেলায় ক্ষান্ত দেয়, ঠিক তেমনি বর্তমান জগৎ থেকে কিছু সময়ের জন্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করল ওর।

নীরবে বার্ড আর হিমিকো দরাজ হাসি বিনিময় করল আর মনোযোগের সঙ্গে চুমুক দিয়ে চলল হুইস্কির গ্লাসে, যেন পাতা থেকে রস খাচ্ছে গুবরে পোকা। গ্রীষ্মের বিকেলের কোলাহল রাস্তা থেকে দূরাগত, অলক্ষ্যে বয়ে যাওয়া সঙ্কেতের মত লাগছে বার্ডের। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে হাই তুলল ও, লালার মত অর্থহীন এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল ওর। আবার গ্লাস ভরে নিল ও, এক ঢোকে শেষ করে ফেলল হুইস্কিটুকু–জগৎ থেকে ওর অধঃপতন যেন সাবলীল হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্যে...

"বার্ড?"

চমকে উঠল বার্ড, কোলের ওপর ছলকে পড়ল হুইস্কি, চোখ মেলে তাকাল ও; নেশার দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজেকে অনুভব করছে ও।

"কি?"

"তোমার চাচার কাছ থেকে পাওয়া সেই বাকস্কিন কোটটা– কি হয়েছে ওটার?" আস্তে আস্তে জিভ নাড়ছে হিমিকো, সঠিক উচ্চারণের প্রয়াস পাচ্ছে। একটা বড় আকারের টমেটোর মত ওর মুখটা গোলাকার এবং দারুণ লাল।

"ভাল প্রশ্ন; স্কুলে ফার্স্ট ইয়ারে ওটা পরতাম আমি।"

"বার্ড! সফোমোর ইয়ারের শীতেও কিন্তু ওটা ছিল তোমার কাছে– "

শীত–হুইস্কিতে দুর্বল হয়ে আসা স্মৃতির সাগরে ঝপাৎ করে পড়ল শব্দটা।

"ঠিক– আমরা যেরাতে একসঙ্গে হয়েছিলাম, সেরাতে সেই লাম্বারইয়ার্ডের ভেজা মেঝেয় বিছিয়েছিলাম ওটা। পরদিন সকালে কাদা আর কাঠের কুচিতে মাখামাখি হয়ে ছিল ওটা। আর গায়ে দিতে পারি নি, সেই সময় ধোপারা বাকস্কিন কোট নিত না। বোধ হয় কোনও ক্লোজিটে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছিলাম এবং পরে ফেলে দিয়েছি।"

কথা বলার সময়ই শীতের মাঝামাঝি সময়ের সেই অন্ধকার রাতটির স্মৃতি রোমন্থন করল বার্ড। যেটা ইতিমধ্যে দূর অতীতের বলে মনে হচ্ছে। কলেজে ওদের সফোমোর ইয়ার ছিল সেটা। এক সঙ্গে পান করছিল বার্ড আর হিমিকো, বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে ওরা। হিমিকোকে বাড়ি পৌঁছে দিতে ওর সঙ্গে পায়ে হেঁটে এগোচ্ছিল বার্ড: ওর বোর্ডিং হাউসের পেছনের লাম্বারইয়ার্ডের অন্ধকারে ওকে জাপ্টে ধরে বার্ড। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে পরস্পরের মুখোমুখি হয় ওরা, ওদের আদর সোহাগ নিষ্পাপই ছিল; বার্ডের হাত, যেন দুর্ঘটনাবশত, হিমিকোর গোপনাঙ্গ স্পর্শ করার আগে পর্যন্ত। ক্ষিপ্ত বার্ড বোর্ড ফেন্সে ঠেস দিয়ে রাখা কিছু কাঠের সঙ্গে হিমিকোকে ঠেসে ধরে এবং নিজেকে প্রবিষ্ট করার প্রাণান্ত প্রয়াস পায়। ওকে সাহায্য

BanglaBook.org

করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে হিমিকো, কিন্তু শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়ে মৃদু হাসে। যদিও ওরা দুজনই প্রবলভাবে উত্তেজিত ছিল, কিন্তু আলিঙ্গনটুকুই রয়ে গিয়েছিল খেলার মূলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ও বুঝতে পারে যে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ততক্ষণ শিশ্ন প্রবেশ করাতে পারবে না, পরিস্থিতি দেখে অপমানিত বোধ করতে শুরু করে বার্ড, ফলে জেদ চেপে যায় ওর। গায়ের বাকস্কিন কোটটা মাটিতে বিছিয়ে ওটার ওপর হিমিকোকে শুইয়ে দেয় ও–তখনও হাসছিল মেয়েটা। হিমিকো দীর্ঘাঙ্গীনিঃ ওর মাথা আর হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের বাকি অংশ রয়ে গিয়েছিল নাঙা মাটিতে। কিছু সময় পেরিয়ে যাবার পর হাসি থেমে যায় এবং বার্ডের ধারণা জন্মায় মেয়েটা অর্গাজমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটু পরে ও জিজ্ঞেস করলে হিমিকো জানায় কেবল শীত লাগছে ওর। সঙ্গমে সমাপ্তি টানে বার্ড।

"সেইসব দিনে সত্যিই বুনো টাইপের ছিলাম আমি," অশীতিপর বৃদ্ধের মত ভাবুক স্বরে বলল বার্ড।

"আমিও বুনো ছিলাম।"

"আমরা ভিন্ন কোথাও আর চেষ্টা চালাই নি কেন সেটাই আশ্চর্য।"

"লাম্বারইয়ার্ডের ঘটনাটা এমন আকস্মিক মনে হয়েছিল যে পরদিন সকালে আমার ধারণা জন্মে কখনওই এর পুনরাবৃত্তিও হবার নয়।"

"ব্যাপারটা অসাধারণ ছিল বটে। একটা ঘটনা। প্রায় ধর্ষণের মত।" অস্বস্তির সঙ্গে বলল বার্ড।

"প্রায়? ধর্ষণই *ছিল*," শুধরে দিল হিমিকো।

"কিন্তু তুমি কি সামান্য আনন্দও পাও নি? মানে, তুমি কাছাকাছিও পৌঁছাওনি?" অসন্তোষের সুরে প্রশ্ন করল বার্ড।

"কী আশা করেছিলে তুমি–হাজার হোক, আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল সেটা।"

সবিস্ময়ে হিমোকোর দিকে তাকাল বার্ড। ও জানে, মেয়েটা এধরনের মিথ্যা বলা বা রসিকতা করার মানুষ নয়। হতবাক হয়ে গেছে ও, তারপর আতঙ্কের এক সুতো দূরবর্তী এক কৌতূককর অনুভূতি ওর ঠোঁটে সংক্ষিপ্ত হাসি ছড়িয়ে দিল। হাসিটা হিমিকোর মাঝেও সংক্রমিত হল।

"জীবনটা বিস্ময়ে ভরা," বলল বার্ড, টকটকে লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা, সে জন্যে হুইস্কি পুরোপুরি দায়ী নয়।

"বার্ড, এমন বিপর্যস্ত ভাব করো না। আমার অতীত যৌন অভিজ্ঞতা না থাকার ব্যাপারটা কেবল আমার কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, আদৌ যদি এর কোনও অর্থ থাকে– এর সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

গ্লাসের বদলে একটা কাপ ভরে নিল বার্ড, এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেলল হুইস্কিটুকু। আরও স্পষ্টভাবে লাম্বারইয়ার্ডের ঘটনাটা মনে করতে চাইছে। এ কথা ঠিক যে ওর শিশ্নটা বারবার শক্ত কিছুতে বাধা পেয়ে টেনে ধরা ঠোঁটের মত লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ও ভেবেছিল শীতে স্রেফ আড়ষ্ট হয়ে গেছে হিমিকো। তাহলে

BanglaBook.org

পরদিন সকালে দেখা ওর শার্টের তলার রক্তের দাগের কী ব্যাখ্যা? সেটা কেন সন্দেহভাজন করে তোলে নি ওকে? ভাবল ও: এবং একটা খেয়ালের মত কামনা দখল করে নিল ওকে। যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণার সঙ্গে যুঝছে, ঠোঁটজোড়া কামড়ে ধরল বার্ড, হুইস্কির কাপটা জাপ্টে ধরল। ওর দেহের একেবারে কেন্দ্রে জট পাকানো ব্যথার একটা টিউমার আর আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, নিঃসন্দেহে ওটাই খোদ কামনা। কার্ডিয়াক অ্যাটাকে রোগির পাঁজরের ভেতরের যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠার অনুরূপ এক কামনা। বার্ডের এখনকার অনুভূতি মামুলি আকাঙ্ক্ষা মাত্র নয়, দৈনন্দিন জীবনের শিথিল অবয়বে কেবল জড়ুল মাত্র নয়; বরং ওর মনের আকাশের চূড়ায় চকচক করা আফ্রিকার স্বপ্নের বিপরীত মেরু যা সপ্তাহে একবার বা দুবার ওর স্ত্রীকে খোঁড়ার সময় হীনবল হয়ে আসে, তেমন ঘরোয়া কামনা নয় যে একটি মাত্র অশ্লীল, অবসাদময় শীৎকারে বিষাদময় অবসন্নতায় ডুবে যাবে। এই কামনা কয়েক হাজারবারের পুনরাবৃত্তিতেও প্রশমিত হবার নয়, এমন টিকেট নয় যে খেলনা ট্রেনে একবার ঘুরে বেড়ানোর পর সেটা ফেলে দেবে তুমি। এই আকাঙ্ক্ষা একবারই পূরণ করতে পার তুমি এবং দ্বিতীয় বার নয়, বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা যা তোমাকে চরম আনন্দের মুহূর্তে ভাবতে বাধ্য করায় মরণ তোমার নগ্ন ঘর্মাক্ত পিঠের দিকে চুপিসারে এগিয়ে আসছে কি না। বার্ড যদি জানত এক ভার্জিনকে রেপ করছে, তাহলে এক শেষ শীতের রাতে লাম্বারইয়ার্ডে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করত হয়ত।

জোর করে হুইস্কির প্রভাবে তেতে ওঠা দপদপে চোখে হিমিকোর দিকে চোরাচাউনি নিক্ষেপ করল বার্ড। মগজটা ফেঁপে উঠেছে ওর, রক্তের দপদপানি চলছে। আটকাপড়া এক ঝাঁক সারডিন সাপের মত সারা ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া: মনে হচ্ছে হিমিকো কুয়াশার সাগরে ভেসে গেছে। বার্ডকে লক্ষ্য করছে ও, চেহারায় আমুদে আবেশভরা একেবারে সাধারণ এক টুকরো হাসি, কিন্তু ওর চোখজোড়ায় কোনও অভিব্যক্তি নেই। হুইস্কি-স্বপ্নে হারিয়ে গেছে হিমিকো এবং ওর শরীরটাকে বিশেষ করে ওর লাল জ্বলজ্বলে চেহারাকে কোমল গোলাকার দেখাচ্ছে। শুধু যদি, দুঃখের সঙ্গে ভাবল বার্ড, হিমিকোর সঙ্গে সেই শীতের রাতের ধর্ষণ দৃশ্যের পুনরাভিনয় করতে পারতাম। কিন্তু ও জানে, তেমন কোনও আশাই নেই। যদি কোনও সময় আবার তা করে ওরা, ওদের মিলন আজ সকালে পোশাক পরার সময় পলকের জন্যে বার্ডের দেখা বিধ্বস্ত শিশ্নটি ডানা ঝাপ্টাবে আর ওর বাচ্চার জন্মের যন্ত্রণার পর ওর স্ত্রীর প্রসারিত গোপনাঙ্গের শ্লথ সঙ্কোচনকে দ্রুততর করবে। বার্ড এবং হিমিকোর ক্ষেত্রে যৌন মিলন মৃত্যুপথযাত্রী শিশুর সঙ্গে সম্পর্কিত হবে, সম্পর্কিত হবে সব মানুষের দুর্দশার সঙ্গে, আর যারা দুঃখ দুর্দশায় আক্রান্ত হয় নি তাদের অগোচরে রয়ে যাওয়া ঘৃণিত দুর্ভোগের সঙ্গে, যে মনোভাবকে তারা মানবতা বলে। আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহন? সম্পূর্ণ তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে এটা। হুইস্কি গিলল বার্ড এবং ওর ঈষদুষ্ণ অভ্যন্তর কেঁপে উঠল। সেই শীতের রাতে অপচয় করা যৌনতার মুহূর্তের সমস্ত বিস্ময়কর ক্ষণগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাইলে এই মেয়েটাকে গলা টিপে মারা ছাড়া

BanglaBook.org

সম্ভবত আর কোনও উপায় নেই। ওর ভেতরের আকাঙ্ক্ষার নীড় থেকে ডানা ঝাপ্টে উঠল কণ্ঠটা: *ওর গলা কেটে লাশটাকে বলাৎকার কর!* কিন্তু বার্ড জানে ওর বর্তমান অবস্থায় কখনওই এমন একটা দুঃসাহসী কাজে হাত দিতে পারবে না ও। হিমিকো ভার্জিন ছিল জানতে পেরে আমি এখন স্বপ্ন দেখছি আর নিজেকে বঞ্চিত ভাবছি। আপন দ্বিধাগ্রস্ততাকে অবজ্ঞা করে এর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পেল বার্ড। কিন্তু অস্বস্তির সাগর-দানব বা উষ্ণ কামনা বিদায় নিল না। যদি গলা কেটে মেরে লাশ বলাৎকার করতে নাই পার তাহলে এমন একটা অবস্থা খুঁজে বার কর যা একইরকম টানটান আর প্রাণবন্ত হবে! কিন্তু বার্ড অসহায়; নিজের অজ্ঞতা আর বিকৃতির বিপদে হতবিহ্বল হয়ে থাকল কেবল। অসংখ্য ভুলের পর মাঠ ছাড়ার নির্দেশ পাওয়া বাস্কেটবল খেলোয়াড় যেমন করে পানি খায় ঠিক সেভাবে নিজের কাপটা শেষ করল বার্ড: খিটখিটে মেজাজে, নিজের প্রতি অবজ্ঞা আর স্পষ্ট বিতৃষ্ণার সঙ্গে। হুইস্কি তার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে এখন এবং গন্ধও; এখন আর তেতোও লাগছে না।

"বার্ড– তুমি কি সবসময়ই ঢকঢক করে হুইস্কি খাও? যেন চা খাচ্ছ? বেশি গরম হলে আমি তো এভাবে চা-ও খেতে পারি না।"

"সবসময়, ড্রিঙ্ক করার সময় সবসময় এরকম।" বিড়বিড় করে বলল বার্ড।

"যখন তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে থাক তখনও?"

"কেন?"

"এভাবে ড্রিঙ্ক করতে থাকলে তোমার পক্ষে একজন মহিলাকে সন্তুষ্ট করা হয়ত সম্ভব হবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন, আমার মনে হয় না নিজেই একে কাটাতে পারবে। দূরে ভাসমান সাঁতারুর মত আহত বুক নিয়ে পড়ে থাকতে হবে তোমাকে–আর মহিলার মাথার পাশে অ্যালকোহলের ধারা ফেলে আসবে রামধনুর মত!"

"আমার সঙ্গে বিছানায় যাবার কথা ভাবছ নাকি এখন?"

"এত ড্রিঙ্ক করার পর তোমার সঙ্গে ঘুমাবো না আমি; আমাদের দুজনের জন্যেই অর্থহীন হবে সেটা।"

পকেটের ভেতরের একটা ফুটো দিয়ে একটা আঙুল ঢুকিয়ে, উষ্ণ নরম একটা কিছু খুঁজে নিল বার্ড; এক অদ্ভুত নিদ্রালু ইঁদুর। এবং নিস্তেজ, ওর বুকে জ্বলে ওঠা দানবের একেবারে বিপরীত।

"কিছুই করার নেই, তাই না, বার্ড!" আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মৃদু নড়াচড়াকে চ্যালেঞ্জ করল হিমিকো।

"আমি হয়ত নিজে সামলাতে পারব না কিন্তু ঠিকই চাইনিজ মাংকির মত দেয়ালে ঠেসে ধরতে পারব তোমাকে।"

"অত সহজ নয়, জান তুমি–আমার অর্গাজম আসাটা। বার্ড, লাম্বারইয়ার্ডে যখন শুয়ে ছিলাম আমরা, কী ঘটেছিল পরিষ্কার মনে নেই তোমার। মনে থাকার কারণও নেই। কিন্তু আমার জন্যে সেটা ছিল একটা শিক্ষামূলক আচার। একটা শীতল, বিশ্রী

BanglaBook.org

আচার ছিল: হাস্যকর এবং করুণও। তখন থেকে এক দূরপাল্লার দৌড়ে আছি আমি এবং আগাগোড়াই আমার জন্যে তা লড়াই হয়ে আছে, বার্ড!"

"আমি কি তোমাকে শীতল করে দিয়েছি?"

"যদি মামুলি অর্গাজমের কথা বুঝিয়ে থাক, আমি নিজেই আবিষ্কার করেছি তা। আমার ক্লাসের কয়েকজন ছেলের সাহায্য নিয়েছি– বলা যায় লাম্বারইয়ার্ডে লাগা নখের কাদা শুকোনোর আগেই। কিন্তু তারপর থেকে আরও ভাল অর্গাজমের খোঁজে আছি আমি এবং তারপর আরও ভাল– অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মত!"

"কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর থেকে কেবল একাজই করে চলেছ তুমি?"

"গ্র্যাজুয়েশন করার *আগে* থেকেই। এখন আমি বুঝতে পারছি ছাত্রাবস্থা থেকেই এটাই ছিল আমার আসল কাজ।"

"নিশ্চয়ই ঘেন্না ধরে গেছে তোমার।"

"না, তা ঠিক নয়, বার্ড। একদিন আমি তোমার কাছে সেটা প্রমাণ করব– যদি না তুমি লাম্বারইয়ার্ডের সেই ঘটনাটিকেই আমার সঙ্গে যৌনতার একমাত্র স্মৃতি হিসাবে রাখতে চাও। বার্ড?"

"আর আমিও তোমাকে শিখিয়ে দেব আমার দূরপাল্লার দৌড়ে কী কী শিখেছি আমি," বলল বার্ড, "এস হতাশ একজোড়া মুরগীর মত পরস্পরকে ঠোকর দেয়া বাদ দিই; চলো বিছানায় যাই!"

"অনেক বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছ তুমি, বার্ড।"

"তোমার ধারণা সেক্সের সঙ্গে কেবল পেনিস নামের অঙ্গটিরই সম্পর্ক আছে? আমি বলব সেটা তাহলে চরম অর্গাজমের অনুসন্ধানীর পক্ষে বড়ই খেলো একটা ব্যাপার।"

"তবে কি আঙুল ব্যবহার করবে? নাকি ঠোঁট। নাকি অবিশ্বাস্য রকম অদ্ভুত কোন অঙ্গ, যেমন অ্যাপেনডিক্স? দুঃখিত, আমার জন্যে নয় ওসব; এটা মাস্টারবেশনের মতই।"

"তুমি সত্যিই খোলামেলা," চোখ কুঁচকে বলল বার্ড।

"তাছাড়া, বার্ড, তুমি আসলে আজ যৌনতা জাতীয় কিছু চাইছ না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সেক্স বরং তোমার বিতৃষ্ণাই জাগাবে। ধরা যাক, আমরা একসঙ্গে বিছানায় গেলাম, তুমি শেষ পর্যন্ত যা করবে তা হল আমর দুপায়ের মাঝখানে জবুথবু হয়ে বমি করা। তোমার বিতৃষ্ণা তোমাকে কাবু করে ফেলবে, বাদামী হুইস্কি আর হলদে বমি দিয়ে আমার পেট ভাসিয়ে দেবে তুমি। সত্যি তাই করবে তুমি, বার্ড! একবার এমনটি ঘটেছিল আমার বেলায়, জঘন্য ব্যাপার।"

"অভিজ্ঞতা থেকে মাঝে মাঝে শিখতে পারি মনে হয়, তোমার কথাগুলো ঠিক," হালছাড়া ভঙ্গিতে বলল বার্ড।

"তাড়াহুড়োর কিছু নেই," সান্ত্বনা দিল হিমিকো।

"না। তাড়াহুড়ো নেই। মনে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করার মত অবস্থায় বহুদিন পড়ি নি আমি। ছোট বেলায় সবসময় তাড়াহুড়ো করতাম। ভাবছি, কেন।"

BanglaBook.org

"হয়ত ছোটবেলায় হাতে সময় কম থাকে বলে। মানে, খুব দ্রুত বেড়ে ওঠ তুমি।"

"আমি খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছি বটে। এখন বাবা হবার মত যথেষ্ট বড়ও হয়েছি। কিন্তু বাবা হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে পারি নি বলে একটা নিখুঁত বাচ্চা পাই নি। আমি কখনও স্বাভাবিক বাচ্চার বাবা হতে পারব বলে মনে করো? আমার কোনও আস্থা নেই।"

"এসব ক্ষেত্রে কেউই আস্থা রাখতে পারে না, বার্ড। তোমার পরের বাচ্চাটা যখন সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা যাবে তখন নিশ্চিতভাবে জানবে যে বাবা হিসাবে তুমি স্বাভাবিক। আর পেছনের দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাস অনুভব করবে।"

"জীবন সম্পর্কে সত্যি অনেক জ্ঞান লাভ করেছে তুমি," আন্তরিক কণ্ঠে বলল বার্ড। "হিমিকো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই–" ঘুমের পরাগ রেণু স্রোতের মত গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে, আর মিনিটখানেকের বেশি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। দৃষ্টিসীমায় কাঁপতে থাকা গ্লাসটার দিকে চোখ সরু করে তাকাল ও, মাথা দোলাল। আরেক গ্লাস ড্রিঙ্ক করবে কিনা স্থির করতে চাইছে; শেষ পর্যন্ত মেনে নিল যে, ওর শরীর আর এক ফোঁটা হুইস্কিও গ্রহণ করতে রাজি নয়। আঙুলের ফোকর গলে গ্লাসটা পড়ে গেল, কোলে টক্কর খেল, তারপর গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

"হিমিকো, তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই," বলল বার্ড, পায়ের ওপর দেহের আংশিক ভর চালান করে দাঁড়াতে পারবে কিনা বুঝতে চাইল, "– একেবারে শিশু অবস্থায় কেউ মারা গেলে সে কেমন জগতে যায়?"

"যদি তেমন কোনও জগৎ থাকে, নিশ্চয়ই খুব সরল ধরনের হবে সেটা, বার্ড। কিন্তু আমার প্লুরালিস্টিক ইউনিভার্সের কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? ওর পরম জগতে তোমার বাচ্চাটা নব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচে থেকে পরিণত হয়ে উঠবে!"

"ও, আচ্ছা," বলল বার্ড। "ঠিক আছে, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। হিমেকো! রাত নামে নি এখনও? পর্দা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখবে দয়া করে?"

"এখন মাঝ দুপুর, বার্ড। ঘুমোতে চাইলে আমার বিছানা ব্যবহার করতে পার। অন্ধকার মেলালেই বেরিয়ে পড়ব আমি।"

"একটা লাল স্পোর্টস কারের জন্যে একজন দুঃখী বন্ধুকে ছেড়ে যাবে?"

"দুঃখী বন্ধু যখন বেহেড মাতাল থাকে, তখন তাকে একা ফেলে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল। নইলে পরে হয়ত আমাদের দুজনকেই পস্তাতে হতে পারে।"

"বিলকুল ঠিক! মানুষের সমস্ত জ্ঞান দেখছি আয়ত্তে রয়েছে তোমার। তো সারারাত ওই এমজি-তে চড়ে ঘুরে বেড়াবে তুমি। ভোর পর্যন্ত?"

"মাঝে মাঝে, বার্ড। আমাকে চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয়– বিনিদ্র রোগে ভোগা বাচ্চাদের খোঁজে থাকা স্যান্ডম্যানের মত!"

অবশেষে বার্ড যখন বেতের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ওর শরীরটা যেন আর কারও, অসাড় এবং ভারি; এক হাতে হিমিকোর বলিষ্ঠ শরীর জড়িয়ে ধরল ও, এগোল বেডরুমের দিকে। একটা অদ্ভুত বামন একটা জ্বলন্ত সূর্যের ভেতর নেচে বেড়াচ্ছে,

BanglaBook.org

সূর্যটা আসলে ওর মাথা; পিটার প্যানে দেখা আলোর কণা ছড়াচ্ছে ওটা। জোরে হেসে উঠল বার্ড, দৃষ্টি বিভ্রমে মজা পাচ্ছে। বিছানায় লুটিয়ে পড়ার মুহূর্তে কোনওমতে কৃতজ্ঞতার সুরে বলতে পারল: "হিমিকো! তুমি দয়াবতী কোনও খালা যেন!"

ঘুমাল বার্ড। ওর স্বপ্নের আলো আঁধারিতে ভরা আঙিনায় একটা আঁশঅলা মানুষ কালো লাল চোখ আর একটা ভয় জাগানো সালামান্দার মুখের গহ্বর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল: কিন্তু অচিরেই ফেনায়িত লালচে-কালো গোধূলির স্রোতে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। একটা স্পোর্টস কারের চলে যাবার শব্দ; গভীর, পরিপূর্ণ ঘুম।

রাতে দুবার জেগে উঠল বার্ড, কোনওবারই হিমিকোকে দেখা গেল না। জানালার ওপাশ থেকে ভেসে আসা চাপা অথচ নাছোড়বান্দা কণ্ঠস্বরে জেগে উঠল ও: "হিমিকো! হিমিকো!"

প্রথম স্বরে বয়:সন্ধিকালীণ বয়সের সুর। আবার যখন চোখ খুলল বার্ড, এক মধ্যবয়সী লোকের গলার আওয়াজ পেল। বিছানা ছেড়ে নেমে এল ও। হিমিকো ওকে দেখার সময় যেভাবে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েছিল ঠিক সেভাবে উঁকি দিল রাতের অতিথির দিকে। চাঁদের ম্লান আলোয় ছোট খাট গড়নের এক ভদ্রলোককে দেখতে পেল বার্ড, আঁটসাঁট লিনেনের টাক্সিডো পরনে, যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। গোল ডিমের মত চেহারা উঁচু করে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সে। খুদে লোকটা চেহারায় গম্ভীর অভিব্যক্তি নিয়ে ডাকছে হিমিকোকে, বিব্রত আর মৃদু আত্ম-বিরক্তির মিশেল বলে মনে হল বার্ডের। পর্দা নামিয়ে হুইস্কির বোতলের জন্যে পাশের ঘরে চলে এল বার্ড। এক ঢোকে অবশিষ্ট যা ছিল গিলে ফেলল, গার্লফ্রেন্ডের বিছানায় আস্তানা গাড়ল আবার এবং নিমেষে তলিয়ে গেল ঘুমে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

বারবার গোঙানির শব্দ হানা দিয়ে চলল ওর ঘুমের ভেতর, শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেগে উঠল বার্ড। প্রথমে ওর মনে হল বুঝি নিজেই গোঙাচ্ছিল; আসলেই, চোখ মেলে তাকানো সঙ্গে সঙ্গে ওর পেটের ভেতর অসংখ্য শয়তানের দল ঝাঁক বেঁধে খুদে খুদে তীর ছুড়ে নাড়িভূঁড়ি ছিন্নভিন্ন করছে বলে মনে হওয়ায় ঠোঁট ফুঁড়ে একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর। কিন্তু এবার আবার গোঙানিটা শুনল ও, নিজের গোঙানি নয় এটা। খুব ধীরে, শরীরের অবস্থান সামান্য বদলে কেবল মাথাটা উঁচু করল বার্ড, বিছানার একপাশে মেঝের দিকে তাকাল। নগ্ন মেঝেয় বিছানা আর টেলিভিশন সেটের মাঝখানে কীলকের মত শুয়ে ঘুমোচ্ছে হিমিকো। শক্তিশালী কোনও পশুর মত গোঙাচ্ছে সে, এমনভাবে গোঙানি ছড়াচ্ছে যেন তার স্বপ্নের জগৎ থেকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। সঙ্কেতে আতঙ্কের আভাস।

রুমের হাওয়ার ম্লান জালের ভেতর দিয়ে বার্ড লক্ষ্য করল হিমিকোর তরুণ, গোলাকার, ফ্যাকাশে চেহারা যেন প্রবল বেদনায় একবার আড়ষ্ট হচ্ছে, তারপরই আবার অবোধের মত শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাঙ্কেটটা পিছলে কোমর অবধি নেমে গেছে; ওর বুক আর দেহের দুপাশ জরিপ করল বার্ড। ওর বুকজোড়া নিখুঁত সুডৌল, কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে দুপাশে ঝুলে আছে, পরস্পরকে এড়িয়ে যাচ্ছে। বুকজোড়ার মাঝখানের জায়গাটুকু প্রশস্ত এবং সমতল এবং কিছুটা যেন অবিচল। অপরিণত বুকটা যেন চেনা বলে মনে হল বার্ডের: সেই শীতের রাতে লাম্বারইয়ার্ডে দেখেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু হিমিকোর শরীরের দুপাশ আর পেটের ভাঁজ– ব্ল্যাঙ্কেটের আড়ালে ঢাকাই বলা যায়– কোনও রকম স্মৃতি জাগিয়ে তুলল না। সময়ের রোপণ শুরু করা মেদের আভাস রয়েছে ওখানে। এবং এই শিথিলতার সম্ভাবনা হিমিকোর নতুন জীবনেরই অংশ; এর সঙ্গে বার্ডের কোনও সম্পর্ক নেই। ওর চামড়ার নিচে মেদের শেকড় সম্ভবত: আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে এবং ওর পুরো শরীরের আকার বদলে দেবে। ওর বুকজোড়াও ধরে রাখা তারুণ্য আর তাজা ভাব হারাবে।

আবার গুঙিয়ে উঠল হিমিকো এবং ওর চোখজোড়া কেঁপে উঠে খুলে গেল, যেন চমকে গেছে। ঘুমের ভান করে থাকল বার্ড। মিনিটখানেক বাদে যখন চোখ খুলল ও, আবার ঘুমিয়ে গেছে হিমিকো। এখন সে মামির মত ঘুমিয়ে আছে, ব্ল্যাঙ্কেটে গলা অবধি ঢাকা, নীরব অভিব্যক্তিহীন পতঙ্গের ঘুমে ডুবে গেছে। নিশ্চয়ই স্বপ্নে

BanglaBook.org

দানোদের সঙ্গে একটা রফায় পৌঁছেছে ও। স্বস্তির সঙ্গে চোখ বুজল বার্ড এবং হুমকি দিয়ে চলা ব্ল্যাকমেইলার পেটের দিকে নজর দিল। আচমকা ফুলে উঠতে লাগল ওর পেট, ভরে ফেলল ওর গোটা শরীর, সমগ্র চেতনার জগৎকে ঢেকে ফেলল। টুকরো টুকরো ভাবনা ওর মনের কেন্দ্রবিন্দুতে ঢোকার প্রয়াস পেল: কখন ফিরে এসেছে হিমিকো?– বাচ্চাটাকে কি অ্যাপোলিনেয়ারের মত মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় ডিসেকশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? – আজ কি কোনওরকম অঘটন ছাড়াই ক্লাস শেষ করতে পারবে ও? – কিন্তু সবগুলো ভাবনাই একে একে পেটের চাপের কাছে হার মেনে দূর হয়ে গেল। যে কোনও মুহূর্তে বমি হয়ে যাবে বুঝতে পারছে বার্ড, ভয়ে ওর মুখের চামড়া হিম হয়ে গেল।

আমি বিছানাটা বমিতে ভাসিয়ে দিলে আমার সম্পর্কে কী ভাববে ও? যখন ভাল আর মাতাল ছিলাম, ওর কুমারিত্ব কেড়ে নিয়েছি যা ধর্ষণের পর্যায়েই পড়ে, তাও আবার বাইরে, শীতকালের মাঝামাঝি সময় এবং কী করছি বুঝেই উঠতে পারি নি! কয়েক বছর পর যখন ওর ঘরে রাত কাটালাম, বেহেড মাতাল হয়ে পড়লাম আমি, জেগে উঠেছি নাড়িভূঁড়ি উগড়ে দেবার যোগাড় করে। এর চেয়ে জঘন্য আর কী হতে পারে? পরপর দশবার দুর্গন্ধময় হেঁচকি তুলল বার্ড, সোজা হয়ে বসল বিছানায়, মাথার ব্যথায় গোঙাচ্ছে। প্রথম পদক্ষেপে বিছানা ছেড়ে সরে যেতে বেগ পেতে হল ওকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতে পারল ও। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, কেবল আন্ডারওয়্যার পরে আছে ও।

দুর্বলভাবে লাগানো গ্লাস-ডোরটা আটকানোর পর নিজেকে বাথরুমে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করে এক অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার আনন্দ উপভোগ করল বার্ড: হিমিকোর চোখে ধরা না পড়েই হয়ত পেট খালি করার ক্ষেত্রে সফল হতে পারবে ও। যদি গণ্ডাফড়িঙের মত মার্জিতভাবে বমি করতে পারে...

হাঁটু গেড়ে বসে আধুনিক টয়লেট বাউলের ওপর কনুইজোড়া রাখল বার্ড, মাথা নিচু করল, তারপর সভক্তি প্রার্থনার ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে লাগল কখন ওর পেটের উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটবে। ওর চেহারা পুরোপুরি হিম-ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন এক অস্বাভাবিক তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠল, পরক্ষণে আবার হঠাৎ আষাঢ় আর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওর অবস্থান থেকে টয়লেটটাকে একটা বড় আকারের গলার মত দেখাচ্ছে, বাউলের সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া তলাটার জন্যে আরও বেশি করে এমন লাগছে।

বমির প্রথম ধাক্কাটা আঘাত হানল। খেঁকিয়ে উঠল বার্ড, আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর ঘাড়, উঁচু হল পেট। সর্দির জল ভরে তুলল ওর নাক, চোখের পানি গাল বেয়ে নেমে ওপরের ঠোঁটে লেগে থাকা বমি করা খাদ্য কণার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আবার দমক এল বার্ডের এবং দুর্বলভাবে খাদ্যনালীতে অবশিষ্ট যা কিছু ছিল বমি করে দিল। মাথার ভেতর চক্কর মারছে হলদে স্ফুলিঙ্গ– স্বল্প বিশ্রামের সময় হয়েছে। সবে কাজ শেষ করা কোনও লাম্বারের ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল বার্ড, টয়লেট পেপারে মুখ

BanglaBook.org

মুছল, নাক ঝাড়ল সশব্দে। আহ্, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। কিন্তু এখনও শেষ হয় নি; প্রশ্নই আসে না। বার্ডের পেট একবার বিগড়ে গেলে, অন্তত দুবার বমি করে ও; বরাবরই এক রকম। এবং দ্বিতীয়বার পেটের পেশীর ওপর ভরসা করতে পারে না; দ্বিতীয়বার গলার ভেতর গলায় আঙুল চালিয়ে খিঁচুনি আনতে হয় ওকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে যন্ত্রণার আশঙ্কায় আবার মাথা নোয়াল বার্ড। টয়লেট বাউলের ভেতরটা নোংরা হয়ে গেছে, শূন্যতার অনুভূতি জাগায়। প্রবল বিতৃষ্ণায় চোখ বন্ধ করল বার্ড, মাথার ওপর হাত বাড়িয়ে টান দিল চেইনে। প্রবল শব্দ তুলল পানি, খুদে একটা ঘূর্ণিজলের ধারা ওর কপালে শীতল স্পর্শ ছড়াল। যখন চোখ খুলল ও, বিশাল শাদা গলাটা আবার আগের মত তাকিয়ে আছে ওর দিকে। নিজের একটা আঙুল তুচ্ছ লাল গলায় ঠেসে দিল বার্ড, বমি করল জোর করে। ককানি আর অর্থহীন অশ্রু, মাথার ভেতর হলদে স্ফুলিঙ্গ, নাকের ঝিল্লিতে জ্বালা-পোড়া। বমি শেষ করে ভেজা হাত মুখ আর অশ্রু ভেজা গাল মুছল বার্ড, লুটিয়ে পড়ল টয়লেট বাউলের ওপর। বাচ্চাটার কষ্টের আংশিক ক্ষতিপূরণ হবে কি এতে? ভাবল বার্ড, পরক্ষণে নিজের বেহায়াপনায় লজ্জা পেল। কোনও দুর্ভোগ যদি নিষ্ফল হয় সেটা এই হ্যাঙওভারেরই যন্ত্রণা; এখন যে কষ্ট ভোগ করছে ও সেটা অন্য কোনও কষ্টের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না।

এ ধরনের ভুয়া ক্ষতিপূরণের কথা ভেবে মগজের ভেতরের একটা ঝিলিকের সমান দীর্ঘ সময়ের জন্যেও সান্ত্বনা আশা করতে পার না তুমি– নীতিবাগীশের মত নিজেকে ভর্ৎসনা করল বার্ড। কিন্তু বমির পর ওর স্বস্তিটুকু আর পেটের দানোগুলোর আপেক্ষিক নীরবতা, যদিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার নয় তা, চোখ খোলার পর এই প্রথম কয়েকটা মুহূর্তকে সহনীয় করে তুলল। আজকে একটা ক্লাস নিতে হবে ওকে; আর হাসপাতালে এতক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে হয়ত বাচ্চাটা, ওর জন্যে ফরম পূরণ করা বাকি আছে এখনও। শাশুড়ীকে বাচ্চার মৃত্যুর সংবাদ জানাবে বার্ড; খবরটা স্ত্রীকে কখন জানানো যেতে পারে সেটা নিয়ে মহিলার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ওকে। অনেক কাজ পড়ে আছে। অথচ আমি এখানে আমার গার্লফ্রেন্ডের বাথরুমে সব শক্তি খুইয়ে টয়লেটের ওপর লুটিয়ে পড়ে ঝিমোচ্ছি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কিন্তু তারপরেও আতঙ্কিত বোধ করছে না বার্ড; আসলে, অসহায়ত্ব আর চরম দায়িত্বহীনতার বর্তমান আধঘণ্টা আত্মউদ্ধারের মিষ্টি স্বাদ যোগাচ্ছে। মেঝেয় আলুথালু হয়ে লুটানো অবস্থায়, কেবল নাক আর গলার ভেতর জ্বালার ব্যাপারেই সজাগ, বার্ড যেন মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যাওয়া সেই বাচ্চাটার ভাইয়ের মত। আমার একমাত্র মুখ রক্ষা হচ্ছে, বাচ্চারা যেভাবে চিৎকার ছেড়ে কাঁদে সেরকম করছি না। তাই বলে আমার আচরণ যে দোষগুণ জঘন্য নয়...

যদি সম্ভব হত, বার্ড নিজেকেই বেছে নিত টয়লেটে ঠেসে দিতে, তারপর টেনে দিত চেইন এবং এভাবেই জলের গর্জনের সঙ্গে মলমূত্রের নরকে হারিয়ে যেত। কিন্তু তার বদলে একবার থুতু ফেলল ও, অনিচ্ছার সঙ্গে সরে এল টয়লেট ছেড়ে, গ্লাসডোরটা খুলল। ওই মুহূর্তে যেভাবেই হোক হিমিকোর কথা ভুলে গিয়েছিল ও,

BanglaBook.org

কিন্তু বেডরুমে একটা নগ্ন পা রাখামাত্র বুঝে গেল সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আছে মেয়েটা, এবং টয়লেটের ছোট নাটিকা আর এর পরবর্তী সময়ের অদ্ভুত নৈঃশব্দও আঁচ করে নিয়েছে। আগের মতই মেঝেয় শুয়ে আছে ও, কিন্তু পর্দাগুলোর সংযোগ স্থলের ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলোর সূক্ষ্ম কণার ভেতর দিয়ে বার্ড দেখতে পাচ্ছে ওর চোখজোড়া, এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত গভীর ছায়াচ্ছন্ন হলেও বিস্ফারিত হয়ে আছে। ওর পায়ের কাছ দিয়ে প্রায় ছুটে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না বার্ডের, বিছানার পায়ের কাছে রাখা শার্ট আর প্যান্টের দিকে পা বাড়াল। এদিকে, হিমিকো হয়ত খোলা ক্যামেরা লেন্সের মত আবছা খোলা চোখে ওর থলথলে পেট আর কৃশকায় উরুর দিকে তাকিয়ে আছে।

"ওখানে আমাকে কুকুরের মত বমি করতে শুনেছ?" মিনমিনে স্বরে জিজ্ঞেস করল বার্ড।

"কুকুরের মত? কুকুরের মুখে এমন প্রবল আওয়াজ সাধারণত শোনা যায় না," ঘুম জড়ানো গলায় বলল হিমিকো; বার্ডের দিকে চেয়ে আছে, যেন পরীক্ষা করছে, ওর শান্ত চোখজোড়া বিস্ফারিত।

"এটা গরুর মত বিশাল সেইন্ট বার্নার্ড," হতাশার সঙ্গে বলল বার্ড।

"বাজে লেগেছে– শেষ হয়েছে তোমার?"

"হ্যাঁ, আপাতত:।" টলমল পায়ে বিছানার দিকে এগোল বার্ড, হিমিকোর পায়ে এমন প্রবলভাবে হোঁচট খেল যে প্রতিবাদে চিৎকার ছাড়ল ও। অবশেষে প্যান্টের কাছে পৌঁছুল ও। "কিন্তু জানি আজ সকালেই কোনও এক সময় আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব আমি, এরকমই হয় সবসময়। বেশ কিছুদিন মদ খাই নি আমি; হ্যাঙওভার দূরে ছিল আমার কাছ থেকে, তো এবারেরটা আমার জীবনের সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হতে পারে। এখন যখন একথা ভাবছি, তখন কুকুরের ছোট পশম দিয়ে আমার হ্যাঙওভার পলিশ করতে চাইছে ওটা, যেটা আমাকে এক অন্তহীন অ্যালকোহলিয় বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়ানো শুরু করে দিয়েছে।" কণ্ঠস্বরের দুঃখ দুঃখ ভাবটাকে বাড়িয়ে তুলে তেতো অন্তর্মুখী প্রয়াস পেল বার্ড, কিন্তু সেটা তিক্ত স্বগতোক্তির সুর ধারণ করল।

"আবার একই চেষ্টা করছ না কেন?"

"আজকে মাতাল হওয়া পোষাবে না আমার।"

"লেবুর রস খেলেই চাঙা হয়ে উঠবে; কিচেনে কয়েকটা লেবু আছে।"

অনুগতটির মত কিচেনের দিকে তাকাল বার্ড। সিঙ্কের ওপর ঘষা-কাঁচের একটা পাল্লা ভেদ করে ঢোকা আলোর রশ্মিতে এলোমেলোভাবে রাখা গোটাবার লেবু এমন তীক্ষ্ণ চেহারায় চকচক করছে যে ওগুলো দেখেই বার্ডের দুর্বল পেটের স্নায়ুগুলো শিরশির করে উঠল।

"সব সময় এতগুলো করে লেবু কেন তুমি?" পাগলের মত ঝটপট প্যান্ট পরে গলা পর্যন্ত শার্টের বোতাম লাগিয়ে ফের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে বার্ড।

BanglaBook.org

"নির্ভর করে, বার্ড," ভীষণ নিরাবেগ কণ্ঠে জবাব দিল হিমিকো, যেন বার্ডের প্রশ্নটার একঘেয়েমি বুঝিয়ে দিতে চাইছে ওকে। আবার কথা বলে উঠল বার্ড। "যাক গে, তুমি ফিরেছ কখন? ওই এমজি-তে সকাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছ?" জবাব না দিয়ে ব্যঙ্গভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল হিমিকো, ফলে ঝটপট বার্ড আবার যোগ করল, যেন খবরটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ: "মাঝরাতের দিকে দুজন বন্ধু এসেছিল তোমার। একজনকে কমবয়সী ছেলে বলে মনে হয়েছে আর অন্যজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক, মাথাটা ডিমের মত। পর্দার আড়াল থেকে ওকে লক্ষ্য করেছি আমি। কিন্তু আমি শুভেচ্ছা জানাই নি।"

"শুভেচ্ছা জানাবে? স্বাভাবিকভাবেই, প্রয়োজন নেই তো তোমার," বলল হিমিকো, অবিচল রইল ও। জ্যাকেটের পকেট থেকে রিস্টওঅচ বের করল বার্ড, সময় দেখল– নটা বাজে। দশটায় শুরু হবে ওর ক্লাস। বিনা নোটিসে অফিসকে না জানিয়ে ঘরে বসে থাকা বা ক্লাসে দেরি করে পৌঁছানোর বেলায় ক্র্যাম-স্কুল ইন্সট্রাক্টরদের যথেষ্ট সাহসীকে শক্ত পুরুষই হতে হবে। বার্ড অমন অদম্য নয় আর ওর বুদ্ধিও কম নয়। আন্দাজের ওপর নির্ভর করে নেকটাই ঠিক করে নিল।

"কয়েকবার ওদের দুজনের সঙ্গেই বিছানায় গেছি এবং ওরা ভেবে নিয়েছে মাঝরাতে এখানে এসে হাজির হওয়ার অধিকার আছে ওদের। অল্প বয়সীটা অদ্ভুত ধরনের; সে কেবল আমাদের একসঙ্গে শোবার ব্যাপারেই আগ্রহী নয়; ওর স্বপ্ন হচ্ছে আমি অন্য কারও বিছানায় থাকার সময় আশপাশে থেকে যাতে সাহায্য করতে পারে। সে সবসময় কেউ একজন আমার সঙ্গে আসার অপেক্ষা থাকে তারপর হাজির হয়, যদিও সে মহা ঈর্ষাতুর!"

"ওকে ওর কাঙ্ক্ষিত সুযোগ দিয়েছ?"

"অবশ্যই না!" ঝাঁঝিয়ে উঠল হিমিকো। "ছেলেটার তোমার মত বড়দের প্রতি দুর্বলতা আছে; তোমরা যদি কখনও একসঙ্গে হও, তোমাকে খুশি করার জন্যে সব রকম চেষ্টাই করবে সে। বার্ড, বাজি ধরে বলতে পারি আগেও বহুবার এরকম সেবাযত্ন পেয়েছ তুমি। তোমার কলেজে এমন ছেলে-পেলে ছিল না যারা তোমাকে ভক্তি করত? আর তোমার কলেজেও নিশ্চয়ই তোমার অন্তপ্রাণ ছাত্ররা আছে। এধরনের ছোট পরিবেশে আমার কাছে তোমাকে সবসময়ই ছোটদের হিরো জাতীয় চরিত্র বলে মনে হয়।"

না-সূচক মাথা নাড়ল বার্ড, কিচেনে গিয়ে ঢুকল। হিম ঠাণ্ডা মেঝেয় পায়ের পাতা স্পর্শ করামাত্র উপলব্ধি করল, মোজা পরে নি ও, এটা আবার একটা ঝামেলা হল না! মোজার খোঁজে উবু হতে গিয়ে পেটে চাপ পড়লে আবার বমি হয়ে যেতে পারে। চোখমুখ কোঁচকাল বার্ড। অবশ্য নগ্নপায়ে মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটতে ভালই লাগছে আর ট্যাপ থেকে ঝরা পানিতে ভেজা হাতে মুঠির মধ্যে লেবু নেয়া, সামান্য হলেও আরামপ্রদ। বড় সড় একটা লেবু বেছে নিল বার্ড, দুটুকরো করল ওটাকে, চিপে মুখে নিল রসটুকু। সেরে ওঠার খুবই পরিচিত অনুভূতি লেবুর ঠাণ্ডা আর তীক্ষ্ণ রসের স্বাদ ওর গলা থেকে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা পেটের দিকে ধেয়ে গেল। বেডরুমে ফিরে এল বার্ড তারপর মোজা খুঁজতে শুরু করল, সাবধানে সিধে করে রেখেছে নিজেকে।

BanglaBook.org

"লেবুটা কাজ দিয়েছে মনে হচ্ছে," কৃতজ্ঞ সুরে হিমিকোকে বলল ও।

"আবার বমি হয়ত করতে পার, কিন্তু এবার লেবুর স্বাদ থাকবে তাতে; ভাল লাগতে পারে।"

"উৎসাহ যোগানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ," বার্ড খেয়াল করল লেবুর রসের তৃপ্তিটুকু বাতাসের ঝাপ্টায় উড়ে যাওয়া কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়ছে।

"কি খুঁজছ তুমি? দেখে তো মনে হচ্ছে কাঁকড়ার খোঁজ করছে কোনও ভালুক।"

"আমার মোজা," বিড়বিড় করে বলল বার্ড, খালি পাজোড়ার নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হচ্ছে।

"তোমার জুতোর ভেতর আছে, যাতে যাবার সময় একসঙ্গে পরে নিতে পার।"

সন্দেহভরা চোখে মেঝেয় ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ে শুয়ে থাকা হিমিকোর দিকে তাকাল বার্ড, মনে মনে ভাবল বোধ হয় ওর প্রেমিকদের কেউ যখনই বিছানায় আটকা পড়ে তখন এই রেওয়াজটাই চলে। সম্ভবত ও এই সাবধানতাটুকু অবলম্বন করে যাতে আরও বিশালদেহী এবং বেশি বুনো প্রেমিক এসে হাজির হলে বন্ধুরা যাতে জুতো হাতে খালি পায়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

"আমি বরং এবার যাই," বলল বার্ড। "আজ সকালে আমার দুটো ক্লাস আছে। গতকাল রাত আর আজ সকালের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।"

"আবার আসবে তুমি? বার্ড, আমাদের হয়ত পরস্পরের প্রয়োজন হতে পারে।"

আচমকা কোনও বোবা আর্তনাদ করে উঠলেও এরচেয়ে বেশি হতবাক হত না বার্ড। ভারি চোখের পাতা নামিয়ে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে হিমিকো।

"হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি। হয়ত পরস্পরকে আমাদের প্রয়োজন আছে।"

জলাভূমির ওপর দিয়ে আগুয়ান অভিযাত্রীর মত লিভিংরুমের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কাঁটাময় ডালপালা আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঁটাতারের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে ভয়ে আগে বাড়ল বার্ড, অবশেষে ভেস্টিবিউলে এসে সামনে ঝুঁকল ও, তাড়াতাড়ি করে জুতো-মোজা পরে নিল, আবার বমি আসার আতঙ্কে ভুগছে।

" সো লঙ," বলল বার্ড। "আরামে ঘুমোও!" পাথরের মত নীরব হিমিকো।

বাইরে পা রাখল বার্ড। ভিনেগারের কড়া আলোয় ভরে আছে গ্রীষ্মের সকাল। লাল এমজির পাশ দিয়ে এগোনোর সময় লক্ষ্য করল চাবিটা ইগনিশনে সুইচে রয়ে গেছে। অচিরেই বিনা ঝামেলায় গাড়িটা নিয়ে অনায়াসে সটকে পড়বে কোনও চোর। ভাবনাটা ওর মন খারাপ করে দিল। হিমিকো! কী করে ওর মত অধ্যাবসায়ী আর বুদ্ধিমতি একজন কো-এড এমন অগোছাল মানুষে রূপান্তরিত হল? মেয়েটা বিয়ে করেছিল স্রেফ তরুণ স্বামীর মৃত্যু ডেকে আনার জন্যে, আর এখন গভীর রাত পর্যন্ত নিজের রেসিং কারের ক্যাথারসিসের পর স্বপ্ন দেখে আতঙ্কে গোঙায়।

সুইচ থেকে চাবিটা বের করে নিতে গেল বার্ড। কিন্তু ফের যদি রুমে ফিরে যায় ও, যেখানে ওর বান্ধবী অন্ধকারে শুয়ে নীরবে কোঁচকানো চোখ বুজে আছে, আবার বেরিয়ে আসাটা কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে। চাবিটা ছেড়ে দিল বার্ড, আশপাশে

BanglaBook.org

নজর চালাল; আশপাশে কোনও গাড়ি-চোর ঘাপটি মেরে নেই, নিজেকে বোঝাল ও, অন্তত এই মুহূর্তে। একটা স্পোক হুইলের ঠিক পাশেই মাটিতে একটা সিগারেটের গোড়া পড়ে আছে। নিশ্চয়ই ডিম-মাথাঅলা খুদে লোকটা ফেলে গেছে কাল রাতে। হিমিকোর ওপর নজর রাখা দলটা, যাদের সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্ক বার্ডের চেয়ে ঢের আন্তরিক, বেশ ভারি বলে মনে হচ্ছে।

রুক্ষভাবে মাথা নাড়ল বার্ড, কয়েকটা গভীর শ্বাস টানল, হ্যাঙওভারের বাগদা চিংড়ির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার প্রয়াস, আচ্ছন্ন ভাবটা প্রবলভাবে ফিরে আসার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু বেদম মার খাওয়ার অনুভূতি তাড়াতে পারল না ও এবং মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে ঝলমলে গলিপথ ছেড়ে বেরিয়ে এল অবশেষে।

অবশ্য এতকিছুর পরেও স্কুল গেইট হয়ে ভেতরে ঢুকল হল বার্ড। রাস্তা, তারপর প্ল্যাটফর্ম তারপর ট্রেইনের ব্যাপার-স্যাপার ছিল। সবচেয়ে বিশ্রী ছিল ট্রেইনটা, গলার জ্বলুনি সত্ত্বেও দুলুনি আর অন্য লোকজনের শরীরের গন্ধ সামাল দিতে পেরেছে বার্ড। কারের সমস্ত যাত্রীর ভেতর কেবল বার্ডই ঘামছিল, যেন কেবল ওর চারপাশের এলাকা দখল করার জন্যেই গোটা গ্রীষ্মকাল তেড়ে এসেছে। ওর গা ঘেঁষে যাওয়া প্রত্যেকটা লোক সন্দেহভরা চোখে ফিরে তাকিয়েছে। মাথা নীচু করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না ওর। যেন এক ক্রেট লেবু নষ্ট করে দেয়া কোনও শূকর, লেবুর গন্ধঅলা নিঃশ্বাস ছেড়েছে শুধু। অস্থিরভাবে পুরো কারে ঘুরে বেড়িয়েছে বার্ডের চোখ, জায়গার খোঁজ করেছে যাতে জরুরি মুহূর্তে বমি করার জন্যে ছুটে যেতে পারে।

অবশেষে যখন বমি না করেই স্কুল গেইটে পৌঁছাল ও, নিজেকে বার্ডের যুদ্ধ থেকে পিছু হটা ক্লান্ত সৈন্যের মত মনে হল। কিন্তু দুর্গতির তখনও বাকি ছিল। চক্কর মেরে সামনে ওৎ পেতে অপেক্ষায় ছিল শত্রুপক্ষ।

লকার থেকে একটা রীডার আর চক নিল বার্ড। শেলফের একদম ওপরের তাকে রাখা কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারিটার দিকে তাকাল একবার, কিন্তু আজ ওটাকে বেশ ভারি ঠেকল, ক্লাসরুম পর্যন্ত বয়ে নেয়া যাবে না। তাছাড়া ক্লাসে বেশ কয়েকজন ছাত্র আছে যাদের বাগধারা আর ব্যাকরণের জ্ঞান ওর চেয়ে ঢের ভাল। যদি অচেনা কোনও শব্দের সামনে পড়ে যায় ও, কিংবা কঠিন কোনও বাগধারা, ওদের কাউকে ডাকলেই চলবে। বার্ডের ছাত্রদের মাথা বিস্তারিত জ্ঞানে এমন জট পাকিয়ে আছে যে ওদের অস্বাভাবিকভাবে বিকশিত শামুকের মত জটিল বলে মনে হয়: যখনই ওরা কোনও সমস্যা সম্পূর্ণভাবে বোঝার চেষ্টা করে, আপনাআপনি জট পাকিয়ে মেকানিজম থেমে যায়। ফলে বার্ডের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় একটা প্যাসেজের মানে পুরোপুরি এবং সারাংশ বুঝিয়ে দেয়ার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারাক্ষণ সন্দেহে ভোগে ও– প্রায় অটল ধারণার মত– কলেজ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ওর ক্লাসগুলো আদৌ কোনও কাজে আসবে কিনা ভেবে।

ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানকে এড়ানোর জন্যে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বার্ড, টিচার'স লাউঞ্জের এলিভেটরটা এড়িয়ে গেল, তারপর বাইরের দেয়ালের সঙ্গে

BanglaBook.org

হাতির দাঁতের মত লেপ্টে থাকা বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। ওর চেয়ারম্যান সুদর্শন, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মিশিগান ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট, স্পষ্ট বোঝা যায় বিদেশী অভিজাত ছাত্রদের ভেতর হতে উঠে এসেছে। নিচে ক্রমশ উন্মুক্ত হওয়া সম্ভাবনার দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না ও, ওর পাশ দিয়ে সবেগে ছুটে যাওয়া ছাত্রদের পদক্ষেপে ঝড়ে আক্রান্ত জাহাজের মত দুলতে থাকা সিঁড়ির দুলুনি কোনও মতে সহ্য করে ফ্যাকাশে চেহারায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছে ও, প্রতি এক বা দুই কদম পর পরই হেঁচকি উঠছে। এত আস্তে আস্তে উঠছিল বার্ড, যে ওকে অতিক্রম করে যাওয়া ছাত্ররা নিজেদের গতি দেখে ভয় পেয়ে মুহূর্তের জন্যে হয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে, ওর চেহারা দেখছে, দ্বিধায় ভুগছে একটু, তারপর লোহার সিঁড়ি কাঁপিয়ে ছুটছে আবার। দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্ড, মাথাটা চক্কর মারছে, লোহার রেলিং আঁকড়ে ধরল ও...

সিঁড়ির শেষ মাথায় উঠে আসতে পারাটা কী স্বস্তিদায়ক! হঠাৎ কে যেন ওর নাম ধরে ডাকল। আবার ফিরে এল বার্ডের অস্বস্তির অনুভূতিটুকু। ওর এক বন্ধু, অন্য কয়েকজন দোভাষীকে নিয়ে বার্ডের গঠিত স্লাভিক ল্যাঙ্গুয়েজেস স্টাডি গ্রুপের একজন সহায়তাদানকারী। কিন্তু এই মুহূর্তে হ্যাঙওভারের বিরুদ্ধে লুকোচুরি খেলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করার সময় অপ্রত্যাশিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা নিদারুণ যন্ত্রণার মত মনে হল। আক্রান্ত শেলফিশের মত কুঁকড়ে গেল ও।

"আরে–বার্ড!" ডাক দিল ওর বন্ধু: ডাকনামটা যেকোনও অবস্থায় এখনও বৈধ, সব ধরনের বন্ধুদের বেলায়। "গতরাত থেকে ফোন করছি, কিন্তু পাচ্ছি না তোমাকে। সেজন্যেই ভাবলাম নিজেই চলে আসি– "

"তাই?" নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল বার্ড।

"মিস্টার ডেলশেফের খবর শুনেছ?"

"খবর?" পুনরাবৃত্তি করল বার্ড, আবছাভাবে শঙ্কা বোধ করছে। মিস্টার ডেলশেফ খুদে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলকানদের প্রতিনিধিদের অ্যাটাশে এবং স্টাডি গ্রুপের ইনস্ট্রাক্টর।

"স্পষ্টতই এক জাপানি মেয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছে সে, দূতাবাসে ফিরে যাচ্ছে না। ওরা বলছে এক সপ্তাহ নাকি হয়ে গেছে। প্রতিনিধিদল সবকিছু নিজেদের মধ্যে রাখতে চাচ্ছে, ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে মিস্টার ডেলশেফকে, কিন্তু মাত্র অল্পকিছু দিন হয় এখানে এসেছে ওরা, আর, মানে, ওদের লোকবলও কম। শিনজুকুর সবচেয়ে ঘিঞ্জি বস্তি এলাকায় থাকে মেয়েটা, জায়গাটা গোলকধাঁধার মত; প্রতিনিধি দলে এমন কেউ নেই যার এমন এলাকায় হারিয়ে যাওয়া কাউকে খুঁজে বের করার মত চেনা পরিচয় আছে। এখানেই আমাদের প্রয়োজন: প্রতিনিধিদল স্টাডি গ্রুপের সাহায্য চেয়েছে। অবশ্য আমরাই পুরো ব্যাপারটার জন্যে আংশিক দায়ী– "

"দায়ী?"

"একটা মিটিংয়ের পর মিস্টার ডেলশেফকে আমরা যে বারে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানেই মেয়েটার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, দ্য পুলম্যান কার জানা আছে তোমার।" নাক

BanglaBook.org

সিটকাল বার্ডের বন্ধুটি। "ছোটখাট গড়নের অদ্ভুত হলদে মুখ মেয়েটার কথা মনে নেই?"

নিমেষেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল বার্ডের, ছোটখাট গড়নের অদ্ভুত হলদে-মুখ তার। "কিন্তু মেয়েটা তো ইংরেজি বা কোনও স্লাভিক ভাষায় কথা বলে নি আর মিস্টার ডেলশেফের জাপানি তো মোটেই সুবিধার নয়– ওরা মিলল কেমন করে?"

"সেটাই তো আশ্চর্যের কথা; ওরা গোটা একটা সপ্তাহ্ কীভাবে কাটিয়ে দিয়েছে বলে তোমার ধারণা– জড়াজড়ি করে নাকি অন্য কিছু?" নিজের টিপ্পনিতে নিজেই বিব্রত হল বন্ধুটি।

"মিস্টার ডেলশেফ প্রতিনিধি দলে ফিরে না গেলে কী ঘটবে? সে কি ডিফেক্টর ধরনের কিছু হয়ে যাবে?"

"বাজি ধরতে পার!"

"মিস্টার ডেলশেফ আসলেই ঝামেলা বাধানোর তালে আছে– গম্ভীরভাবে বলল বার্ড।

"স্টাডি গ্রুপের একটা মিটিং ডেকে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে। আজ রাতে ফ্রি আছ তুমি?"

"আজ রাতে?–" হতবুদ্ধি দেখাল বার্ডকে "– আ-আমি– আজ রাতে পারব না।"

"কিন্তু আমাদের সবার চেয়ে তুমিই মিস্টার ডেলশেফের ঘনিষ্ঠ ছিলে। স্টাডি গ্রুপ থেকে যদি কাউকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই আমরা, আশা করছিলাম তুমি যেতে রাজি হবে–"

"কাউকে পাঠানোর– যাহোক, আজ রাতে সম্ভবত পারব না আমি," বলল বার্ড। পরক্ষণে জোর করে আবার যোগ করল: "আমাদের একটা বাচ্চা হয়েছিল, কিন্তু একটা সমস্যা ছিল, হয় সে এতক্ষণে মারা গেছে, কিংবা মৃত্যুর পথে।"

"ঈশ্বর!" চোখমুখ বিকৃত করে চেঁচিয়ে উঠল বার্ডের বন্ধু। ওদের মাথার ওপর ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

"খুবই দুঃখজনক, সত্যিই দুঃখজনক। শোন, আজ রাতে তোমাকে ছাড়াই সামলে নেব আমরা। দেখো, তুমি আবার মুষড়ে পড়ো না যেন। তোমার স্ত্রী ভাল আছে তো?"

"চমৎকার আছে, ধন্যবাদ।"

"মিস্টার ডেলশেফের ব্যাপারে করণীয় স্থির করার পর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি। ঈশ্বর, তোমাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে– নিজের দিকে খেয়াল রেখ–"

"ধন্যবাদ।"

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে বন্ধুর বেপরোয়া গতিতে নেমে যাওয়া দেখতে দেখতে– যেন পালিয়ে যাচ্ছে সে– নিজের ওপর রাগ হল বার্ডের, হ্যাঙওভার সম্পর্কে মুখ বন্ধ

BanglaBook.org

রেখেছে বলে। ক্লাসরুমে ঢুকল বার্ড। এবং ঠিক এক সেকেন্ডের জন্যে শ-খানেক সজাগ চেহারার মুখোমুখি হল ও। তারপর যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই চোখ নামিয়ে নিল, ফের মাথা না তোলার ব্যাপারে সজাগ, ছাত্রদের মুখের দিকে তাকাতে চাইছে না, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে রীডার আর চকের বাক্সটা বুকের সামনে ধরে লেকটার্নের দিকে এগিয়ে গেল ও।

ক্লাসটাইম! এক সপ্তাহ আগে যেই প্যাসেজে পৌঁছে থেমেছিল বুকমার্ক দেখে সেই অংশটুকু খুলল বার্ড, অনুচ্ছেদটা কী ছিল না ভেবেই। চড়া গলায় পড়তে শুরু করল ও এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল প্যাসেজটা হেমিংওয়ের কোনও অংশ। রীডারটা আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যের ছোট ছোট প্যাসেজের একটা বড় সংকলন, ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের বাছাই করা, কারণ প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদে ব্যাকরণ গত ফাঁক থাকায় এগুলো তার পছন্দ। হেমিংওয়ে! উৎসাহিত বোধ করল বার্ড। হেমিংওয়ে, বিশেষ করে *দ্য গ্রিন হিলস অভ আফ্রিকা* ওর পছন্দ। রীডারের প্যাসেজটা নেয়া হয়েছে *দ্য সান অলসো রাইজেস* থেকে, শেষের দিকের একটা দৃশ্য, নায়ক যখন সাগরে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে। সাঁতার কেটে ব্রেকার্স পেরিয়ে যাচ্ছে কথক, খানিক পরপর ডুব দিচ্ছে, খানিকটা দূরে যাবার পর স্থির শান্ত পানিতে চিৎ হয়ে ভাসছে। কেবল আকাশটাকে দেখতে পাচ্ছে সে, এবং পিঠে ঢেউয়ের ওঠা-নামা টের পাচ্ছে...

শরীরের অভ্যন্তরে এক অপ্রতিরোধ্য এবং সুনিশ্চিত সংকটের সূচনা টের পেল বার্ড। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, মুখের ভেতর জিভটা ফুলে উঠেছে অচেনা কোনও জিনিসের মত। ভয়ের স্রোতে হারিয়ে গেল বার্ড। কিন্তু সশব্দে পড়া চালিয়ে গেল ও, অসুস্থ নেকড়ের মত চোরা দুর্বল চোখে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। ওদিকে দৌড় লাগালে ঠিক মত পৌঁছবে তো? কিন্তু দৌড়ের আশ্রয় না নিয়েই সংকট মোকাবিলা করতে পারাটা কতখানি ভাল হবে। পেটের চিন্তা ভুলে থাকার আশায় পাঠরত প্যারাগ্রাফটাকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস পেল বার্ড। সৈকতে খানিক শুয়ে থাকার পর আরেক দফা সাঁতার কাটার জন্যে যায় নায়ক। যখন সে হোটেলে ফেরে, মিস্ট্রেসের পাঠানো একটা টেলিগ্রাম অপেক্ষায় ছিল তার, এক তরুণ বুলফাইটারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে সে। টেলিগ্রামের শব্দগুলো মনে করার প্রয়াস পেল বার্ড: ***মাদ্রিদের হোটেল মন্টানায় আসতে পারবে, বিপদে পড়েছি আমি ব্রেট।***

হ্যাঁ, ঠিকই আছে মনে হচ্ছে: এবং সহজেই মনে করতে পেরেছে ও। শুভ লক্ষণ এটা, জীবনে যত টেলিগ্রাম আমি পড়েছি, এটাই সবচেয়ে আবেদনময়। বমি ভাব কাটাতে পারা উচিত আমার– যত না চিন্তা, তার চেয়ে প্রার্থনার মত হল ভাবনাটা। স্মৃতিচারণ অব্যাহত রাখল বার্ড: চোখ খোলা রেখে সাগরে ডুব দিল নায়ক এবং দেখল সাগর তল থেকে কি যেন চুঁইয়ে বেরোচ্ছে। সেটা যদি এই প্যাসেজে পাওয়া যায়, বমি না করেই এযাত্রা উৎরে যেতে পারব। জাদুমন্ত্রের মত এটা। পড়ে চলল বার্ড: "পানি ছেড়ে উঠে এলাম আমি, হোটেলে ফিরে তার টেলিগ্রামটা তুলে নিলাম। ঠিক বার্ড যেমন মনে করেছিল সেরকম: ***মাদ্রিদের হোটেল মন্টানায় আসতে পারবে, বিপদে পড়েছি আমি ব্রেট।***

BanglaBook.org

কিন্তু সৈকত ছেড়ে চলে গেছে নায়ক, এবং পানির নিচে চোখ মেলে তাকিয়ে সাঁতার কাটার কোনও কথাই নেই। বিস্মিত হল বার্ড; অন্যকোনও হেমিংওয়ে উপন্যাসের কথা ভাবছিল ও। নাকি একেবারে ভিন্ন কোনও লেখকের লেখা কোনও দৃশ্য? সন্দেহ ঘোর কাটিয়ে দিল ওর, কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল বার্ডের। গলার ভেতরটা খরখর হয়ে উঠল, ফুলে উঠল জিহ্বা, ঠোঁট ভেদ করে শব্দ বেরিয়ে আসার জন্যে। শখানেক সজাগ চেহারার মুখোমুখি হয়ে চোখ তুলে তাকাল বার্ড, মৃদু হাসল। পাঁচ সেকেন্ড মেয়াদী হাস্যকর ভয়াবহ নীরবতা। পরক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বার্ড, কুনো ব্যাঙের মত দুহাত লেপ্টে দিল কাদাময় কাঠের মেঝেয়, এবং গোঙানির সঙ্গে বমি শুরু করে দিল। বেড়ালের মত বমি করছে বার্ড, গলাটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে গর্দান ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। নাড়িভূঁড়ি সব পেঁচিয়ে যাচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছেঃ সুবিশাল কোনও দেবরাজার পায়ের নিচে পড়ে থাকা খুদে পিশাচের মত লাগছে ওকে। বার্ড আশা করেছিল বমির কাদায় খানিকটা হলেও রস দেখাতে পারবে, কিন্তু ওর আসল ভঙ্গিটা আর যাই হোক, হাস্যকর নয় মোটেই। একটা ব্যাপার, বমিটুকু জিহ্বার গোড়াকে ডুবিয়ে আবার গলা বেয়ে নেমে যাবার সময়, ঠিক হিমিকো যেমন ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, লেবুর স্পষ্ট স্বাদ পেল ও। বন্দিশালার দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা ভায়োলেট, নিজেকে বলল বার্ড, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এরকম মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার শক্তিতে আক্রমণ হানা খিঁচুনির চাপে মটর দানার মত পিষে গেলঃ প্রচণ্ড গোঙানিতে হাঁ হয়ে গেল বার্ডের মুখ, আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর গোটা শরীর। মাথার দুপাশ থেকে ঘোড়ার চোখের ঠুলির মত দ্রুত ঘনিয়ে এল অন্ধকার, দৃষ্টিসীমা সংকীর্ণ হয়ে গেল ওর। আরও অন্ধকার, গভীর কোনও জায়গায় পা ঘষটে ঘষটে যাবার ইচ্ছা জাগল বার্ডের, সেখান থেকে অন্য জগতে ঝাঁপ দেবে বলে!

এক সেকেন্ড পর এই জগতেই নিজেকে আবিষ্কার করল বার্ড। নাকের দুপাশ চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে, নিজের বমির ছোট ডোবাটার দিকে শোকার্ত চোখে তাকাল ও। ফ্যাকাশে লালচে ডোবা, উজ্জ্বল হলদে লেবুর দানা ছিটিয়ে আছে। বছরের নির্জন আর মরা মৌসুমে নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া প্লেন থেকে দেখা আফ্রিকার সমতল জমিন ওরকম রঙেরই দেখাবে হয়তঃ লেবুর রসের নিচে ঘাপটি মেরে আছে হিপ্পো, অ্যান্টইটারস আর পাহাড়ী ছাগল। একটা প্যারাশুট গায়ে চাপাও, রাইফেল বাগিয়ে ধর, ঝাঁপ দাও গঙা ফড়িঙের ক্ষিপ্রতায় নিচে নামার জন্যে।

বমির উদ্বেগ কমে এসেছে। কাদামাখা, বমিভরা হাত দিয়ে মুখ মুছল বার্ড, উঠে দাঁড়াল তারপর।

"পরিস্থিতির কারণে আজকের ক্লাসটা আগেই ডিসমিস করতে চাই," শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার মত করে কথাটা বলল ও। ক্লাসের সবাই রাজি হয়েছে বলে মনে হল, রীডার আর চকের বাক্স নেবার জন্যে এগিয়ে গেল বার্ড, আচমকা, মনোযোগিদের একজন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ছেলেটার গোলাপি ঠোঁটজোড়া নাচছে

BanglaBook.org

এবং তার গোল, কোমল, চমৎকার চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে গলা নামিয়ে পাশের জনের সঙ্গে ফিসফিস করতে শুরু করলেও সে কী বোঝাতে চাইছে বোঝা কষ্টকর হয়ে দাড়াল। আস্তে আস্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে এল। একেবারে গোড়া থেকেই ইন্সট্রাক্টর হিসাবে বার্ডের অযোগ্যতা নিয়ে সমালোচনামুখর ছিল ছেলেটা, কিন্তু সে যখন দেখল যে বার্ডের প্রতিক্রিয়া কেবল অবাক হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আক্রমণের এক বৈরী শয়তানে পরিণত হল সে। ক্রমাগত পড়াশোনার উচ্চ খরচের ব্যাপারে গলাবাজি করেছে সে, কলেজের এন্ট্রান্স এক্সামের আগে সীমিত সময়ের ব্যাপারে অনুযোগ তুলেছে, ক্র্যাম-স্কুলে ছাত্রদের অবস্থা এবং তাদের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রতারণা করার ফলে ক্রোধের অনুভূতি। আস্তে আস্তে মদ যেমন সিরকায় পরিণত হয় বার্ডের শঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হল, আতঙ্কের আভা ওর চোখের চারপাশে গাঢ় রিংয়ের মত উদয় হল: ওর মনে হল বুঝি একটা একচোখা বাঁদরে রূপান্তরিত হচ্ছে ও। অচিরেই আক্রমণকারীর ঘৃণা বাকি নিরানব্বই জন সজাগ মাথাকে আক্রান্ত করবে: কলেজ প্রত্যাখ্যাত ক্ষিপ্ত একশোজন ছাত্র ঘেরাও করবে ওকে, বেরিয়ে যাবার কোনও আশাই থাকবে না। আবার উপলব্ধি করল ও, সপ্তাহের পর সপ্তাহ্ যাদের শিক্ষা দিয়ে চলেছে তাদের কত কম বুঝতে পেরেছে। একশোজন সদস্যের এক দুর্ভেদ্য শত্রুদল কোণঠাসা করে ফেলেছে ওকে এবং ও আবিষ্কার করল যে বমির উদ্বেগের পৌণপুনিক তরঙ্গ ওর সকল শক্তি ধুয়ে নিয়ে সৈকতে ফেলছে।

অভিযোগকারীর রোষ চড়া হতে হতে একসময় কান্নার উপক্রম হল তার। কিন্তু চাইলেও তরুণের অভিযোগের জবাব দিতে পারত না বার্ড: বমি করার পর ওর গলা শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে গেছে, এক ফোঁটা লালাও বের হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বড় জোর পাখির মত ডাক ছাড়তে পারবে শুধু। আহ্, নিঃশব্দে গোঙালো বার্ড, কী করা উচিত আমার? এ ধরনের মারাত্মক গহ্বর আমার গোটা জীবন জুড়ে ওৎ পেতে আছে, যাতে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ি। অভিযাত্রী হিসাবে আফ্রিকায় যে ধরনের বিপদে পড়ব বলে ভেবেছি এটা তার চেয়ে একেবারে আলাদা। যদি এই গহ্বরে পড়িও, জ্ঞান হারাব না বা বিভৎস মৃত্যু ঘটবে না আমার। স্রেফ চিরদিন ফাঁদের দেয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারব। *বিপদে পড়েছি আমি*– টেলিগ্রামটা আমার পাঠানোই মানায়– কিন্তু পাঠাব কার নামে?

এই সময় বুদ্ধিমান চেহারার এক তরুণ মাঝসারির আসন ছেড়ে উঠে শান্ত, নাটকীয়তাবর্জিত কণ্ঠে বলল, "চুপ করবে– অভিযোগ রাখ!"

গোটা ক্লাসে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল কঠিন, ঝামেলাসূচক অনুভূতি, নিমেষে মিলিয়ে গেল তা। তার জায়গা দখল করে নিল আমুদে উত্তেজনা, হাসিতে ফেটে পড়ল ক্লাস। ব্যবস্থা নেয়ার সময় এখনই। রীড়ারটা চক-বাক্সের ওপর রাখল বার্ড, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ক্লাসরুমের বাইরে পা রাখতে যাবে, আবার চিৎকার কানে এল ওর, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও; যে ছাত্রটি ওকে আক্রমণ করার দিকে জোর দিচ্ছিল এখন চার হাতপায়ে ভর দিয়ে আছে, ঠিক বমি করার সময়

BanglaBook.org

যেভাবে ছিল বার্ড; এবং বার্ডের বমি ডোবায় গন্ধ শুঁকেছে সে। "এযে দেখছি হুইস্কির গন্ধ!" চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। "হারামজাদা, হ্যাঙওভারে ভুগছ তুমি! দাঁড়াও ডারেকটাপিল নিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে যাচ্ছি আমি, লাথি দিয়ে ভাগাবে তোমাকে!"

ডারেকটাপিল? ভাবল বার্ড, পরক্ষণে বুঝতে পারল ও– আচ্ছা– ডিরেক্ট অ্যাপিল!– সেই প্রফুল্ল তরুণটি আবার উঠে দাঁড়াল, গম্ভীর সুরে কথা বলল, নতুন করে হাসির রোল উঠল ক্লাসে। "ওটা চাটা ঠিক হবে না তোমার, বমি হয়ে যাবে।"

হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা বিচারকের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল বার্ড। হয়ত, ঠিক হিমিকো যেমন বলেছে, ও ভুল করে বিপদে পা দিলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার জন্যে একদল তরুণ ভিজিলান্টে প্রস্তুত হয়েই থাকে। প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার দু-তিন মিনিট সময়টুকু, যদিও জিভে কিংবা গলার গভীরে রয়ে যাওয়া বমির পচা স্বাদ বারবার চোখ কুঁচকে দিচ্ছে ওর– ওই অল্প কয়েক মিনিট আনন্দ বোধ করল বার্ড।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

পেডিয়াট্রিক্সের অফিস আর ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের দিকে চলে যাওয়া করিডরের জাংশনে থমকে দাঁড়াল বার্ড, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। হুইলচেয়ারে করে এগিয়ে আসা এক তরুণ রোগি চোখ গরম করে তাকিয়ে ওকে পাশ কাটাতে দেয়ার জন্যে বাঁক নিল। যেখানে তার পাজোড়া থাকার কথা, সেখানে একটা পেল্লায় সাইজের পুরনো আমলের রেডিও ফেলে রেখেছে রোগিটি। অন্য কোথাও দেখা যাচ্ছে না তার পা জোড়া। অপ্রতিভ চেহারায় দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিল বার্ড: আরও একবার দৃষ্টিতে হুমকি নিয়ে ওর দিকে চাইল রোগি, যেন সারাজীবন দুপায়ের উপর শরীরের ভর নিয়ে পার করা সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে বার্ড: এবার অবিশ্বাস্য গতিতে করিডর ধরে দ্রুত এগোল সে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্ড। ওর বাচ্চাটা এখনও বেঁচে আছে ধরে নিয়ে সোজা ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাচ্চাটা যদি মরে গিয়ে থাকে, অটোপসি আর ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করতে পেডিয়াট্রিক্সের অফিসে যেতে হবে ওকে। একটা জুয়া আর কি। অফিসের দিকে পা বাড়াল বার্ড। বাচ্চাটা মারা গেছে বলেই বাজি ধরেছে ও, চেতনায় সত্যিটাকে প্রবলভাবে বসিয়ে দিল। এখন ও-ই বাচ্চাটার আসল শত্রু, ওটার জীবনের প্রথম এবং জঘন্য প্রতিপক্ষ। জীবন যদি অন্তহীন হয় এবং যদি কোনও বিচারক দেবতা থাকে, ভাবল বার্ড, তাহলে দোষী সাব্যস্ত হবে ও। কিন্তু এখন ওর অপরাধ বোধ, অ্যাম্বুলেন্সে বাচ্চাটাকে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অ্যাপোলিনেয়ারের সঙ্গে তুলনা করার সময় আঘাতকারী শোকের মত, মোটামুটি মধুর স্বাদের ঠেকছে।

ক্রমাগত দ্রুত হচ্ছে ওর পদক্ষেপ, যেন প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও, একটা কণ্ঠস্বরের খোঁজে দ্রুত আগে বাড়ছে বার্ড যা ওর বাচ্চার মৃত্যুর সংবাদ দেবে। খবরটা পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ও (অটোপসির ব্যবস্থা করা সহজই হবে, কেননা সহযোগিতা করতে উদগ্রীব থাকবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ; ক্রিমেশন একটা ঝামেলা হয়ে দাঁড়াতে পারে)। আজ ওকা বাচ্চার জন্যে শোক করব আমি, আগামীকাল আমাদের দুর্ভাগ্যের সংবাদ দেব আমার স্ত্রীকে। মাথায় আঘাতের ফলে মারা গেছে বাচ্চাটা এবং এখন সে আমাদের দুজনের মাঝে মাংসের বন্ধনে পরিণত হয়েছে– এরকম কিছু একটা বলব। পারিবারিক জীবনযাত্রা আবার

BanglaBook.org

স্বাভাবিক করে তুলব আমরা। এবং তারপর আবার সেই একই অসন্তোষ, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, সেই একই সুদূরবর্তী আফ্রিকা...

মাথাটা একটু কাৎ নিচু রিসেপশন জানালা বরাবর তাকাল বার্ড, কাঁচের ওপাশ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা নার্সকে নিজের নাম জানাল, একদিন আগে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসার সময়কার পরিস্থিতি খুলে বলল তাকে।

"ও বুঝেছি, ব্রেইন-হার্নিয়াঅলা বাচ্চাটাকে দেখতে চাও তুমি," সানন্দে বলে উঠল নার্স, হাসির রেখায় শিথিল হল তার চেহারা। চল্লিশের কোঠায় মহিলার বয়স, ঠোঁটের এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত পশম দেখা যাচ্ছে তার। "সোজা ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডে যাওয়া উচিত ছিল তোমার। জান সেটা কোথায়?"

"হ্যাঁ, জানি," কর্কশ, পরাস্ত স্বরে বলল বার্ড। "তাহলে কি বাচ্চাটা এখনও বেঁচে আছে?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই, বেঁচে আছে! খুব চমৎকার দুধ খাচ্ছে আর ওর হাত-পা নিখুঁত শক্তিশালী। কংগ্রাচুলেশনস্!"

"কিন্তু এটা *তো* ব্রেইন-হার্নিয়া–"

"ঠিক, ব্রেইন-হার্নিয়া," বার্ডের ইতস্তত ভাব অগ্রাহ্য করে মুচকি হাসল নার্স। "এটা কি তোমার প্রথম বাচ্চা?"

কোনওমতে কেবল মাথা দোলাল বার্ড, তারপর দ্রুত পায়ে ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের উদ্দেশে পা বাড়াল। তো বাজিতে হেরে গেছে ও। কত খেসারত দিতে হবে ওকে? করিডরের বাঁকে আবার সেই রোগিটির মুখোমুখি হল বার্ড, কিন্তু এবার আড়চোখে শুধু একবার তাকিয়ে সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল ও, ফলে সংঘর্ষ বাধার ঠিক আগ মুহূর্তে পাগলের মত চাকা ঘোরাতে বাধ্য হল পঙ্গুটি। রোগিকে ভয় পাওয়া দূরে থাক, তার কষ্ট নিয়ে এতটুকুও ভাবিত নয় বার্ড। লোকটার দুই পা নেই তো কি হয়েছে: বার্ড তো মালবিহীন গুদামের মত শূন্য মনের। পাকস্থলীর গহ্বর আর মাথার গভীর প্রদেশে এখনও প্রলম্বিত বিষমাখা গান গেয়ে চলেছে হ্যাঙওভার। কর্কশভাবে শ্বাস নিচ্ছে ও, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, দ্রুত করিডর বরাবর এগোল বার্ড, মেইন সাসপেনশন ব্রিজের মত বাঁকা হয়ে উপর দিকে উঠে যাওয়া উইং আর ওয়ার্ডগুলোকে সংযুক্তকারী প্যাসেজওয়ে বার্ডের বেসামাল অনুভূতিকে জোরাল করে তুলল। ওয়ার্ডগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া করিডরটা– দুপাশেই সিকরুমের অসংখ্য দরজা– ম্লান দূরবর্তী অভিসারী আলোর দিকে চলে যাওয়া কালভার্টের মত মনে হচ্ছে। চেহারা ছাইয়ের মত হয়ে গেছে, চলার গতি বাড়িয়ে চলল বার্ড, দৌড়ুতে শুরু করল একসময়।

কোনও ফ্রিযারের দরজার মত ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের দরজাটা অমসৃণ টিনের পাতে বানানো। দরজার ঠিক ভেতরে দাঁড়ানো নার্সকে এমনভাবে নিজের নাম জানাল বার্ড যেন ফিসফিস করে খারাপ কোনও কথা বলছে। গতকাল প্রথমবার বাচ্চাটার অস্বাভাবিকতার কথা জানার পর নিজের দেহ আর মাংসের জন্যে যেমন

BanglaBook.org

বিব্রত বোধ করেছিল সেই একইরকম অনুভূতিতে ভুগছে ও এখন। কেতাদূরস্তভাবে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল নার্সটি। সে যখন বার্ডের পেছনে দরজা আটকে দিচ্ছে, রুমের ঠিক ভেতরে একটা পিলারে ঝোলানো একটা গোল আয়নার দিকে তাকাল বার্ড। কপাল থেকে নাক অবধি তেল আর ঘাম চিক চিক করছে, দেখল ও, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসে ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে, ঘোলাটে চোখজোড়া একদম উল্টে গেছে যেন: একজন পার্ভার্টের চেহারা। আকস্মিক বিতৃষ্ণায় টলে উঠে চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল বার্ড, কিন্তু ওর চেহারা এরই মধ্যে তার ছাপ ফেলে দিয়েছে চোখের পেছনে। একটা অশুভ সঙ্কেত পবিত্র শপথের মত ওর চকচকে কপালে আঁচড় বসাল: এখন থেকে এই চেহারার স্মৃতি প্রায়শ ভোগাবে আমাকে।

"কোন বাচ্চাটা তোমার বলতে পারবে?" বার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথাটা বলল নার্স যেন হাসপাতালের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান আর সুন্দর বাচ্চার বাবার সঙ্গে আলাপ করছে। কিন্তু হাসছে না সে, তাকে এমনকি সহানুভূতিশীলও মনে হচ্ছে না; বার্ড ধরে নিল এটা নিশ্চয়ই ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের রেওয়াজ। কেবল প্রশ্নকারী নার্সই নয়, দূরবর্তী দেয়ালের কাছে একটা বিশাল ওঅটর হিটারের নিচে বাচ্চাদের বোতল ধোয়ায় ব্যস্ত দুজন তরুণী নার্স এবং ওদের পাশে গুঁড়ো দুধ মাপতে থাকা বয়স্ক নার্স এবং দাগপড়া পোস্টার চর্চিত দেয়াল লাগোয়া একটা ডেস্কে ফাইল দেখতে থাকা ডাক্তার এবং তার পাশে খাট এক লোকের সঙ্গে আলাপরত আরেক ডাক্তার– লোকটাকে বার্ডের মতই এখানে সমবেত দুর্যোগের কোনও একটা বীজের বাবা বলে মনে হচ্ছে– সবাই যার যার কাজ থামিয়ে প্রত্যাশা মেশানো নীরবতায় বার্ডের দিকে ফিরে তাকিয়েছে।

প্রশস্ত প্লেটেড-গ্লাস পার্টিশনের ওপাশে বাচ্চাদের রুমে নজর চালাল বার্ড। ওয়ার্ডে ডাক্তার আর নার্সদের উপস্থিতির কথা হারিয়ে গেল ওর চেতনা থেকে। উই ঢিবির চূড়ায় দাড়িয়ে সমতল প্রান্তরে দুর্বল শিকারের খোঁজে হিংস্র শুষ্ক-চোখ পিউমার মত কাঁচের অন্যপাশের বাচ্চাগুলোকে জরিপ করল বার্ড।

কর্কশ উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে ওয়ার্ড। এখানে গ্রীষ্মের শুরু নয়, বরং খোদ গ্রীষ্মকাল এসে গেছে, আলোর ঝলক বার্ডের ভুরু জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বিশটা শিশু-শয্যা আর ইলেকট্রিক অর্গানের মত পাঁচটি ইনকিউবেটর। ইনকিউবেটরের বাচ্চাগুলোকে কুয়াশায় ঢাকা ঝাপসা অবয়বের মত লাগছে। কিন্তু বিছানার বাচ্চাগুলো বড্ড নগ্ন আর উন্মুক্ত। উজ্জ্বল আলোর বিষ ওদের সবাইকে নির্জীব করে দিয়েছে; ওরা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে পোষমানা গরুর পাল। কেউ কেউ সামান্য হাত-পা নাড়ছে, কিন্তু পরনের ডায়াপার আর সুতোর নাইটশার্টগুলোকে ভারি সিসার ডাইভিং স্যুট বলে মনে হচ্ছে। ওদেরকে দেখে শেকলে আটকানো একদল লোকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কারও কারও কব্জি পর্যন্ত বিছানার সঙ্গে বাঁধা (*এমন তো হতে পারে* কোমল ত্বক যেন চুলকাতে না পারে সেজন্যেই এমন করা হয়েছে) কিংবা কারও কারও পায়ের গোড়ালি গযের টুকরো দিয়ে আটকে রাখা (*এমন হতে পারে* যে ব্লাড

BanglaBook.org

ট্রান্সফিউশেনের ক্ষতস্থান রক্ষা করতেই এমনটি করা হয়েছে), এবং এই বাচ্চাগুলোকে অসহায়, নাজুক বন্দীদের মতই দেখাচ্ছে। বাচ্চাগুলোর নীরবতা একই রকম। প্লেট গ্লাস কী ওদের চিৎকার আটকে রেখেছে? ভাবল বার্ড। না, ক্ষুধাবিহীন পোষ মানা কচ্ছপের মত সবার মুখই বন্ধ। বাচ্চাদের মাথার ওপর দিয়ে নজর বোলাল বার্ড। ছেলের চেহারা ইতিমধ্যে বিস্মৃত হয়েছে ও, কিন্তু ওর বাচ্চাটাকে না চেনার কোনও কারণ নেই, মার্কা মারা আছে। হসপিটাল ডিরেক্টর কীভাবে যেন বলেছিল, "চেহারা? দেখে দুটি মাথা বলে মনে হয়। একবার ওয়ার্নারের লেখা 'আন্ডার দ্য ডাব্‌ল ঈগল' নামে একটা লেখার কথা শুনেছিলাম–" হারামজাদা নিশ্চয়ই ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পাগল।

কিন্তু সঠিক মাথাআলা কোনও বাচ্চা দেখল না বার্ড। বারবার বিছানার সারির এমাথা ওমাথায় বিরক্তির সঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে চলল ও। আচমকা, কোনওরকম ইঙ্গিত ছাড়াই সবকটা বাচ্চা বাছুরের কলজে-মুখ খুলে আর্তনাদ আর নড়াচড়া শুরু করে দিল। কুঁকড়ে গেল বার্ড। এবার নার্সের দিকে ফিরল, যেন জানতে চায় "হয়েছে কী?" কিন্তু চিৎকাররত বাচ্চাদের দিকে কোনও নজর নেই নার্সের, রুমের অন্য কারও মনোযোগ নেই ওদিকে; ওরা সবাই বার্ডকে মাপছে, নীরবে এবং গভীর আগ্রহের সঙ্গে, এখনও খেলা চালিয়ে যাচ্ছে: "আন্দাজ করতে পেরেছ? একটা ইনকিউবেটরে আছে সে। এবার বলো, কোন ইউকিউবেটরটা তোমার বাচ্চার আস্তানা বলে মনে হচ্ছে?"

অনুগতটির মত, যেন প্ল্যাঙ্কটন আর গোলা কাদায় ঘোলা হয়ে থাকা কোনও অ্যাকুইরিয়ামের ভেতর দেখছে, হাঁটু বাঁকা করে চোখ সরু করে সবচেয়ে কাছের ইনকিউবেটরের ভেতরে তাকাল। ভেতরে একেবারে পশম তোলা মুরগির সমান ছোট একটা বাচ্চা দেখতে পেল ও, অদ্ভুত রকম চুপসানো আর কালশিটে দাগপড়া চামড়া ওর। বাচ্চাটা নগ্ন, একটা ভিনাইল ব্যাগ ওর পেনিসের শুককীটটাকে ঢেকে রেখেছে এবং ওর নাড়িটা গয্ দিয়ে প্যাঁচানো। রূপকথার বইয়ের বামনদের মত, দৃষ্টিতে প্রাচীন কালের জ্ঞানী মানুষের ভাব নিয়ে বার্ডের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল সে, যেন নার্সদের খেলায় অংশ নিচ্ছে সেও। যদিও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বার্ডের বাচ্চা নয় ওটা, কিন্তু শান্ত, প্রাচীন বুড়োটে চেহারার বিনা প্রতিবাদে ফুরিয়ে যাওয়া শিশুটির প্রতি পূর্ণ বয়স্ক সতীর্থ কোনও মানুষের মত একাত্ম বোধ করল বার্ড। সোজা হয়ে দাঁড়াল বার্ড, চেষ্টা করে বাচ্চাটার ভেজা, শান্ত চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অবিচল চোখে নার্সদের দিকে তাকাল, যেন বলতে চায় আর খেলতে রাজি নয় ও। আলোর কৌণিক হেঁয়ালি অন্য ইনকিউবেটরে নজর চালান অসম্ভব করে দিয়েছে।

"এখনও বুঝে উঠতে পার নি? জানালার কাছে একেবারে পেছন দিকের একটা ইনকিউবেটরে। আমি ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি যাতে এখান থেকে বাচ্চাটাকে দেখতে পাও তুমি।"

মুহূর্তের জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বার্ড। পরক্ষণে বুঝতে পারল এই খেলাটা ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের একধরনের রেওয়াজ, কারণ নার্সের এই চূড়ান্ত সূত্রের

BanglaBook.org

উল্লেখ মাত্র অন্য ডাক্তার আর নার্সরা আবার যার যার কাজ আর কথোপকথনে মনোযোগ ফিরিয়ে নিয়েছে।

সময় নিয়ে নার্সের দেখিয়ে দেয়া ইনকিউবেটরটার দিকে তাকাল বার্ড। ওয়ার্ডে ঢোকার পর থেকেই তার প্রভাবে আটকা পড়ে আছে ও, আস্তে আস্তে অসন্তোষের অনুভূতি আর প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলছে। ও নিজেই এখন নাজুক আর অসহায়; হয়ত বিস্ময়কর ঐক্যের প্রদর্শনী করে চিৎকার জুড়ে দেয়া বাচ্চাগুলোর মত ওকেও গযের টুকরো দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। দীর্ঘ, তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ল বার্ড, প্যান্টের পাছায় ভেজা হাতজোড়া মুছল, তারপর হাত দিয়ে ভুরু, চোখ আর গালে জমে ওঠা স্বেদ বিন্দু মুছল। হাত দিয়ে চোখ ডলল ও, ফলে কালচে শিখা লাফিয়ে উঠল; অনুভূতিটা হল অসীম গহ্বরে মাথা নিচের দিকে দিয়ে পড়ে যাওয়ার মত: মাথাটা পাক দিয়ে উঠল বার্ডের।

যখন চোখ খুলল বার্ড, নার্স– আয়নার ভেতর হেঁটে বেড়ানো কারও মত– ইতিমধ্যে গ্লাস পার্টিশনের ওপাশে চলে গেছে, ইনকিউবেটরটাকে ঠেলে নিয়ে আসছে ওর দিকে। নিজেকে স্থির করে নিল বার্ড, আড়ষ্ট হয়ে গেছে ও, হাত মুঠি পাকাল। এবার বাচ্চাটাকে দেখতে পেল ও। ওর মাথায় আহত অ্যাপোলিনেয়ারের মত ব্যান্ডেজ বাঁধা নেই এখন। ওয়ার্ডের অন্য বাচ্চাদের বিপরীতে ওর চেহারা সেদ্ধ করা চিংড়ির মত লাল এবং অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল। এমন চকচকে চেহারা যে মনে হচ্ছে সদ্য সেরে ওঠা বিক্ষত টিস্যুতে ঢাকা। চোখজোড়া বন্ধ থাকার কায়দা দেখে বার্ড ভাবল বাচ্চাটা বোধ হয় দারুণ কোনও কষ্ট সহ্য করছে। এবং অস্বস্তির কারণ, নির্ঘাৎ, ওর খুলির পেছন দিকে আরেকটা লাল মাথার মত বেরিয়ে থাকা পিণ্ডটাই। নিশ্চয়ই বেশ ভারি আর বিরক্তিকর লাগছে, বাচ্চাটার মাথায় আটকে দেয়া নোঙরের মত। ওই লম্বা, সরু মাথাটা! বার্ডের মনে পিণ্ডের চেয়ে বেশি নিষ্ঠুরভাবে ধাক্কা দিতে লাগল ওটা এবং হ্যাঙওভারের কারণে সৃষ্ট বমির উদ্বেগের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটা উদ্বেগ জাগিয়ে তুলল, এক ভয়ঙ্কর বিবমিষা বার্ডের অস্তিত্বের মূলকে আক্রান্ত করল। ইনকিউবেটরের পেছন থেকে ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকা নার্সের উদ্দেশে মাথা দোলাল বার্ড। যেন বলতে চায় "যথেষ্ট হয়েছে।" কিংবা দুর্বোধ্য কোনও কিছুর কাছে নতি স্বীকার করতে চায়। পিণ্ডটা নিয়েই কি বাচ্চাটা বড় হয়ে উঠবে না, বাড়বে না? বাচ্চাটা আর মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থানে নেই; শোকের মিষ্টি, সহজ অশ্রু তুচ্ছ জেলির মত আর ভাসিয়ে দেবে না ওকে। বাচ্চাটা বেঁচে গেছে এবং সেটা চাপ দিচ্ছে বার্ডকে, এমনকি আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওকে। পোড়া চামড়ার মত চকচকে চিংড়ির মত লাল চামড়ায় ঢাকা বাচ্চাটা ভারি পিণ্ডের নোঙর টানতে টানতে ভয়ঙ্করভাবে বেঁচে উঠতে শুরু করেছে। এক নিরামিষ সত্তা? হয়ত বা তাই; এক বিষাক্ত ক্যাকটাস।

যেন বার্ডের চেহারার অভিব্যক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছে; মাথা দোলাল নার্সটি, ইনকিউবেটরটাকে ফের জানালার কাছে নিয়ে গেল। আবার বাচ্চাদের কান্নার রোল

BanglaBook.org

উঠল, গ্লাস পার্টিশনের ওপাশের রুমটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে, ফর্নেসের মত আলো ফুটছে ওখানে। ধপ করে বসে পড়ল বার্ড, মাথাটা ঝুলে পড়ল। আর্তনাদে ওর ঝুলন্ত মাথাটা যেন ফ্লিন্টলক যেভাবে গানপাউডার ঠেসে দেয় সেভাবে ভরাট করে দিল। মনে মনে ভাবল, যদি ওর জন্যেও একটা ছোটখাট বিছানা বা ইনকিউবেটর থাকত এখানে: কুয়াশার মত ঝুলে থাকা জলীয় বাষ্পে ভরা একটা ইনকিউবেটর হলেই ভাল হত; তাহলে অদ্ভুত কোনও উভচরের মত কানকো দিয়ে নি:শ্বাস নিয়ে পড়ে থাকত বার্ড।

"হাসপাতালে ভর্তির ফরমগুলো এখুনি পূরণ করে ফেলা উচিত তোমার," ওর পাশে ফিরে আসার পর বলল নার্সটা। "সিকিউরিটি হিসাবে তোমাকে তিরিশ হাজার ইয়েন জমা দিতে বলছি আমরা।"

মাথা দোলাল বার্ড।

"বাচ্চাটা সুন্দর মতই দুধ খাচ্ছে আর প্রাণবন্তভাবে হাত-পা নাড়ছে।"

"কি জন্যে সে দুধ খাবে আর ব্যয়াম করবে?" ভর্ৎসনা ভরে প্রশ্নটা প্রায় করেই বসেছিল বার্ড– নিজেকে সামলে নিল। ঝগড়া বাধানোর ইচ্ছাটা নতুন স্বভাবে পরিণত হচ্ছে বলে বিতৃষ্ণ বোধ করল ও।

"তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পেডিয়াট্রিশিয়ান ইনচার্জকে ডেকে আনছি।"

একা রয়ে গেল বার্ড, কেউ গ্রাহ্য করছে না ওকে। ডায়াপার আর বোতলসহ ট্রে নিয়ে কনুই বাঁকিয়ে ওকে ঠেলে চলে যাচ্ছে নার্সরা, কিন্তু ওর চেহারার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। ফিসফিস করে বরং বার্ডই ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এদিকে ওয়ার্ডের গ্লাস পার্টিশনের এদিকের অংশ একটা ছোটখাট লোকের চড়া কণ্ঠস্বরে ভরে উঠেছে। ডাক্তারদের একজনকে সে চ্যালেঞ্জ করছে বলে মনে হচ্ছে।

"লিভার নেই কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ তুমি? আর এমন একটা ব্যাপার কীভাবে ঘটতে পারে? অন্তত একশোবার ব্যাখ্যাটা শুনেছি আমি, কিন্তু এখনও কোনও মানে পাই নি। মানে, বাচ্চাটার লিভার না থাকার ব্যাপারটা কি ঠিক? তাই কি, ডক্টর?"

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলাচলকারী নার্সদের বাধা হবে না এমন একটা জায়গায় সরে এল বার্ড, ঢলে পড়া উইলোর মত দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত হাতজোড়ার দিকে চেয়ে রইল। ভেজা চামড়ার গ্লাভসের মত দেখাচ্ছে ওগুলো। ওর বাচ্চাটা কানের পেছনে হাত রেঁধে রেখেছিল, মনে পড়ে গেল ওর। ওর হাতের মতই বড় বড় হাত, কিন্তু লম্বা আঙুল। হাতজোড়া প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে ফেলল ও। এবার পঞ্চাশের শেষ কোঠার ছোটখাট লোকটার দিকে তাকাল, লোকটা ডাক্তারের সঙ্গে আলাপে একটা যুক্তি তুলে ধরছে। একজোড়া বাদামী নিকারস পরে আছে সে, গায়ের স্পোর্টস শার্টের গলার বোতাম খোলা, হাতা গুছিয়ে রেখেছে। তার ছোটখাট শারীরিক কাঠামোর তুলনায় শার্টটা বেশ বড়, শুকনো মাংসের সঙ্গে কোনওমতে লেপ্টে আছে বলে মনে হচ্ছে। মানুষটার দুহাত আর গর্দান চামড়ার মত কালো, মারাত্মক রকম পেশল। সাধারণত যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের চামড়া আর পেশী এমন হতে দেখা যায়, শক্ত সমর্থ না হওয়ায় লাগাতার অবসাদে ভুগে থাকে যারা। লোকটার দড়ির মত চুল বিশ্রী, তেলতেলে টুপির মত বড়

BanglaBook.org

সড় মাথার পিরিচাকৃতি চাঁদিতে লেপ্টে আছে; তার কপাল অনেক বেশি চওড়া এবং চোখজোড়া নিষ্প্রভ; ছোট ছোট ঠোঁট আর চোয়াল চেহারার ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। স্পষ্টতই হাত দিয়ে কাজ করে সে, কিন্তু সামান্য শ্রমিক নয়। খুব সম্ভবত কোনও ছোটখাট ব্যবসায়ের দায়িত্বের কারণে ভারি কাজে সাহায্য করতে গিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা আর সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে। লোকটার চামড়ার বেল্টটা একটা ওবির মতই চওড়া, কিন্তু ডাক্তারের মুখের সামনে নাড়তে থাকা হাতের কব্জিতে বাঁধা বিশাল সাইজের অ্যালিগেটর ওঅচ ব্যান্ড অনায়াসে ওটাকে ভারসাম্য দিয়েছে। ডাক্তারের চেহারা তার চেহারা থেকে অন্তত: আট ইঞ্চি উপরে। ডাক্তারের ভাষা আর ভাবভঙ্গি একেবারে নিচু সারির কর্মকর্তাদের মত এবং খাট লোকটা কর্তৃত্বের ব্যাপারে তার সংশয়কে কেবল সাহসের ভাব দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বিতর্কের মোড় নিজের দিকে ঘোরানোর প্রাণান্ত প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু খানিক পর পর ঘাড় ফিরিয়ে নার্স আর বার্ডের দিকে তাকাচ্ছে সে এবং তার চোখে এক ধরনের পরাজয়ের ছাপ, যেন একটা পতন মেনে নিয়েছে সে যেখান থেকে আর উঠে আসতে পারবে না। এক অদ্ভুত খুদে মানুষ।

"কীভাবে ঘটেছে জানি না আমরা, একে দুর্ঘটনাই বলতে হবে। কিন্তু সত্যি কথা হল তোমার বাচ্চার লিভার নেই। মলের রঙ শাদা, তাই না! খাঁটি শাদা! এরকম মলঅলা আর কোনও বাচ্চা কখনও দেখেছ তুমি?" কর্তৃত্বের সুরে বলল ডাক্তার, এক জুতোর ডগা দিয়েই খুদে লোকটার চ্যালেঞ্জ সরিয়ে দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে।

"আমি মুরগির বাচ্চা শাদা মল ত্যাগ করছে দেখেছি। কিন্তু সব মুরগিরই লিভার আছে, তাই না? মুরগির লিভার আর ডিম ভাজির মত? সব মুরগিরই লিভার আছে কিন্তু তারপরেও মাঝেমাঝে শাদা মল-ছাড়া মুরগির বাচ্চা দেখা যায়!"

"আমি জানি সেটা, কিন্তু আমরা মুরগির বাচ্চার কথা বলছি না– এটা মানুষের বাচ্চা।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি খুব অস্বাভাবিক–শাদা মলের বাচ্চা?"

"শাদা মল?" রাগের সঙ্গে বাধা দিল ডাক্তার। "শাদা মলঅলা বাচ্চা খুবই অস্বাভাবিক হওয়ার কথা। হ্যাঁ। তুমি কি শাদা মলের কথা বুঝিয়েছ?"

"ঠিক বলেছ, শাদা মল। লিভারবিহীন সব বাচ্চার মলই শাদা হয়। আমি সেটা বুঝেছি, কিন্তু তার মানে কি স্বভাবতই এটা দাঁড়ায় যে শাদা মলঅলা বাচ্চাদের লিভার নেই, নাকি, ডক্টর?"

"এরই মধ্যে অন্তত একশোবার এর ব্যাখ্যা দিয়েছি আমি!" ডাক্তারের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোকার্ত আর্তনাদের মত শোনাল। খুদে মানুষটার উদ্দেশে অট্টহাসি দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু নিজের অজান্তেই তার পুরু হর্ন-রিমড চশমার আড়ালের প্রকাণ্ড চেহারা বিকৃত হয়ে গেল, ঠোঁটজোড়া কাঁপতে শুরু করল।

"আমি কি আরেকবার শুনতে পারি, ডক্টর?" খুদে লোকটার কণ্ঠস্বর এখন শান্ত এবং ভদ্রজনোচিত। "লিভার না থাকাটা আমার ছেলে বা আমার জন্যে মোটেও হাসির ব্যাপার না। মানে, সমস্যাটা গুরুতর, ঠিক কিনা, ডক্টর?"

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করল ডাক্তার, নিজের ডেস্কের পাশেই বসাল লোকটাকে, একটা মেডিকেল কার্ড বের করল, তারপর ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করল। এখন ডাক্তারের কণ্ঠস্বর আর মাঝেমাঝে খুদে লোকটার সন্দেহ মেশানো গলার আওয়াজ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের মাঝে চালাচালি হতে লাগল যেখানে বার্ডের কোনও অস্তিত্ব রইল না। আড়িপাতার প্রয়াস পাচ্ছে ও, ওদের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে, এমন সময় ওর সমবয়সী এক ডাক্তার সপ্রতিভ পদক্ষেপে ওয়ার্ডে ঢুকে ঠিক ওর পেছনে এসে দাঁড়াল।

"ব্রেইন-হার্নিয়াঅলা বাচ্চাটার আত্মীয় কি আছে এখানে?" টিনের বাঁশির মত চিকন তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ডাক্তার।

"হ্যাঁ," ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল বার্ড। "আমিই বাবা–"

বার্ডকে এমন দৃষ্টিতে জরিপ করল ডাক্তার, মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ চেয়ে আছে; এবং সেটা কেবল চোখজোড়াতেই শেষ হয়ে যায় নি; তার বাক্সের মত চিবুক আর ঝোলানো ভাঁজ-পড়া গলাও কচ্ছপের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে– এক নিষ্ঠুর আক্রমণাত্মক কচ্ছপ। কিন্তু তার চোখজোড়া, পাঁপড়িগুলো অভিব্যক্তিহীন ফোঁটার চেয়ে বড় না হওয়ায় এক ধরনের শাদাটে ভাব রয়েছে, সেখানে এক ধরনের জটিলতাবিহীন সারল্যের আভাস।

"এটা কি তোমার প্রথম বাচ্চা? সন্দিহান চোখে বার্ডকে জরিপ করতে করতে বলল ডাক্তার। "নিশ্চয়ই বুনো ধরনের ছিলে তুমি।"

"মানে–"

"এখন পর্যন্ত উল্লেখ করার মত কোনও অগ্রগতি নেই। আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ব্রেইন-সার্জারির কাউকে দিয়ে বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করাব আমরা; জান তো, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সেরা। অপারেশনের আগে বাচ্চাটাকে অবশ্যই শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে, তা নাহলে অপারেশনে কোনও ফায়দা হবে না। আমাদের এখানে ব্রেইন-সার্জারির ওপর খুব চাপ, তো স্বাভাবিকভাবেই সার্জনরা অযথা সময় নষ্ট করাকে এড়িয়ে চলে।"

"তাহলে– একটা অপারেশন হতে যাচ্ছে?"

"বাচ্চাটা যদি সার্জারি সহ্য করার মত যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, হ্যাঁ," বলল ডাক্তার, বার্ডের দ্বিধাগ্রস্ততাকে উল্টো বুঝেছে সে।

"অপারেশন করা হলে বাচ্চাটার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা থাকবে? গতকাল যে হাসপাতালে ও হয়েছে, ওরা বলেছে সার্জারির পরেও বড়জোর একটা নিরামিষ সত্তা পাওয়ার আশা করতে পারি আমরা।"

"একটা নিরামিষ– জানি না, কথাটা এভাবে বলা যায় কিনা..." বার্ডের প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে নীরবতায় ডুব দিল। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল বার্ড, আবার তার মুখ খোলার অপেক্ষা করছে। এবং আচমকা নিজের মাঝে এক বিশ্রী আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠা টের পেল ও। রিসেপশনে যখন শুনেছে বাচ্চাটা এখনও

BanglaBook.org

বেঁচে আছে তখনই মনের গহীন অন্ধকারে কালো ধাতব পিণ্ডের মত বেড়ে উঠেছিল অনুভূতিটা এবং আস্তে আস্তে এর ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশ্নটা আবার চেতন মনের ওপরে টেনে তুলল বার্ড: পিঠের ওপর একটা দানব শিশু নিয়ে কীভাবে আমি আর আমার স্ত্রী বাকি জীবন কাটাব? যেভাবেই হোক দানব-শিশুর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাকে। যদি না যাই, হায়, আমার আফ্রিকায় যাবার কী হবে? যেন একটা ইনকিউবেটরের দানব-শিশু গ্লাস-পার্টিশনের ওপাশ থেকে এগিয়ে আসছে ওর দিকে, আত্মরক্ষার তাগিদে যুদ্ধে জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করল বার্ড। একই সঙ্গে লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা, ঘামতে শুরু করল, ওর সঙ্গে আটকে থাকা অহমবোধের ফিতে-কৃমির লজ্জায়। রক্তের প্রবল গর্জনে বধির হয়ে গেছে একটা কাঁধ আর চোখজোড়া আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে যেন অদৃশ্য বিশাল হাতের ঘুসি লেগেছে। লজ্জার শিহরণ ওর চেহারায় লাল আগুন ছড়িয়ে দিল, চোখে চুঁইয়ে এল অশ্রু– আহ্, আন্তরিকভাবে ভাবল বার্ড, যদি দানবীয় নিরামিষ বাচ্চাটার ভার থেকে মুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু নিজের ভাবনাকে আবেদন হিসাবে ডাক্তারের কাছে পৌঁছাতে পারল না ও, লজ্জার বোঝাটা বড্ড ভারি। হতাশ হয়ে টম্যাটোর মত টকটকে লাল চেহারা নিয়ে মাথা নোয়াল বার্ড।

"অপারেশন করে বাচ্চাটাকে সারিয়ে তুলতে, আংশিক সারিয়ে তুলতে চাও না তুমি?"

শিউরে উঠল বার্ড: ওর মনে হচ্ছে বুঝি একটা চেনা আঙুল এইমাত্র ওর শরীরের সবচেয়ে কুৎসিত অথচ স্পর্শকাতর পুলকের জায়গায়, যেমন ওর অণ্ডকোষের মাংসল ভাঁজে, হাত বুলিয়ে দিয়েছে। রক্তিম হয়ে ওঠা চেহারায় এমন নীচু ভাবে আবেদনকে ভাষা দিল বার্ড, নিজে সহ্য করতে পারল না।

"যদি সার্জারির পরেও, সম্ভাবনা যদি খুবই ক্ষীণ হয়... স্বাভাবিক বাচ্চার মত ওর বেড়ে ওঠার...

বার্ড টের পেল ঘৃণার্হ হবার ঢালে প্রথম পা ফেলেছে ও। ঢাল বেয়ে সোজা নেমে যাবার সম্ভাবনাই জোরাল, চোখের সামনেই ওর ঘৃণার্হতা বরফের পিণ্ডের রূপ নেবে। আবার কেঁপে উঠল বার্ড, এর অনিবার্যতা বুঝতে পারছে। কিন্তু এখনও আগের মতই, ওর উত্তপ্ত, ঘোলাটে চোখজোড়া ডাক্তারের কাছে মিনতি করে চলছে।

"আমার ধারণা তুমি বুঝতে পারছ বাচ্চাটার জীবনের ইতি টানার জন্যে সরাসরি কোনও ব্যবস্থা নিতে পারব না আমি!" রুক্ষভাবে বার্ডের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল ডাক্তার, তার চোখে বিতৃষ্ণার ঝিলিক খেলে গেল।

"অবশ্যই না–" তাড়াতাড়ি করে বলল বার্ড, যেন খুবই অস্বাভাবিক কোনও কথা শুনেছে ও। পরক্ষণে বুঝতে পারল ওর চালাকিতে ধোঁকা বনে নি ডাক্তার। ফলে অপমানটুকু দ্বিগুণ হয়ে উঠল এবং অসন্তুষ্ট বার্ড নিজের পক্ষে আর সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল না।

"একথা ঠিক যে তুমি একজন তরুণ বাবা– কী, আমার বয়সী হবে না?" আস্তে আস্তে কচ্ছপ-মাথা ঘুরিয়ে গ্লাস-পর্টিশনের এপাশের অন্যান্য কর্মচারীর দিকে তাকাল

BanglaBook.org

ডাক্তার। বার্ডের সন্দেহ হল ডাক্তার ওর সঙ্গে ইয়ার্কি মারছে এবং আতঙ্কে এতটুকু হয়ে গেল ও। আমার সঙ্গে যদি ফাজলামো করার চেষ্টা করে সে, গলায় ফিকে সাহস নিয়ে আপনমনে ফিসফিস করল বার্ড, ওর মাথাটা পাক খাচ্ছে, আমি ওকে *খুন* করব! কিন্তু বার্ডের অসম্মানজনক পরিকল্পনায় যোগ দেয়ার ইচ্ছা ডাক্তারের। ওয়ার্ডের আর কেউ শুনতে পাবে না এমনি চাপা কণ্ঠে সে বলল:

"বাচ্চার দুধ নিয়ন্ত্রণ করা যাক। আমরা এমনকি চিনি-পানির বিকল্প দিতে পারি। কিছুদিন সে কেমন থাকছে দেখব আমরা, কিন্তু যদি সে দুর্বল হয়ে পড়ার লক্ষণ না দেখায়, অপারেশন করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকবে না।"

"ধন্যবাদ," সন্দেহ মেশানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল বার্ড।

"ওসব লাগবে না," ডাক্তারের বলার ঢঙে বার্ডের আবার সন্দেহ জাগল ওকে নিয়ে মশকরা করা হচ্ছে কিনা। এবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে যেভাবে বলে লোকে, তেমনি সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল, "চার-পাঁচ দিন পরে একবার ঢুঁ মেরে যেয়ো। হুট করে বড় ধরনের পরিবর্তন আশা করা যায় না, অযথা তাড়াহুড়ো করে সব জট পাকানোর কোনও মানে হয় না।" ঘোষণা দিল সে এবং ব্যাঙ যেভাবে গপ করে পোকা গিলে নেয় সেভাবে মুখ বন্ধ করল।

ডাক্তারের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে রেখে মাথা দোলাল বার্ড, পা বাড়াল দরজার দিকে। ও বেরিয়ে যাওয়ার আগেই নার্সের কণ্ঠস্বর বাধা দিল ওকে।

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্লিজ, হাসপাতালে ভর্তির ফর্মগুলো!"

যেন কোনও অপরাধের অকুস্থল থেকে পালাচ্ছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডর ধরে দ্রুত এগোল বার্ড। গরম লাগছে। প্রথমবারের ওর খেয়াল হল ওয়ার্ডটা এয়ারকন্ডিশন্ড ছিল, গ্রীষ্মে ওর প্রথম এয়ারকন্ডিশনের অভিজ্ঞতা। অপমানের উষ্ণ অশ্রু মোছার জন্যে অলক্ষ্যে হাত বোলাল বার্ড। কিন্তু ওর মাথার ভেতরটা চারপাশের হাওয়া আর চোখের পানির চেয়ে অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে আছে; খিঁচুনী-রোগির মত অনিশ্চিত পদক্ষেপে কাঁপতে কাঁপতে করিডর ধরে এগিয়ে গেল ও। একটা সিকওয়ার্ডের খোলা জানালা পাশ কাটিয়ে এগোনোর সময় ক্রন্দনরত রোগিরা মাটিতে শোয়া পশুর মত বা বসা অবস্থায় কাঠের মত নির্লিপ্ত চেহারায় দেখতে লাগল ওকে। করিডরের প্রাইভেট রুমে ভরা জায়গায় পৌঁছার পর ওর চোখের পানির বেগ কমে এল, কিন্তু অপমানের অনুভূতিটা চোখের পেছনে থুকোমার মত একটা শাঁসে পরিণত হয়েছে। এবং কেবল ওর চোখের পেছনেই নয়, শরীরের অসংখ্য গভীরতায় জমাট বাঁধছে তা। অপমানের অনুভূতি: একটা ক্যান্সার। অচেনা পিণ্ড সম্পর্কে সচেতন বার্ড, কিন্তু ওটার কথা ভাবতে পারছে না ও; ওর মগজটা জ্বলে খাঁক হয়ে গেছে, নিভে গেছে আগুন। একটা সিকরুম খোলা ছিল। হালকা গড়নের এক তরুণী, সম্পূর্ণ নগ্ন একটা মেয়ে ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে, যেন দরজা আগলে রেখেছে। নীলাভ ছায়ায় মেয়েটার শরীরটাকে পুরোপুরি গঠিত বলে মনে হল না। বাম হাতে স্তনের ক্ষীণ স্ফীতিটাকে আঁকড়ে ধরে আছে সে: ডান হাত নামিয়ে মসৃণ পেটে আঙুল বোলাচ্ছে মুহূর্তের জন্যে মেয়েটাকে পেছনের জানালা দিয়ে আসা আলোয়

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ ছায়ামূর্তির মত দেখাল। যদিও মেয়েটার প্রতি ভালোবাসার মত সহানুভূতিতে আলোড়িত হয়েছিল বার্ড, কিন্তু নিম্ফোম্যানিয়াককে তার নিঃসঙ্গ ক্লাইমেক্সে পৌঁছার সময় না দিয়েই খোলা দরজা পেরিয়ে গেল। অপমানের অনুভূতি এত প্রবল যে নিজের ছাড়া আর কারও কথা ভাববার উপায় নেই।

হাসপাতালের মেইন উইংয়ের দিকে চলে যাওয়া প্যাসেজওয়েতে বেরিয়ে আসার পর চামড়ার বেল্ট আর অ্যালিগেটর ওঅচ ব্যান্ড-অলা খুদে যুক্তিবিদ ওর নাগাল পেল। ওয়ার্ডে দেখানো তীব্র অগ্রাহ্যের ভাব নিয়েই বার্ডের পাশে চলে এল সে, উচ্চতার পার্থক্যটুকু ঘোচানোর জন্যে পায়ের গোড়ালির ওপর প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। বার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন সে কথা বলতে শুরু করল, তার কণ্ঠস্বর মনস্থির করে ফেলা লোকের মত গমগমে শোনাল। নীরবে শুনে গেল বার্ড।

"ওদের সঙ্গে তোমাকে লড়তে হবেই, বুঝেছ, লড়াই, লড়াই!" বলল সে। "এটা হাসপাতাল, বিশেষ করে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! বেশ, আজ ওদের শিক্ষা দিয়েছি আমি, নিশ্চয়ই আমার কথা শুনেছ তুমি!"

মাথা দোলাল বার্ড, খুদে লোকটার উচ্চারিত 'শাদা মলে'র কথা মনে পড়ল। হাসপাতালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুবিধা আদায়ের জন্যে বেপরোয়াভাবে ধাপ্পা দিতে গিয়ে মিসেস ম্যালাপ্রপের সঙ্গে এক দানে হেরে গেছে সে।

"আমার ছেলেটার লিভার নেই, বুঝেছ, সেজন্যেই যুদ্ধ করতে হবে আমাকে, চালিয়ে যেতে হবে লড়াই, তা না হলে ওকে ওরা স্রেফ জ্যান্ত ছ'টুকরো করে ফেলবে। না, এটাই খাঁটি সত্যি কথা! বড় কোনও হাসপাতালে যদি সবকিছু ঠিক ঠাক মত পেতে চাও, প্রথমেই তোমাকে লড়াই করার মুড সৃষ্টি করতে হবে! শান্ত, চুপচাপ ভাব করে ওদের প্রিয়পাত্র হবার চেষ্টা চালিয়ে কোনও ফায়দা নেই। মানে, যদি মরণাপন্ন কোনও রোগিকে নিয়ে যাও তুমি, সে এক বছরের পুরনো লাশের মত ঠাণ্ডা মেরে থাকবে। কিন্তু আমরা রোগির আত্মীয়রা ভাল মানুষ সেজে থাকতে পারি না। লড়! আমি তোমাকে বলছি, এটা লড়াই। কদিন আগে যেমন ওদের মুখের ওপর বলে দিয়েছি, যদি বাচ্চাটার লিভার না থাকে, ঠিক আছে যেন থাকে সেই ব্যবস্থা নাও! লড়াই করতে চাইলে কিছু কৌশল জানা থাকা চাই, সে জন্যে পড়াশোনা করেছি আমি। এবং আমি ওদের বলেছি, রেক্টাম ছাড়া বাচ্চাদের আর্টিফিসিয়াল রেক্টাম লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, সুতরাং একটা আর্টিফিসিয়াল লিভারের ব্যবস্থা করতে পারা উচিত তোমাদের। তাছাড়া, আমি বলেছি, একটা লিভারের মর্যাদা সাধারণ পায়ূপথের চেয়ে অনেক অনেক বেশি!"

হাসপাতালের সদর দরজায় পৌঁছে গেছে ওরা। বার্ড বুঝতে পারছে খুদে মানুষটা ওকে হাসাতে চাইছে, কিন্তু হাসার মত মেজাজে অবশ্যই নেই ও। "বাচ্চাটা কী ফল নাগাদ সেরে উঠবে?" দীর্ঘ নীরবতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার খাতিরে বলল ও।

"সেরে উঠবে? সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমার ছেলেটার লিভার নেই! আমি স্রেফ বিরাট হাসপাতালটার দুই হাজার কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফাইট করছি!"

BanglaBook.org

অনন্য দুঃখের লেশ আর খুদে লোকটার জবাবে দুর্বলের মর্যাদাবোধের সুর বার্ডকে চমকে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তার তিন-চাকার ট্রাকে স্টেশন পর্যন্ত লিফট্ নেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একাকী পায়ে হেঁটে বাস স্টপে চলে এল বার্ড। হাসপাতালকে তিরিশ হাজার ইয়েন দিতে হবে, ভাবল। টাকাটা কোত্থেকে যোগাড় করবে ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে; এবং সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তটিতে অপমানের শিহরণের জায়গা দখল করে নিয়েছে এক ধরনের মরিয়া ক্রোধ, যদিও তা বিশেষ কারও প্রতি নয়, ফলে কাঁপতে শুরু করেছে ও। ব্যাঙ্কে তিরিশ হাজার ইয়েনের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি টাকা জমা আছে, কিন্তু টাকাটা ও জমিয়েছিল আফ্রিকায় যাবার ফান্ড গড়ে তোলার সূচনা হিসাবে। এখনকার মত, কমবেশি ওই তিরিশ হাজার ইয়েন মনের অবস্থার একটা সূচকের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এখন এমনকি সেই সূচকটাও উপড়ে ফেলতে হচ্ছে। এখন একজোড়া রোড ম্যাপ বাদে বার্ডের কাছে আর কিছুই নেই আফ্রিকা ভ্রমণের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। সারা শরীর থেকে ঘাম বেরুতে শুরু করেছে ওর, ঠোঁট কান আর আঙুলের ডগাগুলোয় স্যাঁতসেঁতে কুৎসিত শিহরণ বোধ হচ্ছে। বাস স্টপে লাইনের একেবারে শেষ মাথায় দাঁড়াল ও, তারপর মশার গুঞ্জনের মত সুরে, খিস্তি করে উঠল: "আফ্রিকা? একেবারে বাজে কথা!" বার্ডের ঠিক সামনে দাঁড়ানো বয়স্ক লোকটা ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও মত পাল্টাল, এবং ধীরে বিশাল টেকো মাথাটা সোজা করে নিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগে শহরকে গ্রাস করে নেয়া গ্রীষ্ম সবাইকে বেদিশা করে দিয়েছে।

বার্ডও দুর্বলভাবে চোখ বন্ধ করল, এবং শিউরে উঠে ঘামতে লাগল। অচিরেই গা থেকে ঘামের গন্ধ ছড়ানো শুরু করবে। বাস আসে নি; তেতে আছে চারপাশ। অপমানের ভাঁজে আর বার্ডের মাথায় সমস্ত ক্রোধ প্রবল হয়ে উঠল, লালচে এক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। এবং পরক্ষণে যৌন আকাঙ্ক্ষার একটা শাখা অন্ধকার ফুঁড়ে বার্ডের চোখের সামনে তরুণ রাবার গাছের মত বেড়ে উঠল। চোখ বন্ধ রয়েছে ওর, ট্রাউজার জাপ্টে ধরে কাপড়ের ওপর দিয়ে উত্থিত শিশ্ন অনুভব করল ও। বিধ্বস্ত মনে হল নিজেকে, আর নীচ, বিষণ্ন; চরম অসামাজিক সেক্সের কামনা করল ও। যে ধরনের রতিক্রিয়া ওর মাঝে উষ্ণ হয়ে ওঠা অপমানের ঔজ্জ্বল্যের সামনে নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হবে। লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এসে আলোয় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা চোখে ট্যাক্সির খোঁজ করল বার্ড, চত্বরটাকে যেন নিগেটিভের ভেতর দিয়ে দেখছে ও, শাদা আর কালো অদলবদল হয়ে গেছে। হিমিকোর রুমে ফিরে যাবার ইচ্ছা হল ওর, যেখানে দিনের আলোর প্রবেশ রুদ্ধ। ও যদি আমাকে ফিরিয়ে দেয়, বিরক্তির সঙ্গে ভাবল বার্ড, যেন আঘাত করতে চায় নিজেকে, ওকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে তারপর বলাৎকার করবে।

BanglaBook.org

সাত

"কি জান বার্ড, আমাকে যখনই তোমার সঙ্গে বিছানায় নেয়ার চেষ্টা কর তখনই সবচেয়ে জঘন্য *অবস্থায়* থাক তুমি।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল হিমিকো। "এই মুহূর্তে আমার দেখা সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় বার্ড তুমি।"

গোঁয়ারের মত চুপ করে রইল বার্ড।

"কিন্তু তবুও তোমার সঙ্গে ঘুমাব আমি। আমার স্বামী আত্মহত্যা করার পর থেকে আর নৈতিকতার ব্যাপারে খুঁতখুঁত করি না; তাছাড়া, তুমি আমার সঙ্গে সবচেয়ে জঘন্য সেক্সের কথা ভেবে থাকলেও, আমি নিশ্চিত যে তাতেও *খাঁটি* কিছু আবিষ্কার করতে পারব, যাই করি না কেন।"

খাঁটি-প্রকৃত, সত্য, আসল, নিখাদ, স্বাভাবিক, বিশ্বস্ত, আন্তরিক; এক ক্র্যাম স্কুল ইংলিশ ইনস্ট্রাকটর তার মাথার ভেতর অনূদিত শব্দের মালা সাজাতে শুরু করল। ওর বর্তমান অবস্থায়, ভাবল বার্ড, কোনও অর্থই ওর সঙ্গে খাপ খাওয়ার ধারেকাছেও নেই।"

"বার্ড, তুমি আগে বিছানায় উঠে পড়; আমি গা ধুতে চাই।"

ঘামে ভেজা কাপড় খুলে ফেলল বার্ড, ব্যবহৃত ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর শুলো চিৎ হয়ে। দুহাতের ওপর মাথা রেখে চোখ সরু করে পেটের চারপাশের ভূঁড়ি আর শাদাটে আংশিক উত্থিত শিশ্নের দিকে তাকাল। বাথরুমের গ্লাসডোর হাট করে খোলা রেখে টয়লেটের ওপর পেছন ফিরে বসল হিমিকো, উরুজোড়া ফাঁক করে এক হাতে ধরা বড় আকারের পিচার থেকে পানি ঢেলে যৌনাঙ্গ ধুলো। বিছানা থেকে খানিক ক্ষণ ওকে জরিপ করল বার্ড এবং মনে মনে ধরে নিল এটা বিদেশী পুরুষদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থেকে পাওয়া বিদ্যে। এবার আবার চোখ ফিরিয়ে নিজের পেট আর পেনিসের দিকে তাকাল, অপেক্ষা করতে লাগল।

"বার্ড..." একটা বড় তোয়ালে দিয়ে সজোরে গা মুছতে মুছতে ওকে ডাকল হিমিকো; পানি ওর বুক পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে। আজ প্রেগন্যান্সির আশঙ্কা আছে; তুমি কি তৈরি হয়ে এসেছ?"

"না, আসি নি।"

BanglaBook.org

প্রেগন্যান্সি! শব্দটার জ্বলন্ত কাঁটাগুলো বার্ডের সবচেয়ে কোমল জায়গায় বিঁধল এবং নীচু, যন্ত্রণাময় গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। কাঁটাগুলো ওর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে আঁচড়ে কামড়ে দিল, জ্বলতে লাগল জায়গাগুলো।

"তাহলে একটা কিছু ভেবে বের করতে হবে আমাদের, বার্ড।" পিস্তলের শব্দের মত আওয়াজ করে পিচারটা নামিয়ে রাখল হিমিকো, তারপর একটা বাথ-টাওয়েলে গা মুছতে মুছতে বার্ডের পাশে চলে এল। এক হাতে বিব্রত ভঙ্গিতে নিস্তেজ হয়ে আসা শিশ্ন আঁকড়ে ধরল বার্ড।

"আচমকা হারিয়ে ফেলেছি আমি," বলল ও। "হিমিকো! এখন আমি আর কোনও কাজের নেই।" জোরে প্রাণবন্তভাবে শ্বাস নিতে নিতে তীক্ষ্ণ নজরে বার্ডের দিকে তাকাল হিমিকো, শরীরের দুপাশ আর দুই স্তনের মাঝখানের বুক মুছতে লাগল। যেন বার্ডের কথার পেছনে লুকানো অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ওর শরীরের গন্ধ কলেজের সময়কার গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ স্মৃতি জাগিয়ে তুলল, নিঃশ্বাস আটকে ফেলল বার্ড: রোদে চামড়া পোড়াতে পোড়াতে স্প্যানিয়েল কুকুর ছানার মত নাক বাঁকাল হিমিকো, শাদামাটা শুষ্ক হাসি দিল। লাল হয়ে গেল বার্ড।

"তোমার মনে হচ্ছে কাজের নও তুমি," বেপরোয়া সুরে বলল হিমিকো, তারপর তোয়ালেটা পায়ের কাছে ছেড়ে দিয়ে আপন শরীর দিয়ে বার্ডের শরীর ঢাকার জন্যে এগিয়ে এল, ওর ছোট বুকজোড়া ধাঁরাল দাঁতের মত বেরিয়ে আছে। কোনও শিশুর মত আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির কাছে হার মানল বার্ড: এখনও এক হাতে শিশ্ন ধরে রেখেছে, অপর হাতটা সোজা হিমিকোর পেটের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। ওর কোমল মাংসে হাত দেবে যেতেই যেন কুঁকড়ে এল বার্ডের গায়ের চামড়া।

"চিৎকার করে 'প্রেগন্যান্সি'র কথা বলাতেই এমন হয়েছে," ঝটপট সাফাই গাওয়ার সুরে বলল ও।

"আমি চিৎকার করি নি," রাগি চেহারায় আপত্তি জানাল হিমিকো।

"কথাটা দারুণ ধাক্কা দিয়েছে আমাকে। প্রেগন্যান্সি কথাটা আমি সহ্য করতে পারি না!"

হাত দিয়ে বুক আর পেট ঢাকল হিমিকো, সম্ভবত: বার্ড নাছোড়বান্দার মত ওর শিশ্ন ঢেকে রাখার কারণেই। প্রাচীন যুগের রেসলারদের মত, নগ্ন হয়ে লড়াই করত ওরা, সবার আগে খালি হাতে যার যার নাজুকতম অংশ রক্ষা করত ওরা এবং তারপর অবস্থান গ্রহণ করত, সতর্ক দৃষ্টিতে জরিপ করত পরস্পরকে।

"কী সমস্যা, বার্ড?" রাগবিহীন স্বরে বলল হিমিকো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে সে।

"প্রেগন্যান্সির কথা চিন্তা করতে গিয়ে নেতিয়ে পড়েছি আমি।"

উরুজোড়া জড়ো করে বার্ডের উরুর পাশে বসে পড়ল হিমিকো। সংকীর্ণ বিছানায় বাঁকা হয়ে সরে গিয়ে ওকে আরও জায়গা করে দিতে চাইল বার্ড। বুকজোড়া ঢেকে রাখা হাত নামিয়ে আলগোছে বার্ডের শিশ্নে জড়ানো হাত স্পর্শ করল হিমিকো।

BanglaBook.org

"বার্ড, আমি তোমার ওটা যথেষ্ট কঠিন করতে পারব," শান্ত কিন্তু আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল ও। "লাম্বারইয়ার্ডের ঘটনার পর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে।"

অন্ধকার আঁঠাল অসহায়ত্বের অনুভূতিতে তলিয়ে গেল বার্ড এবং নিজের হাতের ওপর হিমিকোর আঙুলগুলোর সুড়সুড়ি সহ্য করে গেল। নিজের সমস্যাটা কি ঠিকমত তুলে ধরতে পারবে ও? সন্দেহ আছে। কিন্তু বিপদের দেয়াল টপকানোর জন্যে বুঝিয়ে বলতে হবে ওকে।

"এটা কৌশলের ব্যাপার নয়," হিমিকোর বুকজোড়ার আন্তরিক দুঃখময় সম্ভাবনা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল বার্ড। "সমস্যাটা হচ্ছে ভয়ের।"

"ভয়?" মনে হল শব্দটার মাঝে লুকিয়ে থাকা কৌতুকের সন্ধান পাওয়ার আশায় উল্টেপাল্টে দেখছে হিমিকো।

"অদ্ভুত বাচ্চাটা যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সেই অন্ধকার জায়গাটাকে ভয় পাই আমি," ব্যর্থ রসিকতার সুরে কথাটা বলার চেষ্টা করল বার্ড, কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় আরও গভীর বিষাদে ডুবিয়ে দিল ওকে। "মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বাচ্চাটাকে দেখার পর আমার অ্যাপোলিনেয়ারের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেন্টিমেন্টাল মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে বাচ্চাটা অ্যাপোলিনেয়ারের মত কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছে। আমার অদেখা অন্ধকার বদ্ধ গহ্বরে নিঃসঙ্গ যুদ্ধে আঘাত পেয়েছে আমার বাচ্চা..." কথাগুলো বলার সময় অ্যাম্বুলেন্সে ঝরানো মিষ্টি, শোকমুক্তির কান্নার কথা মনে করল বার্ড, কিন্তু হাসপাতালের করিডরে আমার অপমান আর গ্লানির অশ্রু ইতিমধ্যে নিষ্কৃতির অতীত হয়ে গেছে। আমার দুর্বল শিশু আমি ওই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পারব না!"

"কিন্তু সেটা কী তোমার আর তোমার স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়? মানে, সেরে ওঠার পরে যখন আবার সে তোমার কাছে সেক্সের কথা বলবে তখনই তোমার এমন মনে হওয়া উচিত নয় কি?"

"আবার তা করতে পারব ধরে নিলেও–" দ্বিধান্বিত হল বার্ড, কয়েক সপ্তাহ দূরবর্তী আতঙ্কের মুহূর্তের কথা ভেবে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। "– জানি আমার ভয়ের মূলে থাকবে শিশুপুত্রের সঙ্গে ব্যভিচারে মিলিত হবার অনুভূতি হবে আমার। এখন বল, এমন ভাবনা কি ইস্পাতের শিশ্নকেও শিথিল করে দেবে না?"

"বেচারা বার্ড! আমি তোমাকে যত সময় দেব ততই তুমি নিজের '*অক্ষমতার*' পক্ষে একশো একটা *জটিল* যুক্তি বের করবে।"

নিজের ছোট কৌতুকে সন্তুষ্ট হিমিকো বার্ডের পাশে সংকীর্ণ জায়গাটুকুতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বাড়তি ওজনে হাস্যকর ভাবে টলে ওঠা বিছানায় জায়গা করে দেয়ার জন্যে নিজেকে আরও গুটিয়ে ফেলল বার্ড, মরণ-আতঙ্ক নিয়ে শুনতে লাগল কানের কাছে হিমিকোর চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। এরই মধ্যে যদি সে আকাঙ্ক্ষার কুণ্ডলীকে জাগিয়ে থাকে, ওর জন্যে একটা কিছু করতে পারলে বাধিত হবে ও। কিন্তু ওই অন্ধকার, অজানা ভাঁজে লুকানো বদ্ধ কালভার্টে নাজুক শিশ্নের পিণ্ডটাকে পাঠাতে

BanglaBook.org

পারবে না– ওর পক্ষে তা সম্ভব নয়। বার্ডের কানের পাশে হিমিকোর কানের লতির উত্তপ্ত ছোঁয়া লাগল। যদিও নিঃসাড় শুয়ে আছে সে, কিন্তু তার শরীরে যেন কামনার হাজার হাজার গো-মাছি আক্রমণ চালাচ্ছে। আঙুল, কিংবা ঠোঁট বা জিহ্বার সাহায্যে ওর প্রয়োজন খানিকটা মেটানোর কথা ভাবল বার্ড। কিন্তু গতকাল রাতে এসবকে মাস্টারবেশন বলে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে ও। এখন যদি আবার ও প্রসঙ্গ তোলে ও, আর একই ভাষায় প্রত্যাখ্যাত হয়, ওদের দুজনেরই মনে হবে ওরা পরস্পরকে নিষ্ঠুর রকম অবজ্ঞা করছে। বার্ডের মনে হল হিমিকোর মাঝে যদি সামান্য ধর্ষকাম থাকত তাহলে একটা কিছু করা সম্ভব হত। সব কিছু করতে রাজি আছে ও, যদি শুধু দুর্যোগ ছাঁপিয়ে ওঠা গহ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে। ওকে সে আঘাত করতে কিংবা লাথি মারতে বা মাড়াতে পারে এবং চুপচাপ সহ্য করে যাবে ও; এমনকি ওর মূত্রপানেও দ্বিধা করবে না। জীবনে প্রথমবারের মত নিজের ভেতর মর্ষকামীকে আবিষ্কার করল বার্ড। এবং যেহেতু এটা আত্মগ্লানির অন্তহীন জলাভূমির সঙ্গে ওর সম্পর্ক সৃষ্টির *পরের* ঘটনা, ফলে এইসব নতুন এবং তুচ্ছ অমর্যাদার প্রতি আত্মবিধ্বংসী কায়দায় আকর্ষণ বোধ করতে লাগল। ঠিক এভাবেই, ধারণা করল ও, লোকে মর্ষকামীতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সেটা *মুখে* বলতে অসুবিধে কি, এবং খোলামেলা হওয়াই ভাল। আজ থেকে খুব বেশিদিন পরে নয়, একচল্লিশ বছর বয়স্ক মর্ষকামী বার্ড হয়ত আজকের দিনটাকে এই দলে যোগ দেয়ার বার্ষিকী হিসাবে স্মরণ করবে। একটা তত্ত্ব খাড়া করার প্রয়াস পেল বার্ড: ওর অধ:পতন আর কোথাও নয়, আত্মকেন্দ্রিকতায়।

"বার্ড?"

"কী?" দায়সারা কণ্ঠে বলল বার্ড; তাহলে আক্রমণ শুরু হল!

"তোমার মনগড়া সেক্সুয়াল টাবুগুলোকে ধ্বংস করতে হবে তোমাকে। নইলে তোমার যৌনানন্দ মারাত্মকভাবে কুকড়ে যাবে!"

"জানি। এইমাত্র মর্ষকামের কথা ভাবছিলাম আমি।" বলল বার্ড। যথেষ্ট অবজ্ঞার সঙ্গে আশা করল ওর ছেড়ে দেয়া মশাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে হিমিকো এবং ধর্ষকাম সম্পর্কে প্রায়ই যে মজার জবাব দেয় ও সেটা বাড়িয়ে দেবে। পার্ভার্ট হওয়ার প্রত্যাশির বেপরোয়া সততারও অভাব আছে বার্ডের। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গ্লানির বিষ ওর ভেতর দারুণ ভেজাল মিশিয়ে দিয়েছে।

দ্বিধা-মেশানো নীরবতা বলে মনে হওয়া বিরতির পর হিমিকো যখন কথা বলল, সেটা বার্ডের হেঁয়ালির জবাব খোঁজার জন্যে নয়।

"তুমি যদি তোমার ভয়টাকে জয় করতে চাও, বার্ড, তোমাকে এর উদ্দেশ্যটাকে ঠিকমত চিহ্নিত করে একে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে।"

হিমিকোর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে এক মুহূর্ত নীরব রইল বার্ড।

"তোমার ভয়টা কি যোনিপথ আর জরায়ুর মধ্যেই সীমিত? নাকি মেয়েলি সবকিছু নিয়েই তোমার ভয়, যেমন নারী হিসাবে আমার সামগ্রিক অস্তিত্বের ব্যাপারেও?"

BanglaBook.org

এক মিনিট ভাবল বার্ড। "বোধ হয় যোনিপথ আর জরায়ু। যেহেতু আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, সুতরাং তুমি নগ্ন থাকা অবস্থা আমার পক্ষে তোমার মুখোমুখি না হতে পারার একমাত্র কারণ তোমার যোনিপথ আর জরায়ু অস্ত্র আছে!"

"সেক্ষেত্রে, তোমার তো কেবল যোনিপথ আর জরায়ু বাদ দিলেই চলে, তাই না?" সতর্ক নিরপেক্ষতার সঙ্গে বলল হিমিকো। "তুমি যদি ভয়টাকে যোনিপথ আর জরায়ুতে সীমিত রাখতে পার, তাহলে তোমার কেবল এই এলাকার শত্রুর বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। বার্ড! যোনিপথ আর জরায়ুর কোন জিনিসগুলো ভীত করে তোমাকে?"

"যেসব জিনিসের কথা বলছিলাম আমি। আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেমন বলবে, আরেকটা বিশ্ব রয়েছে ওখানে। এটা অন্ধকার, অনন্ত। মানব বিরোধী সব উপাদানে ভরপুর: এক অদ্ভুত জগৎ। এবং আমার ভয়; যদি ওখানে ঢুকি, ভিন্ন মাত্রার সময় ব্যবস্থায় আটকা পড়ে যাব আর ফিরে আসতে পারব না– আমার ভয়ের সঙ্গে মহাকাশচারীর অকল্পনীয় অ্যাক্রোফোবিয়ার বেশ মিল আছে!"

বার্ডের মনে হচ্ছে হিমিকোর যুক্তি এমনভাবে এগোচ্ছে যার ফলে ওর অপমানবোধ আরও প্রবল হয়ে উঠবে এবং কথার পর্দার আড়ালে গাঢাকা দিতে চাইছে কারণ তেমন কিছু এড়িয়ে যেতে চায় ও। কিন্তু হিমিকো দমবার পাত্রী নয়: "তুমি কি মনে কর যোনিপথ আর জরায়ু বাদ দেয়া গেলে নারীর শরীরকে আর ভয় লাগবে না?"

ইতস্তত করল বার্ড। তারপর লাল হয়ে ওঠা চেহারায় বলল, "এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, তবে, মানে, স্তন–"

"তার মানে তুমি বলছ যে পেছন দিক থেকে আমার দিকে অগ্রসর হলে ভয় লাগবে না।"

"কিন্তু–"

"বার্ড!" আর আপত্তি মেনে নেবে না হিমিকো। "আমি সবসময় ভেবেছি অল্পবয়সী ছেলেরা অনুকরণ করতে চায়, তুমি তেমন মানুষ। ছোট ভাইগুলোর কাউকে নিয়ে কখনও বিছানায় যাও নি তুমি?"

হিমিকোর তুলে ধরা পরিকল্পনা যৌনতার ব্যাপারে বার্ডের নিজস্ব খুঁতখুঁতানি জয় করার জন্যে যথেষ্টর চেয়ে বেশি। হতবিহ্বল হয়ে গেল বার্ড। এক লহমার জন্যে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার হাত হতে মুক্তি পেয়ে বার্ড ভাবল, আমার জন্যে সেটা কেমন হবে ভাবতে হবে না। অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে হিমিকোকে, হয়ত ওর শরীর ফেঁড়ে যাবে, রক্তক্ষরণ হবে ওর: আমরা দুজনই হয়ত নৈঃরায় মাখামাখি হয়ে যাব! কিন্তু সহসা, বিতৃষ্ণায় একগোছা দড়ির মত পাক খেয়ে একটা নতুন ইচ্ছা বোধ করতে শুরু করল বার্ড।

"পরে অপমানিত বোধ করবে না তো?" কামনায় কর্কশ হয়ে ওঠা গলায় জিজ্ঞেস করল বার্ড: এটা অনীহার শেষ উপস্থাপন।

"সেই লাম্বারইয়ার্ডে এক মধ্যশীতের রাতে রক্ত, কাদা আর কাঠের কুচিতে মাখামাখি হয়েও তো অপমানিত বোধ করি নি।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আমি ভাবছি," বলল বার্ড, "তোমার কি এতে ভাল লাগবে?"

"এই মুহূর্তে আমি শুধু তোমার জন্যে একটা কিছু করতে চাচ্ছি, বার্ড।" বলল হিমিকো। তারপর যেন বার্ড যাতে বিব্রত বোধ না করে সেটা নিশ্চিত করতে সীমাহীন কোমল কণ্ঠে যোগ করল, "তাছাড়া, আগেও যেমন বলেছি, চিন্তনীয় যেকোনওরকম সেক্সেই আমি *খাঁটি* কিছু আবিষ্কার করতে পারব।"

চুপ রইল বার্ড। বিছানার ওপর একটুও না নড়ে হিমিকোকে ওর ড্রেসারের ওপর রাখা ছোট ছোট জারের সারি থেকে একটা কিছু বেছে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল, পথে একটা ড্রয়ার থেকে লম্বা একটা তোয়ালেও বের করল সে। উদ্বেগের তরঙ্গ আস্তে আস্তে জোরাল হয়ে ডুবিয়ে দিতে চাইল ওকে। তড়াক করে উঠে বসল বার্ড, বিছানার পাশে গড়িয়ে দিয়েছিল হুইস্কির বোতল, তুলে নিল ওটা, বোতলের মুখে পান করল। এবার ওর মনে পড়ল, হাসপাতালের সামনে দুপুররোদে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে কদর্য সেক্সের কামনা করেছিল ও, কলঙ্কময় এক সঙ্গম চেয়েছিল। এবং এখন সেটা সম্ভব। আরেক ঢোক হুইস্কি পান করল বার্ড, ফের শুয়ে পড়ল বিছানায়। এখন ওর শিশ্ন তীক্ষ্ণ এবং কঠিন হয়ে গেছে, উত্তপ্তভাবে কাঁপছে। বিছানায় ফিরে আসার পর ওর চোখের দিকে তাকাল না হিমিকো, ওর চেহারায় দুঃখী, ভার-ভার অভিব্যক্তি। সেও অসাধারণ কোনও আকাঙ্ক্ষার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে? সন্তোষের সঙ্গে বার্ড অনুভব করল হাসি ঠোঁট থেকে গালে ছড়িয়ে পড়েছে ওর। সবচেয়ে উঁচু দেয়ালটা আগে পেরিয়েছি আমি, এবার অপমানের বাধাগুলোও সরিয়ে ফেলতে পারা উচিত–অসীম সময়ের দৌড়বিদের মত।

"বার্ড, এতে অস্বস্তিতে ভোগার কিছু নেই," নিজের সম্পর্কে বার্ডের ধারণার বিপরীত ইঙ্গিত আবিষ্কার করে বলল হিমিকো। "হয়ত দেখা যাবে আসলে কিছুই ঘটে নি।"

গোড়াতে হিমিকোর প্রতি অনুরাগী ছিল ও। কিন্তু একের পর এক ব্যর্থতা শেষে ও ভাবতে শুরু করেছিল যে হাস্যকর শব্দ আর বিচিত্র গন্ধ এক ধরনের তামাশা এবং ওর অসন্তোষ আস্তে আস্তে সব অনুভূতি মুছে দিল, রইল কেবল নিজের প্রতি অহঙ্কারভরা আচ্ছন্নতা। অচিরেই হিমিকোর কথা বিস্মৃত হল বার্ড, এবং সফল হয়েছে মনে হওয়ামাত্র প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠল ও। বিচ্ছিন্ন কিছু ভাবনা–ঝুলন্ত স্তন আর কর্কশ পাশবিক যৌনাঙ্গ ঘৃণা কর, নিজের ভেতর নিঃসঙ্গ অর্গাজম কামনা কর, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকা নারীর চোখ এড়িয়ে যাও–বার্ডের মনে চকচকে শ্যাপনেলের মত বিস্ফোরিত হল: এটা সুখানুভূতির পূর্বাবস্থা। সঙ্গমের সময় নারীর অর্গাজম নিয়ে উৎকণ্ঠায় ভোগা, যে প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর তার প্রতি দায়িত্বের কথা মনে গেঁথে রাখার মানে নিজের গলায় শেকল পরানোর জন্যে নিজের কম্পিত পেছন অংশের সঙ্গে যুদ্ধ করা: বার্ড ওর জ্বলন্ত মাথার ভেতর এক রণ-হুঙ্কার ছাড়ল: সবচেয়ে বিশ্রীভাবে একটা মেয়েকে এখন অপমানিত করছি! যা কিছু মন্দ আর খারাপ তার সবই করার ক্ষমতা রাখি আমি, আমিই খোদ অপমান,

BanglaBook.org

আমার শিশ্ন থেকে নিঃসৃত তপ্ত বস্তু আসলে আমি, রুষে উঠল ও এবং এমন প্রবল এক অর্গাজমে আচ্ছন্ন হল যে ঝিমঝিম করে উঠল ওর মাথা।

পুলকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বার্ড এবং প্রতিটি কাঁপুনি হিমিকোর কণ্ঠ থেকে যন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদ বের করে আনছে। অর্ধ সচেতনভাবে ওর আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে বার্ড। আচমকা, যেন ঘৃণা ওর সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছে, হিমিকোর মাথা আর কাঁধের জোড়ায় কামড় দিল ও। আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। চোখ খুলে বার্ড দেখল একফোঁটা রক্ত ওর ধূসর হয়ে ওঠা কানের লতির পাশ দিয়ে গড়িয়ে গালের দিকে নেমে যাচ্ছে। আবারও গুঙিয়ে উঠল ও।

অর্গাজম মিলিয়ে যাবার পরেই কেবল কী করেছে বুঝতে পারল বার্ড, নিজেকে যেন পাথর বনে গেছে বলে মনে হল ওর। মনে মনে ভাবল এমন অমানুষিক সঙ্গমের পর ওদের সম্পর্কের মাঝে আর মানবতা ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা। পাথরের মত উপুড় হয়ে শুয়ে রইল ও, অনিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে; মনে মনে চাইল নিজেকে নিভিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রতিদিনের নৈমিত্তিক কোমলতায় ভরা কণ্ঠে ফিসফিস করে হিমিকো বলল:

"নিজেকে স্পর্শ না করে বাথরুমে চলে এস; আমি বাকিটা সেরে দিচ্ছি।"

বিস্ময়ের সঙ্গে উদ্ধার আর মুক্তি দেখা দিল। জ্বলন্ত চেহারায় অন্য দিকে তাকিয়ে রইল বার্ড, যেন প্যারালাইজড্ প্রতিবন্ধী ও, এমনিভাবে ওর ব্যবস্থা করল হিমিকো। আস্তে আস্তে বিস্ময় দখল করে নিল বার্ডকে। কোনও সন্দেহ নেই যে, এক সেক্সুয়াল এক্সপার্টের হাতে পড়েছে ও। মধ্যশীতের সেই রাতের পর ওর বন্ধুটি কত দীর্ঘ পথইনা পাড়ি দিয়ে এসেছে। কেবল কাঁধে ওর কামড়ে সৃষ্ট ক্ষতটাকে জীবাণুনাশক ছুঁইয়ে দিয়ে হিমিকোর যত্নের প্রতিদান দিল বার্ড। তিনটা বিক্ষিপ্ত দাঁতের দাগ নিরীহ কোনও শিশুর মত আনাড়ি হাতে ধুয়ে দিল। স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল হিমিকোর চেহারা আর চোখের পাতায় আস্তে আস্তে রঙ ফিরে আসছে।

চাদর বদলানোর পর, বার্ড আর ওর বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে আছে বিছানায়। এখন ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। হিমিকোর নীরবতা বার্ডকে বিষণ্ন করে তুলল, কিন্তু ওর শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে আশ্বস্ত বোধ করল ও, ফিকে আলোয় শান্ত চোখে ওপরে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। তাছাড়া, বার্ড নিজেও গভীর শান্তির অনুভূতিতে ছেয়ে আছে, মনস্তাত্ত্বিক খননের ইচ্ছা থেকে অনেক দূরে। কৃতজ্ঞতার অনুভূতি উপভোগ করছে ও। ওর আবিষ্কার করা শান্তির জন্যে কৃতজ্ঞতাটুকু কেবল হিমিকোর মাঝেই সীমিত নেই, ভয়ঙ্কর ফাঁদ নিয়ে ওর চারদিকে পাক খাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণিপাকের মুখে যদিও এটা দীর্ঘস্থায়ী হবার নয়। অবশ্য ওকে ঘিরে রাখা অপমানের রিংটা এখনও বড় হয়ে উঠছে: ওর অপমানের একটা প্রতীক ইতিমধ্যে দূরের এক হাসপাতালে স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শান্তির এক উষ্ণ চৌবাচ্চায় ঠেস দিয়ে আছে বার্ড। এবার ও লক্ষ্য করল এক অভ্যন্তরীণ বাধা অতিক্রম করা গেছে, দূরে সরে গেছে তা।

BanglaBook.org

"স্বাভাবিকভাবে আরেকবার চেষ্টা করব নাকি আমরা?" জিজ্ঞেস করল বার্ড। "আমি আর এখন ভয় পাচ্ছি না।"

"ধন্যবাদ, বার্ড। দরকার মনে করলে ঘুমের বড়ি খেয়ে নাও না কেন। তারপর রাত পর্যন্ত ঘুমোনো যাক। ঘুম ভাঙার পরেও যদি ভয় থেকে মুক্ত থাক–"

সায় দিল বার্ড। বর্তমান অবস্থায় ঘুমের বড়ি দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না ওর।

"আমাকে অনেক আরাম দিয়েছ তুমি," সহজ-গলায় বলল ও।

"আমি সেটাই চেয়েছি। বাজি ধরে বলতে পারি এসবের শুরু হবার পর একবারও আরামের দেখা পাও নি তুমি। এটা ভাল কথা নয়, বার্ড। এরকম পরিস্থিতিতে তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে যাতে অন্তত প্রয়োজনীয় আরাম দেয়ার মত কাউকে পাশে পাওয়া যায়। নইলে প্রয়োজনের সময় তোমার সাহস হারিয়ে যাবে। তোমাকে কোলাহল থেকে সরিয়ে নেয়ার সময় আসবে যখন, অসহায় হয়ে পড়বে তুমি।"

"সাহস?" হিমিকো কী বোঝাতে চেয়েছে না ভেবেই বলে উঠল বার্ড। "কখন আবার আমার সাহস রাখার প্রয়োজন হবে?"

"ওহ্, প্রয়োজন হবে, বার্ড, এখন থেকে বহুবার," বেপরোয়াভাবে বলল হিমিকো, কিন্তু ওর কণ্ঠে হাসিহীন কর্তৃত্ব প্রকাশ পেল।

বার্ড আবিষ্কার করল দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামে পুরনো এবং পরীক্ষিত যোদ্ধার মত হিমিকোর দিকে তাকিয়ে আছে ও, ওর চেয়ে তুলনামূলক অনেক বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে মেয়েটার। ও কেবল সেক্সুয়াল এক্সপার্টই নয়, ওর যোগ্যতা এই কঠিন দুনিয়ায় অন্যান্য হাজারো বিষয়ের দিকেও প্রসারিত। আপন মনে স্বীকার গেল বার্ড: হিমিকোর প্রভাব বলয়ে চলে যাচ্ছে ও: ওর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার সুবাদেই এই মাত্র আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। ইন্টারকোর্সের পরে আগে কি কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে জটিলতাহীন আলাপ করতে পেরেছে ও? মনে পড়ে না। সেক্সের পর এমনকি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে হলেও, বরাবরই আত্ম করুণা আর বিতৃষ্ণার অনুভূতিতে বন্দী হয়েছে বার্ড। কথাটা হিমিকোকে বলল বার্ড।

"আত্ম-করুণা? বিতৃষ্ণা? বার্ড, তাহলে তোমাকে সেক্সুয়ালি পরিণত বলা যাবে না। আর যার সঙ্গে তুমি ঘুমিয়েছ, সেই মেয়েও নির্ঘাৎ আত্ম-করুণা আর বিতৃষ্ণা বোধ করেছে। বাজি ধরে বলতে পারি কাজটায় কখনও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় নি, তাই না, বার্ড?"

ঈর্ষান্বিত বোধ করছে বার্ড, হিংসাও। মধ্যরাতে জানালার ওপাশ থেকে হিমিকোর নাম ধরে ডাকাডাকি করা সেই অল্পবয়সী তরুণ আর ডিম-মাথা কেতাদূরস্ত পোশাকের লোকটা নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়ার মত ইন্টারকোর্সে মিলিত হয়েছিল। খিটখিটে মেজাজে চুপ করে রইল বার্ড, আবার বেপরোয়া ঢঙে হিমিকো বলল, যদিও বোঝা গেল পরিষ্কার মন:ক্ষুণ্ন হয়েছে সে:

BanglaBook.org

"কারও সঙ্গে সেক্সের পর নিজের জন্যে অনুকম্পা বোধ করার চেয়ে ঔদ্ধত্যময় বাজে কিছু আর হতে পারে না। বার্ড, এমনকি বিতৃষ্ণাও তার চেয়ে ঢের ভাল!"

"ঠিক বলেছ সেক্সের পর যেধরনের লোক নিজের জন্যে করুণা বোধ করে, সাধারণত তারা তোমার মত এক্সপার্টের সাহায্য পায় না এবং তারা তাদের আত্মবিশ্বাস খুইয়ে বসেছে।"

বার্ডের মনে হল কোনও সাইকায়াট্রিস্টের কাউচে শুয়ে আছে ও; এবং যখন লজ্জা ভুলে নিজে থেকে শুরু করা কথা শেষ করল, আবার ঘুমে হারিয়ে যেতে শুরু করল, ভাবতে লাগল এই অসাধারণ মেয়েকে বিয়ে করার পর এক তরুণ কীভাবে আত্মহত্যা করতে পারে। মাথার ভেতরের ঘুমের ভাইরাসের সৃষ্ট ভোঁতা শূন্যতায় চিন্তাটা জোরাল হয়ে উঠল: বার্ড এবং অন্য দুজনকে সহ্য করার ভেতর দিয়ে তার মৃত স্বামীর জন্যে প্রায়াশ্চিত্ত করছে না তো হিমিকো? ঠিক এই রুমেই আত্মহত্যা করেছিল লোকটা, এই বিছানা থেকেই বার্ডের মত নগ্ন অবস্থায় ঝুলে পড়েছিল। সেদিন হিমিকোর ফোনে ডাক পেয়ে এখানে এসে র‍্যাফটারের সঙ্গে ঝোলানো ফাঁস থেকে তরুণের লাশ মুক্ত করে মেঝেতে শোয়াতে সাহায্য করেছিল বার্ড, ঠিক যেমন করে কসাই ফ্রিযারের ভেতর জমাট হুক থেকে মাংসের টুকরো নামায়। ঘুমের পর্দার ঠিক নিচে ফ্যাকাশে স্বপ্নে বার্ড দেখল ও স্বয়ং আর মৃত তরুণ একই লোক। মনের সজাগ অংশ ওকে বলেছে যে হিমিকো ওকে গা মুছে দিচ্ছে ওদিকে স্বপ্নে আতঙ্কে ভুগছে এই ভেবে যে, ওর শরীরে মেয়েটার কম্পিত হাতের নড়াচড়া যেন লাশ পবিত্র করছে। *আমিই* মৃত তরুণ, ভাবল বার্ড, এবং আসন্ন গ্রীষ্ম সহ্য করা অনেক সহজ হয়ে যাবে, কেননা মৃত তরুণের শরীর শীতের গাছের মতই শীতল! শিউরে উঠে স্বপ্নের উপরিতলে উঠে আসার প্রয়াস পেল ও; ফিসফিস করে বলল, "*কিন্তু আমি আত্মহত্যা করব না!* এবং আরও গভীর ঘুমের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

বার্ডের ঘুম ভাঙার স্বপ্নটা ছিল কর্কশ, ওকে ঘুমের দিকে নিয়ে যাওয়া নিষ্পাপ স্বপ্নটার ঠিক উল্টো, কাঁটায় ভরা একটা জিনিস যা বেদনা জাগিয়ে তোলে। বার্ডের বেলায় ঘুম হচ্ছে একটা সুড়ঙ্গ বিশেষ যার প্রশস্ত এবং সুগম মুখ দিয়ে ঢোকে ও আর বেরোতে হয় সরু মুখ দিয়ে। বেলুনের মত ফুলতে ফুলতে ওর শরীরটা অন্ত হীন মহাশূন্যের আবছা অন্ধকার অতিক্রম করে যাচ্ছে। অন্ধকারের ওপাশের এক ট্রাইব্যুনালের সমন পেয়েছে ও এবং বাচ্চাটার মৃত্যুর জন্যে নিজের দায়িত্ব ওদের চোখের আড়াল করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জানে ও, জুরিদের ভাঁওতা দিতে পারবে না, কিন্তু একই সময়ে বুঝতে পারছে যে আপীল করতে চাইবে– হাসপাতালের ঐ লোকগুলো ঘটিয়েছে ঘটনাটা। শাস্তি থেকে বাঁচতে আর কিছু করার নেই আমার? কিন্তু যতই ভেসে যাচ্ছে ততই জঘন্য হয়ে উঠছে ওর ভোগান্তি, যেন একটা খুদে যেপেলিন।

জেগে উঠল বার্ড। এমন কোনও পেশি নেই যেটা আড়ষ্ট আর ব্যথা করছে না, যেন এমন কোনও জন্তুর আস্তানায় শুয়ে ছিল যেটার শরীর ওর চেয়ে আলাদা। মনে

BanglaBook.org

হচ্ছে ওর পুরো শরীর বুঝি কয়েক পরত প্লাস্টারে ঢাকা। কোথায় রয়েছি আমি– এমন গুরুতর একটা মুহূর্তে! ফিসফিস করল ও, আবছা কুয়াশায় সতর্কতার শুর বাড়িয়ে দিল। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যখন দানবের মত একটা বাচ্চার সঙ্গে মারপিট করছে! ওয়ার্ডে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনার কথা মনে করল বার্ড এবং বিপদের অনুভূতি অপমানের অনুভূতির কাছে পরাভূত হল। এমন নয় যে বিপদ কেটে গেছে; অপমানের শিহরণের আড়ালে জমাট বেঁধে গেছে সেটা। শালার কোথায় আমি– এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা মুহূর্তে!

কণ্ঠস্বর সামান্য চড়াল বার্ড এবং বুঝতে পারল আতঙ্কের জারক রসে ভিজে আছে তা। যেন খিঁচুনী খাচ্ছে, মাথা নাড়ল ও এবং অন্ধকারের কেমন ফাঁদে আটকা পড়েছে বোঝার জন্যে সূত্র খুঁজছে– শিউরে উঠল ও।

ছোট শিশুর মত নগ্ন হয়ে আছে ও, প্রতিরক্ষাহীন এবং অবস্থা আরও খারাপ করার জন্যে আরও কে যেন একইরকম নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে ওর পাশে। ওর স্ত্রী? ও কি স্ত্রীর সঙ্গে ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে এবং এখনও তার জন্ম দেয়া অদ্ভুত বাচ্চাটার খবর জানায় নি? আহ্, তা হতে পারে না! ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে নগ্ন মেয়েটার মাথা স্পর্শ করল বার্ড। অন্য হাতটা ওর নগ্ন কাঁধ হয়ে পাশে নামিয়ে আনার সময় (দেহটা বিরাট, জান্তব কোমলতায় ভরা, ওর স্ত্রীর একেবারে বিপরীত বৈশিষ্ট্য) আস্তে আস্তে কিন্তু ক্রমাগত ওর দিকে শরীর ঘোরাল নগ্নিকা। সচেতনতা স্পষ্টতায় তীক্ষ্ণ রূপ নিল; এবং বার্ড ওর প্রেমিকা হিমিকোকে দেখতে পেয়ে কামনাও আবিষ্কার করল, যেটা এখন আর নারীদেহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। দুই হাত আর কাঁধের ব্যথা অগ্রাহ্য করে ভাল্লুক যেভাবে শত্রুকে আলিঙ্গন করে সেভাবে হিমিকোকে জড়িয়ে ধরল বার্ড। এখনও ঘুমে মগ্ন ওর শরীর, দীর্ঘ এবং ভারি। চাপ বাড়িয়ে চলল বার্ড, যতক্ষণ না মেয়েটা ওর বুক আর পেটের সঙ্গে মিশে গেল আর মাথাটা কাঁধের পেছনে অসাড় হয়ে ঝুলতে থাকল। ওর উঁচু হয়ে থাকা মুখের দিকে তাকাল বার্ড; অন্ধকারে ফর্শা হয়ে ফুটে ওঠা চেহারাটাকে দারুণ তারুণ্যময় মনে হচ্ছে। হঠাৎ জেগে উঠল হিমিকো, বার্ডের উদ্দেশে মৃদু হাসল এবং মাথাটা সামান্য নাড়িয়েই উষ্ণ শুষ্ক ঠোঁটে স্পর্শ করল ওকে। শরীরের ভঙ্গি বদল না করেই মসৃণভাবে সঙ্গমে মিলিত হল ওরা।

"বার্ড, আমি কাজ সারা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না?" এখনও হিমিকোর কণ্ঠে ঘুমের রেশ। নিশ্চয়ই প্রেগন্যান্সির আশঙ্কার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে সে, কারণ নিজের আনন্দের জন্যে অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে ও।

"নিশ্চয়ই পারব," দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল বার্ড, উত্তেজিত, এক নাবিক যেন এইমাত্র এগিয়ে আসা ঝড়ের খবর পেয়েছে। সাবধানে অগ্রসর হল ও, সতর্ক যাতে ওর দেহের নড়াচড়া থেকে সংযম হারিয়ে না ফেলে পারে। এবার লাম্বারইয়ার্ডে নিজের করুণ কাণ্ড-কারখানা শোধরানোর আশা করছে ও।

"বার্ড!" অন্ধকার ফুঁড়ে ওপর দিকে উঠে আসা ছেলেমানুষির চেহারার সঙ্গে মানানসই করুণ আর্তনাদ ছাড়ল হিমিকো। ব্যক্তিগত যুদ্ধে সহযোদ্ধাকে সঙ্গদানকারী

BanglaBook.org

সৈনিকের মত নিজেকে সংযত রাখল বার্ড আর ওদের সঙ্গম থেকে হিমিকো ওর নিজস্ব *খাঁটি* কিছু আদায় করে নিল। ওদের চরম মুহূর্তের দীর্ঘক্ষণ পর হিমিকোর গোটা শরীর কাঁপতে শুরু করল। তারপর অসহায় এবং নাজুক হয়ে পড়ল সে, একেবারেই নারীসুলভ কোমল এবং সবশেষে পেটভর্তি পশুছানার মত একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেখানে শুয়েছিল সেখানেই অঘোর ঘুমে তলিয়ে গেল। নিজেকে মুরগি পাহারা দেয়া একটা মোরগের মত মনে হল বার্ডের। ওর বুকের নিচে আধা-লুকানো মাথা থেকে উঠে আসা ঘামের জোরাল গন্ধ নাকে টেনে নিঃসাড় শুয়ে রইল বার্ড, কনুইয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছে শরীরের ভার, যাতে নিচে শুয়ে থাকা মেয়েটাকে ব্যথা দিয়ে না বসে। এখনও মারাত্মক রকম উত্তেজিত হয়ে আছে ও, কিন্তু হিমিকোর স্বাভাবিক ঘুমে বাদ সাধতে চাইল না। কয়েক ঘণ্টা আগে ওর মগজ দখল করে রাখা মেয়েলি সবকিছুর প্রতি অভিশাপকে হটিয়ে দিয়েছে বার্ড এবং যদিও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নারীসুলভ লাগছে হিমিকোকে, সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারছে তাকে। ওর কৌশলী যৌন-সঙ্গী বুঝতে পেরেছে এটা: অচিরেই হিমিকোর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে শুনতে পেল বার্ড, অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। কিন্তু যখন সাবধানে নিজেকে মেয়েটার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল, শিশ্নের ওপর উষ্ণ কোমল হাতের বাঁধনের মত অনুভূতি বোধ করল ও। ঘুমের মধ্যেই অধিকার ধরে রাখার পরীক্ষা চালাচ্ছে হিমিকো। মৃদু কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি বোধ করল বার্ড। সানন্দে হাসল ও-ও এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ঢলে পড়ল।

আবার সুড়ঙের মত হল ঘুম। হাসিমুখে ঘুমের সাগরে নামল বার্ড, কিন্তু বাস্তবতার সৈকতে ফেরার সময় এক শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ঙ্কর স্বপ্নে আক্রান্ত হল। কাঁদতে কাঁদতে স্বপ্নের কবল থেকে পালাল ও। যখন চোখ খুলল, হিমিকোও জেগে উঠেছে, উদ্বিগ্ন চোখে দেখছে ওর চোখের পানি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আট

এক হাতে জুতোজোড়া আর অন্য বগল তলায় একটা আঙুর ভর্তি ঠোঙা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে স্ত্রীর হসপিটাল রুমের দিকে উঠছে বার্ড, এমন সময় কাঁচের চোখঅলা ডাক্তারকে নামতে দেখা গেল। মাঝপথে মিলিত হল ওরা। বার্ডের কয়েক ধাপ ওপরে থাকতেই থামল এক-চক্ষু ডাক্তার, এমনভাবে গলার স্বর নিচের দিকে চালান করল যে বার্ডের মনে হল মহা কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে সে। আসলে ডাক্তার কেবল বলেছে, "কী অবস্থা?"

"ও বেঁচে আছে," বলল বার্ড।

"সার্জারির কী খবর?"

"ওরা মনে করছে অপারেশন করার আগেই দুর্বল হয়ে মারা যাবে বাচ্চাটা," বলল বার্ড, টের পেল উঁচু করে রাখা চেহারা লাল হয়ে গেছে।

"বেশ, সেটাই হয়ত সবচেয়ে ভাল হবে!"

বার্ডের চেহারার রঙ লক্ষ্যণীয়ভাবে আরও গাঢ় হল এবং মুখের কোণ কাঁপতে শুরু করল। ওর প্রতিক্রিয়ায় ডাক্তারের চেহারাও লাল হয়ে উঠল।

"বাচ্চার মাথার কথা তোমার স্ত্রীকে জানান হয় নি," বার্ডের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল সে। "সে মনে করেছে বিকৃত অঙ্গ আছে। অবশ্য, মগজটাও একটা অঙ্গ, সেটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, সুতরাং কথাটা মিথ্যে নয়। জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরুনোর জন্যে যদি মিথ্যা দিয়ে চেষ্টা চালাতে যাও, পরে যখন আসল কথাটা বেরিয়ে আসবে, আবার নতুন করে মিথ্যা বলতে হবে তোমাকে। কী বলতে চাচ্ছি, বুঝতে পারছ?"

"হ্যাঁ," বলল বার্ড।

"বেশ, তাহলে আমার করার মত কিছু থাকলে জানাতে দ্বিধা করো না।" কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে পরস্পরকে বাউ করল বার্ড আর ডাক্তার, পরস্পরের চেহারার দিকে না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল একে অন্যকে। বেশ, সেটাই হয়ত সবচেয়ে ভাল হবে! বলেছে ডাক্তার। ওর অপারেশন আগেই দুর্বল হয়ে মারা যাওয়াটা। তার মানে হবে, নিরামিষ শিশুটার হাত থেকে মুক্তি লাভ—নিজের হাতে ওটাকে হত্যা করার গ্লানি ছাড়াই। তোমাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক আধুনিক হাসপাতালের ওয়ার্ডে বাচ্চাটার দুর্বল হয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মারা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। আর অপেক্ষা করার অবসরে ওটার কথা ভুলে থাকাটাও অসম্ভব নয়:

BanglaBook.org

সেটাই হবে বার্ডের কাজ। বেশ, সেটাই হয়ত সবচেয়ে ভাল হবে! গভীর এবং প্রবল গ্লানির অনুভূতি আবার চাগিয়ে উঠল, গোটা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে, টের পেল ও। ওকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া নানা-রঙা রেয়নের নাইটগাউন পরে সন্তান-সম্ভবা মা আর সদ্য সন্তান জন্ম দেয়া সেই মহিলাদের মত, যারা ওদের দেহে বিশাল একটা জীবন্ত পিণ্ড বয়ে বেড়াচ্ছে এবং যারা পুরোপুরি এর স্মৃতি আর অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি, তাদের মত ছোট এবং সতর্ক পদক্ষেপে এগোল বার্ড। নিজেই প্রেগন্যান্ট ও, মগজের জরায়ুতে একটা বিশাল জীবন্ত পিণ্ড বইছে যেটা কিনা গ্লানির শিহরণ। প্রকৃত কোনও কারণ ছাড়াই পাশ কাটিয়ে যাবার সময় করিডরের মহিলারা রুক্ষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাচ্ছে এবং প্রতিটি দৃষ্টির সামনে মিয়ানো চেহারায় মাথা নত করে চলল বার্ড। ওর অদ্ভুত বাচ্চাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে ওকে হাসপাতাল ছেড়ে যেতে দেখেছিল এই মহিলারাই, ঠিক প্রেগন্যান্ট দেবীদের এই দলটাই। এক মিনিটের জন্যে নিশ্চিত বোধ করল ও যে তারপর ওর ছেলের কী হয়েছে জানে ওরা। এবং সম্ভবত, ভেন্ট্রিলোকুইস্টদের মত, মনে মনে বিড়বিড় করছে ওরা। আহ্! যদি ওই বাচ্চাটার কথা বলে থাক, এক শিশু-কসাইখানায় একটা কার্যকর কনভেয়র সিস্টেমে বসানো হয়েছে ওকে এবং প্রতি মিনিটে দুর্বল হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে– বেশ, সেটাই হয়ত সবচেয়ে ভাল!

ঘূর্ণিবাতাসের মত অগুণতি শিশুর আর্তচিৎকার ঘিরে ধরল বার্ডকে। বুনো ভঙ্গিতে চক্কর খাওয়া ওর চোখজোড়া ইনফ্যান্ট ওয়ার্ডের দোলনার সারির ওপর গিয়ে পড়ল। প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতে করিডর ধরে পালাল বার্ড: ওর মনে হল বাচ্চাদের কয়েকটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর স্ত্রীর রুমের দরজার সামনে সাবধানে নিজের দুহাত, বাহু, কাঁধ এমনকি বুক শুঁকল বার্ড। বলা যায় না, সিক-বেডে শুয়ে ওর জন্যে অপেক্ষমান স্ত্রী শান দেয়া তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ শক্তি দিয়ে ওর শরীরে হিমিকোর সৌরভ পেয়ে গেলে বিপদ আরও কতটা জটিল হয়ে উঠবে। ঘুরে দাঁড়াল বার্ড, যেন পালানোর একটা পথ ঠিক করে রাখতে চায়: আবছা করিডর জুড়ে নাইটগাউন পরা তরুণীরা ম্লান আলোর ভেতর দিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। পাল্টা কুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করার কথা ভাবল বার্ড, কিন্তু স্রেফ দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল ও, দুর্বল টোকা দিল দরজায়। আকস্মিক দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত তরুণ স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছে ও।

বার্ড যখন রুমে পা রাখল, ওর শাশুড়ী, জানালার রসাল, সবুজ গাছপালার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর দিকে তাকিয়ে আছে ওর স্ত্রী, ছড়িয়ে দেয়া উরু ঢেকে রাখা ব্ল্যাঙ্কেটের স্তূপের ওপাশ থেকে শেয়ালের মত মাথা তুলে রেখেছে। সবুজাভ উজ্জ্বল আলোয় দুজনের চেহারায় সচকিত অভিব্যক্তি দেখা গেল। বিস্ময় আর দুঃখমেশানো কয়েকটা মুহূর্তের মাঝে বার্ড লক্ষ্য করল এই দুজন মহিলার রক্তের বন্ধন তাদের সকল বৈশিষ্ট্য এমনকি সূক্ষ্ম ভঙ্গিমাতেও প্রকাশ পাচ্ছে।

"আমি তোমাদের চমকে দিতে চাই নি, আমি নক করেছি, কিন্তু হালকাভাবে–"

BanglaBook.org

"আহ্, বার্ড," দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওর স্ত্রী, দ্রুত জলে ভরে ওঠা বিধ্বস্ত চোখে তাকিয়ে রইল বার্ডের দিকে। মুখে মেকাপ না থাকায় আর চামড়ার ওপরের রঙ স্পষ্ট দেখা যাওয়ায় ওকে বহু বছর আগে যখন বার্ডের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখনকার বালকসুলভ চেহারার টেনিস প্লেয়ারের মত লাগছে। স্ত্রীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভয়াবহ রকম নাজুক মনে হল বার্ডের; আঙুর ভর্তি ঠোঙাটা ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর রাখার সময় ইচ্ছা করেই সামনের ঝুঁকে পড়ল, যেন নিজেকে আড়াল করতে চায়। খাটের নিচে রাখল জুতোজোড়া। শুধু যদি, করুণ মনে ভাবল ও, কাঁকড়ার মত হামাগুড়ি দিয়ে মেঝে থেকে কথা বলা যেত। প্রশ্নই আসে না: সোজা হয়ে দাঁড়াল বার্ড, জোর করে হাসি ফোটাল মুখে।

"কী," সুরেলা কণ্ঠে বলল ও, কণ্ঠস্বর কোমল রাখার প্রয়াস পাচ্ছে, "ব্যথা কমে গেছে না এখন?"

"এখনও মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হচ্ছে। আর প্রায়ই খিঁচুনির মত টান লাগছে। এমনকি ব্যথা না থাকা অবস্থায়ও ঠিক আরাম পাচ্ছি না আমি আর যখনই হাসছি, লাগছে খুব।"

"খুব খারাপ।"

"তাই। বার্ড, বাচ্চাটার কী সমস্যা?"

"সমস্যা? কাঁচের চোখঅলা ডাক্তার নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে গেছে, তাই না?" কণ্ঠস্বর সুরেলা রাখার চেষ্টা চালিয়ে কথা বলার সময় চট করে একবার শাশুড়ীর দিকে দৃষ্টি দিল বার্ড, গুরুর পেছন দিকে নজর চালান আত্মবিশ্বাসহীন বক্সারের মত। ওর স্ত্রীর মাথার ওপাশে, বিছানা আর জানালার মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গাটা থেকে পাগলের মত গোপন সঙ্কেত পাঠাচ্ছে ওর শাশুড়ী। বিস্তারিত ধরতে পারল না ও, তবে এটুকু বুঝল যে, স্ত্রীকে কিছু না বলার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ওকে, এটা পরিষ্কার।

"সমস্যাটা কী সেটা যদি শুধু বলত ওরা," অসার নিঃসঙ্গ আর হালছাড়া কণ্ঠে বলল ওর স্ত্রী। বার্ড জানে সন্দেহের ভয়াল দানো অন্তত হাজারবার ঠিক একথাগুলোই একইরকম অসহায় স্বরে উচ্চারণে বাধ্য করেছে ওকে।

"একটা ত্রুটিযুক্ত অঙ্গ আছে কোথাও, ডাক্তার বিস্তারিত কিছু বলতে চায় না। সম্ভবত এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। আরেকটা কথা, ওইসব ইউনিভার্সিটি হসপিটালগুলো নরকের মত ব্যুরোক্রেটিক।" কথা বলার সময়ই মিথ্যা কথাগুলোর দুর্গন্ধ পেল যেন বার্ড।

"যদি এত পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে থাকে, আমার শুধু মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ওর হার্টেই হবে সমস্যাটা। কিন্তু আমার বাচ্চার হার্ট খারাপ হবে কেন?" ওর স্ত্রীর কণ্ঠের ভয়ের সুর বার্ডের মনে আবার মেঝেয় ছুটে বেড়ানোর ইচ্ছা জাগিয়ে তুলল। কিন্তু তার বদলে কণ্ঠে রগচটা টিন-এজারের সুর ফুটিয়ে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলল ও: "বিশেষজ্ঞরা যেখানে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, রোগ নির্ণয়ের কাজটা আমরা

BanglaBook.org

ওদের ওপর ছেড়ে দিই না কেন? সারা দুনিয়ার সব কিছু কল্পনা করলেও আমাদের কানাকড়ি ফায়দা হবে না!"

আত্মবিশ্বাস রহিত বার্ড অপরাধী চোখে আবার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল ওর স্ত্রী শক্ত করে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। তার চেহারার দিকে ভাল করে তাকিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে মনে মনে ভাবল, ওখানে আবার দৈনন্দিন জীবনের ভারসাম্য ফিরে আসবে কিনা; চোখের পাতার ওপরে মাংস নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, নাকের দুপাশ ফুলে আছে আর ঠোঁটজোড়া যেন ফুলে ফেঁপে সব রকম সঙ্গতি খুইয়ে বসেছে। চোখজোড়া বন্ধ করে নিঃসাড় পড়ে আছে ওর স্ত্রী; মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে গেছে। একেবারে আচমকা তার বন্ধ চোখের পাতার নিচ থেকে যেন এক নদী অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। "বাচ্চাটা জন্ম নেয়ার মুহূর্তে নার্সকে আমি 'ওহ্!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে শুনেছি। সেজন্যেই আমার সন্দেহ জেগেছে যে নিশ্চয়ই একটা কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু তারপরই শুনতে পেলাম খুশি মনে হাসছে ডিরেক্টর, অন্তত আমার সেরকমই মনে হয়েছে, ব্যাপারটা এমন ছিল যে বুঝতে পারছিলাম না কোনটা বাস্তব আর কোনটা স্বপ্ন– জ্ঞান ফিরে পাবার পর শুনলাম বাচ্চাটাকে আগেই একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।" চোখ বন্ধ রেখেই কথা বলল সে।

হারামজাদা রোমশ ডিরেক্টরের বাচ্চা! বার্ডের গলায় রাগ জমাট বেঁধে উঠল। ব্যাটা এত জোরে হেসেছে যে অ্যানেস্থেশিয়ায় অচেতন রোগিও শুনেছে তার কণ্ঠস্বর। অবাক হলে অমন করাটা যদি তার অভ্যাস হয়ে থাকে, আমি অন্ধকারে একটা সীসার ডাণ্ডা হাতে ওর জন্যে ওৎ পেতে থাকব যাতে কক্‌সাকারটা হাসতে হাসতেই অক্কা পায়! কিন্তু বার্ডের রাগ বাচ্চাদের মত এক মুহূর্ত স্থায়ী হল। ভাল করেই জানে, কোনও রকম ডাণ্ডাই ধরতে পারবে না ও, অন্ধকারেও ঘাপটি মেরে থাকতে পারবে না কোনওদিন। এটা ওকে স্বীকার করতেই হবে যে অন্য কাউকে তিরস্কার করার জন্যে দরকারী আত্ম-সম্মান বোধটুকু হারিয়ে ফেলেছে ও।

"তোমার জন্যে কিছু আঙুর এনেছি আমি," ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল বার্ড।

"আঙুর! কেন?" চ্যালেঞ্জ করে বসল ওর স্ত্রী। নিমেষে নিজের ভুল বুঝতে পারল বার্ড।

"ধেৎ! ভুলেই গেছি যে আঙুরের গন্ধ ঘৃণা কর তুমি," নিজের ওপর বিরক্তিতে আমতা আমতা করল বার্ড। "কিন্তু এত থাকতে স্বভাবের বাইরে গিয়ে আঙুর কিনতে গেলাম কেন আমি?"

"সম্ভবত আমার বা বাচ্চা কারও কথাই আসলে ভাবছিলে না তুমি। বার্ড, কখনও কি নিজেকে বাদ দিয়ে আর কারও কথা ভেবেছ? বিয়ের ডিনারের খাবার মেনু ঠিক করার সময়ও কি আঙুর নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল আমাদের? সত্যি, বার্ড, কীভাবে ভুলে গেলে তুমি?"

অক্ষম মাথা নাড়ল বার্ড। তারপর ওর স্ত্রীর চোখে ক্রমশ: জোরাল হয়ে ওঠা হিস্টিরিয়া থেকে পালিয়ে এখনও বিছানা আর জানালার চিপায় দাঁড়িয়ে সঙ্কেত

BanglaBook.org

পাঠানোয় ব্যস্ত শাশুড়ীর দিকে তাকাল ও। ওর দৃষ্টিতে শাশুড়ীর কাছে সাহায্যের আবেদন ফুটে উঠল।

"কিছু ফল কেনার চেষ্টা করছিলাম আমি, আমার মনে হল আঙুর আমাদের কাছে বিশেষ কিছু। সেজন্যেই কিনে ফেললাম, বিশেষ কিছু কেন সেটা চিন্তা না করেই। এগুলো এখন কী করব আমি?"

হিমিকোকে নিয়ে ফলের দোকানে গিয়েছিল বার্ড এবং কোনও সন্দেহ নেই যে মেয়েটার উপস্থিতি ওর বিশেষ কিছু চিন্তাটায় ছায়াপাত করেছে। এখন থেকে, ভাবল বার্ড, হিমিকোর ছায়া ওর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তৃত হতে থাকবে।

"নিশ্চয়ই জানতে যে একটা আঙুরের সঙ্গেও একই রুমে থাকতে পারব না আমি; গন্ধটা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় আমার," ধাওয়া করল বার্ডের স্ত্রী। আতঙ্কের সঙ্গে বার্ড ভাবল, হিমিকোর ছায়া ইতিমধ্যে ধরে ফেলে নি তো সে।

"গোটা ব্যাগটাই নার্সদের অফিসে নিয়ে যাও না কেন?" ওর শাশুড়ী কথা বলার সময় বার্ডের উদ্দেশে নতুন সঙ্কেত পাঠাল। তার পেছনের জানালায় গাছপালার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলো কোটরাগত চোখজোড়ায় বলয় সৃষ্টি করেছে আর ঠেলে ওঠা নাকের দুপাশে কাঁপা-কাঁপা সবুজাভ অপচ্ছায়া তৈরি করেছে। অবশেষে বুঝতে পারল বার্ড: ওর আলোকিত শলাকার মত শাশুড়ী ওকে বলার চেষ্টা করছে যে নার্সদের অফিস থেকে যখন ও ফিরে আসবে তখন করিডরে অপেক্ষায় থাকবে সে।

"আমি এখুনি আসছি," বলল ও, "অফিসটা কি নিচের তলায়?"

"ক্লিনিক ওয়েটিং রুমের পাশেই," দীর্ঘ দৃষ্টিতে বার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল মহিলা।

বগল তলায় আঙুরের ব্যাগটা নিয়ে অন্ধকার করিডরে বেরিয়ে এল বার্ড। ও করিডর বরাবর হাঁটতে শুরু করামাত্র আঙুরগুলো গন্ধ ছাড়ানো শুরু করল; সৌরভের কণায় যেন ওর মুখ আর বুক ভিজে উঠতে লাগল। বার্ডের মনে হল আঙুরের গন্ধ আসলেই কোনও কোনও অ্যাজমার রোগিকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। বিছানায় বিরক্ত ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা ওর স্ত্রী আর কাবুকি নাচের ভঙ্গিমার মত করে সঙ্কেত পাঠিয়ে চলা চোখে আলোক-আভাঅলা মহিলাটির কথা ভাবল বার্ড। আর ওর নিজের অবস্থা কী, অ্যাজমা আর আঙুরের সম্পর্ক নিয়ে খেলছে! সবই অভিনয়, বাজে নাটক, কেবল মাথায় পিওঅলা বাচ্চাটাই বাস্তব: দুধের বদলে চোষ চিনি-পানি খেয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া বাচ্চাটা! কিন্তু পানিতে চিনি মেশানো কেন? বাচ্চাটাকে দুধ হতে বঞ্চিত করা এক কথা, কিন্তু বিষয়টিকে কোনওভাবে স্বাদু করে তোলাটা কি পুরো ব্যাপারটাকে ঘৃণিত কোনও চাতুরির মত নোংরা কাজে পরিণত করা নয়?

আঙুরের ঠোঙাটা অফ-ডিউটি এক নার্সের হাতে তুলে দিয়ে নিজের পরিচয় দিতে গেল বার্ড; সহসা আবিষ্কার করল, যেন কোনও স্কুলছাত্র থাকার সময়কার তোতলামিতে পেয়ে বসেছে ওকে, একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারছে না। বিড়বিড় করতে করতে নীরবে মাথা নোয়াল ও, দ্রুত সরে এল। পেছনে নার্সদের

BanglaBook.org

উজ্জ্বল হাসির হররা শোনা গেল। এসবই অভিনয়, ভুয়া, কেন সমস্ত কিছু এমন অবাস্তব হতে যাবে? চোখ কোঁচকাল ও, কঠিন হয়ে উঠেছে শ্বাস-প্রশ্বাস, একেক বারে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকে উঠল ও এবং সতর্ক ভঙ্গিতে ইনফ্যান্ট ওয়ার্ড পার হল, অজান্তে ভেতরে উঁকি দিয়ে বসার ভয়ে আছে।

রোগিদের আত্মীয়স্বজন আর সঙ্গীদের ব্যবহারের জন্যে নির্ধারিত সার্ভিস কিচেনের সামনে এক হাতে একটা কেতলি নিয়ে ঋজু সগর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওর শাশুড়ী। আগে বাড়ার সময় বার্ড সবুজ পাতা চুঁইয়ে আসা আলোর বলয়ের বদলে মহিলার চোখে সকরুণ শূন্যতা দেখে শিউরে উঠল। এবার লক্ষ্য করল তার ঋজু ভঙ্গির সঙ্গে গর্বের কোনও সম্পর্ক নেই: ক্লান্তি আর হতাশা তার শরীরের স্বাভাবিক কোমলতা কেড়ে নিয়েছে।

বার্ডের স্ত্রীর রুম থেকে পনের ফুট দূরে থেকে তার দরজার ওপর এক চোখ রেখে মামুলি পর্যায়ে অলোচনা সীমিত রাখল ওরা। বার্ডের শাশুড়ীকে যখন বাচ্চাটা মারা যায় নি বলে জানানো হল, মহিলা তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠল, "এখুনি ব্যাপারটা সামাল দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে না? মেয়েটা যদি কখনও ওই বাচ্চা দেখে, পাগল হয়ে যাবে ও!"

হুমকি শুনে নীরব হয়ে গেল বার্ড।

"আমাদের পরিবারে যদি কোনও ডাক্তার থকাত," নিঃসঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল মহিলা।

আমরা একদল বদমাশ, ভাবল বার্ড, আত্ম-রক্ষায় ব্যস্ত জঘন্য একটা দল। তা সত্ত্বেও চাপা গলায় রিপোর্ট দিল ও, করিডরের দুপাশে সার বাঁধা রুমগুলোর বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কৌতূহলে কান খাড়া করে নিশ্চুপ ঝিঁঝি পোকার মত ওৎ পেতে থাকতে পারে রোগিরা, তাদের ব্যাপারে সতর্ক। "বাচ্চাটার দুধের পরিমাণ কমানো হচ্ছে আর বিকল্প হিসাবে চিনি-পানি পাচ্ছে সে। ডক্টর ইনচার্জ বলেছে কয়েক দিনের মধ্যেই ফলাফল পাব আমরা।"

কথা শেষ করার পর বার্ড লক্ষ্য করল ওর শাশুড়ীকে গ্রাস করে নেয়া দুর্গন্ধময় ভাঁপ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এরই মধ্যে পানি ভর্তি কেতলিটা অনেক বেশি ভার ঠেকতে শুরু করেছে তার হাতে। আস্তে করে মাথা দোলাল সে, তারপর যেন এখুনি ঘুমিয়ে পড়তে চায়, ক্ষীণ অসহায় কণ্ঠে বলল: "ও আচ্ছা, হ্যাঁ, বুঝেছি। সব কিছু চুকেবুকে যাবার পার বাচ্চাটার অসুখের ব্যাপারটা গোপন রাখব আমরা।"

"হ্যাঁ," কথা দিল বার্ড, এরই মধ্যে যে শ্বশুরকে জানিয়ে দিয়েছে সেকথা বলল না।

"তা নাহলে আমার বাচ্চা মেয়েটা আর কখনও বাচ্চা নিতে রাজি হবে না, বার্ড।"

মাথা দোলাল বার্ড; কিন্তু মহিলার প্রতি ওর দৈহিক বিতৃষ্ণা বাড়লই কেবল। শাশুড়ী এবার কিচেনে ঢুকে পড়ল। একাকী স্ত্রীর রুমে ফিরে এল বার্ড। কিন্তু ও-কি এমন সহজ কৌশলটা ধরতে পারে নি? গোটা ব্যাপারটাই নাট্যাভিনয়ের মত এবং এই বিশেষ নাটকের প্রত্যেকটা চরিত্র কপটাচারী।

BanglaBook.org

রুমে পা রাখামাত্র স্ত্রীর মুখের চেহারা দেখে বার্ড বুঝল আঙুরের কারণে দেখা দেয়া হিস্টিরিয়া বিস্মৃত হয়েছে সে। বিছানার কিনারায় বসল ও। "একেবারে বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে তোমার," বলল ওর স্ত্রী, আচমকা প্রেমময় হাত বাড়িয়ে বার্ডের গাল স্পর্শ করল।

"আমি–"

"তোমাকে একেবারে নর্দমার ইঁদুরের মত লাগছে, যেন গর্তে গাঢাকা দেয়ার জন্যে উতলা হয়ে আছ।" আঘাতটা অসতর্ক অবস্থায় ঘায়েল করল ওকে। "তাই নাকি?" জিভের ডগায় তিক্ত স্বাদ নিয়ে বলল ও, "নর্দমার ইঁদুরের মত?"

"তুমি ফের মদ খাওয়া শুরু করবে ভেবে মা ভয় পাচ্ছে, তোমার বিশেষ কায়দায়, অন্তহীন, দিন-রাত–"

প্রলম্বিত অন্ধকার অনুভূতি, ঝিমঝিম করা মাথা আর খরখরে গলা, পেটব্যথা, সীসার মত ভারি শরীর, আড়ষ্ট হাতের আঙুল আর হুইস্কির প্রভাবে শিথিল মগজের কথা মনে পড়ে গেল বার্ডের। হুইস্কির দেয়াল ঘেরা গুহাবাসীর মত কয়েক সপ্তাহ্‌র জীবন।

"আবার যদি মদ গেলা শুরু করে থাক, বেহেড মাতালে পরিণত হবে তুমি আর বাচ্চাটার যখন তোমাকে দরকার হবে তখন কারও কোনও কাজেই আসবে না। তাই ঘটবে, বার্ড।"

"আর কখনওই ওরকম ড্রিঙ্ক করব না আমি," বলল বার্ড। একথা সত্যি যে হ্যাঙওভারের হিংস্র বাঘ ওর ওপর কামড় বসিয়েছে, কিন্তু আরও লিকারের আশ্রয়ে যাওয়ার বদলে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছে ও। কিন্তু হিমিকো যদি সাহায্য না করত কেমন দাঁড়াত ব্যাপারটা? আবার কি বহুঘণ্টা বিস্তৃত অন্ধকার কষ্টকর সাগরে ভেসে যেত না ও? নিশ্চিত হতে পারল না এবং হিমিকোর নাম উচ্চারণের উপায় না থাকায় হুইস্কির প্রলোভন ঠেকানোর ক্ষমতা সম্পর্কে স্ত্রীকে আশ্বস্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

"আমি চাই তুমি সুস্থ থাক, বার্ড। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যখনই সত্যিকারের কোনও জটিল অবস্থা দেখা দেয়, হয় মাতাল হয়ে পড় তুমি কিংবা পাগলাটে কোনও স্বপ্নের কবলে পড়ে সত্যি সত্যি পাখির মত আকাশে ভাসতে শুরু করে দাও।"

"বিয়ের এতদিন পরেও স্বামী সম্পর্কে তোমার মনে এরকম সন্দেহ?" কুশলী কণ্ঠে বলল বার্ড, কিন্তু ওর মিষ্টি কথার ফাঁদে পা দিল না স্ত্রী, বরং উল্টে চরকি নাচ নাচিয়ে দিল:

"কি জান, প্রায়ই আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা দেয়ার স্বপ্ন দেখ তুমি আর সোয়াহিলি ভাষায় চিৎকার কর! এতদিন কথাটা চেপে রেখেছি আমি, কিন্তু জানি বউ-বাচ্চা নিয়ে শান্ত সম্মানজনক জীবন কাটানোর কোনওরকম সদিচ্ছা তোমার নেই। বার্ড?"

ওর হাঁটুর ওপর রাখা স্ত্রীর নোংরা দুর্বল হাতের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল বার্ড। তারপর খারাপ আচরণ করেছে জানা সত্ত্বেও গালি খেয়ে প্রতিবাদ জানানো শিশুর মত বলল, "আমি নাকি সোয়াহিলি ভাষায় চিৎকার করি বললে, কী বলি?"

BanglaBook.org

"আমার মনে নেই, বার্ড। সবসময়ই আধা ঘুমে ছিলাম আমি; তাছাড়া, সোয়াহিলি বুঝি না আমি।"

"তাহলে জানছ কীভাবে যে সোয়াহিলি?"

"জন্তু জানোয়ারের আর্তনাদের মত কথাবার্তা সভ্য ভাষার হতে পারে না।"

নীরবে বিষাদের সঙ্গে সোয়াহিলি ভাষা সম্পর্কে ওর স্ত্রীর ভুল ধারণার কথা ভাবল বার্ড।

"দুদিন আগে একবার এবং গতরাতে মা যখন বলল অন্য হাসপাতালে থাকছ তুমি, আমার সন্দেহ হল আবার মাতাল হয়ে পড়েছ নয়ত পালিয়ে গেছ কোথাও। সত্যি সন্দেহ জেগেছিল আমার মনে, বার্ড।"

"অমন কিছু চিন্তা করার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার।"

"কিন্তু দেখ চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছে তোমার।"

"কারণ মেজাজ চড়ে গেছে," কর্কশ কণ্ঠে বলল ও। "কেন পালিয়ে যাব আমি? বাচ্চাটা মাত্র হয়েছে আর–"

"কিন্তু আমি যখন প্রেগন্যান্ট হবার কথা বলেছি, তখন কি প্যারানোইয়ার পিঁপড়ার দল তোমার সারা শরীর ঢেকে ফেলে নি? সত্যি কী বাচ্চা চেয়েছিলে তুমি, বার্ড?"

"যাহোক, বাচ্চাটা সেরে ওঠা পর্যন্ত এসব কথা মুলতবী থাকুক– এটাই এখন বেশি জরুরি," বলল বার্ড, পরিস্থিতি সহজ করার চেষ্টা করল।

"*এটাই* এখন বেশি জরুরি, বার্ড। আর বাচ্চাটা সেরে উঠবে কি উঠবে না সেটা নির্ভর করছে তুমি কোন্ হাসপাতাল বেছে নিচ্ছ আর কতখানি চেষ্টা করছ তার ওপর। আমি বিছানা ছাড়তে পারছি না, এমনকি বাচ্চাটার শরীরের কোথায় অসুস্থতা বাসা বেঁধেছে তাও আমাকে জানানো হয় নি। আমি কেবল তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি, বার্ড।"

"চমৎকার। আমার ওপর ভরসা কর।"

"বাচ্চাটার যত্ন নেয়ার ব্যাপারে তোমার ওপর ভরসা করা যায় কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছিলাম আমি এবং আমার মনে ধারণা জেগেছে তোমাকে তেমন করে চিনি না। বার্ড, তুমি কি নিজেকে বিসর্জন দিয়েও একটা বাচ্চার দায়িত্ব নেয়ার মত মানুষ?" জানতে চাইল ওর স্ত্রী। "তুমি কি দায়িত্বশীল সাহসী ধরনের?"

যদি কখনও যুদ্ধে যাবার সুযোগ মিলত, প্রায়ই ভেবেছে বার্ড, তাহলে নিশ্চিত করে বলতে পারত ও সাহসী ধরনের কিনা। বিভিন্ন মারপিট, এন্ট্রান্স পরীক্ষার আগে, এবং এমনকি বিয়ের আগেও ভাবনাটা জেগেছিল ওর মাঝে। এবং সুনির্দিষ্ট জবাব না পাওয়ায় বারবার দুঃখ বোধ করেছে ও। এমনকি আফ্রিকার বুনো পরিবেশে যা সাধারণের বিপরীত, সেখানে নিজেকে পরীক্ষা করার আকাঙ্ক্ষাও এ প্রক্রিয়ায় একান্ত নিজস্ব লড়াইয়ের সন্ধান লাভের অনুভূতি থেকেই সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে বার্ডের মনে হচ্ছে ও জেনে গেছে যে, যুদ্ধ কিংবা আফ্রিকা ভ্রমণের কথা হিসাবে না এনেই, ওর ওপর নির্ভর করা যায় না: কাপুরুষ ধরনের ও।

BanglaBook.org

ওর নীরবতায় বিরক্ত স্ত্রী ওর পায়ের ওপর ফেলে রাখা হাতটা মুঠি পাকিয়ে ফেলল। হাতটা নিজের হাত দিয়ে ঢাকতে গিয়েও ইতস্তত: করল বার্ড: হাতটাকে বৈরিতায় এমন টগবগ করছে বলে মনে হল যেন ছুঁলেই ফোস্কা পড়ে যাবে।

"বার্ড, আমি ভাবছি তুমি তোমার সঙ্গ পিপাসু দুর্বল কাউকে ছেড়ে যাওয়ার মত মানুষই কিনা– যেভাবে তোমার সেই বন্ধুটিকে ত্যাগ করেছিলে।" দুর্বল চোখজোড়া প্রসারিত করে বার্ডের দিকে মেলে ধরল ওর স্ত্রী যেন ওর প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়, কিকুহিকো?"

কিকুহিকো! ভাবল বার্ড। এক প্রাদেশিক শহরে ওর দুরন্ত কিশোর আমলের বন্ধু, বয়সে ওর চেয়ে ছোট কিকুহিকো সবসময় বার্ডের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। একদিন পাশের এক শহরে একসঙ্গে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় ওরা। মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়া এক উন্মাদকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়ে সারারাত বাইসাইক্লে করে গোটা শহর ঘুরে বেড়ায় ওরা। কিকুহিকো যেখানে অচিরেই কাজটা নিয়ে একঘেয়েমিতে ভুগতে শুরু করে হাসি-তামাশায় মেতে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল হতে ধার করা সাইকেলটা খুইয়ে বসে, বার্ড সেখানে শহরবাসীদের মুখে উন্মাদ লোকটা সম্পর্কে আলোচনা শুনতে শুনতে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং সারারাত ওর আন্তরিক খোঁজ অব্যাহত রাখে। পাগলটা ধরে নিয়েছিল যে বাস্তব জগৎটাই আসলে নরক এবং কুকুরের বেলায় দারুণ ভীত ছিল সে, তার ধারণা ছিল জানোয়ারটা আসলে ছদ্মবেশী খোদ শয়তান। ভোর বেলায়, হাসপাতালের জার্মান শেফার্ডের দলটাকে ঐ লোকের পেছনে লেলিয়ে দেয়ার কথা ছিল, আর সবাই একটা ব্যাপারে একমত ছিল যে জানোয়ারগুলো তাকে কোণঠাসা করে ফেললে, লোকটা নির্ঘাৎ প্রাণ হারাবে। তো সেজন্যে এক মুহূর্তও বিশ্রাম না নিয়ে সারারাত খোঁজ চালিয়ে যায় বার্ড। কিকুহিকো যখন অনুসন্ধান বাদ দিয়ে আপন শহরে ফেরার জন্যে চাপাচাপি শুরু করে, রাগের বশে কমবয়সী ছেলেটাকে তিরস্কার করেছিল বার্ড। কিকুহিকোকে ও বলে বসে যে সিআইএ-র সমকামী লোকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানা আছে ওর। রাতের শেষ ট্রেইনে নিজ শহরে ফেরার সময় বার্ডকে দেখতে পায় কিকুহিকো। সাইকেলে চেপে শহর চুঁড়ে বেড়াচ্ছিল ও। ট্রেইনের জানালা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে কাঁদো-কাঁদো সুরে সে বলেছিল, "–বার্ড, আমার ভয় লেগেছে!"

কিন্তু বার্ড ওর বন্ধু বেচারাকে ত্যাগ করে অনুসন্ধান চালু রাখে। শেষ পর্যন্ত ও আবিষ্কার করে যে মানসিক রোগিটি শহরের মাঝামাঝি এক পাহাড়ে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা ওর জীবনের একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। পরদিন সকালে পাগলের লাশবাহী তিনচাকার ট্রাকে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসা অবস্থায় বার্ডের মন বলে উঠেছিল যে শিগগিরই ওকে বখাটে জীবনকে বিদায় জানাতে হবে! পরের বসন্তে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ও। কোরিয়ান যুদ্ধ চলছিল তখন, প্রাদেশিক শহরগুলোয় চালচুলোহীন যুবকদের ধরে পুলিশ

BanglaBook.org

বাহিনীতে ঢুকিয়ে কোরিয়ায় পাঠানোর গুজব শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বার্ড। কিন্তু সেরাতে বার্ড কিকুহিকোকে ত্যাগ করার পর কী ঘটেছিল? এ যেন পুরনো বন্ধুর খুদে প্রেতাত্মা ওর অতীতের অন্ধকার থেকে ভেসে এসে সম্ভাষণ জানাল ওকে।

"কিন্তু কিকুহিকোর মত অতীত ইতিহাসের কথা তুলে আমাকে আক্রমণ করার ইচ্ছে হল কেন তোমার? গল্পটা তোমাকে যে বলেছি সেটাই তো ভুলে গিয়েছিলাম।"

"আমাদের ছেলে হলে তার নাম কিকুহিকো রাখার কথা ভেবেছিলাম আমি," বলল ওর স্ত্রী।

নাম রাখা! ওই কিম্ভূত শিশুটা যদি আদৌ নামের মত কিছুর নাগাল পায়! মুখ বাঁকাল বার্ড।

"তুমি আমাদের বাচ্চাকে ত্যাগ করলে আমি হয়ত তালাক দেব তোমাকে, বার্ড।" বলল ওর স্ত্রী, সন্দেহ নেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে লাইনটা মহড়া দিয়েছে সে; সামনে পাজোড়া উঁচু করে দিয়ে জানালাকে ঢেকে রাখা সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"তালাক? আমরা তালাক পাব না।"

"হয়ত না, কিন্তু এনিয়ে দীর্ঘ সময় তর্ক হয়েছে আমাদের, বার্ড।" এবং শেষ পর্যন্ত, ভাবল বার্ড, যখন স্থির হয়ে গেছে যে ও কাপুরুষ ধরনের যার ওপর ভরসা করা যায় না, তখন স্বামী হবার অযোগ্য মানুষ হিসাবে বিষাদময় বাকি জীবন কাটাতে হবে ওকে। এই মুহূর্তে, ওই ঝলমলে হাসপাতাল ওয়ার্ডে ক্রমশ দুর্বল হয়ে মরতে বসেছে বাচ্চাটা। আমি স্রেফ তা ঘটার অপেক্ষায় আছি। কিন্তু আমার স্ত্রী বাচ্চার সেরে ওঠার ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব নিচ্ছি কিনা তার ওপর আমাদের বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাজি ধরছে– হেরে যাওয়া একটা খেলা চালিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু, আপাতত, বার্ড কেবল নিজের দায়িত্বটুকুই পালন করে যেতে পারে। "বাচ্চাটা মারা যাচ্ছে না," মহা বিরক্তির সঙ্গে বলল ও।

ঠিক এই সময় চা নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওর শাশুড়ী। মহিলা যেহেতু করিডরে ওদের গুরুগম্ভীর কথাবার্তা ফাঁস করতে চাইছিল না আর বার্ডের স্ত্রীও যেহেতু বার্ডের সঙ্গে তার বৈরিতার ব্যাপারটি মায়ের কাছে গোপন রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাই চা পানের সময় ওদের কথোপকথন, প্রথমবারের মত, মামুলি কথাবার্তায় ঠেকল। বার্ড এমনকি লিভারবিহীন বাচ্চা আর তার বাবা খুদে লোকটার গল্প বলে হালকা রসিকতারও প্রয়াস পেল।

রক্তরঙা স্পোর্টস কারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে নিশ্চিত হতে হাসপাতালের জানালাগুলোর দিকে পেছন ফিরে তাকাল বার্ড, সবগুলোই সজীব পাতাভরা গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে বলে নিশ্চিত হল। স্টিয়ারিং হুইলের নিচে

BanglaBook.org

কুণ্ডলী পাকিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে হিমিকো, যেন একটা স্লিপিং ব্যাগে ঠেসে দেয়া হয়েছে ওকে, নিচের সিটে রাখা ওর মাথা। ওকে নাড়া দেবে বলে সামনে ঝোঁকার সময় বার্ডের মনে হল অচেনা লোকজনের বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসে আপন পরিবারের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে ও। অপরাধী চেহারায় গিংকগো গাছগুলোর ওপরের ডালপালার দিকে তাকাল ও। "হাই, বার্ড!" আমেরিকান কো-এডের মত এমজি-র ভেতর থেকে ওকে শুভেচ্ছা জানাল হিমিকো, তারপর মোচড় খেয়ে স্টিয়ারিং হুইলের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। চট করে গাড়িতে উঠে বসল বার্ড।

"আগে আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে একটু? অন্য হাসপাতালে যাবার পথে ব্যাঙ্কে থামা যাবে।"

চটপট ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে এল হিমিকো, সঙ্গে সঙ্গে গর্জন তুলে গতি বাড়াল। তাল হারানো বার্ড হিমিকোকে বাড়ির ঠিকানা বাতলে দিল, এখনও ওর পিঠ সিটের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

"জেগে আছ তো নাকি? নাকি স্বপ্নে হাইওয়ের ওপর দিয়ে উড়াল দিচ্ছ বলে ধরে নিয়েছ?"

"অবশ্যই জেগে আছি আমি, বার্ড! তোমার সঙ্গে কারবার করার স্বপ্ন দেখেছি।"

"সারাক্ষণ কি এসবই ভাবো নাকি?" নিপাট বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল বার্ড।

"হ্যাঁ, গতকাল রাতের ট্রিপটার পর। খুব বেশি এমন হয় না এবং এমনকি তোমার বেলায় একই রকম টেনশন চিরস্থায়ী হবে না। বার্ড, অসাধারণ শোয়ার দিনগুলো চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তুমি ঠিক কী করেছ জানাটা বিরাট ব্যাপার হবে না! সেটা জানার আগে এমনকি তুমি আর আমিও পরস্পরের নগ্নতার মুখোমুখি হওয়ার সময় হাই ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।"

কিন্তু আমরা তো মাত্র শুরু করেছি!– বলতে যাচ্ছিল বার্ড, কিন্তু হুইলে হিমিকোর বেসামাল হাত, ইতিমধ্যে বার্ডের ড্রাইভওয়ের নুড়ি ছড়াতে শুরু করেছে এমজি, এবং তারপর সোজা এগিয়ে গেল বাগানের ভেতর।

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে নেমে আসছি আমি; এবার জেগে থাকার চেষ্টা কর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুব বেশি শোয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবে না তুমি!"

দোতলার বেডরুমে হিমিকোর বাসায় থাকার জন্যে লাগতে পারে এমন কিছু জিনিস জড়ো করে নিল বার্ড। বাচ্চার ব্যাসিনেটের দিকে পেছন ফিরে প্যাকেট করল ও: একটা শাদা ছোট কফিনের মত লাগছে ওটাকে। সবশেষে ইংরেজিতে লেখা আফ্রিকান এক লেখকের একটা উপন্যাস নিল ও। এরপর দেয়াল থেকে আফ্রিকার ম্যাপগুলো নামিয়ে সযত্নে ভাঁজ করল, রাখল জ্যাকেটের পকেটে।

"ওগুলো কি রোড ম্যাপ?" বার্ডের পকেটের দিকে তীক্ষ্ণ চোখজোড়া পড়তেই জানতে চাইল হিমিকো। আবার পথে নেমেছে ওরা, ব্যাঙ্কের দিকে যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে।

"অবশ্যই; কাজে লাগানোর মত ম্যাপ।"

BanglaBook.org

"তাহলে তুমি ব্যাঙ্কে থাকার সময় দেখব বাচ্চার হাসপাতালে যাবার শর্টকাট পাওয়া যায় কিনা।"

"সেটা কঠিন হবে; এগুলো আফ্রিকার ম্যাপ," বলল বার্ড, "আমার হাতে আসা প্রথম আসল রোড ম্যাপ।"

"ওগুলো কাজে লাগানোর মত দিন তোমার আসুক," ঠাট্টা মাখা কণ্ঠে বলল হিমিকো।

স্টিয়ারিং হুইলের নিচে পিণ্ডের মত বসে ঘুমে তলিয়ে যাওয়া হিমিকোকে রেখে বাচ্চার হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে গেল বার্ড। কিন্তু বাচ্চাটার নাম না থাকায় সমস্যা দেখা দিল। রিসেপশনের মেয়েটার অন্তহীন প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল বার্ড, এবং শেষমেষ প্রতিবাদ করতে বাধ্য হল ও: "আমার বাচ্চা ছেলেটা মরতে বসেছে। আমি যদ্দূর জানি, হয়ত এতক্ষণে মারাই গেছে। এবার কি দয়া করে আমাকে বলবে কেন ওকে নাম দিতে যাব আমি?" আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল ও।

যারপরনাই হতবিহ্বল মেয়েটা হার মানল। এতক্ষণে, বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই বার্ডের ধারণা হল বাচ্চার মৃত্যুর ব্যাপারটা ঘটে গেছে। ও এমনকি অটোপসি আর ক্রিমেশনের যোগাড়যন্ত্র করার ব্যাপারেও খোঁজ নিয়ে ফেলল।

কিন্তু ইনসেনটিভ কেয়ার ওয়ার্ডে বার্ডের সঙ্গে দেখা হওয়া ডাক্তার ভুল ধারণা থেকে মুক্তি দিল ওকে: "ছেলের মৃত্যুর জন্যে এত অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছ কেন তুমি? হাসপাতালের খরচা অত চড়া নয়, জান তো। হেলথ্ ইনসিওরেন্স নিশ্চয়ই আছে তোমার। যাকগে, এটা ঠিক যে তোমার ছেলেটা দুর্বল হয়ে পড়ছে, কিন্তু এখনও বেঁচে বর্তেই আছে সে। তো একটু সুস্থির হয়ে বাবার মত আচরণ কর না কেন? কী বল তুমি?"

নিজের মেমো বুকের একটা পাতায় হিমিকোর নাম্বার লিখে চরম কিছু ঘটলে ওকে ফোনে খবর দেয়ার অনুরোধ জানাল বার্ড ডাক্তারকে। ওয়ার্ডের প্রত্যেকে ওকে ঘৃণ্য কিছু ভাবছে ভেবে সোজা গাড়ির কাছে চলে এল ও, ইনকিউবেটরে ওর ছেলেটার দিকে এক নজর তাকাল না পর্যন্ত। খোলা গাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা হিমিকোর তুলনায় কম ঘামায় নি বার্ড, রোদ আর হাসপাতাল চত্বরের ছায়া হয়ে দৌড়ে এসেছে ও। এগজস্টের ধোঁয়া ছেড়ে আর ঘামের জান্তব গন্ধ ছড়িয়ে উত্তপ্ত বিকেলে নগ্ন হয়ে শুয়ে বাচ্চার মৃত্যুর ঘোষণাদানকারী টেলিফোন আসার অপেক্ষায় থাকবে বলে আগে বাড়ল ওরা।

সেদিন গোটা বিকেল ওদের মনোযোগ রইল টেলিফোনের দিকে। বাইরে গেলে ফোন বেজে উঠতে পারে ভেবে ডিনারের জন্যে দোকানে যাবার সময়ও ঘরে রয়ে গেল বার্ড। ডিনারের পর রেডিওর ভলিয়্যুম কমিয়ে এক রাশান পিয়ানিস্টের বাদন শুনল ওরা, তখনও টেলিফোনের রিঙ শোনার জন্যে আর্তনাদ করছে স্নায়ু। শেষে ঘুমিয়ে পড়ল বার্ড। কিন্তু বারবার স্বপ্নে ভূতুড়ে ঘণ্টা শুনে জেগে উঠল ও, পরখ করার জন্যে এগিয়ে গেল ফোনের কাছে। একাধিকবার স্বপ্নের সীমানা রিসিভার

BanglaBook.org

তুলে ডাক্তারের কণ্ঠে বাচ্চার মৃত্যুর সংবাদ শোনা পর্যন্ত বিস্তৃত হল। মাঝরাতে আরও একবার ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মৃত্যুদণ্ড সাময়িক স্থগিত হওয়ায় সাজাপ্রাপ্ত খুনীর মত সাসপেন্স বোধ করল। এবং একা নয়, হিমিকোর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে আবিষ্কার করে অপ্রত্যাশিত গভীর ও প্রগাঢ় সাহস খুঁজে পেল। পরিণত হওয়ার পর আর কখনও এভাবে আরেকজনের প্রয়োজন হয় নি ওর। এবারই প্রথম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

পরদিন সকালে হিমিকোর গাড়ি নিয়ে স্কুলে গেল বার্ড। ছাত্রছাত্রীতে ভরা স্কুল ইয়ার্ডে পার্ক করা রক্তলাল এমজিটা আবছাভাবে কেলেঙ্কারীর গন্ধ ছড়াচ্ছে, চাবিগুলো পকেটে রাখার আগে যা বার্ডের মাঝে উদ্বেগ জাগাল না। ওর মনে হল বাচ্চাটাকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হওয়ার পর থেকে ওর চেতনার ভাঁজে ভাঁজে যুক্তির ফাঁদটা দেখা দিয়েছে।

চেহারা কুঁচকে গাড়ির চারপাশে জটলা পাকানো ছাত্রদের ভিড় ঠেলে এগোল বার্ড। টিচার্স' রুমে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের কাছে জানতে পেল– লোকটা ছোটখাট, অমার্জিত জ্যাকেট বাঁকাভাবে পরেছে, আইনজারির ঢঙে সে বলল– প্রিন্সিপাল ওর খোঁজ করেছে। কিন্তু খবরটা বার্ডের চেতনার ক্ষয়িষ্ণু অংশে দাগ কাটল কেবল, একটুও ভাবান্তর হল না ওর।

"বার্ড, তুমি আসলেই *কোয়েলক্-চোজ, টোই*," আমুদে গলায় বলল প্রিন্সিপাল, যেন খুব উৎসাহ বোধ করছে, এমনকি তীক্ষ্ণ চোখে বার্ডকে জরিপ করার সময়ও। "জানি না তুমি সাহসী নাকি স্রেফ ধৃষ্ট, তবে নিঃসন্দেহে অনেক বেপরোয়া!"

স্বভাবতই বিশাল লেকচার রুমে, যেখানে ছাত্ররা ওর অপেক্ষায় ছিল, পা রাখার সময় মুখ না বাঁকিয়ে পারল না বার্ড। কিন্তু এ গ্রুপটা অন্য ক্লাসের; ওদের বেশির ভাগেরই গতকালের অপমানকর ঘটনার কথা জানার কথা নয়। একথা ভেবে নিজেকে উৎসাহ যোগাল বার্ড। পড়ানোর সময় কয়েকজন ছাত্র যে নির্ঘাৎ জানে সেটা লক্ষ্য করল ও, কিন্তু ওরা এসেছে শহরের বিভিন্ন হাইস্কুল থেকে, সংকীর্ণতামুক্ত এবং চঞ্চল; ওদের চোখে বার্ডের দুর্ঘটনাটা স্রেফ মজাদার এবং খানিকটা সাহসিকতাপূর্ণ। ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে এমনকি ওরা ঠাট্টা মেশানো মায়াভরা হাসিও দিল। বার্ড অবশ্যই ওদের অগ্রাহ্য করল।

বার্ড যখন ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এল, প্যাঁচানো সিঁড়ির মাথায় এক তরুণ অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। গতকাল ওর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল ও, কোলাহলময় ক্লাসের সহিংসতা থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল যে ছাত্রটি। অন্য কোনও রুমে চলতে থাকা নিজের ক্লাসই শুধু ফাঁকি দেয় নি সে, কড়া রোদে দাঁড়িয়ে বার্ডের জন্য অপেক্ষা করছে। তার নাকের দুপাশে স্বেদবিন্দু চিক্‌চিক্ করছে আর সিঁড়ির যেখানে সে বসে আছে সেটা থেকে কাদা লেগে নোংরা হয়ে গেছে নীল ডেনিম।

BanglaBook.org

"হাই!"

"হাই!" প্রত্যুত্তর করল বার্ড।

"বাজি ধরে বলতে পারি প্রিন্সিপাল তোমাকে তলব করেছে। হারামিটা সত্যি সত্যি গল্প ফেঁদে গিয়েছিল তার কাছে, এমনকি বমির ছবিও নিয়েছে সঙ্গে, মিনিয়েচার ক্যামেরায় তোলা।" বড় বড় যত্ন নেয়া দাঁতের পাটি বের করে হাসল ছাত্রটি।

বার্ডও হাসল। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীটি কি তবে সবসময় মিনিয়েচার ক্যামেরা সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছিল, তক্কে তক্কে ছিল দুর্বল অবস্থায় বার্ডকে পাবার এবং মামলাটা আদালতে নিয়ে যাবার?

"প্রিন্সিপালকে সে বলেছে হ্যাঙওভারে থাকা অবস্থায় ক্লাসে এসেছ তুমি, কিন্তু আমরা পাঁচ-ছয়জন তার বদলে তোমার ফুড পয়জনিং হয়েছে বলে সাক্ষী দিতে চেয়েছি। আমরা ভাবলাম আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে নেয়া দরকার, মানে বোঝই তো, আমাদের গল্পটাকে ঠিক করে নেয়ার জন্যে আরকি," কায়দা করে বলল ছেলেটা, নিপুণ ষড়যন্ত্রকারী।

"আমার হ্যাঙওভারই ছিল, সুতরাং ভুলটা আসলে তোমাদেরই হচ্ছে। আমি ওই পিউরিটানের অভিযোগ অনুযায়ী দোষী।" ছাত্রটিকে পিছলে পাশ কাটাল বার্ড, সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

"কিন্তু সেনসি!" লেগে রইল ছেলেটা, বার্ডের পেছনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল; "একথা স্বীকার গেলে তোমাকে বরখাস্ত করা হবে। খোদার কসম, প্রিন্সিপাল ব্যাটা প্রহিবিশন লীগের স্থানীয় শাখার প্রধান!"

"ঠাট্টা করছ!"

"তাহলে ব্যাপারটাকে ফুড পয়জনিং হিসাবে চালিয়ে নিতে দিচ্ছ না কেন? এখন তো তেমনই সময়– তুমি বলতে পার, এখানকার মাইনে এত কম যে শেষ পর্যন্ত বাসি কিছু খেতে বাধ্য হয়েছিলে।"

"হ্যাঙওভার নিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে বলে মনে করি না আমি। আর আমি চাই না আমার জন্যে তোমরা মিথ্যা কথা বল।"

"হুম!" উদ্ধত ভঙ্গিতে কেবল এই শব্দটাই উচ্চারণ করল ছেলেটা।

"সেনসি," এখান থেকে বিদায় হওয়ার পর কোথায় যাবে তুমি?"

ছাত্রটিকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল বার্ড। নুতন কোনও ষড়যন্ত্রে নিজেকে জড়ানোর মতো মানসিক অবস্থায় নেই ও। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস রহিত হয়ে পড়েছে বলে বুঝতে পারছে, নিশ্চয়ই ওর চেতনার খামতিগুলোর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।

"মনে হয় ক্র্যাম-স্কুলে চাকরির আসলে দরকার নেই তোমার। লাল এমজি হাঁকানো একজন ইন্সট্রাক্টরকে বরখাস্ত করতে গিয়ে নির্ঘাৎ নিজেকে বোকা ভাববে প্রিন্সিপাল। হাহ্!"

ছাত্রটির আমুদে হাসি থেকে দূরে সরে এসে 'টিচারস্' রুমে ঢুকে পড়ল বার্ড। পুরনো চক বক্স আর রীডারটা লকারে তুলে রাখার সময় ওর নামে একটা খাম পড়ে

BanglaBook.org

থাকতে দেখল ও। স্টাডি গ্রুপকে স্পন্সরকারী বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে ওটা; অন্যরা নিশ্চয়ই তাদের বিশেষ মিটিংয়ে মিস্টার ডেলশেফের ব্যাপারে করণীয় স্থির করেছে। খাম ছিঁড়ে চিরকুটটা পড়তে যাবে বার্ড, এমন সময় ছাত্রজীবনের একটা মজার কুসংস্কারের কথা মনে পড়ে গেল– যখন তোমার সামনে একই সময়ে দুটি কাজ পড়ে যায়, এবং তুমি জান না কী অপেক্ষা করে আছে, তখন একটা যদি অলুক্ষণে বলে প্রমাণিত হয়, অন্যটি সবসময় সৌভাগ্য বয়ে আনে– না পড়েই চিঠিটা পকেটে গুঁজে রাখল ও। প্রিন্সিপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ যদি খারাপ দিকে মোড় নেয়, পকেটের চিঠিটা থেকে ভাল কিছু আশা করার বৈধ কারণ থাকবে ওর।

প্রিন্সিপাল ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকানোমাত্র তার চেহারা দেখে বার্ড বুঝে ফেলল সাক্ষাৎটা বিপদ প্রসবিনী হতে যাচ্ছে। হাল ছেড়ে দিল ও; সাক্ষাৎকারের সময়টুকু প্রফুল্লভাবে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা তো অন্তত: করবে।

"একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি আমরা, বার্ড। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আমার পক্ষে বিব্রতকরও।" প্রিন্সিপালের কথা বলার ঢঙ ফিল্মে ব্যবসা-সাম্রাজ্য সম্পর্কে আগ্রহী টাইকুনের মত, একাধারে বাস্তববাদী এবং সংযমী। মধ্য তিরিশের কোঠার এই লোকটি মামুলি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক ও সমন্বিত শিক্ষাক্রমঅলা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রিপারেটরি স্কুলে পরিণত করেছে এবং একটা জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠার ধান্ধায় আছে সে। তার বিশাল মাথা পুরোপুরি মুণ্ডান, কাস্টম-মেইড চশমা পড়েছে– একজোড়া ওভাল লেন্স ঝুলে আছে একটা মোটা সোজা ফ্রেমে– তার চেহারার অসাম্য প্রকট করে তুলেছে যা। চশমার বাধার ওপাশে চোখজোড়ায় অবশ্য এমনকিছু আছে যা বরাবরই বার্ডের মাঝে লোকটার জন্যে মৃদু দুর্বলতা জাগিয়ে তোলে।

"আমি জানি কিসের কথা বলছ তুমি। দোষটা আমারই।"

"অভিযোগকারী ছাত্রটি স্কুল ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক– অসহ্য ছেলে। সে ঝামেলা বাধিয়ে বসলে বিপদ হতে পারে..."

"হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি বরং এখনই পদত্যাগ করি," তাড়াতাড়ি বলল বার্ড, প্রিন্সিপালের বোঝা কমাতে আগ বাড়িয়ে বলে বসল কথাটা। অপ্রয়োজনীয় শক্তি খরচ করে নাক দিয়ে প্রবল শব্দ করল প্রিন্সিপাল, চেহারায় দুঃখ মেশানো রাগের ভাব ফুটিয়ে তুলল।

"স্বাভাবিকভাবেই, দুঃখ পাবে প্রফেসর..." বলল সে, বার্ড যেন নিজে ওর শ্বশুরের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে তার অনুরোধ এটা।

মাথা দোলাল বার্ড। ওর মনে হচ্ছে এখুনি বিদায় না নিলে বিরক্তি পেয়ে বসতে শুরু করবে ওকে।

"আরেকটা কথা, বার্ড। মনে হচ্ছে কয়েকজন ছাত্র জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করছে যে তোমার ফুড পয়জনিং হয়েছিল। ওরা গল্পটা ছড়ানোর হুমকি দিচ্ছে। ছেলেটার দাবী তুমিই ওদের লেলিয়ে দিয়েছ। কথাটা ঠিক নয়, তাই না?"

BanglaBook.org

হাসি অদৃশ্য হল বার্ডের, মাথা নাড়ল ও। "ঠিক আছে তাহলে, আমি আর তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না," বলল ও।

"সবকিছুর জন্যে আমি দুঃখিত, বার্ড," আন্তরিকতায় ভরা গলায় বলল প্রিন্সিপাল। ওভাল লেন্সজোড়ার ওপাশে চোখজোড়া আবেগে বড় বড় হয়ে উঠল। "আমি তোমাকে সবসময় পছন্দ করতাম, তোমার মধ্যে দৃঢ়তা আছে! সত্যি কি হ্যাঙওভার ছিল তোমার?"

"হ্যাঁ। হ্যাঙওভারই," বলল বার্ড, রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল। টিচার্স' রুমে না ফিরে কাস্টোডিয়ানের রুম হয়ে কোটইয়ার্ড পেরিয়ে গাড়ির কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিল ও। মনের ভেতর প্রবল হতাশাজাত বেপরোয়া ভাব জেগে উঠতে শুরু করেছে, টের পেল ও, যেন অন্যায়ভাবে ওকে অপমান করা হয়েছে।

"সেনসি, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ তুমি? তুমি চলে গেলে আমরা খুব দুঃখ পাব," আগ বাড়িয়ে বলল জেনিটর। অর্থাৎ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। কাস্টোডিয়ানের রুমে জনপ্রিয় ছিল বার্ড।

"এই টার্মের বাকি দিনগুলো তোমাদের বিরক্ত করতে থাকব আমি," বলল ও, হতাশার সঙ্গে ভাবল বুড়ো মানুষটার বলিরেখাপূর্ণ চেহারায় ফুটে ওঠা অভিব্যক্তির যোগ্য নয় ও।

বার্ডের নাছোড়বান্দা মিত্রটি এমজির দরজায় বসে আছে, কড়া রোদের আঁচে বড়দের মত চোখ সরু করে রেখেছে। কাস্টোডিয়ানের রুমের পেছন দরজা দিয়ে বার্ডের অপ্রত্যাশিত পলায়ন হতবাক করে দিয়েছে তাকে, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। গাড়িতে উঠে বসল বার্ড।

"কেমন হল ব্যাপারটা? ওদের ফুড পয়জনিংয়ের কথা বলে নিজের অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছ?"

"তোমাকে বলেছি তো, হ্যাঙওভার ছিল আমার।"

"দারুণ! সত্যিই দারুণ!" যেন বিরক্তির সঙ্গে বিদ্রূপ করল ছেলেটা। "তোমার আর চাকরি নেই জান!"

সুইচে চাবি ঢুকিয়ে মটর চালু করল বার্ড। নিমেষে পাজোড়া ঘামে ভিজে উঠল ওর; যেন স্টিমবাদে পা রেখেছে। স্টিয়ারিং হুইল পর্যন্ত এমন তেতে আছে যে বার্ডের আঙুলগুলো স্যাঁৎ করে পিছিয়ে এল।

"সান অভ আ বীচ!" মুখ খিস্তি করল ও।

হেসে উঠল ছাত্রটি, খুশি। "তোমাকে ওরা ভাগিয়ে দেয়ার পর কী করবে তুমি? সেনসি!"

ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেয়ার পর কী করতে চাই আমি? দুটো হাসপাতালের বিল মেটানো বাকি আছে এখনও! ভাবল বার্ড। কিন্তু রোদে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে ওর মগজ, একটা চলনসই পরিকল্পনাও বেরিয়ে এল না, স্রেফ দরদর করে ঘাম ঝরছে। অস্পষ্ট অস্বস্তির সঙ্গে বার্ড আবিষ্কার করল ফের আত্মবিশ্বাসহীনতার কবলে পড়ে গেছে ও।

BanglaBook.org

"গাইড হয়ে যাও না কেন? তাহলে আর একটা ফ্ল্যাঙ্ক-আউট স্কুলে সামান্য কটা ইয়েন কামানো নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বিদেশী টুরিস্টদের কাছ থেকে ডলার হাতাতে পারবে।"

"কোনও গাইড সার্ভিসের ঠিকানা জানা আছে তোমার?" সাগ্রহে জানতে চাইল বার্ড।

"বের করে ফেলব– কোথায় পাওয়া যাবে তোমাকে?"

"আগামী সপ্তাহ্য় ক্লাস শেষে দেখা হতে পারে আমাদের।"

"ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও," উত্তেজনার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ছাত্রটি।

সাবধানে স্পোর্টস কারটা রাস্তায় নিয়ে এল বার্ড। ছাত্রটিকে খসাতে চাইছে ও, যাতে পকেটের চিঠিটা পড়তে পারে। কিন্তু গতি বাড়ানোর সময় টের পেল যে ছেলেটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও। একটা মলিন স্পোর্টস কারে চেপে সদ্য চাকুরি খোয়ানোর পর বিদায় নেয়ার সময় ছেলেটা যদি ওকে রসিকতার মুডে ছেড়ে না দিত– কী খারাপই না লাগত ওর! এটা নিশ্চিত; ছোট ভাইদের একটা দলের সাহায্যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়াই ওর নিয়তি। বার্ডের মনে পড়ল গ্যাস লাগবে ওর, একটা স্টেশনে ঢুকে পড়ল ও। এক মিনিট চিন্তা করে হাইটেস্টের অনুরোধ করল ও, পকেট থেকে চিঠিটা বের করল, ছাত্রকালীন কুসংস্কার অনুযায়ী যেটা নিশ্চিতভাবে পুরোপুরি আকর্ষণীয় হবার কথা।

প্রতিনিধিদলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে মিস্টার ডেলশেফ এবং এখনও এক তরুণ বখাটের সঙ্গে শিনজুকুতে আছে সে। নিজের দেশের প্রতি রাজনৈতিকভাবে মোহমুক্ত হয় নি সে, কিংবা গোয়েন্দাবৃত্তি করার অথবা পক্ষত্যাগের আশা বা পরিকল্পনাও নেই তার। স্রেফ বিশেষ এই জাপানী মেয়েটাকে ছাড়তে পারছে না। স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিনিধিদল মনে করছে, ডেলশেফ-ঘটনাটি রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানো হতে পারে। বিশেষ করে কটি পশ্চিমা দেশ যদি মিস্টার ডেলশেফের জীবনকে নির্বাসন ধরে নিয়ে প্রচারণার যুদ্ধে নামে তার প্রতিক্রিয়া হবে ব্যাপক। তো মিস্টার ডেলশেফের সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে প্রতিনিধি দলে ফিরিয়ে নিতে উদগ্রীব হয়ে আছে যাতে তাকে দেশে পাঠান যায়, কিন্তু জাপানী পুলিসের সাহায্য নিতে গেলে কেবল ঘটনাটা প্রচার পাবে মাত্র। অন্যদিকে, খোদ প্রতিনিধিদল যদি শক্তি প্রয়োগের প্রয়াস পায়, যুদ্ধের সময় রেজিস্ট্যান্সের সঙ্গে লড়াই করা মিস্টার ডেলশেফ নির্ঘাৎ নিদারুণ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং শেষতক পুলিস জড়িয়ে যাবে। আর কোনও উপায় না পেয়ে প্রতিনিধিদল অবশেষে স্লাভিক ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডি গ্রুপের সদস্যদের অনুরোধ জানিয়েছে যত নীরবে সম্ভব মিস্টার ডেলশেফকে তার বোকামি থেকে উদ্ধার করার জন্যে। শনিবার বেলা একটায় বার্ড এবং অন্যরা যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে সেটার ঠিক উল্টোদিকের রেস্তরাঁয় আবার সভা ডাকা হয়েছে। বার্ড যেহেতু মিস্টার ডেলশেফের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, লিখেছে ওর বন্ধু, সবাই বিশেষভাবে চাইছে ও যেন সভায় হাজির থাকে।

BanglaBook.org

শনিবার, আগামী পরশুদিন: হ্যাঁ, যাবে ও। পাম্প-জকি, মৌমাছি যেমন শরীরের চারপাশের বাতাস মধুর গন্ধে ভরিয়ে তোলে, ঠিক তেমনি তীব্র গ্যাসোলিনের আভায় ঢেকে আছে। তাকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে এগজস্টের গর্জন ছেড়ে গ্যাসস্ট্যান্ড ছেড়ে বেরিয়ে এল বার্ড। বাচ্চার মৃত্যুর সংবাদবাহী টেলিফোন আজ বা কাল আর আসছে না ধরে নিয়ে অপেক্ষার বিরক্তির সময় কাটানোর জন্যে বাইরের একটা খুচরো কাজ মিলে যাওয়াটা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের লক্ষণ। যাহোক, চিঠিটা সুসংবাদবাহী।

বাড়ি ফেরার পথে একটা গ্রোসারি স্টোরে ঢুকে কয়েকটা বীয়র আর ক্যান্ড শ্যামন কিনল বার্ড। বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। দরজায় তালা দেয়া। হিমিকো কি বাইরে গেছে? এক স্বেচ্ছাচারী ক্রোধ দখল করে নিল বার্ডকে; ও যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে দীর্ঘসময় ধরে বেজে চলেছে টেলিফোন, সাড়া বিহীন। কিন্তু ঘুরে বাড়ির পাশে এসে নিশ্চিত হবার জন্যে বেডরুমের জানালা দিয়ে হাঁক দিতেই পর্দার ফোকর থেকে হিমিকোর চোখজোড়া উঁকি মারতে দেখা গেল। দম ছাড়ল বার্ড এবং প্রবল বেগে ঘামতে ঘামতে আবার সামনের দরজার দিকে পা বাড়াল।

"হাসপাতাল থেকে কোনও খবর?" জানতে চাইল ও, চেহারা এখনও টানটান হয়ে আছে।

"কিছুই না, বার্ড।"

বার্ডের মনে হল একটা রক্তরঙা স্পোর্টস কারে চেপে গ্রীষ্মের কোনও দিনে এক বিশাল সীমানা বরাবর ঘুরে শক্তি অপচয় করেছে ও। নিজেকে অবসাদের ভয়ঙ্কর বাগদা চিংড়ির দাঁড়ায় আটক পড়েছে বলে আবিষ্কার করল ও, যেন বাচ্চার মৃত্যু সংবাদটা সারাদিনের কর্মব্যস্ততাকে একটা অর্থ দিত আর তাকে সঠিক স্থানে স্থাপন করত। কর্কশ কণ্ঠে বার্ড বলল: "দিনের বেলায়ও কেন দরজায় তালা দিয়ে রাখ তুমি?"

"বোধ হয় আতঙ্কিত আমি। আমার মনে হয় দুর্ভাগ্যের বিশ্রী ভূত ঠিক বাইরে আমার অপেক্ষায় রয়েছে।"

"ভূত তাড়া করছে তোমাকে?" বিভ্রান্ত মনে হল বার্ডকে। "এই মুহূর্তে সামান্য বিপদের আশঙ্কায়ও তুমি আছ বলে মনে হচ্ছে না আমার।"

"আমার স্বামী আত্মহত্যা করার পর বেশিদিন যায় নি। বার্ড, তোমার বিস্ময়কর ঔদ্ধত্য দিয়ে কি এটাই বোঝাতে চাইছ না যে তোমারই শুধু দুর্ভাগ্যের ভূতের খোঁজে থাকার কথা?"

প্রচণ্ড মার এটা। নক-আউট হওয়া থেকে বার্ড বেঁচে গেল কেবল হিমিকো দ্বিতীয় আঘাতটা না হাঁকিয়ে দ্রুত পায়ে বেডরুমে চলে যাওয়ায়।

হিমিকোর নগ্ন কাঁধের ওপর ওর দৃষ্টি, ওর সামনে চর্বিতে ঝিলিক মারছে। ভারি ঈষোদোষ্ণ হাওয়া ভেদ করে আবছা লিভিং রুমে এল, বার্ড রুমে পা রাখতেই ভয়ে থমকে দাঁড়াল ও। প্রায় হিমিকোর বয়সী এক দীর্ঘাঙ্গীনি মেয়ে, এখন আর তারুণ্য নেই, শুয়ে আছে বিছানায়, তার বাহু আর কাঁধ অনাবৃত: মাথার ওপর তামাকের ধোঁয়া গ্যাসীয় মেঘের মত ভাসছে।

BanglaBook.org

"অনেক অনেক দিন পর আবার দেখা হল, বার্ড," কর্কশ কণ্ঠে টেনে সম্ভাষণ জানাল মেয়েটা।

"হেই!" বলল বার্ড, এখনও দ্বিধা সামাল দিতে পারে নি।

"ফোনের জন্যে একা একা অপেক্ষা করতে চাই নি বলে ওকে আনিয়েছি আমি, বার্ড।"

"আজ স্টেশনে কাজ ছিল না তোমার?" জানতে চাইল বার্ড। এ বার্ডের আরেকজন ক্লাস-মেট, ইংরেজি বিভাগের। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর দুটি বছর আপন মনে ফূর্তি করে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই করে নি সে; বার্ডের কলেজের বেশির ভাগ মেয়ের মত সেও সব চাকরির প্রস্তাব তার মেধার উপযোগি নয় বলে ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষে, দুবছরের আলসেমির পর, স্থানীয় প্রচারসীমার তৃতীয় শ্রেণীর এক রেডিও স্টেশনের প্রযোজকে পরিণত হয়েছে সে।

"আমার সব শো-ই মাঝরাতের পর, বার্ড। নিশ্চয়ই অদ্ভুত বমির মত ফিসফিস শব্দ শুনেছ, মেয়েগুলো যেন গলা দিয়েই শ্রোতাদের সবাইকে বলাৎকার করছে," রসাল কণ্ঠে বলল প্রযোজক। রেডিও স্টেশনকে জড়ানো নানান স্ক্যান্ডালের কথা মনে পড়ে গেল বার্ডের, যেটা দয়াবশত চাকরি দিয়েছে তাকে। ছাত্র জীবনে মেয়েটার প্রতি ওর বিতৃষ্ণার কথা স্পষ্ট মনে করতে পারে বার্ড, তখন শুধু বিশাল নয় স্থূলদেহীও ছিল সে, চোখ আর নাকে ওর বোধের অগম্য এমন একটা কিছু ছিল যার দরুণ তাকে বার্ডের কাছে ব্যাজারের মত লাগত। "ধোঁয়ার ব্যাপারে একটা কিছু করা যায় না?" বীয়র আর ক্যান্ড শ্যামন টিভি সেটের ওপর রাখতে রাখতে গম্ভীর স্বরে বলল বার্ড।

কিচেনের ভেন্টিলেটর খুলতে এগিয়ে গেল হিমিকো। কিন্তু তার বান্ধবী বার্ডের চোখজ্বলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রূপালি নেইল পলিশ চর্চিত কুৎসিত হাতে আরেকটা সিগারেট ধরাল। রূপালি ডানহিলের কমলা আলোয় বার্ড দেখল, মেয়েটার চুল কপালের ওপর পড়ে থাকা সত্ত্বেও, তার ভুরুর ওপর তীক্ষ্ণ ভাঁজ আর তার স্পষ্ট শিরাযুক্ত চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। একটা কিছু কষ্ট দিচ্ছে তাকে: সতর্ক হয়ে উঠল বার্ড।

"তোমাদের কারও গরম লাগছে না?"

"খোদা, আমার লাগছে: জ্ঞান হারানোর দশা হয়েছে আমার," গম্ভীর কণ্ঠে বলল হিমিকোর বান্ধবী। "কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আন্তরিক আলাপের সময় ঘরের ভেতর হাওয়া খেলে বেড়ানো প্রীতিকর নয়।"

কিচেনে চঞ্চল পায়ে ঘুরে ঘুরে আইস ট্রের মাঝে বীয়রের ক্যান রাখছে হিমিকো, ক্যান্ড খাবারের টিনের ধুলো ঝাড়ছে, লেবেল পরখ করছে আর ওদিকে বিছানায় শুয়ে বিরক্ত চোখে সেদিকে চেয়ে আছে তার বান্ধবীটি। কুকুরটা আমাদের খবর দারুণ উৎসাহের সঙ্গে ছড়িয়ে দেবে বোধহয়, ভাবল বার্ড, যদি কোনও গভীর রাতে রেডিওতে প্রচার পেয়ে যায় অবাক হব না।

BanglaBook.org

বার্ডের ম্যাপগুলো বেডরুমের দেয়ালে সেঁটে দিয়েছে হিমিকো। এমনকি ব্যাগে লুকিয়ে রাখা আফ্রিকান উপন্যাসটা পর্যন্ত মরা ইঁদুরের মত লুটিয়ে আছে মেঝেয়। বান্ধবী আসার সময় নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে ওটা পড়ছিল হিমিকো। তারমানে ওটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দরজার তালা খুলতে গিয়েছিল ও, তারপর আর তোলে নি। ক্ষুব্ধ হল বার্ড: ওর আফ্রিকান রত্নগুলোকে এমন অযত্ন করা হচ্ছে, লক্ষণটা খারাপ না হয়ে যায় না। অভিযানের জন্যে টাকা জমানোর আর উপায় নেই, দিন চালানোর জন্যে দরকারী চাকুরিটাই খুইয়ে এসেছি আমি।

"আমাকে আজ বরখাস্ত করা হয়েছে," হিমিকোর উদ্দেশে বলল বার্ড। "সামার প্রোগ্রামও– সব।"

"না! কিন্তু হয়েছে কী, বার্ড?"

হ্যাঙওভার, বমি, নাছোড়বান্দা পিউরিটানের আক্রমণ– সব খুলে বলতে বাধ্য হল বার্ড এবং গল্পটা আস্তে আস্তে গন্ধময় অপ্রীতিকর বিষয়ে রূপ নিল। অসুস্থ বোধ করল বার্ড, দ্রুত গুটিয়ে নিল নিজেকে।

"কিন্তু প্রিন্সিপালের সামনে নিজের সাফাই গাইতে পারতে তুমি! ছাত্রদের কেউ কেউ যদি একে ফুড পয়জনিং বলতে চেয়ে থাকে, ওদের তোমার পেছনে দাঁড়াতে দেয়াটা অন্যায় হত না! বার্ড, এত সহজে কীভাবে ছাঁটাই হতে রাজি হয়ে গেলে তুমি!"

এটাই কথা, কেন এত সহজে ছাঁটাই হতে দিলাম নিজেকে? প্রথমবারের মত সবে খুইয়ে আসা ইনস্ট্রাক্টরের চেয়ারটার প্রতি একাত্মতা বোধ করল বার্ড। এধরনের চাকরি কেউ খেলাচ্ছলে ছেড়ে আসে না। আর শ্বশুরের কাছে কী সংবাদ বয়ে নিয়ে যাবে ও? তাকে কি একথা বলতে পারবে যে অস্বাভাবিক বাচ্চাটা হওয়ার পর সেদিনই বেহেড মাতাল হয়ে গিয়েছিল ও এবং পরদিন সকালে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে যে হ্যাঙওভারের কারণে চাকরি হারাতে হয়েছে? আর প্রফেসরের উপহার দেয়া জনি ওঅকর দিয়ে...

"পৃথিবীতে আর এমন কিছুই বাকি নেই যার ওপর ন্যায়সঙ্গতভাবে আমার অধিকার দাবী করতে পারি– এ ধরনের ছিল অনুভূতিটা। তাছাড়া, প্রিন্সিপালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা সংক্ষিপ্ত করতে এত ব্যাকুল ছিলাম যে, সবতাতেই রাজি হয়ে গিয়েছি, একেবারে বেপরোয়া অবস্থা হয়েছিল।"

"বার্ড," মহিলা প্রযোজক যোগ দিল, "আপন শিশুর মৃত্যু সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে দুনিয়ার সব অধিকার হারিয়ে ফেলার অনুভূতি জেগেছে, একথাই বলতে চাইছ?"

তার মানে গোটা নোংরা গল্পটা তাকে বলে দিয়েছে হিমিকো!

"অনেকটা সেরকম," বলল বার্ড, হিমিকোর হঠকারিতা আর মহিলা প্রযোজকের ধৃষ্টতায় বিরক্ত। এখন নিজেকে একটা ব্যাপক প্রচারিত স্ক্যান্ডালের কেন্দ্রে কল্পনা করা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

"যাদের মনে পৃথিবীতে অধিকার না থাকার অনুভূতি জাগতে শুরু করে তারাই আত্মহত্যা করে বসে। বার্ড, দয়া করে আত্মহত্যা করতে যেয়ো না," বলল হিমিকো।

"আত্মহত্যার কথা কী বলছ!" বলল বার্ড, বুক কেঁপে উঠেছে ওর।

"আমার স্বামী এরকম ভাবতে শুরু করার পরপরই আত্মহত্যা করেছিল। তুমি যদি ঠিক এই রুমেই গলায় ফাঁসি দাও– বার্ড, আমি যে ডাইনী তাতে আর সন্দেহ থাকবে না।"

"আত্মহত্যার কথা আমার চিন্তায়ও আসে নি," ঘোষণা দিল বার্ড।

"কিন্তু তোমার বাবা তো আত্মহত্যা করেছিল, তাই না?"

"তুমি কীভাবে জান সেকথা?"

"আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমার স্বামীর আত্মহত্যার দিন তুমিই আমাকে বলেছ। তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলে যে আত্মহত্যা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, প্রতিদিনকার ঘটনা।"

"নিশ্চয়ই আমি নিজেও খুব আপসেট ছিলাম," কোনওমতে বলল বার্ড।

"এমনকি আত্মহত্যা করার আগে তোমার বাবা যে তোমাকে পিটিয়েছে সেকথাও বলেছ তুমি।"

"কি ছিল ঘটনাটা?" জিজ্ঞেস করল মহিলা-প্রযোজক, তার আগ্রহ চাগিয়ে উঠছে।

কিন্তু বিমর্ষ চেহারায় নীরব রইল বার্ড, তো যেভাবে শুনেছিল সেভাবেই ঘটনাটা বলল হিমিকো।

একদিন বাবার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হল বার্ড, ওর বয়স তখন ছয় বছর: *বাবা, জন্ম নেয়ার একশো বছর আগে কোথায় ছিলাম আমি? মারা যাবার একশো বছর পরেই বা কোথায় থাকব? বাবা, মারা যাবার পর কী হবে আমার?* কোনও কথা না বলেই ওর তরুণ বাবা মুখের ওপর ঘুষি মেরে দুটো দাঁত ভেঙে চেহারা রক্তাক্ত করে দেয় এবং মৃত্যু ভীতি হারিয়ে যায় বার্ডের। তিনমাস পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন একটা জার্মান আর্মি পিস্তলে মাথায় গুলি করে বসে ওর বাবা।

"আমার বাচ্চাটা যদি অপুষ্টিতে মারা যায়," বাবার কথা মনে করে বলল বার্ড, "একটা জিনিস অন্তত কমবে ভয়ের তালিকা থেকে। কারণ আমি জানি না আমার বাচ্চাটাও যদি ছয় বছর বয়সে আমাকে একই প্রশ্ন করে তখন কী করব। মৃত্যু-ভয় ভুলিয়ে দেয়ার মত– এমন কি সাময়িকভাবেও নয়– যথেষ্ট জোরে নিজের বাচ্চার মুখে ঘুসি মারতে পারব না আমি!"

"তুমি আত্মহত্যা করো না, বার্ড, কেমন?"

"ও নিয়ে ভেব না," বলল বার্ড, হিমিকোর প্রাক্তন ফোলা ফোলা চোখজোড়া থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল, ওর চোখজোড়াও যেন বিগড়ে যেতে শুরু করেছে।

বার্ডের দিকে তাকাল মহিলা প্রযোজক, যেন এতক্ষণ হিমিকোর নীরবতার অপেক্ষায় ছিল সে। "বার্ড, দূরের এক হাসপাতালে– পানি-চিনি খেয়ে দুর্বল হয়ে

BanglaBook.org

চলা বাচ্চার অপেক্ষায় থাকাটা তোমার জীবনের জঘন্যতম অবস্থা নয়? আত্ম-প্রবঞ্চনা, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগে ভরা! সেজন্যেই কি এমন পর্যুদস্ত অবস্থা হয় নি তোমার? তুমি একা নও, এমনকি হিমিকোও ওজন হারিয়েছে।"

"কিন্তু আমি স্রেফ ওকে বাড়ি নিয়ে এসে মেরে ফেলতে পারব না," প্রতিবাদ করল বার্ড।

"ওভাবে অন্তত নিজেকে প্রতারণা করবে না তুমি, তোমাকে মানতেই হবে যে নিজের হাত নোংরা করছিলে তুমি। বার্ড, এখন তোমার ভেতরের ভিলেইনের হাত থেকে রেহাই নেই তোমার, কারণ তোমাকে ভিলেইন হতে হয়েছে কেননা একটা অস্বাভাবিক বাচ্চা থেকে তোমার বাড়ির ছোট মঞ্চ বাঁচাতে চেয়েছ তুমি, তো, এর মধ্যে স্বার্থগত যুক্তিও আছে। কিন্তু তুমি যেটা করছ সেটা হচ্ছে জঘন্য কাজটা একটা হাসপাতালের কোনও ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়ে আকস্মিক দুর্ভাগ্যের শিকারের ভান করে বেড়াচ্ছ, যেন খুব ভাল মানুষ তুমি এবং সেটাই তোমার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে খারাপ! আমি যেমন জানি তোমারও তেমন জানার কথা, নিজেকেই প্রতারণা করছ তুমি!"

"নিজেকেই প্রতারণা করছি? নিশ্চয়ই, যদি আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাচ্চার মৃত্যুর জন্যে অধীর অপেক্ষায় থেকেও নিজেকে বোঝানোর চেষ্টায় থাকি যে আমার হাত দুটো পরিষ্কার, নিশ্চয়ই অসৎ কাজ হবে সেটা," প্রত্যাখ্যানের ঢঙে বলল বার্ড, "কিন্তু আমি খুব ভাল করেই জানি যে বাচ্চাটার মৃত্যুর দায় দায়িত্ব আমারই হবে।"

"ও নিয়েই ভাবছি আমি, বার্ড," স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুরে বলল মহিলা-প্রযোজক। "আমার আশঙ্কা বাচ্চাটা মারা যাওয়ামাত্র নানান ঝামেলায় নিজেকে আবিষ্কার করবে তুমি, নিজেকে প্রতারণা করার সেটাই হবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত। এবং তখনই বার্ডের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে হিমিকোকে যেন সে নিজের প্রাণনাশ করতে না পারে। অবশ্য, ততদিনে হয়ত সে তার দীর্ঘদিন রোগে ভোগা স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে আসবে।"

"আমার স্ত্রী বলছে– আমি যদি বাচ্চাটার প্রতি অবহেলা দেখাই আর বাচ্চাটা মারা যায়, ডিভোর্সের কথা ভাববে সে।"

"মানুষ যখন আত্ম-প্রতারণার বিষে আক্রান্ত হয়, সে আর নিজের ব্যাপারে এরকম স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে না," বান্ধবীর ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলল হিমিকো। "ডিভোর্স তুমি পাবে না, বার্ড। পাগলের মত নিজের সাফাই গাইবে আর বাস্তব ইস্যুগুলোকে তালগোল পাকিয়ে বিবাহিত জীবন রক্ষার চেষ্টা করবে। ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেয়ার মত ক্ষমতা আর নেই তোমার এখন, বার্ড, বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আর জান এর শেষটা কীভাবে হয়? এমনকি তোমার স্ত্রীও আর তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না এবং নিজেই একদিন আবিষ্কার করবে, তোমার গোটা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতারণার ছায়া পড়েছে এবং পরিণামে নিজেকে ধ্বংস করবে তুমি। বার্ড, আত্ম-ধ্বংসের প্রাথমিক লক্ষণ এরই মধ্যে ফুটে উঠেছে!"

"কিন্তু সেটা তো কানাগলি! যত পার নৈরাশ্যময় ভবিষ্যতের ছবি আঁকার ব্যাপারটা তোমার কাছেই রয়ে যাচ্ছে।" রসিকতায় আঘাত হানল বার্ড, কিন্তু ওর

BanglaBook.org

বিশালদেহী, ভারি ক্লাসমেট ওকে ঠেকানোর মত যথেষ্ট জোরাল: "এই মুহূর্তে, এটা পরিষ্কার যে *তুমিই* একটা কানাগলি ধরে ছুটছ, বার্ড।"

"কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে আমার স্ত্রীর অস্বাভাবিক বাচ্চা হওয়াটা মামুলি দুর্ঘটনা, সেজন্যে আমরা কেউই দায়ী নই। আর আমি এমন কঠিন ভিলেইন নই যে বাচ্চাটার ঘাড় মটকে দিতে পারব বা শক্তিশালী দেবদূতও নই যে বাচ্চাটার অবস্থা যত খারাপ হোক সব ডাক্তারকে একজোট করে ওকে কোনওভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারব। তো আমার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল সেটা হল ওকে একটা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে রেখে সে যেন দুর্বল হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেটা নিশ্চিত করা। সব চুকে যাবার পর যদি বিষ গেলার পর কানা গলিতে ছুটে যাওয়া নর্দমার ইঁদুরের মত আত্ম-প্রবঞ্চনায় অসুস্থ হয়ে পড়ি, ঠিকাছে, আমার করার কিছুই থাকবে না তাহলে।"

"এখানেই ভুল হচ্ছে তোমার, বার্ড। তোমার উচিত ছিল হয় কঠিন ভিলেইন কিংবা শক্তিশালী দেবদূত, যেকোনও একটা হওয়া।"

ঘামের গন্ধ মাখা বাতাসে চকিতের জন্যে অ্যালকোহলের অস্পষ্ট গন্ধ পেল বার্ড। মহিলা প্রযোজকের লম্বাটে চেহারার দিকে তাকাল ও এবং আধো অন্ধকারেও চেহারায় জ্বলজ্বলে ভাব আর কাঁপুনি দেখতে পেল, যেন মুখের স্নায়ু জ্বলছে তার।

"মাতাল হয়ে আছ তুমি, তাই না; এইমাত্র বুঝতে পারলাম–"

"তার মানে এই নয় যে এতক্ষণ যেসব কথা বলেছি সেগুলোর কোনওটাই তোমার বেলায় খাটে না," বিজয়ীর ঢঙে ঘোষণা করল মেয়েটা, প্রকাশ্যে হুইস্কি-গন্ধ তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ল, "তুমি যেভাবেই অস্বীকার কর না কেন, বার্ড, বাচ্চার মৃত্যুর পরবর্তী আত্ম-প্রতারণার পঙ্কিলতার সমস্যা এখনও তোমার কাছে স্পষ্ট নয়। তুমি কি অস্বীকার করতে পার যে এই মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে অদ্ভুত বাচ্চাটা আগাছার মত বেড়ে উঠতে পারে, কখনওই মরবে না?"

বার্ডের হৃৎপিণ্ডে খিঁচিয়ে এল: ঘাম বেরুতে শুরু করল। দীর্ঘ সময় নীরবে বসে থাকল ও, মার-খাওয়া কুকুরের অনুভূতি হচ্ছে ওর। তারপর উঠে দাঁড়াল ও, রেফ্রিজারেটর থেকে বীয়র বের করতে এগিয়ে গেল। আইস ট্রে-তে যেদিকটা শোয়ানো ছিল সে দিকে খানিকটা অংশ ঝাপসা, বোতলের বাকি অংশ উষ্ণ– বীয়রের তৃষ্ণা উবে গেল বার্ডের। তবু বীয়রের বোতল আর তিনটা গ্লাসসহ বেডরুমে ফিরে এল ও। হিমিকোর বন্ধু এখন লিভিংরুমে, বাতি জ্বেলে চুল ঠিকঠাক করে মেকাপ করছে, কাপড় পরে নিচ্ছে। লিভিংরুমের দিকে পেছন ফিরল বার্ড, আর নিজের জন্যে দুটো গ্লাসে বীয়র ঢালল, কেমন যেন নোংরা বাদামী রঙ দেখা যাচ্ছে তাতে।

"আমরা বীয়র খাচ্ছি," বান্ধবীকে ডেকে বলল হিমিকো।

"আমার লাগবে না। আমাকে স্টেশনে যেতে হবে।"

"কিন্তু এখনও তো অনেক সময় আছে," নষ্টামির সুরে বলল হিমিকো।

"বার্ড থাকায় এখন আমাকে আর লাগবে না তোমার, জানি আমি," বলল মেয়েটা, যেন অনুমানের জালে আটকাতে চায় বার্ডকে। তারপর বার্ডের উদ্দেশে

BanglaBook.org

সরাসরি বলল: "আমার সঙ্গে পাশ করা সব মেয়ের ফেয়ারি গডমাদার আমি। ওদের সবার ফেয়ারি গডমাদার দরকার, আমাকে দরকার, কারণ এখনও কী চায় জানে না ওরা। এবং যখনই দেখা যায় কারও কোনও সমস্যা হচ্ছে, হাজির হই আমি, তাকে সাহস যোগাই। বার্ড, তোমার পারিবারিক সমস্যায় হিমিকোকে খুব বেশি জড়িয়ে ফেলো না। ব্যক্তিগতভাবে আমি সহানুভূতিশীল নই, তা নয়–"

বান্ধবীকে ক্যাবে তুলে দিতে হিমিকো বেরিয়ে যাবার পর উষ্ণ অবশিষ্ট বীয়র সিঙ্কে ফেলে, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে ভিজল বার্ড। পানির ধারা গায়ে পড়ার সময় এলিমেন্টারি স্কুলের একটা এক্সকারশানের কথা মনে পড়ে গেল ওর, দল থেকে পিছিয়ে পড়ে পথ হারিয়ে বসে ও, তারপর হিম বৃষ্টির আক্রমণে পড়ে গিয়েছিল। প্রবল একাকীত্বে আর বিবশ করা অসহায়ত্বের অনুভূতি। এই মুহূর্তে, সবে খোলস-ছাড়া কোমল খোলস কাঁকড়ার মত, এমনকি তুচ্ছতম শত্রুর আক্রমণেও পরাস্ত হচ্ছে ও। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে ও, ভাবল বার্ড। সেরাতে টিন-এজ দলটার বিরুদ্ধে যে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সেটা এখন অসম্ভব অলৌকিক কাণ্ড বলে মনে হওয়ায় ফের আপাদমস্তক আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

স্নান সারার পর মৃদু উত্তেজিত অবস্থায় নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল বার্ড। বহিরাগতের গন্ধ মিলিয়ে গেছে; বাড়িটা আবার এর নিজস্ব আলাদা পুরনো গন্ধ বিলাচ্ছে। এটা হিমিকোর ডেরা। প্রত্যেকটা কোণে গায়ের গন্ধ মাখতে হয়েছে ওকে নিজের এলাকা বোঝানোর জন্যে, নইলে খুদে তুচ্ছ ভীতু জানোয়ারের মত উদ্বেগ থেকে রেহাই মিলত না ওর। এ বাড়ির গন্ধের সঙ্গে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে বার্ড, মাঝে মাঝে একে নিজের গন্ধ বলেই ভুল করে ও। কেন হিমিকোর দেরি হতে পারে? স্নানের সময় আগের ঘাম ধুয়ে ফেলেছিল বার্ড এবং এখন আবার স্বেদ বিন্দু দেখা দিচ্ছে ওর গায়ে। শ্লথ পায়ে কিচেনে চলে এল ও, কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা বীয়রের আরেকটা বোতল কাজে লাগানোর প্রয়াস পেল।

এক ঘণ্টা বাদে অবশেষে হিমিকো ফিরে আসার পর বার্ডকে বিষণ্ন অবস্থায় দেখতে পেল।

"ঈর্ষায় ভুগছে ও," বান্ধবীর পক্ষে বলল ও।

"ঈর্ষা?"

"বিশ্বাস করবে কিনা, আমাদের ছোট দলটার সবচেয়ে দুঃখী সদস্য ছিল সে। প্রায়ই মেয়েদের কেউ না কেউ ওকে চাঙা করার জন্যে ওর সঙ্গে বিছানায় যেত। এবং তাতে ওর ধারণা জন্মায় যে ও আমাদের ফেয়ারি গডমাদার হয়ে গেছে।"

হাসপাতালে বাচ্চাকে ফেলে আসার পর থেকেই বার্ডের নৈতিকতার মেকানিজম ভেঙে গেছে। প্রযোজক বান্ধবীর সঙ্গে হিমিকোর সম্পর্ক ওকে তেমন স্পর্শ করে নি।

"হয়ত ঈর্ষা থেকে কথা বলছিল ও," বলল ও, "কিন্তু তার মানে এই না যে ওর কোনও কথাই আমার গায়ে লাগে নি।"

BanglaBook.org

দশ

মাঝরাতের খবর দেখছিল ওরা, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বার্ড, সামুদ্রিক শামুকের মত মাথাটা জাগিয়ে রেখেছে কেবল; মেঝেয় হাঁটু আঁকড়ে বসেছে হিমিকো। দিনের উত্তাপ বিদায় নিয়েছে। আদিম গুহাবাসীর মত নগ্ন শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করছে ওরা। টেলিফোনের বেলের কথা মাথায় রেখে ভলিয়্যুম একেবারে কমিয়ে রাখায় রুমে কেবল মৌমাছির ডানার গুঞ্জনের মত ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কিন্তু অর্থ আর অভিব্যক্তি মেশানো মানুষের গলার আওয়াজ শুনছে না বার্ড, পর্দার কাঁপাকাঁপা ছায়ায় অর্থপূর্ণ অবয়বও শনাক্ত করছে না ও। বাইরের জগৎ থেকে কোনও কিছুকেই ওর চেতনার পর্দায় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে দিচ্ছে না। স্রেফ অপেক্ষা করছে ও, কেবল রিসিভারঅলা রেডিও সেটের মত, দূরের একটা সঙ্কেতের, যা আদৌ প্রচারিত হবে কিনা নিশ্চিত করে জানা নেই ওর। এখন পর্যন্ত সঙ্কেত আসে নি এবং অপেক্ষমান রিসিভার, বার্ড, সাময়িকভাবে বিকল হয়ে আছে। আচমকা হিমিকো আফ্রিকান লেখক আমোস টুটুওলার লেখা *মাই লাইফ ইন দ্য বুশ অভ গোস্টস্* বইটা ওর কোলের ওপর নামিয়ে রেখে সামনে ঝুঁকে টেলিভিশন সেটের ভলিয়্যুম বাড়িয়ে দিল। এমনকি তারপরেও চোখ দিয়ে দেখা ছবি বা কান দিয়ে শোনা কণ্ঠস্বরের পরিষ্কার কোনও ধারণা পেল না বার্ড। ফাঁকা চোখে পর্দার দিকে তাকিয়ে স্রেফ অপেক্ষা করতে লাগল ও। এক মিনিট পর, একটা হাত বাড়িয়ে দিল হিমিকো, ওর অন্য হাত আর হাঁটুজোড়া মেঝের ওপর, সেটটা বন্ধ করে দিল। পারদের ফোঁটাটা জ্বলে উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল, নিভে গেল আপনা আপনি– মৃত্যুর অবয়বের খাঁটি বিমূর্ত রূপ। ঢোক গিলল বার্ড, আমার বাচ্চাটা হয়ত এই মুহূর্তেই মারা গেছে! অনুভব করল ও। সকাল থেকে শুরু করে রাতের বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত টেলিফোনের পাশে খবরের অপেক্ষায় ছিল ও; রুটি, হ্যাম আর বীয়র দিয়ে দুপুরের খাবার সারা আর বারবার হিমিকোর সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করে নি, এমনকি ওর ম্যাপের দিকে তাকায় নি বা আফ্রিকান উপন্যাসটাও পড়ে নি (হিমিকো, যেন বার্ডের আফ্রিকান জ্বর সংক্রমিত হয়েছে ওর মাঝে, ম্যাপ আর বইয়ে আটকা পড়ে গেছে), বাচ্চার মৃত্যু বাদে আর কিছুই ভাবে নি। স্পষ্টই পিছুটানের মধ্যে ছিল বার্ড।

মেঝের ওপর ঘুরে বসল হিমিকো, বার্ডের সঙ্গে কথা বলল, ওর চোখে জ্বলজ্বলে দৃষ্টি।

BanglaBook.org

"কী?" কথা ধরতে না পেরে জানতে চাইল বার্ড।

"বললাম এবার বোধ হয় অ্যাটমিক যুদ্ধ বেধে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী!"

"কেন একথা বলছ?" বলল বিস্মিত বার্ড, "মাঝেমাঝে আজগুবী কথা বলার স্বভাব আছে তোমার।"

"আজগুবী কথা?" এবার হিমিকোর বিস্মিত হবার পালা। "কিন্তু ওই খবরটা কি তোমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হয় নি?"

"কীসের খবর ছিল? মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম না আমি, অন্য কারণে চমকে গেছি।"

ভর্ৎসনামাখা দৃষ্টিতে বার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল হিমিকো, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল যে ওর সঙ্গে তামাশা করছে না বার্ড বা যা শুনেছে তা নিয়ে ভয়ে হতবুদ্ধিও হয়ে পড়ে নি। হিমিকোর চোখের উত্তেজিত দৃষ্টি মিইয়ে এল।

"নিজেকে সামলে নাও, বার্ড!"

"খবরটা কী?"

"ক্রুশ্চেভ আবার নিউক্লিয়ার টেস্টিং শুরু করেছে; স্পষ্টই একটা বোমা ফাটিয়েছে ওরা, যেটার কাছে হাইড্রোজেন বোমা এখন আতশবাজির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"ওহ্, তাই নাকি," বলল বার্ড।

"অবাক হও নি মনে হচ্ছে।"

"মনে হয় না–"

"কি আশ্চর্য!"

আসলেই অদ্ভুত ব্যাপার, প্রথমবারের মত ভাবল বার্ড যে, সোভিয়েতদের পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু করার খবর ওকে এতটুকু অবাক করতে পারে নি। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার খবরেও মনে হয় না বিস্মিত হবে ও...

"কেন জানি না, কিন্তু সত্যি বলছি আমার কিছুই মনে হচ্ছে না," বলল বার্ড।

"আজকাল কী রাজনীতির ব্যাপারে একেবারেই নিস্পৃহ হয়ে পড়েছ?"

এক মিনিট নীরব থেকে ভাবতে হল বার্ডকে। "আমরা ছাত্র জীবনে যেমন ছিলাম এখন আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে ততটা স্পর্শকাতর নই আমি। মনে আছে, তোমার স্বামী আর তোমার সঙ্গে সব রাজনৈতিক প্রতিবাদ বিক্ষোভে যোগ দিতে যেতাম? তবে অ্যাটমিক উইপনের বেলায় সব সময়ই কৌতূহলী ছিলাম আমি। আমাদের স্টাডি গ্রুপের একমাত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল নিউক্লিয়ার ওঅরফেয়ারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। সুতরাং ক্রুশ্চেভের খবরে অবাক হওয়া উচিত ছিল আমার, কিন্তু সারাক্ষণ খবর দেখতে থাকলেও আমার কিছুই মনে হয় নি।"

"বার্ড–" কোনওমতে বলার চেষ্টা করল হিমিকো।

"মনে হচ্ছে যেন আমার স্নায়ুতন্ত্র শুধু বাচ্চাটার সমস্যা নিয়েই স্পর্শকাতর, অন্য কিছু দিয়ে আর উত্তেজিত করা যাবে না," অস্পষ্ট উদ্বেগ থেকে বলতে বাধ্য হল বার্ড।

BanglaBook.org

"তাই হবে, বার্ড। আজ সারাদিন, পনের ঘণ্টা ধরে খালি বাচ্চাটা বেঁচে আছে না মরে গেছে একথা ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করো নি তুমি।"

"এটা ঠিক যে ওর প্রেতাত্মা আমার মাথা নিয়ন্ত্রণ করছে, মনে হচ্ছে বাচ্চাটার ছায়ার পুকুরে ডুবে গেছি আমি।"

"বার্ড, এটা স্বাভাবিক নয়। বাচ্চাটা দুর্বল হতে যদি অনেক সময় নেয় আর যদি এভাবেই ধরো, আরও একশোদিন চলে, পাগল হয়ে যাবে তুমি। সত্যি, বার্ড!"

অগ্নিচোখে হিমিকোর দিকে তাকাল বার্ড। যেন ওর কথার প্রতিধ্বনি চিনি-পানি আর সামান্য দুধ খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া বাচ্চার দেহে পপাই যেমন করে পুদিনা পাতার টিনে শক্তি খুঁজে পায় তেমনি করে শক্তি যোগাবে। আহ্, একশো দিন! চব্বিশ শো ঘণ্টা!

"বার্ড! তুমি বাচ্চাটার প্রেতাত্মাকে এভাবে তোমার ওপর ভর করার সুযোগ দিলে, আমার মনে হয় বাচ্চা মারা যাবার পরেও তুমি রেহাই পাবে না।" ম্যাকবেথ থেকে ইংরেজিতে উদ্ধৃতি দিল হিমিকো: "'দিজ ডীডস্ মাস্ট নট বী থট আফটার দিজ ওয়েজ,' বার্ড, 'সো ইট উইল মেইক আস ম্যাড।'

"কিন্তু এখন বাচ্চাটার কথা না ভেবে পারছি না আমি আর ও মারা যাবার পরেও এরকম চলতে পারে। এখানে কিছুই করার নেই আমার। হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি, কারণ ঠিক জানি যে বাচ্চাটার মারা যাবার পরে অবস্থা আরও খারাপের দিকেই যাবে।"

"কিন্তু এখনও সময় আছে, হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে পূর্ণ দূধ দেয়ার ব্যবস্থা করা–"

"লাভ নেই তাতে," আবেদনের ভঙ্গিতে আর্তনাদের মত চড়া গলায় বাধা দিল বার্ড। "ওর মাথার ওপর পিণ্ডটা দেখলে তুমিও বুঝবে লাভ নেই তাতে।"

বার্ডের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল হিমিকো এবং গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল। পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। অচিরেই বাতি নিভিয়ে দিল হিমিকো, তারপর বার্ডের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। এখন পরস্পরকে চাপ না দিয়েই ছোট বিছানাটায় দুজন শোয়ার মত যথেষ্ট ঠাণ্ডা নেমে এসেছে। কিছুক্ষণ নীরবে শুয়ে রইল ওরা, একেবারে নিঃসাড়। তারপর বার্ডকে জড়িয়ে ধরল হিমিকো, এখন আনাড়ির মত নড়ছে। ওর মত চৌকষ মেয়ের বেলায় বিস্ময়কর বটে। ডান উরুর দিকে শুকনো পিউবিক হেয়ারের স্পর্শ পেল বার্ড, অত্যাপ্রত্যাশিতভাবে ঘৃণা আঁচড়ে দিল ওকে, মিলিয়ে গেল। মনে মনে চাইল হিমিকো হাত-পা নাড়া বাদ দিয়ে ওর নিজস্ব মেয়েলি ঘুমে হারিয়ে যাক। আবার একইসঙ্গে তীব্রভাবে আশা করল যেন ও না ঘুমানো পর্যন্ত জেগে থাকুক হিমিকো। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। দুজনেই বুঝতে পারছে এবং চেষ্টা করছে যাতে অন্য জনের জেগে থাকার কথাটা যে সে জানে সেটা যেন টের না পায়। অবশেষে হিমিকো বলল, এমন আচমকা যেন কোনও ব্যাজার আর মরার ভান করে থাকতে পারছে না, "গতরাতে বাচ্চাটাকে স্বপ্ন দেখেছ তুমি, তাই না?" তার কণ্ঠস্বর লক্ষ্যণীয়ভাবে তীক্ষ্ণ।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, দেখেছি। কেন?"

"কি ধরনের স্বপ্ন?"

"চাঁদের পিঠে একটা মিসাইল ঘাঁটিতে অকল্পনীয় নিঃসঙ্গ পাথর সারির মাঝে একলা পড়ে আছে বাচ্চার বেসিনেট। ব্যস। মামুলি স্বপ্ন।"

"ছোট বাচ্চার মত কুকড়ে ছিলে তুমি, হাতজোড়া মুঠি পাকানো ছিল তোমার, ঘুমের মধ্যেই চেঁচানো শুরু করেছিলে। ওয়াগ! ওয়াগ! মুখটা একেবারে হাঁ হয়েছিল তোমার।"

"হরর গল্প ওটা, স্বাভাবিক নয়!" যেন রাগবশত বলে উঠল বার্ড, আবার অপমানের উষ্ণ ঝর্নায় ডুবে যাচ্ছে।

"ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল ওরকমই রয়ে যাবে তুমি, আর স্বাভাবিক হবে না।"

চুপ রইল বার্ড, অন্ধকারে জ্বলছে ওর গাল। আর পাথরের মত নিঃসাড় পড়ে আছে হিমিকো।

"বার্ড– এটা যদি তোমার একান্ত নিজস্ব সমস্যা না হত, মানে যদি আমারও উদ্বেগের বিষয় হত, তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম, তাহলে আরও ভালভাবে চাঙা করতে পারতাম তোমাকে–" হিমিকোর কণ্ঠস্বর চাপা, যেন ঘুমের ভেতর বার্ডের গোঙানির কথা তুলে এখন অনুতপ্ত।

"ঠিকই বলেছ, সমস্যাটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত, এটা একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তোমাকে যা একটা গুহার দিকে ঠেলে দেয়, সেই অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে একটা সাইড টানেল বা এমন কোনও সত্যের দিকে নিয়ে যাবে যা কেবল তোমার নয় বরং সবার সঙ্গে জড়িত। টম স্যয়ারের মত! নিকষ-কালো গুহায় ভোগান্তির শিকার হয়েছিল ও, কিন্তু একই সময়ে যখন আলোয় বেরিয়ে আসার পথ পেল ও, একটা সোনাভর্তি ব্যাগও খুঁজে পেয়েছিল! কিন্তু এখন ব্যক্তিগতভাবে আমি যা ভোগ করছি সেটা মাইনিং শ্যাফটে একাকীত্বের খাড়া সুড়ঙ্গ খোঁড়ার মত। ওটা সোজা সীমাহীন গভীরে চলে গেছে, আর কারও সামনে খুলবে না কোনও দিন। তো সেই একই অন্ধকারে দরদর করে ঘামতে ঘামতে কষ্ট পেয়ে যাব আমি, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্য কারও কাছে এতটুকু তাৎপর্যও বয়ে আনবে না। স্রেফ গর্ত খুঁড়ে চলেছি আমি, লজ্জাকর অর্থহীন গর্ত-খোঁড়া; আমার টম স্যয়ার দারুণ গভীর এক মাইন শ্যাফটের গভীরে এবং সে পাগল হয়ে গেলে, অবাক হব না আমি!"

"আমার অভিজ্ঞতায় চরম অর্থহীন ভোগান্তি বলে কিছু নেই। বার্ড, আমার স্বামীর আত্মহননের পরপরই অরক্ষিত অবস্থায় এক লোকের সঙ্গে বিছানায় গিয়েছি আমি, হয়ত অসুস্থ ছিল সে এবং আমার মধ্যে সিফিলিস-ফোবিয়া জেগে উঠেছিল। বেশ দীর্ঘ সময় এই আতঙ্কে ভুগেছি আমি এবং সেই ভোগান্তির সময় আমার কাছে মনে হয়েছিল আর কোনও স্নায়বিক বিকার ওরকম বন্ধ্যা ফলহীন হতে পারে না।

BanglaBook.org

কিন্তু তুমি জান, আমি সেরে ওঠার পর, একটা কিছু অর্জন করতে পেরেছি। সেই থেকে, বলতে গেলে যেকোনও কিছু দিয়েই কাজটা করতে পারি আমি সে যত ভয়ঙ্কর হোক না কেন, বহুদিন ধরে আর সিফিলিস নিয়ে চিন্তা করি না!"

যেন মজার কোনও কথা, এমনিভাবে নিজের কাহিনী শোনাল হিমিকো, শেষ করার সময় এমনকি শব্দ করে হাসলও। ওর প্রফুল্লতা যে কপটতা, বার্ড বুঝতে পারল, আসলে মেয়েটা ওকে চাঙা করে তুলতে চাইছে। তবু বাঁকা একটা মন্তব্য করে বসল ও: "অন্যভাবে বলা যায়; এরপর যখন আমার স্ত্রীর আবার অস্বাভাবিক বাচ্চা হবে, আমাকে বেশি বেশি কষ্ট করতে হবে না।"

"আমি মোটেও তা বোঝাতে চাই নি," বিমর্ষ স্বরে বলল হিমিকো। "বার্ড, শুধু যদি তোমার এই অভিজ্ঞতাটাকে খাড়া শ্যাফটের বদলে বেরুনোর সুড়ঙঅলা গুহার অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করতে পারতে–"

"সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না আমার।"

কথোপকথন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। "একটা বীয়র আর গোটাকয় ঘুমের বড়ি নিয়ে আসছি আমি," অবশেষে বলল হিমিকো। "তোমারও কয়েকটা লাগবে মনে করো?"

অবশ্যই বার্ডেরও লাগবে কয়েকটা, কিন্তু টেলিফোন বেজে উঠলে সেটা মিস করার জন্যে ওপথে যাবে না ও। "আমার লাগবে না," চাহিদার তীব্রতায় তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল বার্ড। "সকালে মুখে ঘুমের ওষুধের স্বাদ নিয়ে জেগে উঠতে খারাপ লাগে আমার।" *আমার লাগবে না* বললেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গলার ভেতর জ্বলতে থাকা ঘুমের বাড়ি আর বীয়রের চাহিদা দূর করতে বাড়তি কথাগুলো বলতে হল।

"সত্যি?" আধ গ্লাস বীয়র দিয়ে ট্যাবলেট গিলতে গিলতে রুক্ষ স্বরে বলল হিমিকো। "তুমি বলায় মনে পড়ল, ভাঙা দাঁতের মত লাগছে স্বাদটা।"

হিমিকো ঘুমিয়ে পড়ার অনেক পরেও ওর পাশে জেগে শুয়ে রইল বার্ড, কাঁধ থেকে শুরু করে পেট পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর যেন গোদরোগে আক্রান্ত হয়েছে। আরেকজনের সঙ্গে শোয়ার ব্যাপারটা নিজের দেহ বিসর্জন দেয়ার মত এত বিরাট মনে হচ্ছে যে ন্যায্য বলে মানা যাচ্ছে না একে। বিয়ের প্রথম বছরটা কেমন ছিল মনে করার প্রয়াস পেল বার্ড, যখন ওর স্ত্রী আর ও একই বিছানায় ঘুমাত, কিন্তু সাফল্যের হার এত কম যে, তা স্মৃতি শক্তির ভুলও হতে পারে। শেষতক মেঝেয় ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিল বার্ড, কিন্তু ও উঠে বসার চেষ্টা করতেই ঘুমের মধ্যে প্রবল শব্দে গুঙিয়ে উঠল হিমিকো, শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল ওকে, দাঁত কিড়মিড় করল। উরুর বাইরের দিকে আবার খসখসে পিউবিক হেয়ারের স্পর্শ পেল বার্ড। ওপাশের অন্ধকার থেকে হিমিকোর আংশিক ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট গলে মরচে ধরা ধাতুর গন্ধ বেরিয়ে আসছে।

নড়াচড়া করার কোনও উপায় না থাকায়, দেহের বেড়ে ওঠা ব্যথায় অস্থির হয়ে অসহায়ভাবে জেগে রইল বার্ড। অচিরেই এক রুদ্ধশ্বাস সন্দেহ গ্রাস করে নিল

BanglaBook.org

ওকে। ডাক্তার আর নার্সগুলো বাচ্চাটাকে ঘণ্টায় দশ কোয়ার্ট করে ভাল দুধ খাওয়াচ্ছে না তো? বার্ড যেন দেখতে পেল বাচ্চাটা চোঁ চোঁ করে ঘন দুধ খাচ্ছে, ওর লাল দুই মাথায় দুটো লাল মুখ খোলা। ওর শরীরের ভাঁজে ভাঁজে জ্বরের বীজ-উপ্ত হয়ে গেল। বার্ডের অপমান হালকা হল এবং দাড়িপাল্লার অন্য বাটিতে যোগ হল ওজন– এক অদ্ভুত বাচ্চার কারণে ওর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অনুভূতি: বার্ডের নিস্তার লাভের মনস্তাত্বিক পাল্লা উঁচু হল। ঘামছে বার্ড, স্বার্থপর উৎকণ্ঠায় জর্জরিত হচ্ছে ও। এখন আর কিছুই দেখছে না ও, এমনকি অন্ধকার ফুঁড়ে মাথা চাড়া দেয়া আসবাব পর্যন্ত না; এখন কেবল ওর ত্বকের ওপরে গরমের খোঁচা আর দেহের ভেতর থেকে ছাপিয়ে ওঠা ঘাম সম্পর্কে সচেতন একটা প্রাণী মাত্র। একদম নিঃসাড় পড়ে থেকে সবুজ গন্ধ মাখা তরল ত্যাগ করে চলল বার্ড, যেন কীটনাশকে ঢাকা পড়া বাগানের শামুক।

আমি জানি ডাক্তার আর নার্সের দল আমার বাচ্চাটাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দশ কোয়ার্ট করে ঘন দুধ খাওয়াচ্ছে...

শিগগিরই সকাল হয়ে যাবে, কিন্তু এমনকি তখনও হিমিকোকে ওর বিশ্রী প্যারানোইয়ার কথা বলতে পারবে না ও: মহিলা প্রযোজক ওকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সময় এই প্যারানোইয়ারই ভবিষ্যৎবাণী করছিল। হয়ত হিমিকোর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না ও, তবে খুব সম্ভব ওয়ার্ডে যাবে এবং অপেক্ষার যন্ত্রণা যখন অসহনীয় হয়ে উঠবে তখন কুকড়ে যাবে। আকাশ ফর্শা হয়ে এল, কিন্তু টেলিফোন বাজল না। ভোর পেরিয়ে গেল, সকালের আলো পর্দার ফোকর দিয়ে পিছলে ঢুকতে শুরু করল এবং বার্ড এখনও গলা অবধি উৎকণ্ঠা, নিদ্রাহীনতা আর ঘামের আলকাতরায় ডুবে আছে, কিন্তু একটা ভূতুড়ে ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া আর কিছু কানে ঢুকছে না ওর।

অস্বস্তিকর নীরবতায় কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করে গ্লাস পার্টিশনের ওপাশে নজর চালাল বার্ড আর ডাক্তার, যেন পানির ট্যাঙ্কে কোনও অক্টোপাস জরিপ করছে। বার্ডের বাচ্চাটা ইনকিউবেটর থেকে বেরিয়ে এসে এখন সাধারণ বিছানায় শুয়ে আছে। যেন কাঁটা ঠোঁট সারানোর অপারেশন সারা হয়েছে কেবল, বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেয়ার আলামতবাহী কিছুই চোখে পড়ছে না। সেদ্ধ চিংড়ির মত উজ্জ্বল লাল, ওটাকে দুর্বল হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত কোনও জীব বলে মনে হল না বার্ডের। আগের চেয়ে যেন কিঞ্চিৎ বড়ও দেখাচ্ছে ওকে। আর মাথার পিণ্ডটাও যেন বড় হয়েছে। পিণ্ডটার ওজন সামাল দিতে বাচ্চাটার মাথা তীক্ষ্ণভাবে পেছনে বেঁকে আছে, বাচ্চাটা বুড়ো আঙুলের ভেতরের দিক দিয়ে কানের পেছনটা ডলছে, বোধ হয় পিণ্ডটা চুলকাতে চাইছে, কিন্তু শীর্ণ হাতে নাগাল পাচ্ছে না। চোখজোড়া এমন শক্তভাবে বুজে আছে অর্ধেক চেহারা কুঁচকে গেছে।

"পিণ্ডটা চুলকাচ্ছে নাকি?"

BanglaBook.org

"কী বললে?" বলল ডাক্তার, তারপর বুঝতে পেরে আবার যোগ করল, "আমি ঠিক জানি না। তবে পিণ্ডটার নিচের দিকের চামড়া এমন লাল হয়ে আছে যে ফেটে যেতে পারে; চুলকানোর ভাল সম্ভাবনা আছে। একবার ওখানে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেক্ট করেছি আমরা, তবে এখন সেসব বন্ধ করে দেয়ায় পিণ্ডটা যখন তখন ফেটে যেতে পারে। যদি ওটা ফেটে যায়, বাচ্চাটার হয়ত শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে।"

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল বার্ড, মুখ খুলতে গিয়েও আবার নীরবে ঢোক গিলল। বাচ্চার বাবাও যে ওর মৃত্যু চেয়েছিল ডাক্তার সেকথায় বিস্মৃত হয় নি, নিশ্চিত হতে চাইল বার্ড। নইলে, ফের গতরাতের মত সন্দেহের খুরের তলায় পিষ্ট হতে হবে ওকে। কিন্তু ঢোক গেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না ও।

"আজ কিংবা আগামীকাল দেখা দিতে পারে সমস্যাটা," বলল ডাক্তার। আগের মতই লম্বা লাল হাতে কানের ওপরে মাথা ঘঁষতে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকাল বার্ড। বাচ্চার কানজোড়া হুবহু বার্ডের কানের মত, মাথার দিকে মোড়ানো। "তোমাদের সমস্ত চেষ্টার প্রশংসা করি আমি," ফিসফিস করে বলল বার্ড, যেন বাচ্চাটার কানে যাবার ভয় পাচ্ছে। তারপর চট করে ডাক্তারকে বাউ করল ও, আগুন লেগেছে যেন ওর গালে, দ্রুত বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড ছেড়ে।

দরজা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে আরেকবার ডাক্তারের কাছে নিজের ইচ্ছার কথা না জানানোয় অনুতাপ বোধ করল বার্ড। করিডর বরাবর এগোনোর সময় হাতজোড়া কানের পেছনে এনে হেয়ারলাইনের ঠিক নিচে বুড়ো আঙুলের মাংসল অংশ দিয়ে ডলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে পেছনে হেলে পড়ল ও, যেন ওজনদার কিছু সেঁটে আছে মাথার সঙ্গে। মিনিট খানেক পেরুনোর আগেই বাচ্চাটা ভঙ্গি নকল করছে বুঝতে পেরে থামল ও, শঙ্কিত দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল। করিডরের কোণে ড্রিঙ্কিং ফাউন্টেনের সামনে দাঁড়ানো ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের দুজন মহিলা শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। পেট ফেঁপে ওঠার অনুভূতি নিয়ে মেইন উইংয়ের দিকে ফিরে জোরে দৌড় লাগাল বার্ড।

পার্কিং প্লেসের খোঁজে আস্তে আস্তে গাড়ি নিয়ে এগোনোর সময় রেস্তরাঁ থেকে বার্ডকে দেখতে পেল ওর বন্ধু এবং রাস্তায় নেমে এল সে। শেষ পর্যন্ত পার্ক করতে পেরে ঘড়ির দিকে তাকাল ও। তিরিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে। ওর এগিয়ে আসা বন্ধুর চেহারায় অধৈর্য ক্লান্ত ছাপ।

"আমার এক বন্ধুর গাড়ি," এমজিটার পক্ষে বিব্রতকর সাফাই গাইতে গিয়ে বলল বার্ড। "দেরি করে ফেলেছি বলে দুঃখিত। সবাই আছে এখানে?"

"কেবল তুমি আর আমি। বাকি সবাই হিবিয়া পার্কের বিক্ষোভ মিছিলে গেছে।"

"ও-আচ্ছা," বার্ড বলল। ওর মনে পড়ল সকালে নাশতার সময় হিমিকো পত্রিকায় সোভিয়েত-বোমার খবর পড়ছিল এবং এতটুকু কৌতূহল বোধ করে নি

BanglaBook.org

তখন। এই মুহূর্তে আমার আসল চিন্তার বিষয়টা ব্যক্তিগত, অদ্ভুত এক শিশু, বাস্তব জগতের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছি আমি। বিক্ষোভ মিছিল করে বিশ্বের নিয়তির অংশীদার হওয়ায় অন্যদের কোনও অন্যায় হয় নি: মাথায় পিওঅলা কোনও বাচ্চা ওদের মনের ভেতর কামড় বসাচ্ছে না।

"আর কেউই মিস্টার ডেলশেফের ব্যাপারটায় জড়াতে চাইছে না, সেজন্যেই পার্কে গেছে ওরা," বিরক্তির সঙ্গে বার্ডের দিকে তাকাল ওর বন্ধু, যেন অন্যদের অনুপস্থিতি সহজে মেনে নিয়েছে বলে বার্ডের প্রতি অসন্তুষ্ট। "হিবিয়া পার্কের মলে কয়েক হাজার লোকের প্রতিবাদের ফলে মিস্টার ক্রুশ্চেভের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ঝামেলায় পড়তে হবে না কাউকে!"

স্টাডি গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যের কথা ভাবল বার্ড। অস্বীকার করার জো নেই যে মিস্টার ডেলশেফের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়লে ওদের সবারই বিপদ হতে পারে। বেশ কয়েকজন প্রথম সারির রপ্তানিপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে, অন্যরা হয় বিদেশী প্রতিষ্ঠান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত। খবর কাগজঅলারা যদি ডেলশেফের ঘটনাটাকে জানতে পেরে কেলেঙ্কারি হিসাবে দেখতে শুরু করে, কোনওভাবে লোকটার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক থাকার কথা উপরঅলারা জেনে গেলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে নির্ঘাৎ। ওরা কেউই বার্ডের মত স্বাধীন নয়, এক ক্র্যাম-স্কুলের ইনস্ট্রাক্টর, এবং শিগগিরই বরখাস্ত হতে যাচ্ছে যে।

"আমরা কী করতে যাচ্ছি?" বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল বার্ড।

"আমাদের করার কিছুই নেই। আমার মনে হচ্ছে প্রতিনিধি দলের সাহায্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমাদের।"

"তুমিও মিস্টার ডেলশেফের সঙ্গে জড়িত না হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?" কোনও রকম বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই স্রেফ কৌতূহল বশত: জানতে চাইল বার্ড, কিন্তু তবু ওর বন্ধুর চোখজোড়া সহসা লাল হয়ে উঠল, বার্ডের দিকে অগ্নিচোখে তাকাল সে যেন দারুণ অপমানিত হয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে বার্ড বুঝতে পারল প্রতিনিধিদলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের কথাটা নিমেষে মেনে নেবে ও, এমনটিই প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

"কিন্তু মিস্টার ডেলশেফের দিকে থেকে ব্যাপারটা দেখা," শান্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করল বার্ড। ক্রুদ্ধ নীরবতায় ডুব দিল ওর বন্ধু। "ওকে ফিরে আসতে রাজি করাতে আমাদের রাজি হওয়াটা হয়ত ওর শেষ সুযোগ হবে। আমরা ব্যর্থ হলে ওরা পুলিসের কাছে যাবার কথা বলে নি? এ কথা জানার পর পরিষ্কার বিবেক নিয়ে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব বুঝতে পারছি না আমি!"

"মিস্টার ডেলশেফ যদি তাকে রাজি করানোর সুযোগ দেয়, বেশ, দারুণ! কিন্তু সেটা যদি ঠিক মত না এগোয় এবং কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়ায়, একটা আন্তর্জাতিক অঘটনের মধ্যে পড়ে যাব আমরা!" বার্ডের চোখ এড়িয়ে সিটের ভেড়ার ভূঁড়ির মত বেরিয়ে থাকা এমজির ড্রাইভারস' সিটের দিকে তাকিয়ে কথা বলল বার্ডের বন্ধু। "এ

BanglaBook.org

অবস্থায় মিস্টার ডেলশেফের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোটা বুদ্ধিমানে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

বার্ড বুঝতে পারল আর কোনও তর্ক ছাড়াই রাজি হবার জন্যে ওকে অনুরোধ করছে বন্ধু; আবেদন এতই নগ্ন যে খারাপ লাগল ওর। কিন্তু *কেলেঙ্কারী* এবং *আন্তর্জাতিক অঘটনের* মত মারাত্মক শব্দও ওকে প্রভাবিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হল। এমনকি এই মুহূর্তেও অদ্ভুত বাচ্চার কেলেঙ্কারীতে আপাদমস্তক ডুবে আছে ও এবং বাচ্চার কারণে দেখা দেয়া সাংসারিক ঘটনাটা অনেক শক্ত আর তীব্রভাবে ওর ঘাড় ধরে রেখেছে যা কোনও আন্তর্জাতিক অঘটনের পক্ষে কখনও সম্ভব না। মিস্টার ডেলশেফের আশপাশে লুকিয়ে থাকা সম্ভাব্য সবরকম বিপদের ভয় থেকে বার্ড মুক্ত। এবং বাচ্চাকে দিয়ে শুরু হওয়া ঝামেলায় পর প্রথমবারের মত ও আবিষ্কার করল ওর দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপ্তি সাধারণ মাত্রার অ্যাকশনের চেয়ে অনেক বড় কাজের সুযোগ করে দিয়েছে ওকে। পরিহাস এমনকি আমোদিত করল ওকে।

"তোমরা গ্রুপ হিসাবে প্রতিনিধিদলের আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিলে, আমি একাই মিস্টার ডেলশেফের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি ওর ঘনিষ্ঠ ছিলাম আর ঘটনাটা যদি জানাজানি হয়ে যায় আর আমি কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ি, বেশ, খুব একটা সমস্যা হবে না আমার।"

আজ এবং আগামীকাল ওকে ব্যস্ত রাখবে, এমন কিছু খুঁজছিল বার্ড, ডাক্তার নতুন যে সময়টুকু বরাদ্দ দিয়েছে ওকে। তাছাড়া, সত্যি সত্যি মিস্টার ডেলশেফের জীবনটাকে নির্বাসন হিসাবে দেখতে চায় ও।

বার্ড রাজি হওয়ামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর বন্ধুর চেহারা, এত দ্রুত ঘটল পরিবর্তনটা যে বার্ড খানিকটা বিব্রতই বোধ করল: "যদি মনে কর এমনটা করতে চাও তুমি, বেশ তো যাও! এরচেয়ে ভাল কিছু আর আমার মাথায় আসছে না," প্রবল আন্তরিকতার সঙ্গে বলল বন্ধুটি। "সত্যি বলতে কি, আমি আশায় ছিলাম যেন কাজটা নিতে রাজি হও তুমি। মিস্টার ডেলশেফের খবর শোনামাত্র অন্যরা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তুমি যতটা সম্ভব স্থির আর অবিচল ছিলে। বার্ড, তোমাকে সেজন্যে শ্রদ্ধা করি আমি।"

অমায়িক হাসল বার্ড, ওর হঠাৎ বাকপটু হয়ে ওঠা বন্ধুকে আঘাত দিতে চাইল না। এই মুহূর্তে, বাচ্চাটা যতক্ষণ জড়িত থাকছে না, ওর শান্ত অবিচল থাকার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু সেটা, তিক্ত মনে ভাবল ও, ঘরে একটা অদ্ভুত বাচ্চার শেকল হতে মুক্ত লক্ষ লক্ষ টোকিয়োবাসীর ওর প্রতি ঈর্ষা বোধ করার কোনও কারণ হতে পারে না।

"আমি একটা কথা বলি, তোমাকে লাঞ্চ করাব আমি," আগ্রহের সঙ্গে প্রস্তাব রাখল বন্ধুটি। "এস, আগে বীয়র খাওয়া যাক।"

মাথা দোলাল বার্ড, এবং একসঙ্গে রেস্তরাঁয় ফিরে গেল ওরা। একটা চেয়ারে মুখোমুখি বসে বীয়রের ফরমাশ দেয়ার পর বার্ডের উল্লসিত বন্ধু বলল: "বার্ড,

BanglaBook.org

আমরা যখন একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম তখন কি তোমার বুড়ো আঙুলে কানের পেছনটা ডলার এরকম অভ্যাস ছিল?"

একটা কোরিয়ান রেস্তরাঁ আর একটা বারের মাঝখানে ফাটলের মত মুখ খোলা সংকীর্ণ গলিতে কোনওমতে এগোনোর সময় এই গোলকধাঁধা থেকে বেরুনোর আর কোনও পথ আছে কিনা ভাবল বার্ড। ওকে এঁকে দেয়া ওর বন্ধুর ম্যাপ অনুযায়ী এইমাত্র একটা মাত্র প্রবেশমুখ দিয়ে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে ও। কানা-গলিটা পাকস্থলীর মত, ডিওডেনামে বাধাঅলা একটা পাকস্থলী। পলাতক জীবন যাপনকারী কেউ এরকম বদ্ধ জায়গায় নিজেকে কবর দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে কীভাবে? মিস্টার ডেলশেফ কি এতই যন্ত্রণায় পড়ে গেছে যে আর কোনও জায়গায় গাঢাকা দেয়া সম্ভব ছিল না? সে যে এই গলিতে আর লুকিয়ে নেই, এমন সম্ভাবনা প্রবল। এ কথায় নিজেকে উদ্দীপ্ত করে তুলল বার্ড এবং এর পরপরই গলির শেষ মাথায় একটা বিল্ডিংয়ের সামনে পৌছাল ও। কোনও পাহাড়ী দুর্গের গোপন ট্রেইলের মুখে থেমেছে যেন ও, মুখের ঘাম মুছল। গলিটাকে এমনিতেই যথেষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল, কিন্তু আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বার্ড দেখল গ্রীষ্মের দুপুরের তীব্র রোদ গলিটাকে উত্তপ্ত-শাদা প্লাটিনামের জালের মত ঢেকে রেখেছে। গনগনে আকাশের দিকে মুখ তুলে রাখা অবস্থাতেই চোখ বন্ধ করল বার্ড এবং বুড়ো আঙুল দিয়ে চুলকাতে থাকা মাথা ঘষল। আচমকা হাতজোড়া নামিয়ে দিল ও যেন আঘাত করা হয়েছে ওকে, ঝট করে মাথা সোজা করল: দূরে, পাগলের মত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে একটা মেয়ে।

জুতোজোড়া এক হাতে ধরে আবর্জনায় ঠাসা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়ল বার্ড। হলওয়ের বাম দিকে জেলখানার মত দরজার সারি। ডানদিকে ফাঁকা দেয়াল, আঁকিবুঁকি আকা। দরজার গায়ের নাম্বারগুলো দেখতে দেখতে পেছন দিকে এগোল ও। সবকটা দরজার ওপাশেই মানুষের উপস্থিতির টের পাচ্ছে ও, যদিও দরজাগুলো বন্ধ। তাহলে এই দালানের লোকজন গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার কী ব্যবস্থা করেছে? হিমিকো কী তবে মাঝ দুপুরে তালাবদ্ধ ঘরে নিজেদের আটকে রাখা একটা গোত্রের পূর্বসুরী? হলের একেবারে শেষ মাথায় আসার পর একটা সিঁড়ির দেখা পেল বার্ড, খাড়া সংকীর্ণ সিঁড়িটা গোপন পকেটের মত লুকানো। হঠাৎ পেছনে তাকাল ও: দরজায় রোপিত হয়েছে এক বিশালদেহী মহিলা, ওর দিকে তাকিয়ে আছে। গাঢ় ছায়ায় রয়েছে সে, হল-ও তাই; কারণ মহিলার পেছনটা রাস্তার আলো ঢোকার পথ আটকে দিয়েছে।

"এখানে কী চাও তুমি?" যেন কুকুর তাড়াচ্ছে এমনি ঢঙে খানিক এগিয়ে জিজ্ঞেস করল মহিলা।

"আমার এক বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি," কাঁপা কণ্ঠে বলল বার্ড।

"আমেরিকান?"

BanglaBook.org

"এক জাপানী মেয়ের সঙ্গে আছে সে।"

"আচ্ছা, আগেই কেন বল নি! দোতলার প্রথম রুমেই আছে আমেরিকান।" একথা বলে বিশালদেহী মহিলা নীরবে উধাও হয়ে গেল। "আমেরিকান" আসলে মিস্টার ডেলশেফ ধরে নিলে এটা পরিষ্কার যে দানবীর স্নেহে ভাগ বসাতে পেরেছে সে। অসমাপ্ত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় সন্দেহ মুক্ত হতে পারল না বার্ড। কিন্তু পরক্ষণে বেশ সংকীর্ণ ল্যান্ডিংয়ে বাঁক নিতেই দেখল, ঠিক ওর সামনে দুহাত বাড়িয়ে, যদিও তার চোখে বিভ্রান্তির ছাপ, দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার ডেলশেফ। তীব্র আনন্দের জোয়ার অনুভব করল বার্ড: মিস্টার ডেলশেফই গোটা দালানের একমাত্র ভাড়াটে যার গরমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে দরজা খোলা রাখার মত জ্ঞান আছে।

জুতোজোড়া হলওয়ের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে মিস্টার ডেলশেফের সঙ্গে করমর্দন করল বার্ড, দরজার ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল চোখে ওকে দেখছে লোকটা। ম্যারাথন রানারের মত স্রেফ একটা নীল শর্টস আর আন্ডারশার্ট পরে আছে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা হলেও ঘন লালচে একজোড়া গোঁফ দেখা যাচ্ছে। ওর সামনের দাঁড়ানো লোকটাকে পলাতক বলে ভাববার মত কোনও লক্ষণ দেখতে পেল না বার্ড– তীব্র শরীরী গন্ধটা ছাড়া, স্থূলদেহী লোকের গায়ে এমন গন্ধ মানায়, অথচ মিস্টার ডেলশেফের গঠন একেবারে পাতলা। সম্ভবত: এখানে আশ্রয় নেয়ার পর আর স্নান করার সুযোগ হয় নি তার।

যার যার দুর্বল ইংরেজিতে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মিস্টার ডেলশেফ ব্যাখ্যা করে জানাল যে তার বান্ধবী চুল সেট করতে মাত্র বেরিয়ে গেছে। তারপর বার্ডকে ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল সে, কিন্তু টাটামি ম্যাট ফ্লোরের দিকে ইঙ্গিত করে পা নোংরা থাকার অজুহাতে অস্বীকার করল বার্ড। যা বলার হলে দাঁড়িয়েই বলবে। মিস্টার ডেলশেফের রুমে আটকা পড়ে যাবার ভয় পাচ্ছে ও।

অ্যাপার্টমেন্টটা আসবাববিহীন দেখতে পেল বার্ড। পেছন দিকে একটা জানালা খোলা আছে, কিন্তু একফুটের চেয়েও কম দূরত্বে এক কাঠের বেড়া ওটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। এমন হতে পারে যে বেড়ার ওপাশের অন্য একান্ত জীবন উন্মুক্ত বলে মিস্টার ডেলশেফের জানালা থেকে না দেখাই ভাল।

"মিস্টার ডেলশেফ, তোমাদের প্রতিনিধিদল তাড়াতাড়ি তোমার প্রত্যাবর্তন চাইছে," বলল বার্ড, সরাসরি কাজের কথা পাড়ল ও।

"আমি ফিরে যাব না, আমার গার্লফ্রেন্ড চায় আমি যেন ওর সঙ্গে থাকি," হেসে বলল মিস্টার ডেলশেফ। ওদের ইংরেজির দারিদ্র আর চাছাছোলা চেহারা কথোপকথনকে একটা খেলায় পরিণত করেছে যেন। এতে অবশ্য কর্কশ খোলামেলা হবারও সুযোগ পেল ওরা।

"আমিই শেষ বার্তাবাহক। আমার পর প্রতিনিধিদলের কেউ একজন আসবে কিংবা জাপানী পুলিসও আসতে পারে।"

"আমার ধারণা পুলিস কিছুই করবে না। দয়া করে মনে রেখো, আমি এখনও একজন কূটনীতিক।"

BanglaBook.org

"মনে হয় না। কিন্তু প্রতিনিধি দল থেকে যদি লোকজন আসে এবং তোমাকে নিয়ে যায়, নির্ঘাৎ দেশে ফেরত পাঠানো হবে তোমাকে।"

"হ্যাঁ, আমি রেডি আছি। যেহেতু আমি সমস্যা সৃষ্টি করেছি, আমাকে অবশ্যই কম গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হবে বা কূটনীতিকের চাকুরিও খোয়াতে হতে পারে।"

"সুতরাং, মিস্টার ডেলশেফ, কেলেঙ্কারীতে রূপ নেয়ার আগেই প্রতিনিধি দলে ফিরে যাওয়াই ভাল।"

"আমি ফিরব না। আমার গার্ল ফ্রেন্ডের ইচ্ছা আমি থাকি," দরাজ হেসে বলল মিস্টার ডেলশেফ।

"তাহলে এটা কোনও রাজনৈতিক কারণে নয়? স্রেফ তোমার বান্ধবীর প্রতি সেন্টিমেন্টাল আকর্ষণের কারণে এখানে গাঢাকা দিয়ে আছ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"অদ্ভুত মানুষ তুমি, মিস্টার ডেলশেফ।"

"অদ্ভুত, কেন?"

"কিন্তু তোমার বন্ধু তো ইংরেজি জানে না, তাই না?"

"আমরা সব সময় নীরবতার মাঝেই পরস্পরকে বুঝতে পারি।"

আস্তে আস্তে বার্ডের মাঝে অসহনীয় দুঃখের একটা পিণ্ড জেগে উঠছে।

"ঠিকাছে, এবার আমি আমার রিপোর্ট দেব তারপর প্রতিনিধিদলের লোকজন এসে শিগগিরই নিয়ে যাবে তোমাকে।"

"যেহেতু আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হবে, সেহেতু আমার কিছুই করার নেই। আমার বন্ধু সেটা বুঝবে আশা করি।"

পরাজয় মেনে নিয়ে দুর্বল ভাবে মাথা নাড়ল বার্ড। মিস্টার ডেলশেফের গোঁফ-জোড়ার প্রান্তে সূক্ষ্ম তামাটে পশমে ঘাম চিকচিক করে উঠছে। এবার বার্ড লক্ষ্য করল মিস্টার ডেলশেফের শরীর জুড়ে উজ্জ্বল স্বেদবিন্দু টলমল করছে।

"তোমার অনুভূতি ওদের জানাব আমি," বলল বার্ড, জুতোজোড়া তুলে নেয়ার জন্যে থামল।

"বার্ড, তোমার বাচ্চা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু বাচ্চাটা স্বাভাবিক নয়। আমি এখন ওর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি।" কথাটা স্বীকার করার ঝোঁক ব্যাখ্যা করতে পারবে না বার্ড। "বাচ্চাটার ব্রেইন-হার্নিয়া আছে, অবস্থা এমন ভয়ানক যে বাচ্চাটার মাথা দুটো বলে মনে হয়।"

"বাচ্চাটার যেখানে অপারেশন দরকার সেখানে ওর মৃত্যুর অপেক্ষা করছ কেন?" মিস্টার ডেলশেফের হাসি অদৃশ্য হয়েছে এবং তার জায়গার পৌরুষদীপ্ত সাহসী অভিব্যক্তি তার মুখের রেখাগুলোকে প্রকট করে তুলেছে।

"সার্জারির পরেও যে বাচ্চাটা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে তার শতকরা একভাগ সম্ভাবনাও নেই," শঙ্কিত কণ্ঠে জবাব দিল বার্ড।

"কাফকা, জান তুমি, তাঁর বাবাকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছিলেন একটা বাচ্চার আগমনের সময় তার বাবা-মার একটাই করণীয় আছে, তাকে স্বাগত জানান। আর

BanglaBook.org

তুমি কিনা তার বদলে তোমার বাচ্চাকে প্রত্যাখ্যান করছ? একজন পুরুষ বাবা বলে যে অহম আরেকটা জীবন প্রত্যাখ্যান করে তাকে কি ক্ষমা করা যায়?"

নীরব রইল বার্ড, ওর গাল আর চোখজোড়া তীব্র লজ্জায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, নতুন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এটা। মিস্টার ডেলশেফ এখন আর লাল-গোঁফ পক্ষত্যাগী বিদেশী নয়, যে মারাত্মক বিপজ্জনক অবস্থা সত্ত্বেও মনে তাজা অনুভূতি জাগিয়ে রাখে। বার্ডের মনে হচ্ছে যেন এক অপ্রত্যাশিত আততায়ীর সমালোচনা-বুলেটে ধরাশায়ী হয়েছে ও। যেকোনও মূল্য প্রতিবাদ করার জন্যে নিজেকে সামলে নিল ও, তারপর আচমকা মাথা ঝুলিয়ে দিল, বুঝতে পারছে মিস্টার ডেলশেফকে কিছুই বলার নেই ওর।

"আহা, বেচারা!" ফিসফিস করে বলল মিস্টার ডেলশেফ। শিউরে উঠে মুখ তুলে তাকাল বার্ড, এবং বুঝতে পারল বাচ্চা সম্পর্কে নয়, ওর সম্পর্কে বিদেশী কথাটা বলেছে। নীরবে অপেক্ষা করল কখন মিস্টার ডেলশেফ নিস্তার দেবে ওকে।

শেষ পর্যন্ত বার্ড যখন বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পারল, মিস্টার ডেলশেফ ওকে ওর জাতীয় ভাষার একটা ইংরেজি ডিকশনারী উপহার দিল ওকে। বন্ধুকে বইটার অটোগ্রাফ দেয়ার অনুরোধ জানাল বার্ড। বলকান ভাষায় একটা মাত্র শব্দ লিখল মিস্টার ডেলশেফ, তারপর নিচে স্বাক্ষর দিয়ে ব্যাখ্যা করল: "আমার দেশে একথার অর্থ *আশা*।"

গলির সংকীর্ণতম অংশে পৌঁছে ছোটখাট গড়নের এক জাপানি মেয়েকে কোনওমতে পাশ কাটাল বার্ড। সদ্য বিন্যস্ত চুলে সুবাস পেয়ে আর মেয়েটার কাঁধের অস্বাস্থ্যকর শাদাটে ভাব দেখে– মাথা নিচু করে চেপে চুপে ওকে পেরিয়ে যাচ্ছিল সে– কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখল বার্ড। বুদ্ধি ঘোলা করা আলোয় বেরিয়ে এল বার্ড, পলাতকের মত ছুটল গাড়ির উদ্দেশে, দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে ওর শরীর বেয়ে। দিনের এই উত্তপ্ততম সময়ে গোটা শহরে একমাত্র ও-ই দৌড়ের ওপর রয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এগার

রোববার সকাল, ঘুম থেকে জেগে উঠে বার্ড দেখল অপ্রত্যাশিত আলো আর হাওয়ায় ভরে আছে শোবার ঘর: জানালাটা হাট করে খোলা, ঘরের ভেতর দিয়ে ঢেউ তুলে হলের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হালকা হাওয়া। লিভিং রুম থেকে ভ্যাক্যুম ক্লিনারের গুমগুম শব্দ ভেসে আসছে। এ বাড়ির অন্ধকারাচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত বার্ড এমন তীব্র আলোয় চাদরের নিচে নিজের শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। দুম করে এসে হিমিকো যেন ওর বিধ্বস্ত অবস্থা নিয়ে টিটকারী দিতে না পারে, তাড়াতাড়ি প্যান্ট আর শার্ট পরে নিয়ে লিভিংরুমের দিকে এগিয়ে গেল ও।

"গুড মর্নিং, বার্ড!" উজ্জ্বল চেহারায় বলল হিমিকো। মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে রেখেছে সে, এমন ঢঙে ভ্যাক্যুম ক্লিনারটা চালাচ্ছে যেন কোনও ছুটন্ত ইঁদুর লাঠি দিয়ে মারার চেষ্টা করছে। বার্ডের দিকে ফেরানো উজ্জ্বল চেহারা যেন তারুণ্য ফিরে পেয়েছে। "আমার শ্বশুর এসেছিল; আমি সাফসুতরো করার ফাঁকে ঘুরতে গেছে সে।"

"আমি বরং চলে যাই।"

"কেন পালাতে তোমাকে হবে, বার্ড?" অসন্তোষের সঙ্গে বলল হিমিকো।

"আজকাল বন্দীর মত লাগে নিজেকে; লুকিয়ে থাকা অবস্থায় কারও সঙ্গে দেখা করাটা কেমন যেন মনে হয়।"

"আমার শ্বশুর জানে প্রায়ই পুরুষরা রাত কাটায় এখানে, এসব খুব একটা আমল পায় না তার কাছে। কিন্তু সে আসামাত্র আমার কোনও বন্ধু হুড়মুড় করে পালিয়ে গেলেই বরং অবাক হবে সে।" এখনও শক্ত হয়ে আছে হিমিকোর চেহারা।

"ঠিকাছে। তাহলে আমি বরং শেভ করে নিই।" বেডরুমে ফিরে এল বার্ড। হিমিকোর অসন্তোষের প্রকাশটা ওর কাছে খারাপ লেগেছে। বার্ডের মনে হল বন্ধুর বাড়িতে উঠে আসার মুহূর্ত থেকেই কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছে ও, হিমিকোকে স্রেফ ওর চেতনার প্রাণীদেহের একটা কোষ বলে ভেবে এসেছে। নিজের পরম অধিকার সম্পর্কে এমন নিশ্চিত হল কি করে ও? আপন দুর্ভাগ্যের একটা শুঁয়োপোকায় পরিণত হয়েছে ও; মুককীটের কেবল ভেতরের দিকটা দেখছে; শুককীটের অধিকার বা বিশেষ সুবিধা সম্পর্কে পলকের জন্যে সন্দেহ জাগে নি...

BanglaBook.org

শেভ শেষ করে ঝাপসা আয়নায় ফুটে ওঠা ব্যক্তিগত দুর্দশার শুককীটের ফ্যাকাশে গম্ভীর চেহারার দিকে তাকাল বার্ড। লক্ষ্য করল ওর চেহারা শুকনো দেখাচ্ছে, না, ওর মনে হচ্ছে বলে নয়, আসলেই ওজন হারিয়েছে ও।

"তোমার এখানে হাজির হওয়ার পর থেকেই ইগোম্যানিয়াকের মত আচরণ করে যাচ্ছি," লিভিং রুমে ফিরে যাবার পর যেচে কথাটা বলল বার্ড। "এমনকি এরকম ভাব করাটাই একমাত্র পথ বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম আমি।"

"ক্ষমা চাচ্ছ নাকি?" ঠাট্টা করল হিমিকো। আবার কোমল হয়ে গেছে ওর চেহারা।

"তোমার বিছানায় ঘুমাচ্ছি আমি, আমার জন্যে রান্না করা তোমার খাবার খাচ্ছি, এমনকি আমার সমস্যায় বাধা পড়তে বাধ্য করেছি তোমাকে। এসবের কোনওটারই অধিকার আমার নেই কিন্তু তারপরেও এখানে পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছি আমি।"

"বার্ড, তুমি কি চলে যাচ্ছ?" অস্বস্তির সঙ্গে জানতে চাইল হিমিকো।

মেয়েটার দিকে তাকাল বার্ড এবং অদৃষ্টের মত কিছু যেন আঘাত করল ওকে: আর কোনওদিন ওর সঙ্গে মানানসই একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না। দুঃখের তেতো স্বাদ তীব্র মনে হল ওর জিহ্বায়।

"শেষ পর্যন্ত যদি চলেও যাও, আর কটা দিন থেকে যাও না, বার্ড?"

আবার বেডরুমে এসে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজল বার্ড, হাতজোড়া মাথার পেছনে জড়ো করল। নিজের কৃতজ্ঞতা বোধের সঙ্গে মিনিটখানেক একাকী থাকতে চায় ও।

পরে, ওরা তিনজন গোছানো লিভিংরুমের একটা টেবিলে বসে নয়া আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দ আর সোয়াহিলি ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। বেডরুমের দেয়াল থেকে আফ্রিকার ম্যাপ খসিয়ে শ্বশুরকে দেখানোর জন্যে টেবিলের ওপর মেলে ধরল হিমিকো।

"তুমি আর হিমি আফ্রিকা থেকে ঘুরে আস না কেন?" হঠাৎ প্রস্তাব দিয়ে বসল তৃতীয় জন। "এ বাড়ি আর সম্পত্তি বেচে দিলে প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় হয়ে যাবে।"

"বুদ্ধিটা অবশ্য নেহাত মন্দ না–" যেন বার্ডকে পরখ করছে, আড়চোখে ওর দিকে তাকাল হিমিকো। "বাচ্চাকে নিয়ে কষ্ট ভুলে যেতে পারবে তুমি, বার্ড। আর আমিও আমার স্বামীর আত্মহত্যার কথা ভুলতে পারব।"

"ঠিক, এবং সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ!" ঘোষণা দিল হিমিকোর শ্বশুর। "তোমরা এখনই গোছগাছ করে আফ্রিকার পথ ধরছ না কেন?"

প্রস্তাব শুনে এমন প্রবলভাবে টলে উঠল বার্ড যে বিনা প্রতিবাদে আতঙ্কের কাছে হার মানল হল ও। "আমি তা পারব না, কিছুতেই না," অসহায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও।

BanglaBook.org

"কেন পারবে না?" চ্যালেঞ্জ করল হিমিকো।

"কারণ বড্ড বেশি চাতুরিপূর্ণ বলে, আফ্রিকায় ঘুরে বেড়ানোর সময় বাচ্চার জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ভুলে যাওয়া। আমি..." তোতলাতে শুরু করল বার্ড, লাল হয়ে উঠল চেহারা, আমি কিছুতেই পারব না!"

"বার্ড দারুণ নীতিবান তরুণ," বিদ্রূপের সুরে বলল হিমিকো।

চেহারায় রাগের ছাপ ফুটিয়ে তোলায় বার্ডের লালাভা গাঢ়তর হল। আসলে ও ভাবছিল ওর শ্বশুর যদি হিমিকোকে ওর স্বামীর প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচানোর নৈতিক দায়িত্ব দিয়ে আফ্রিকা ভ্রমণের প্রস্তাব রাখত, তাহলে উতড়ানো পানিতে সাবানের টুকরোর মতই গলে যেত ও, কত আগ্রহের সঙ্গেই না তখন মধুর প্রবঞ্চনায় সেই যাত্রায় শরীক হত! বার্ডের ভয় হলো যে, বুড়োটা হয়ত ঠিক এভাবেই প্রস্তাব দিয়ে বসতে পারে, একই সঙ্গে কথাগুলোর শোনার আকাঙ্ক্ষাও জাগছে ওর: ঘৃণ্য প্রত্যাশার কারণে নিজেকে অন্ধকার কোনও গহ্বরে আড়াল করতে ইচ্ছে হল ওর। এক মুহূর্ত পরেই হিমিকোর দুচোখে সজাগ হয়ে ওঠার শ্বেতস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল ও।

"সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্ত্রীর কাছে ফিরে যাচ্ছে বার্ড।"

"ওহ্, আমি বুঝতে পারি নি–" বলল ওর শ্বশুর। "আমি কথাটা বলেছিলাম স্রেফ এই জন্যে যে আমার ছেলে মারা যাবার পর এবারই প্রথম হিমিকোকে এমন প্রাণবন্ত লেগেছে আমার কাছে। আশা করি তুমি রাগ করো নি।"

বিভ্রান্ত চেহারায় হিমিকোর শ্বশুরের দিকে তাকাল বার্ড। ভদ্রলোকের মাথা ছোট, একেবারে টাক, এবং টাকটা কোথায় শেষ হয়েছে পরিষ্কার নয় সেটা, কারণ তার খুলির পেছনের রোদে-পোড়া তামাটে চামড়া ঘাড়ের সঙ্গে মিশে বেড়ে উঠেছে এবং সেখান থেকে কাঁধের দিকে গেছে। মাথাটা দেখলে সিন্ধু-ঘোটকের কথা মনে পড়ে যায় এবং তার চোখজোড়া খানিকটা ঘোলাটে, অবিচল। লোকটার স্বভাব সম্পর্কে সূত্রের খোঁজ করল বার্ড, কিন্তু কিছুই পেল না। তো সতর্ক নীরবতা বজায় রেখে আবছা হাসি দিল ও, বুক থেকে উঠে এসে ক্রমশ গলা রুদ্ধ করে দেয়া অপমানকর হতাশা গোপন করার প্রাণান্ত প্রয়াস পাচ্ছে।

সেদিন গভীর রাতে, অলস্যময় ভঙ্গিতে পরস্পরের শরীরের ওপর চাপ কমিয়ে রেখে গুমট অন্ধকারে টানা একটা ঘণ্টা মিলিত হলে বার্ড আর হিমিকো। সঙ্গমরত পশুর মত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নীরব রইল ওরা। ক্ষণে ক্ষণে অর্গাজমে শূন্যে উঠে গেল হিমিকো, শুরুর দিকে সংক্ষিপ্ত বিরতি এবং তারপর ক্রমবর্ধমানহারে শান্ত বিরতির সঙ্গে প্রতিবারই বার্ডের মনে এলিমেন্টারি স্কুলে সস্তায় খেলনা প্লেন ওড়ানোর অনুভূতি জেগে উঠল। ওর শরীর ঘিরে ক্রমশ বড়-হয়ে-ওঠা বৃত্তাকারে চক্কর দিয়ে যাচ্ছে হিমিকো, ভারি মটরের ভারে কষ্টেসৃষ্টে এগোনো খেলনা প্লেনের মত অর্গাজমে

BanglaBook.org

কাঁপছে আর গোঙাচ্ছে সে। তারপর আবার ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে নেমে আসছে, যেখানে অপেক্ষায় আছে বার্ড, নীরবতার একটা পর্ব, হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটছে আবার। এখন দৈনন্দিন প্রশান্তি আর নিয়মের অনুভূতিতে শেকড় ছড়িয়েছে ওদের সেক্স। বার্ডের মনে হচ্ছে একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মেয়েটাকে ভোগ করছে ও। ওর যৌনাঙ্গ এখন একেবারে সাধারণ এবং নিশ্চিত, এখন আর ওখানে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা আতঙ্কের কলি ওৎ পেতে নেই। এখন আর দুর্বোধ্য কিছু না হয়ে হিমিকোর যোনিপথ যেন খোদ সরলতা, কোমল সিন্থেটিক রেজিন, যেখান থেকে বার্ডকে ধাওয়া করার জন্যে উঠে আসবে না কোনও পেত্নী। গভীর শান্তি অনুভব করছে ও, কেননা হিমিকো স্পষ্ট এবং বিনা শর্তে সেক্সের উদ্দেশ্য আনন্দে সীমিত রেখেছে। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাপারটা কেমন ছিল মনে করল বার্ড। ওদের ভীরুতা আর বিপদের অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি। এমনকি এখনও, বিয়ের এত বছর পেরিয়ে যাবার পরেও, মিলিত হবার সময় প্রতিবারই সেই একই মনস্তাত্ত্বিক গম্ভীর চড়ায় আটকা পড়ে যায় ওরা। বার্ডের লম্বা জবরজঙ্গ হাত আর পাজোড়া ওর স্ত্রীর দেহে খোঁচা মারে, বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতার জন্যে শীর্ণ আর আড়ষ্ট হয়ে ওঠে এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে এমন একটা ভাব করে যেন ওকে আঘাত করতে চেয়েছে ও। তখন খেপে উঠে বার্ডকে গালি দিত সে, এমনকি পাল্টা আঘাতও করতে চাইত। শেষ পর্যন্ত বিকল্পগুলো সবসময়ই একই হয়ে দাঁড়ায়: তুচ্ছ ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তে পারত, স্ত্রীর শরীর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গভীর রাত অবধি কামনার আগুনের চকচকে শিখার সঙ্গে যুঝত কিংবা ক্ষুব্ধ তাড়ায় দান গ্রহণ করার বিধ্বস্ত অনুভূতি নিয়ে কাজটা শেষ করে দিত। বার্ড আশায় বুক বেঁধে ছিল যে বাচ্চার জন্মের পর ওদের যৌনজীবনে এক বিপ্লব ঘটবে এবং তারপর কী ঘটবে...

হিমিকো যেহেতু নিজের আকাশে চক্কর মারার সময় দুধ দুইবার মত বারবার ওর শিশ্নকে চাপ দিচ্ছে, বার্ড ওর নিজের অর্গাজমের মুহূর্ত হিসাবে হিমিকোর সবচেয়ে জোরাল অর্গাজমকে বেছে নিতে পারত। কিন্তু সঙ্গম পরবর্তী দীর্ঘ রাতের আতঙ্ক পিছনে ঠেলল ওকে। নির্বোধের মত অর্গাজমের দিকে মসৃণ ঢালের মাঝপথে পৌঁছার পর সবচেয়ে নিরুপদ্রব ঘুমের স্বপ্ন দেখল বার্ড।

কিন্তু উড়ে চলল হিমিকো, মসৃণভাবে নেমে আসছে জমিনের দিকে তারপর আবার আচমকা নাচতে নাচতে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, যেন হাওয়ার নাগাল পাওয়া একটা ঘুড়ি। এরকম এক ভুয়া ল্যান্ডিংয়ের সময় সাবধানে নিজেকে বিরত রেখে টেলিফোনের রিং শুনতে পেল বার্ড। ওঠার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ভেজা হাতে ওর পিঠ জাপ্টে ধরল হিমিকো। "যাও, বার্ড," আলিঙ্গন শিথিল করে এক মিনিট পরে বলল সে। লিভিং রুমে বাজতে থাকা ফোন ধরার জন্যে লাফিয়ে উঠল বার্ড। ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের বাচ্চার বাবার খোঁজ করল এক তরুণ কণ্ঠ। আড়ষ্ট বার্ড, মশার গুঞ্জনের মত ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল। ডক্টর ইন চার্জের পক্ষ থেকে খবর দিতে ফোন করেছে এক ইন্টার্ন।

BanglaBook.org

"এত রাতে ফোন করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু এখানে আমাদের দম ফেলার ফুরসত নেই," দূরাগত কণ্ঠ জানাল। "অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের অফিস থেকে বলছি, আগামীকাল সকাল এগারটায় ব্রেইন-সার্জারিতে তোমাকে আসতে বলার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপর। ডাক্তার নিজেই ফোন করত, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে গেছে সে। আরও অনেক রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকব আমরা।"

একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বার্ড ভাবল: *বাচ্চাটা মারা গেছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অটোপসির কাজটা করবে।*

"বুঝতে পেরেছি। এগারটাতেই আসব আমি। ধন্যবাদ।"

বাচ্চাটা দুর্বল হয়ে মারা গেছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সময় নিজেকে আবার বলল বার্ড। কিন্তু মৃত্যুটা কেমন যে বাচ্চাটা মারা যাওয়ায় ডাক্তার পর্যন্ত নেতিয়ে পড়েছে? পেট থেকে উঠে আসা পিত্তরসের তেতো স্বাদ অনুভব করল বার্ড। ওর চোখের ঠিক সামনে অন্ধকারে বিশাল এবং ভয়ঙ্কর কিছু একটা চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছে। বৃশ্চিকে ছাওয়া কোনও গুহায় আটকা পড়া পতঙ্গ বিজ্ঞানীর মত সাবধানে পা চালিয়ে বিছানার কাছে ফিরে এল বার্ড, আপাদমস্তক কাঁপছে থরথর করে। বিছানাটা, নিরাপদ এক আস্তানা। নিরবে কেঁপে চলল বার্ড। তারপর যেন আস্তানার আরও গভীরে সন্তাষজনক ভাবে আশ্রয় নিতে হিমিকোর দেহে প্রবেশের প্রয়াস পেল ও। বারবার ব্যর্থ এবং অংশত উত্থিত বার্ডকে হিমিকোর হাত পথ দেখাল এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা দিল। দ্রুত ওর অস্থিরতা হিমিকোর কাছ থেকে পার্টনারদের ক্লাইমেক্স আর বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে যে উন্মত্ত গতি ভাগ করে নেয় তা আদায় করে নিল– বিব্রত ভঙ্গিতে পিছু হটল বার্ড এবং আচমকা স্বমেহনের বিচ্ছিন্নতায় শূন্য করে দিল নিজেকে। বুকের পেছনে দপদপানিকে ব্যথা ভেবে হিমিকোর পাশে লুটিয়ে পড়ল বার্ড এবং কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ধরে নিল একদিন হার্ট অ্যাটাকেই মারা যাবে ও।

"বার্ড, সত্যি তুমি জঘন্য হতে পার," বলল হিমিকো, কিন্তু পুরোপুরি শোকের মত নিন্দাপূর্ণ নয়, অন্ধকারে জিজ্ঞাসু চোখে বার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"আহ্, আমি দুঃখিত।"

"বাচ্চাটা?"

"হ্যাঁ, তবে বোঝা যাচ্ছে ওদের যথেষ্ট ধকল দেয়ার পরেই," বলল বার্ড, আবার ভীত হয়ে পড়েছে ও।

"অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের অফিসের ব্যাপারটা কী?"

"সকালে ওখানে যেতে বলেছে ওরা আমাকে।"

"তোমার এবার হুইস্কির সঙ্গে কয়েকটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানো দরকার। আর টেলিফোনের অপেক্ষায় থাকতে হবে না।" হিমিকোর কণ্ঠস্বর সীমাহীন কোমল।

বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে হিমিকো কিচেনে যাবার পর আলোয় চোখ বন্ধ করে ফেলল বার্ড, তারপর এক হাতের উপর আরেক হাত রেখে আরও ঢেকে

BanglaBook.org

ফেলল এবং ওর ফাঁপা মগজে সেধিয়ে যাওয়া তীক্ষ্ণ ডগাঅলা একটামাত্র জিনিসের কথা ভাববার প্রয়াস পেল– মৃত্যুপথযাত্রী বাচ্চাটা কেন গভীর রাত পর্যন্ত ডাক্তারকে ব্যস্ত করে রেখেছে। কিন্তু অচিরেই আরেকটা চিন্তার মুখোমুখি হল ও, মনের আতঙ্ক আরও টানটান হয়ে উঠল তাতে, তীরের ক্ষিপ্রতায় পিছিয়ে গেল ও। চোখজোড়া সামান্য ফাঁক করে হিমিকোর হাত থেকে এক তৃতীয়াংশ হুইস্কি ভর্তি গ্লাস আর নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশি ঘুমের বড়ি নিয়ে এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেলল, আবার চোখ বুজল।

"আমার ওষুধও ছিল ওখানে," বলল হিমিকো।

"আহ্, আমি দুঃখিত," বোকার মত পুনরাবৃত্তি করল বার্ড।

"বার্ড?" বার্ডের পাশে অনেকটা আনুষ্ঠানিক দূরত্ব বজায় রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল হিমিকো।

"কী?"

"হুইস্কি আর পিলের কাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত একটা গল্প বলব তোমাকে– ওই আফ্রিকান উপন্যাসের একটা পর্ব। জলদস্যু দানোর পরিচ্ছেদটা পড়েছ তুমি?"

অন্ধকারে মাথা নাড়ল বার্ড।

"কোনও মহিলা যখন কনসিভ করে জলদস্যু-দানোরা তাদের জাতের কাউকে ওই মেয়ের বাড়িতে চুরি করে ঢুকিয়ে দেয়। রাতের বেলা এই দানো-প্রতিনিধি আসল ভ্রূণটাকে হটিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গা দখল করে নেয়। এবং তারপর বাচ্চার জন্মের দিন নিষ্পাপ ভ্রূণের বেশে জন্ম নেয় দানোটা..."

নীরবে শুনে গেল বার্ড। অচিরেই এরকম একটা শিশু অসুস্থ হয়ে পড়তে বাধ্য। মা যখন বাচ্চার সুস্থতার আশায় উৎসর্গ করে, জলদস্যু-দানোর দল সেগুলোকে এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে ফেলে। এই ধরনের বাচ্চারা কখনও সেরে উঠেছে বলে জানা যায় না। বাচ্চাটা মারা যাবার পর কবর দেয়ার সময় হলে দানোটা তার আসল রূপ নেয় এবং কবরস্থান থেকে পালিয়ে গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা সমস্ত উৎসর্গিত জিনিসপত্র নিয়ে দস্যু-দানোদের গর্তে ফিরে যায়।

স্পষ্টতই দানোয় পাওয়া ভ্রূণটা এমন চমৎকার বাচ্চা হিসাবে জন্ম নেয় যে মায়ের হৃদয় দখল করে নেয় এবং মা তখন তার সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিতে দ্বিধা করে না। আফ্রিকানরা এইসব বাচ্চাকে 'মৃত্যুর জন্যে পৃথিবীতে আগত শিশু' বলে, কিন্তু ওরা কত সুন্দর হতে পারে কল্পনা করাটা দারুণ না, এমনকি পিগমি শিশুরাও!"

বার্ড হয়ত এ গল্পটা ওর স্ত্রীকে বলবে। আর যেহেতু মারা যাবার জন্যে জন্ম নেয়া কোনও শিশু যদি থাকে সেটা আমাদেরই বাচ্চা, সে বাচ্চাটাকে অসম্ভব সুন্দর বলে কল্পনা করবে; এমনকি আমিও হয়ত আমার স্মৃতি শুধরে নেব। এবং সেটা হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতারণা। আমার অদ্ভুত বাচ্চাটা ওর কুৎসিত মাথার সংশোধন ছাড়াই মারা গেছে, মৃত্যুর পর অনন্তকালের জন্যে দুই মাথাঅলা অদ্ভুত শিশু হয়ে গেছে। এবং সেই অনন্ত সময়ের ওপর হুকুম জারী করার কোনও বিশাল

BanglaBook.org

সত্তা যদি থাকে, দুই মাথাঅলা বাচ্চাটা নিশ্চয়ই তার কাছে দৃশ্যমান হবে, বাচ্চাটার বাবাও। পাকিয়ে উঠল বার্ডের পেট, আকাশ থেকে গোত্তা খেয়ে পড়া প্লেনের মত ঘুমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, কোনও স্বপ্নের আলো রুদ্ধকারী বদ্ধ কৌটার ঘুম। তবু, চেতনার শেষ ঝিলিক মারা প্রতিফলনে বার্ড ওর ফেয়ারি গড ফাদারের ফিসফিস কণ্ঠস্বরে শুনতে পেল আরেকবার: "বার্ড, তুমি সত্যি জঘন্য হয়ে উঠতে পার!" পেছনে বেঁকে গেল বার্ড, যেন ওর মাথায় কোনও ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, বুড়ো আঙুলের মাংসল অংশ দিয়ে কানের পেছনটা ডলার চেষ্টা করল, হিমিকোর মুখে ঠেসে দিল একটা কনুই। ব্যথায় চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার যোগাড় হল হিমিকোর, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নজর চালিয়ে ঘুমন্ত বন্ধুর অস্বাভাবিকরকম দোমড়ানো কাঠামো দেখার চেষ্টা করল সে। বার্ড হাসপাতাল থেকে আসা ফোনের কথা ভুল বুঝেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল হিমিকো। বাচ্চাটা আদৌ মারা যায় নি; স্বাভাবিক দুধ খেয়ে সেরে ওঠার পর্যায়ে এসেছিল না সে? বাচ্চার অপারেশনের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যই বার্ডকে হাসপাতালে যেতে বলে নি তো? ওর পাশে খাঁচায় বন্দী ওরাংউটাংয়ের মত অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে ভাঁজ হয়ে ঘুমন্ত বন্ধু আর ওর মুখ থেকে ভক ভক করে বেরিয়ে আসা হুইস্কির দুর্গন্ধ হিমিকোর কাছে যুগপৎ হাস্যকর আর করুণ মনে হল। তবে আগামীকাল সকালের হট্টগোলের আগে এই ঘুম ছোটখাট বিশ্রামের কাজ দেবে। বিছানা থেকে নেমে পড়ল হিমিকো, বার্ডের বাহু আর পা ধরে টানতে শুরু করল; সম্মোহিত দানবের মতই ভারি ও, কিন্তু কোনওরকম বাধার সৃষ্টি করল না ওর শরীর। বার্ড বিছানায় পুরোপুরি লম্বা হয়ে আরও আরামে ঘুমোনোর পর গ্রিক সাধুদের মত নিজেকে একটা চাদরে মুড়ে লিভিং রুমে চলে গেল হিমিকো। সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত অফ্রিকার ম্যাপগুলো দেখার ইচ্ছা ওর।

আচমকা নিজের ভুল ধরতে পেরে রাগে লাল হয়ে উঠল বার্ড, ওর সঙ্গে যেন নিষ্ঠুর রসিকতা করা হয়েছে। মাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফিসে ঢুকেছে ও, ওর জন্যে সবাই অপেক্ষা করে আছে ওরা– বাচ্চার দায়িত্ব প্রাপ্ত পেডিয়াট্রিশিয়ানসহ বেশ কয়েকজন তরুণ ডাক্তার এবং সদয় কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে এক বয়স্ক প্রফেসর– ভুল বুঝতে পেরে দরজার ঠিক ভেতরে হাবার মত থমকে দাঁড়িয়েছে বার্ড। এবার ডাক্তারদের চক্রের ঠিক মাঝখানে একটা হলদে চেয়ারে বসে পড়ল ও। অদ্ভুত বাচ্চার কয়েদখানা থেকে পালানোর একটা আনাড়ি পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার পর হিচড়ে গার্ডদের কোয়ার্টারে নিয়ে আসা অভিযুক্তদের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। আর এই গার্ডদের ব্যাপারটা কি! ওরা কি গতকাল রাতে দ্ব্যর্থবোধক ফোন দিয়ে ওর জন্যে ফাঁদ পাতে নি যাতে উঁচু লুকআউট টাওয়ার থেকে ওর পালানোর প্রয়াস আর ব্যর্থতা উপভোগ করতে পারে?

বার্ড চুপ করে থাকায় পেডিয়াট্রিশিয়ান পরিচয় করিয়ে দিল ওকে: "এই ভদ্রলোক বাচ্চার বাবা।" তারপর এমনভাবে হাসল যেন বিব্রত বোধ করছে,

BanglaBook.org

তারপর দর্শকদের সারিতে যোগ দিল। ব্রেইন সার্জারির প্রফেসর তার রাউন্ডের সময় বাচ্চাটার পুষ্টিহীনতার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনও মন্তব্য করেছে এবং তরুণ ডাক্তার বোধহয় ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ব্যাটা জাহান্নামে যাক! তরুণ ডাক্তারের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল বার্ড।

"গতকাল এবং আজ আবার বাচ্চাটাকে দেখেছি আমি। ও আরেকটু সবল হয়ে উঠলেই অপারেশন করতে পারব মনে হয়," বলল ব্রেইন-সার্জন।

নিজেকে সামলে রাখ! আতঙ্ক গ্রাস করে নেয়ার আগেই নিজের মগজকে হুকুম দিল বার্ড; হারামজাদাগুলোকে ঠেকাতেই হবে, পৈশাচিকতা থেকে নিজেকে বাঁচাও। দৃঢ় আশাবাদে ভরা ভুলটা বোঝার মুহূর্ত থেকে পালানোর উপর ছিল বার্ড, এখন ছোটার ওপরই মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার জন্যে পেছনে নজর দেয়া ছাড়া আর কিছু কথা ভাবতে পারছে না ও। ওদের অপারেশনে বাধা দিতেই হবে ওকে, নইলে দখলদার বাহিনীর মত কুচকাওয়াজ করে বাচ্চাটা আমার জীবনে ঢুকে পড়বে।

"অপারেশন করলে বাচ্চাটার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা আছে," যান্ত্রিক স্বরে জিজ্ঞেস করল বার্ড।

"এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না।"

হিংস্রভাবে চোখ ছোট করে তাকাল বার্ড, যেন বলতে চায় সহজে বোকা বানানোর মত পাত্র ও নয়। ওর মগজের মাঠে লজ্জার উত্তপ্ততম আগুনের জ্বলন্ত একটা চক্র হাজির হল। সার্কাসের বাঘের মত রিংয়ের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাবার জন্যে নিজেকে তৈরি করল বার্ড।

"কোন সম্ভাবনাটা বেশি, বাচ্চাটা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা নাকি না ওঠা?"

"অপারেশনের আগে এপ্রশ্নেরও নির্দিষ্ট জবাব দিতে পারব না আমি।"

একটুও লাল না হয়ে লজ্জার অগ্নিচক্র পেরিয়ে গেল বার্ড: "সেক্ষেত্রে আমি বরং চাইব যেন অপারেশন না কর।"

সব কজন ডাক্তার বার্ডের দিকে চেয়ে রইল, দম আটকে রেখেছে বলে মনে হল। নিজেকে সবচেয়ে নির্লজ্জ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম বলে মনে হল বার্ডের। ভাগ্য ভাল উদ্ধত স্বাধীনতাটুকু কাজে লাগাল না ও, কারণ ব্রেইন-সার্জন দ্রুত বুঝিয়ে দিল যে বার্ড ওর বক্তব্য খোলাসা করে দিয়েছে।

"তবে কি বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবে তুমি?" রূঢ় কণ্ঠে বলল সে, তার রাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

"হ্যাঁ, নিয়ে যাব," বার্ডও ঝটপট জবাব দিল।

"তাহলে আর দেরি করো না," এই হাসপাতালে বার্ডের দেখা সবচেয়ে সহানুভূতিশীল ডাক্তারটি বার্ডের প্রতি তার বিরাগ প্রকাশ করল।

উঠে দাঁড়াল বার্ড, ওর সঙ্গে সঙ্গে উঠল ডাক্তাররাও। খেলা শেষের বাঁশি, ভাবল ও, দানব শিশুটাকে ঠেকিয়ে দিয়েছি আমি।

"সত্যিই কি বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছ?" হলে পা রাখার পর দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল তরুণ পেডিয়াট্রিশিয়ান।

BanglaBook.org

"আজ বিকেলে ওকে নিতে আসব আমি।"

"বাচ্চাটাকে পরানোর জন্যে একটা কিছু আনতে ভুলো না যেন।" বার্ডের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে গেল ডাক্তার।

দ্রুত পায়ে হাসপাতালের সামনের আঙিনায় বেরিয়ে এল বার্ড। সম্ভবত: মেঘ করেছে আকাশে; সানগ্লাস চোখে হিমিকো আর রক্তরঙা স্পোর্টসকার, দুটোকেই কেমন যেন কুৎসিত, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। "পুরো ব্যাপারটাই ছিল ভুল, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করল ওরা," মুখ বাঁকাল বার্ড, চেহারা কুঁচকে আছে।

"আমি সে ভয়ই করছিলাম।"

"কেন?" হিংস্র বার্ডের কণ্ঠস্বর।

"বিশেষ কোনও কারণ নেই, বার্ড..." কোনওমতে আমতা আমতা করল হিমিকো।

"বাচ্চাটাকে নিয়ে যাব ঠিক করেছি।"

"কোথায়, অন্য হাসপাতালে? তোমার অ্যাপার্টমেন্টে?"

নিমেষে আতঙ্কে ডুবে গেল বার্ড। পরে কি করবে সেটা ও ভাবে নি পর্যন্ত, কেবল মরিয়াভাবে এই হাসপাতালের ডাক্তারদের ঠেকিয়েছে। যারা অপারেশন করে হাত পাকাতে চেয়েছিল এবং একটা বাচ্চাকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে ওর পিঠে যার মগজটা গুহা ছাড়া আর কিছু না। অন্য হাসপাতাল একবার বিদেয় করতে পারা "জিনিসটা" আর কখনও ফিরিয়ে নেবে না; আর যদি বাচ্চাটাকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যায় তাহলে বাড়িওলির ব্যাপক কৌতূহলের মোকাবিলা করতে হবে। যদি নিজের বেডরুমেই একদিন আগে পর্যন্ত হাসপাতালে চালানো মারাত্মক ডায়েট থেরাপি চালিয়ে যায় ও, দুই মাথাঅলা বাচ্চাটা খিদেয় চিৎকার করে গোটা পাড়া মাথায় তুলবে আর স্থানীয় কুকুরের দল হামলে পড়বে ওর ওপর। ধরা যাক শোরগোলের কয়েকদিন পরেই মারা গেল বাচ্চাটা, দুনিয়ার কোন্ ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে দেবে? শিশু হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করল বার্ড, পত্রপত্রিকার ভয়ঙ্কর গল্প বেরুনোর কথা ভাবল।

"ঠিক বলেছ, বাচ্চাটাকে কোথাও নিতে পারব না আমি।" নেতিয়ে পড়ল বার্ড, তেতো শ্বাস ছাড়ল।

"একেবারেই যদি কোনও পরিকল্পনা না থাকে তোমার, বার্ড–"

"তাহলে?"

"ভাবছিলাম আমার চেনা এক ডাক্তারের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলে কেমন হত। আমি জানি বাচ্চা চায় না এমন লোকদের সাহায্য করতে রাজি হবে সে– একবার অ্যাবরশনের দরকার হওয়ায় ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার।"

আবারও দানব শিশুর আক্রমণে তার প্লাটুন বিধ্বস্ত হয়ে যাবার পর এক ভীরু কাপুরুষ পদাতিক সৈন্যের আত্মরক্ষার প্রয়াসে আতঙ্কিত অবস্থা হল বার্ডের; ফ্যাকাশে চেহারায় আরেকটা অগ্নিচক্র পেরিয়ে এল ও: "ডাক্তার রাজি হলে আমার আপত্তি থাকবে না।"

BanglaBook.org

"স্বাভাবিকভাবেই– ডাক্তারের কাছে আমাদের সাহায্য চাওয়ার মানে দাঁড়াবে আমরা..." হিমিকোর কণ্ঠে অস্বাভাবিক দুর্বলতা ফুটে উঠল, বাচ্চাটাকে হত্যা করে আমাদের হাত নোংরা করছি–"

"আমাদের হাত নয়। আমার! বাচ্চাটাকে মেরে আমার হাত নোংরা করব আমি।" অন্তত: একটা প্রতারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে ও, ভাবল বার্ড। অবশ্য তাতে উৎফুল্ল বোধ করতে পারল না ও, এ যেন মাটির নিচের অন্ধকার ঘরে নেমে যাওয়া, মাত্র একধাপ।

"*আমাদের হাত*, বার্ড– দেখো তুমি– গাড়িটা তুমি চালাবে?"

বার্ড বুঝল হিমিকোর টেনে কথা বলার কারণ ওর চরম উদ্বেগ। গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এসে চালকের আসনে উঠে বসল ও। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল হিমিকোর চেহারায় ছাই আর ছোপ ছোপ রঙ লেগে আছে, যেন শাদাটে পাউডার লেপ্টে দেয়া হয়েছে ওর ঠোঁটের আশপাশে। ওর নিজের চেহারাও নির্ঘাৎ একইরকম শোচনীয় হয়ে আছে। গাড়ির বাইরে থুতু ফেলার চেষ্টা করল বার্ড, কিন্তু হাড়ের মত শুকিয়ে গেছে ওর মুখ, কেবল জিভ "ট্রিক" জাতীয় শব্দ করতে পারল। হিমিকোর কাছে শেখা রুক্ষ ভঙ্গিতে গাড়িটাকে রাস্তায় তুলে আনল ও।

"বার্ড, আমি যে ডাক্তারের কথা ভাবছি, সে হল ডিমের মত মাথাঅলা মধ্য বয়সী সেই লোকটা তুমি আমার বাড়িতে থাকার প্রথম রাতে জানালার ওপাশ থেকে ডাকাডাকি করছিল। তার কথা মনে আছে তোমার?"

"মনে আছে," বলল বার্ড, একবার ওর মনে হয়েছিল এমন একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই গোটা জীবন পার করে দেয়া সম্ভব হবে।

"ওকে ফোন করার পর বুঝতে পারব বাচ্চাটাকে তুলে আনতে কী কী লাগবে আমাদের।"

"ডাক্তার আমাকে বলেছে কাপড়ের কথা যেন না ভুলি।"

"তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুঁ মারতে পারি আমরা। তুমি নিশ্চয়ই জান কাপড় চোপড় কোথায় রাখা আছে।"

"না গেলেই বরং ভাল!" বাচ্চার জন্যে উদগ্রীব প্রস্তুতির দৃশ্যগুলো মনে পড়ে গেল বার্ডের, এত স্পষ্ট যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল বার্ড। এখন বাচ্চাটার সমস্ত জিনিস, শাদা বেসিনেট, হাতির দাঁতের মত শাদা আপেল আকৃতির হালকাঅলা বেবি ড্রেসার– সবকিছু ওকে প্রত্যাখ্যান করছে বলে মনে হচ্ছে।

"ওখান থেকে বাচ্চার কাপড় নিতে পারব না আমি–"

"না, মনে হয় না, তোমার স্ত্রী যদি জানতে পারে একাজে বাচ্চার জিনিসপত্র ব্যবহার করেছ, কোনওদিন ক্ষমা করবে না।"

এটাও ঠিক কথা, ভাবল বার্ড। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিছু নেয়ার দরকার হবে না, ওকে ক্ষমা না করার জন্যে স্ত্রীর এটুকু জানলেই হবে যে এই হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে নেয়ার অল্প পরেই মারা গিয়েছে বাচ্চাটা। এখন যখন

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে তখন আর স্ত্রীকে সন্দেহের অস্পষ্টতায় ঢেকে রেখে বিবাহিত জীবন দীর্ঘায়িত করা যাবে না। এখন তা ওর সাধ্যের বাইরে চলে গেছে, প্রতারণার অভ্যন্তরীণ জ্বালাতনের বিরুদ্ধে যত কষ্টসাধ্য যুদ্ধই চালাক না কেন। জালিয়াতির মিষ্টি প্রলেপ দেয়া আরেকটা বাস্তবতার মুখোমুখি হল বার্ড।

গাড়িটা একটা প্রশস্ত চৌরাস্তায় পৌঁছার পর– বিশাল নগরীকে ঘিরে রাখা অন্যতম বিরাট ফ্রিওয়ে– ট্রাফিক লাইটের সঙ্কেতে থামল ওরা। যেদিকে মোড় নিতে চায় সেদিকে অধৈর্য ভঙ্গিতে তাকাল বার্ড। মেঘে ভারি আকাশ যেন মাটির ওপর নেমে এসেছে। বৃষ্টির গন্ধ মাখা দমকা হাওয়া খেলে গেল, এবং রাস্তা বরাবর দাঁড়ানো গাছপালার নোংরা ডালে ফিসফিস শব্দ উঠল। সবুজে বদলে গেল বাতি, মেঘলা আকাশের বিপরীতে উজ্জ্বল দেখাল আলোটাকে; বার্ডের মনে হল সশরীরে বুঝি ওটার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। একই ট্রাফিক লাইট অন্য যারা তাদের সারা জীবনে মানুষ হত্যার কথা চিন্তাও করে নি তাদের মত ওকেও রক্ষা করছে– চিন্তাটা ওর বিচার বোধকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

"কোত্থেকে ফোন করতে চাও?" জিজ্ঞেস করল ও, পলাতক অপরাধীর মত লাগছে নিজেকে।

"সবচেয়ে কাছের গ্রসারি স্টোর থেকে। তারপর আমরা সসেজ কিনব আর একটু লাঞ্চ সেরে নেব।"

"ঠিকাছে," নতি স্বীকারের ঢঙে বলল বার্ড, যদিও পেটের ভেতর প্রতিরোধের বিষণ্ন অনুভূতি টের পাচ্ছে। "কিন্তু তোমার বন্ধু সাহায্য করতে রাজি হবে তো?"

"ওই হাম্পটি-ডাম্পটি-মাথা লোকটাকে দেখলে নিরীহ গোবেচারা মনে হলেও আসলেই বেশ কিছু জঘন্য কাজ করেছে। যেমন ধর..." অস্বাভাবিক রকম নীরবতায় ডুবে গেল হিমিকো, সাপের মত জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। তার মানে খুদে লোকটা এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়েছে হিমিকো পর্যন্ত সেগুলো বর্ণনা করার সাহস পাচ্ছে না! আবার বমির উদ্রেক হল বার্ডের, সসেজ দিয়ে লাঞ্চের প্রশ্নই ওঠে না। সত্যি।

"ফোন করার পর," বলল বার্ড, "সসেজের চিন্তা বাদ দিয়ে বাচ্চাটার পরার জন্যে কিছু কিনতে হবে আমাদের। একটা বেসিনেটও লাগবে। আমার মনে হয় কোনও ডিপার্টমেন্ট স্টোরেই তাড়াতাড়ি সারা যাবে। তার মানে এই নয় যে বাচ্চার কাপড় কেনার জন্যে পাগল হয়ে আছি আমি।"

"আমাদের যা যা দরকার আমি যোগাড় করব, বার্ড, তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করো।"

"ও প্রেগন্যান্ট হওয়ার পরপরই স্ত্রীকে নিয়ে শপিংয়ে গিয়েছি, হবু-মা আর বাচ্চাদের চিল্লাচিল্লিতে ভয়াবহ অবস্থা ছিল, গোটা পরিবেশটার মধ্যেই জান্তব একটা ভাব ছিল।"

আড়চোখে হিমিকোর দিকে তাকাল বার্ড, দেখল রঙ সরে যাচ্ছে তার চেহারা থেকে; নির্ঘাৎ বমির উদ্রেক হচ্ছে ওরও। ফ্যাকাশে চেহারায় নীরবে এগিয়ে চলল

BanglaBook.org

ওরা। শেষ পর্যন্ত যখন বার্ড কথা বলল, সেটা নিজেকে গালমন্দ করার তাগিদ থেকেই।

"বাচ্চাটা মারা যাবার পর আর আমার স্ত্রী সেরে উঠলে আমার ধারণা ডিভোর্স হয়ে যাবে আমাদের। চাকরি চলে গেছে যখন, তখন আমি সত্যিকার অর্থে মুক্ত একজন পুরুষ হয়ে যাব। বহু বছর ধরে এমনি কিছুরই স্বপ্ন দেখে আসছিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার, খুব একটা খুশি হতে পারছি না আমি এ নিয়ে।"

হাওয়া এখন আরও জোরাল হয়ে উঠেছে, বার্ডের দিক থেকে হিমিকোর দিকে বইছে, ফলে গলা চড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে ওকে। যখন কথা বলল ও, প্রায় চিৎকারের মত দাঁড়াল: "বার্ড, তুমি মুক্তপুরুষ হবার পর আমরা কি আমার শ্বশুরের বুদ্ধিমত ঘরবাড়ি বিক্রি করে একসঙ্গে অফ্রিকায় যেতে পারি না?"

আফ্রিকা সত্যি সত্যি চোখের সামনে হাজির! কিন্তু এখন বিরান আর নীরস আফ্রিকার কথাই কল্পনা করতে পারছে বার্ড। ছেলেবেলায় আফ্রিকার জন্যে তীব্র আকর্ষণ গড়ে তুলেছিল, এখন যেন ওর মনের ভেতর সেটা ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছে। ধূসর সাহারায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়েছে একজন মুক্তপুরুষ। একশো চল্লিশ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ড্রাগনফ্লাইয়ের মত ঝুলন্ত দ্বীপে একটা শিশুকে হত্যা করেছে ও। তারপর পালিয়ে এসেছে এখানে, গোটা আফ্রিকা ঢুঁড়ে বেরিয়েও একটা মাদি ইঁদুর পর্যন্ত ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, বুনো ওঅর্ট হগ তো দূরের কথা। এখন হাবার মত সহারায় দাঁড়িয়ে আছে ও।

"আফ্রিকা?" শুষ্ক কণ্ঠে জানতে চাইল বার্ড।

"এখন তোমাকে খোলে-ঢোকা-শামুকের মত একটু যেন নিরাসক্ত মনে হচ্ছে। কিন্তু আফ্রিকায় পা রাখামাত্র আবার আগের উন্মাদনা ফিরে পাবে তুমি।"

চুপ রইল বার্ড।

"বার্ড, তোমার ম্যাপগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। আমি চাই তুমি ডিভোর্স নাও যাতে আমরা একসঙ্গে আফ্রিকা বেড়াতে গিয়ে ওগুলোকে সত্যিকার রোড ম্যাপ হিসাবে কাজে লাগাতে পারি। গতকাল রাতে তুমি ঘুমানোর পর ওগুলো পরখ করেছি আমি; মনে হয় আমাকেও নেশা পেয়ে বসেছে। এখন তোমার মুক্তি আমার জন্যে জরুরি হয়ে পড়েছে, বার্ড, মুক্তপুরুষ হিসাবে তোমাকে আমার চাই। *আমাদের হাত* নোংরা করার কথা বলায় তুমি মান নি, বার্ড, কিন্তু ভুল হয়েছে তোমার। সত্যি ভুল করেছ। *আমাদের হাত*, বার্ড, আমরা একসঙ্গে আফ্রিকায় যাব, তাই না!"

যেন কফ বের করতে কষ্ট পাচ্ছে এমনিভাবে, বার্ড বলল, "যদি তুমি তাই চাও।"

"গোড়াতে আমাদের সম্পর্কে স্রেফ সেক্সুয়াল ছিল, আমি ছিলাম তোমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর গ্লানির বিরুদ্ধে আশ্রয়। কিন্তু কাল রাতে টের পেলাম আমার মাঝেও আফ্রিকার জন্যে আকর্ষণ জেগে উঠছে। এর মানে আমাদের মাঝে নতুন সম্পর্ক

BanglaBook.org

গড়ে উঠেছে, বার্ড, এখন আফ্রিকার একটা ম্যাপ আমাদের সংযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যৌনতার নিচু জমিন থেকে লাফিয়ে অনেক উঁচু জায়গায় উঠে পড়েছি, এমন কিছু যে ঘটবে বহুদিন ধরে আশা ছিল আমার; এবং এখন আমি সত্যি সত্যি সেই একই উন্মাদনা অনুভব করছি, বার্ড! সেজন্যেই আমার ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে আমার হাত নোংরা করছি!"

কুয়াশার মত সূক্ষ্ম বৃষ্টির শাদা ফোঁটা নিচু উইন্ডশিল্ডে ছড়িয়ে পড়তেই মনে হল মাকড়শার জালের মত ফাঁটল দেখা দিয়েছে। একই সময়ে ভুরু আর চোখে বৃষ্টির ছোঁয়া পেল বার্ড আর হিমিকো। চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে আকাশ, যেন সহসা গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে; এবার প্রবল ঘূর্ণি হাওয়া শুরু হল। "গাড়িটার ওপর দেয়ার মত ছাদ আছে কোনও?" শোকার্ত নির্বোধের মত জিজ্ঞেস করল বার্ড। "নইলে বাচ্চাটা ভিজে যাবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বার

বার্ড কনভার্টিবলের কালো ছাদটা লাগানো শেষ করতে করতে আতঙ্কিত মুরগির মত গোটা গলিপথে ধেয়ে চলা দমকা হাওয়া সসেজ আর পোড়া রসুনের গন্ধে ভরে উঠল। পাতলা করে কাটা রসুন মাখনে ভেজে নাও, সসেজ মেশাও এবং তারপর পর্যাপ্ত পানি দিয়ে জ্বালে বসিয়ে দাও: মিস্টার ডেলশেফের শেখানো একটা ডিশ এটা। শেষ পর্যন্ত মিস্টার ডেলশেফের কী হল, ভাবল বার্ড। এতদিনে সম্ভবত ছোটখাট হলদে জাপানি মেয়েটার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রতিনিধি দলে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। কানা গলির শেষ মাথার ওই আস্তানায় কি সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সে? তার গার্লফ্রেন্ড কি মিস্টার ডেলশেফ আর তাকে ফিরিয়ে নিতে আসা প্রতিনিধি দলের লোকদের উদ্দেশে অবোধ্য জাপানি ভাষায় চীৎকার করেছে? শেষ মেষ হার মেনে নেয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না ওদের।

স্পোর্টস কারের দিকে তাকিয়ে রইল বার্ড। রক্তলাল বডির চূড়ায় কালো ছাদ থাকায় গাড়িটাকে ক্ষতস্থানের ছিলে যাওয়া মাংস আর তার চারপাশের শুকনো ত্বকের মত লাগছে। বিতৃষ্ণা জেগে উঠল বার্ডের মাঝে। আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে, বাতাস স্যাঁতসেঁতে আর ফেঁপে উঠেছে; বিলাপ করছে। বৃষ্টির ছাঁট কুয়াশার মত ভরিয়ে দিচ্ছে বাতাসকে তারপর দমকা হাওয়ায় দূরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং অচিরেই ফিরে আসছে আবার। পাতার ভারে নুয়ে পড়া গাছপালার দিকে তাকাল বার্ড, আর্তনাদ করছে; ও লক্ষ্য করল প্রবল বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গম্ভীর অথচ একেবারে সবুজ রঙ ধারণ করেছে ওগুলো। হাইওয়ের ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক লাইটের মত এই সবুজও ওকে আবেগপ্রবণ করে তুলল। হয়ত, ভাবল ও, মৃত্যুশয্যায় শুয়েও এমনি প্রাণবন্ত সবুজ রঙ দেখতে পাবে। বার্ডের মনে হচ্ছে যেন খোদ এক দুষ্ট অ্যাবরশনিস্টের হাতে নিজের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও। বাচ্চাটা নয়।

বাড়ির সামনের সিঁড়িতে রয়েছে বাচ্চার বাস্কেট আর কাপড়-চোপড়। ওগুলো গুছিয়ে নিয়ে ড্রাইভারের সিটের পেছনের জায়গাটায় ঠেসে দিল বার্ড। আন্ডারওয়্যার আর মোজা, একটা উলেন টপ আর প্যান্ট, এমনকি খুদে একটা ক্যাপও আছে; এসব জিনিস বাছতে এত সময় নিয়েছে হিমিকো। ঝাড়া একটা ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখা হয়েছিল বার্ডকে, ও এমনকি ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল হিমিকো ওকে ছেড়ে চলে

BanglaBook.org

গেল কিনা। ও বুঝতে পারছে না অচিরেই মরতে যাচ্ছে এমন একটা বাচ্চার জন্যে কাপড় পছন্দ করতে হিমিকো এত যত্ন নেয়ার বিলাসিতা করতে গেল কেন: মেয়েদের সংবেদনশীলতা বরাবরই বড্ড অদ্ভুত।

"বার্ড, লাঞ্চ তৈরি," বেডরুমের জানালা থেকে ওকে ডাকল হিমিকো।

কিচেনে হিমিকোকে সসেজ খেতে দেখল বার্ড। ফ্রাইং প্যানে এক নজর তাকিয়ে পিছু হটল ও, রসুনের গন্ধ সহ্য করতে পারে নি। ওর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে থাকা হিমিকোর দিকে ফিরে দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল ও। "তোমার যদি খিদে না থাকে, গোসল সেরে নিচ্ছ না কেন?" প্রস্তাবটায় রসুনের গন্ধ ভক ভক করছে।

"তাই করব," স্বস্তির সঙ্গে বলল বার্ড: ঘামে শরীরের ধুলো জমাট বেধে গেছে।

গোসল করার সময় সাবধানে কাঁধজোড়া বাঁকা করে রাখল বার্ড। গরম পানির গোসলে সাধারণত উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও, কিন্তু এখন বুকে কেবল বেদনাদায়ক ধড়ফড়ানি অনুভব করছে। ঝর্নার উষ্ণ জলের ধারায় ভিজতে ভিজতে শক্ত করে চোখ বুজে পেছন দিকে মাথা বাঁকাতে শুরু করল বার্ড, এবার সচেতন ভাবে বুড়ো আঙুলের ভেতরের অংশ দিয়ে কানের পেছন দিক ঘষার প্রয়াস পেল। মিনিটখানেক পরে তরমুজ জাতীয় কোনও কিছুর নকশা আঁকা একটা ভিনাইল শাওয়ার ক্যাপে মাথা ঢেকে লাফ দিয়ে ওর পাশে চলে এল হিমিকো, এক টুকরো সাবান ডলতে শুরু করল গায়ে: ফলে খেলা বাদ দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল বার্ড। যখন গা মুছছে ও, বাইরে থেকে বিরাট ভারি কিছুর পতনের জোরাল শব্দ ভেসে এল। বেডরুমের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল রক্ত লাল স্পোর্টস কারটা প্রায় ডুবন্ত জাহাজের মত কাৎ হয়ে যাচ্ছে। সামনের ডান দিকের টায়ারটা নেই! পিঠ মোছার কথা ভুলে গিয়ে দ্রুত পোশাক পরে নিল বার্ড, তারপর গাড়িটা পরখ করার জন্যে বেরিয়ে গেল। গলিপথ দিয়ে ছুটে যাওয়া পায়ের আওয়াজ পেয়েছে ও, কিন্তু পিছু ধাওয়া করার বদলে গাড়ির ক্ষতিটা দেখার জন্যে থামল। টায়ারের কোনও চিহ্ন নেই; আর ডানদিকের হেডলাইট চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে: কেউ একজন জ্যাক দিয়ে এমজিটকে উঁচু করে টায়ার খুলে তারপর ফেন্ডারের উপর উঠে এমন জোরে ফেলেছে যে প্রচণ্ড ধাক্কায় হেড লাইট চুরমার হয়ে গেছে। গাড়ির তলায় ভাঙা হাতের মত পরে আছে জ্যাকটা।

"কেউ একজন একটা টায়ার চুরি করে নিয়ে গেছে," এখনও সানরতা হিমিকোর উদ্দেশে চিৎকার করে বলল বার্ড। "আর একটা হেডলাইট ভেঙে গেছে। আশা করি স্পেয়ার আছে তোমার!"

"শেডের পেছন দিকটায়।"

"কিন্তু একটা টায়ার চুরি করতে যাবে কে?"

"সেরাতে জানালায় আসা অল্পবয়সী ছেলেটার কথা মনে আছে? তো, সেই করেছে জঘন্য কাজটা। টায়ার নিয়ে কাছাকাছি কোথাও গাঢাকা দিয়ে আছে সে। বাজি ধরে বলতে পারি আমাদের ওপর নজর রাখছে।" পাল্টা চিৎকার করে জবাব

BanglaBook.org

দিল হিমিকো, যেন কিছুই হয় নি। "আমরা একেবারেই দুঃখ না পাওয়ার ভান করে হৈ চৈ করে বেরিয়ে যেতে পারি, বাজি ধরা যায়, এমন বোকা বনে যাবে সে, আড়ালে থেকে নির্ঘাৎ কেঁদে ফেলবে। এস চেষ্টা করে দেখা যাক।"

"গাড়িটা চললে মন্দ হবে না সেটা। দেখি স্পেয়ারটা লাগানো যায় কিনা।"

কাদা আর গ্রিজে হাত মাখামাখি করে টায়ার বদল করল বার্ড। কাজটা করতে গিয়ে গোসলের আগে যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি ঘামল। কাজটা শেষ করার পর সাবধানে এঞ্জিন স্টার্ট দিল ও: তেমন কিছু সমস্যা আছে বলে মনে হল না। একটু হয়ত দেরি হয়ে যাবে ওদের, কিন্তু সন্ধ্যার আগেই সব চুকেবুকে যাবে, হেডলাইট জ্বালানোর দরকারই পড়বে না। আরেক দফা গোসল করতে ইচ্ছা করছে বার্ডের। কিন্তু বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে হিমিকো। তাছাড়া, এখন মেজাজ এত তেতে আছে যে, সামন্যতম দেরিও অসহনীয় হয়ে উঠবে। যেমন ছিল সেভাবেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। গাড়ি নিয়ে যখন গলি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে; কে যেন গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর মারল।

"তুমিও এসো!" হিমিকো গাড়ি থেকে বেরুনোর কোনও চেষ্টা করছে না দেখে আন্তরিক স্বরে অনুরোধ জানাল বার্ড। একসঙ্গে দ্রুত পায়ে দীর্ঘ করিডর ধরে ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের উদ্দেশে এগোল ওরা, বাস্কেটটা বইছে বার্ড, বাচ্চার কাপড়-চোপড় রয়েছে হিমিকোর কাছে। এক বিশেষ ধরনের টেনশন টের পাচ্ছে আজ বার্ড, করিডরে ওকে পাশ কাটানো সব রোগিদের ভেতর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার ভাব। এটা উতলা হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপ্টা আর ধাওয়া খাওয়ার মত আচমকা দূরে সরে যাবার, আর দূরাগত বজ্রধ্বনির প্রভাব। বাস্কেট হাতে করিডর ধরে আগে বাড়ার সময় হাসপাতাল থেকে বাচ্চাকে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা নার্সদের নিরাপদে কীভাবে বলা যাবে তার ভাষা খুঁজে ফিরল বার্ড; আস্তে আস্তে আতঙ্ক চড়ে উঠল ওর। কিন্তু ওয়ার্ডে পৌঁছার পর দেখা গেল বাচ্চাকে ওর নিয়ে যাবার কথা সবার জানা। স্বস্তি বোধ করল বার্ড। এমনকি তারপরও আড়ষ্ট চেহারায় মেঝের দিকে চেয়ে রইল ও, যত সংক্ষেপে সম্ভব কেবল নিয়ম সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আছে বার্ড, কখন না কোনও তরুণী নার্স বাচ্চাটাকে অপারেশন না করিয়েই নিয়ে যাচ্ছে কেন বা ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে ধরনের প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে যায়।

"এই কার্ডটা অফিসে নিয়ে প্রয়োজনীয় টাকা মিটিয়ে দাও," বলল নার্স। "আমি এদিকে ডক্টর ইন চার্জকে খবর দিচ্ছি।"

লম্বা কার্ডটা নিল বার্ড; বিশ্রী গোলাপি রঙ ওটার।

"বাচ্চার জন্যে কিছু কাপড় এনেছিলাম আমি–"

"অবশ্যই ওগুলো লাগবে আমাদের, এখনই নিচ্ছি আমি।" কথা বলার সময় নার্সের চোখজোড়ায় তীক্ষ্ণ অসম্মতি স্পষ্ট হয়ে পড়ল। একসঙ্গে বাচ্চার সব কাপড় নার্সের হাতে তুলে দিল বার্ড; একটা একটা করে ওগুলো পরখ করে কেবল ক্যাপটা ফিরিয়ে দিল সে। লাজুক ভঙ্গিতে ওটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল বার্ড। এবার রাগের সঙ্গে হিমিকোর দিকে ফিরল, কিন্তু লক্ষ্য করল না সে।

BanglaBook.org

"কি?"

"কিছু না। মিনিট খানেকের জন্যে অফিসে যেতে হচ্ছে আমাকে।"

"আমিও যাচ্ছি," চট করে বলল হিমিকো, যেন একা হয়ে যাবার ভয় পেয়েছে। নার্সদের সঙ্গে আলোচনার পুরো সময়টায় ওরা এমনভাবে শরীর বাঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, গ্লাস পার্টিশনের ওল্টোদিকের বাচ্চাগুলোর পক্ষে ওদের দৃষ্টিসীমায় আসা সম্ভব ছিল না।

রিসেপশন উইন্ডোর মেয়েটা গোলাপি কার্ড নেয়ার পর বার্ডের স্বাক্ষর চাইল। "তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ দেখছি– অভিনন্দন!"

বার্ড, স্বীকার বা অস্বীকার কোনওটাই না করে মাথা দোলাল কেবল।

"কি নাম রেখেছ তুমি বাচ্চার?" বলে চলল মেয়েটা।

"আমরা... এখনও ঠিক করি নি।"

"বাচ্চাটা এখন স্রেফ তোমাদের প্রথম বাচ্চা হিসাবে নিবন্ধিত হয়ে আছে, আমাদের রেকর্ডে রাখার জন্যে একটা নাম দিতে পারলে খুব উপকার হত।"

একটা নাম! ভাবল বার্ড। এখন, হাসপাতালে স্ত্রীর রুমের মতই, ধারণাটা গভীরভাবে অস্বস্তিকর। দানবটাকে একটা নাম দাও আর সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে আরও মানবীয় বলে মনে হতে শুরু করবে, হয়ত মানুষের মত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে ওটা। নামহীন অবস্থায় দানবটার মৃত্যু আর বার্ড একটা নাম দেয়ার পর মৃত্যুর তফাৎটা বার্ডের কাছে প্রাণীটার খোদ অস্তিত্বের পার্থক্যই বোঝাবে।

"এমনকি তুমি নিশ্চিত নও এমন অস্থায়ী নামেও চলবে," আমোদিত কণ্ঠে বলল মেয়েটা, যদিও কণ্ঠস্বরে নাছোড়বান্দার সুর চাপা থাকল না।

"নাম দিলে ওর কোনও ক্ষতি হবে না, বার্ড," অধৈর্য হয়ে বলে উঠল হিমিকো।

"আমি কিকুহিকো ডাকব ওকে," স্ত্রীর কথাগুলো মনে করে বলল বার্ড, তারপর মেয়েটাকে বানান দেখিয়ে দিল।

হিসাব মেটান হল, সিকিউরিটি হিসাবে জমা দেয়া প্রায় সমস্ত টাকা ফেরত পেল বার্ড। বাচ্চাটা স্রেফ পাতলা দুধ আর চিনি মেশানো পানি খেয়েছে আর যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিকস পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছিল, ওটার হাসপাতালে অবস্থান তুলনারহিতভাবে সাশ্রয়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করিডর বরাবর আবার ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের পথ ধরল বার্ড আর হিমিকো।

"আফ্রিকায় যাবার জন্যে জমানো টাকা থেকে নিয়েছিলাম এগুলো। এবং যেই বাচ্চাটাকে হত্যা করে তোমার সঙ্গে আফ্রিকায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম অমনি আবার পকেটে ফিরে এসেছে–" মিশ্র অনুভূতি থেকে কথা বলছে বার্ড, আসলে কী বলতে চায় নিশ্চিত নয় ও।

"তাহলে টাকাটা আফ্রিকাতেই কাজে লাগানো উচিত আমাদের," সহজ কণ্ঠে বলল হিমিকো। তারপর: "বার্ড, কিকুহিকো নামটা– এক গে-বার চিনি আমি, কিকুহিকো নাম, একই বানানে লেখা। মালিকের নাম কিকুহিকো।"

BanglaBook.org

"ব্যাটার বয়স কেমন?"

"এইসব ফ্যাগটদের বয়স বোঝা কঠিন, তোমার চেয়ে চার-পাঁচ বছর ছোট হবে হয়ত।"

"বাজি ধরে বলতে পারি বহু বছর আগে আমার চেনা সেই কিকুহিকোই। দখলদারির সময়ে এক আমেরিকান কালচারাল অফিসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার। পরে সে টোকিওতে পালিয়ে যায়।"

"কী অদ্ভুত কাকতাল! বার্ড, আমরা কাজ শেষে ওখানে গেলেই তো পারি!"

কাজ শেষে, ভাবল বার্ড, একজন দুষ্ট অ্যাবরশনিস্টের কাছে বাচ্চাটাকে তুলে দেয়ার *কাজ শেষে*!

এক প্রাদেশিক শহরে এক গভীর রাতে ওর তরুণ বন্ধু কিকুহিকোকে ছেড়ে আসার কথা ভাবল বার্ড। আর এখন যে বাচ্চাটাকে ছেড়ে আসতে যাচ্ছে ও তারও নাম হবে কিকুহিকো। এমনকি নাম রাখার বেলায় ও কেমন হেঁয়ালিময় ফাঁদ পাতা থাকে। মুহূর্তের জন্যে ফিরে গিয়ে নামটা শোধরানোর কথা ভাবল বার্ড, কিন্তু ইচ্ছাটা নিমেষে দুর্বলতার অ্যাসিডে ক্ষয়ে গেল। কেবল নিজের ওপর যন্ত্রণা দেয়া ছাড়া আর কোনও প্রয়োজন রইল না বার্ডের। "চলো সারা রাত গে-বার 'কিকুহিকো'য় ড্রিঙ্ক করে পার করে দিই," বলল ও, "একটা ওয়েক হবে তা।"

বার্ডের বাচ্চা– কিকুহিকোকে গ্লাস পার্টিশনের এপাশে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। হিমিকোর পছন্দ করা উলের বাচ্চাদের পোশাক পরা অবস্থায় বাস্কেটে শুয়ে আছে সে। বাস্কেটের পাশেই দায়িত্বপ্রাপ্ত পেডিয়াট্রিশিয়ান আত্ম-সচেতনভাবে বার্ডের অপেক্ষায় রয়েছে। বাচ্চাটার দিকে তাকানোর পর হিমিকো কেমন আঘাত পেয়েছে টের পাচ্ছে বার্ড। এখন আকারে আরও বড় হয়েছে সে, চোখজোড়া গভীর ভাঁজের মত খোলা, আড়চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এমনকি বাচ্চার মাথার পিণ্ডটাও যেন বেশ খানিকটা বেড়ে উঠেছে বলে আঁচ করা যাচ্ছে। মুখের চেয়ে খানিকটা বেশি লাল, চকচকে, ফোলাফোলা লাগছে। চোখজোড়া খোলা থাকায় বাচ্চাটাকে এখন সাদার্ন স্ক্রলসের বিবর্ণ প্রাচীন সাধুদের মত দেখাচ্ছে, কিন্তু অবশ্যই মানুষের বৈশিষ্ট্যহীন, এর কারণ সম্ভবত এই যে পিণ্ডটার সঙ্গে তাল মেলানোর কথা যে কপালের সেটা এখনও মারাত্মকভাবে কুঁকড়ে আছে। শক্ত করে মুঠি পাকানো হাতজোড়া নাড়ছে বাচ্চাটা, যেন বাস্কেট ছেড়ে পালাতে চায়।

"তোমার মত বলে মনে হচ্ছে না ওটাকে, বার্ড," খসখসে কুৎসিত কণ্ঠে ফিস-ফিস করে বলে উঠল হিমিকো।

"কারও মতই মনে হচ্ছে না, এমনকি মানুষের মতই লাগছে না!"

"আমি তা বলব না–" ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল পেডিয়াট্রিশিয়ান।

গ্লাস পার্টিশনের ওপাশের বাচ্চাগুলোর দিকে চট করে একবার তাকাল বার্ড। সবগুলো বাচ্চাই যার যার বিছানায় নড়াচড়া করছে, একই রকম উত্তেজিত। বার্ডের সন্দেহ হল, ওরা হয়ত ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া কমরেডদের নিয়ে আলাপ

BanglaBook.org

করছে। ধ্যানীচোখঅলা তুচ্ছ পকেট বাঁদরের মত ইনকিউবেটর বেবিটার হল কী? আচ্ছা, লিভারবিহীন বাচ্চাটার সংগ্রামী বাবাটা কি আছে এখানে বাদামী কিনকার আর চামড়ার বেল্ট পরে ফের তর্ক শুরু করার জন্যে?

"অফিসে কাজ শেষ করে এসেছে তো তোমরা?" জানতে চায় নার্স।

"সব শেষ।"

"তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার।"

"নতুন করে ভাববে না ঠিক করে ফেলেছ?" উদ্বিগ্ন শোনাল পেডিয়াট্রিশানের কণ্ঠস্বর।

"ঠিক করে ফেলেছি," দৃঢ় কণ্ঠে বলল বার্ড। "সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ।"

"আমাকে ধন্যবাদ দিয়ো না– আমি কিছুই করি নি।"

"ঠিক আছে তাহলে– গুডবাই।"

ডাক্তার চোখের কোণ লাল হয়ে উঠল, যেন এইমাত্র গলা চড়িয়েছে বলে অনুতপ্ত। এবার বার্ডের মতই কোমল কণ্ঠে আবার বলল: "গুড বাই, নিজের প্রতি যত্ন দিয়ো।"

বার্ড ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসামাত্র করিডরের ঘুরঘুর করা রোগিরা যেন কোনও সঙ্কেত পেয়ে বাচ্চার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। চোখ গরম করে কনুই বাঁকিয়ে বাস্কেটটাকে আড়াল করার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে করিডর বরাবর হাঁটতে শুরু করল বার্ড। দ্রুত ওকে অনুসরণ করল হিমিকো, বার্ডের চেহারায় রাগ দেখে ভয় পেয়ে রোগির দল আবছায়া করিডরের কিনারে সরে গেল, এখনও সন্দিহান, তবে বাচ্চার কারণে বোধ হয় হাসছে ওরা।

"বার্ড," বলল হিমিকো, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল, "ওই ডাক্তার বা নার্সদের কেউ পুলিসে খবর দিতে পারে।"

"ঘোড়ার ডিম দেবে," হিংস্র কণ্ঠে বলল বার্ড। "ভুলে যেয়ো না, পানি-মেশানো-দুধ আর চিনি-পানি খাইয়ে ওরাও বাচ্চাটাকে মারার ব্যবস্থা করেছিল।"

মেইন এন্ট্রান্স আর বার্ডের চোখে আউট পেশেন্টদের জটলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, ওদের ভয়াল কৌতূহল থেকে বাচ্চাটাকে আড়াল করার জন্যে দুটো কনুই ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই এখন, ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হল। বার্ডের মনে হচ্ছে রাগবি বল হাতে নিঃসঙ্গ খেলোয়াড় ও, প্রতিপক্ষের গোটা দলটা দাঁড়িয়ে থাকা গোলপোস্টের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। ইতস্তত করল ও এবং মনে পড়ে গেল: "আমার প্যান্টের পকেটে একটা ক্যাপ আছে। ওটা বের করে ওর মাথার পেছন দিকটা ঢেকে দেবে?"

বার্ড লক্ষ্য করল ওর অনুরোধ রক্ষার সময় কাঁপছে হিমিকোর হাত। এবার একসঙ্গে দরাজ হাসি নিয়ে ওদের দিকে পিছলে এগিয়ে আসা আগন্তুকদের দিকে প্রায় ছুটে গেল। "কী সুন্দর বাচ্চা, দেবদূতের মত!" মাঝবয়সী এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠল, এবং যদিও বার্ডের কাছে জঘন্য কৌতুকের খোঁচা বলে মনে হল, হোঁচট খেল না ও, এমনকি জটলা পেরিয়ে আসার আগে চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

BanglaBook.org

বাইরে, ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছে, দিনের আরেক দফা বৃষ্টিপাত। ওঅটর স্কিমারের প্রচণ্ড গতি নিয়ে হিমিকোর গাড়িটা পিছিয়ে বাস্কেট হাতে অপেক্ষায় থাকা বার্ডের কাছে চলে এল। বাস্কেটটা হিমিকোর হাতে তুলে দিল বার্ড, তারপর গাড়িতে উঠে আবার ফিরিয়ে নিল ওটা। ওটাকে কোলের ওপর ধরে রাখার জন্যে মিশরীয় কোনও রাজার মূর্তির মত সোজা হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হল ও।

"ঠিকাছে?"

"হ্যাঁ।"

প্রতিযোগিতার শুরুতে যেমন হয়, লাফিয়ে সামনে ছুটল গাড়িটা। ছাদের মেটাল ব্রেসের সঙ্গে বাড়ি খেল বার্ডের কান, ব্যথায় দম আটকে গেল ওর।

"কটা বাজে এখন, বার্ড?"

শুধু ডান হাতে বাস্কেটটাকে আগলে রেখে রিস্টওঅচের দিকে তাকাল বার্ড। কাটাগুলো অর্থহীন সময় দেখাচ্ছে, বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা। অভ্যাসবশতঃ ঘড়িটা পরে আছে বার্ড, কিন্তু বহুদিন হয় সময় দেখে নি, সময় ঠিক করা বা চাবি দেয়া তো পরের কথা। ওর মনে হচ্ছে যেন একটা অদ্ভুত বাচ্চা দ্বারা প্রভাবিত হয় নি যারা তাদের আনন্দময় জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী সময়ের বৃত্তের বাইরে পড়ে গেছে ও।

"আমার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে," বলল ও।

কার-রেডিওর একটা বোতাম টিপল হিমিকো। খবর প্রচারিত হচ্ছেঃ সোভিয়েত পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে মন্তব্য রাখছিল ঘোষক। জাপান অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার ওঅরফেয়ার লীগ সোভিয়েত পরীক্ষার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। অবশ্য লীগের মধ্যেই উপদলীয় বিরোধ দেখা দিয়েছে এবং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূল সংক্রান্ত আগামী বিশ্ব সম্মেলন মতানৈক্যের নৈরাশ্যময় গহ্বর পতিত হওয়ার জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে। একটা টেপ বাজান হলঃ হিরোশিমার আক্রান্তরা লীগের ঘোষণা চ্যালেঞ্জ করেছে। *নিষ্পাপ* পারমাণবিক অস্ত্র বলে আদৌ কি কিছু হতে পারে? সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা *যদি* সাইবেরিয়ার পতিত জমিতে পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় তাহলে, মানুষ বা পশুর জন্যে ক্ষতিকর নয় এমন হাইড্রোজেন বোমা বলে কি সত্যি কিছু আছে?

স্টেশন বদলাল হিমিকো। জনপ্রিয় সঙ্গীত, ট্যাঙ্গো– অবশ্য বিভিন্ন ট্যাঙ্গোর যে তফাৎ ধরতে পারে বার্ড, তা নয়, এটা যেন আর শেষ হবে না। শেষ পর্যন্ত রেডিওটাই অফ করে দিল হিমিকো। সময় সঙ্কেত পেতে ব্যর্থ হল ওরা।

"বার্ড, মনে হচ্ছে *এএনডব্লুএল* সোভিয়েত পরীক্ষার ইস্যুতে ভাগ হয়ে গেছে," বিশেষ কোনও আগ্রহ ছাড়াই বলল হিমিকো।

"সেরকমই মনে হচ্ছে," বলল বার্ড।

অন্য আর সবার জগতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, মানবজাতির এক এবং অদ্বিতীয় সময়, আর গোটা পৃথিবী একই পরিণতির আশঙ্কা করছে এবং সেই একই পরিণতি অশুভ রূপ ধারণ করছে। অন্যদিকে, বার্ড, কেবল ওর কোলে রাখা বাস্কেটের বাচ্চার কাছেই দায়বদ্ধ, যে দানবটা ওর নিজস্ব পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করছে।

BanglaBook.org

"বার্ড, তোমার কি মনে হয় এমন মানুষও আছে যারা আর্থিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে লাভবান হবে বলে নয়, বরং এমনি এমনি পারমাণবিক যুদ্ধ দেখতে চায়? মানে, যেমন অনেক মানুষ আছে না যারা বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই বিশ্বাস করে যে এই গ্রহটির স্থায়ী হওয়া উচিত এবং মনে মনে তার আশাও করে, নিশ্চয়ই এমন লোকজনও থাকতে বাধ্য যাদের মনটা কালো এবং যারা বিশ্বাস করে, নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়াই, মানবজাতির ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। উত্তর ইউরোপে ইঁদুরের মত খুদে এক জানোয়ার আছে, ওগুলোর নাম লেমিং, মাঝে মাঝে এই লেমিংয়ের দল গণ-আত্মহত্যা করে। আমি ভাবি দুনিয়ার কোথাও লেমিং-মানুষ আছে কিনা। বার্ড?"

"কালো-মনের লেমিং-মানুষ? জাতিসংঘের তাহলে ওদের খোঁজ করার জন্যে একটা কর্মসূচী নেয়ার অধিকার পেতে হত।"

বার্ড, যদিও তাল মেলাচ্ছে, কালো-মনের লেমিং-মানুষদের বিরুদ্ধে চালানো ক্রুসেডে যোগ দেয়ার কোনও ইচ্ছা বোধ করছে না। আসলে ওর সমগ্র অস্তিত্বের মাঝেই কালো-মনের লেমিং সত্তার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে আছে ও।

"গরম লাগছে, তাই না," বলল হিমিকো, যেন রূঢ়ভাবে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বোঝাতে চাইল যে ওদের এতক্ষণের কথোপকথন ওকে খুশি করে নি।

"হ্যাঁ, গরম লাগছে বটে।"

মেঝের পাতলা ধাতব প্লেট থেকে এঞ্জিনের তাপ কেঁপে-কেঁপে ওপরে উঠে আসছে আর ক্যানভাসের শিটে গাড়িটা আবদ্ধ হয়ে পড়ায় আস্তে আস্তে একটা হটহাউসের ভেতর আটকা পড়ার অনুভূতি জাগছে ওদের। কিন্তু হুডের কিনারা খুলে দিলে আবার বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টি ঢুকে পড়বে। আশাবাদী হয়ে হুকগুলো পরখ করল বার্ড; আসলে পুরোনো আমলের হুড এটা।

"আমাদের কিছুই করার নেই, বার্ড।" ওর হতাশা টের পেয়েছে হিমিকো। "আমরা খানিক পর পর গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলতে পারি।"

গাড়ির ঠিক সামনে বৃষ্টিতে ভেজা একটা মরা চড়ুই পাখি পড়ে থাকতে দেখল বার্ড। হিমিকোও দেখল। মরা পাখিটার দিকে ধেয়ে গেল গাড়ি এবং ওটা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যেতেই আচমকা বাঁক নিল আর কর্দমাক্ত হলদে জলে লুকোনো একটা গর্তে পড়ে গেল একটা টায়ার। দুহাত দিয়ে ড্যাশ বোর্ডে ঠেকা দিল বার্ড, কিন্তু বাচ্চার বাস্কেটের ওপর থেকে হাত সরাল না। বিষাদের সঙ্গে বার্ড ভাবল: অ্যাবরশনিস্টের ক্লিনিকে পৌঁছার আগেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে আমার শরীর।

"দুঃখিত, বার্ড," বলল হিমিকো। নিশ্চয়ই সেও ব্যথা পেয়েছে। গলার স্বরে বেদনার আভাস ছিল। মৃত চড়ুইয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল ওরা।

"মারাত্মক কিছু না।" বাস্কেটটা ফের কোলের ওপর ঠিকমত বসিয়ে গাড়িতে ওঠার বসার পর এই প্রথম বারের মত বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাল বার্ড। বাচ্চার চেহারা রাগি উজ্জ্বল লাল হয়ে জ্বলছে, কিন্তু সে নিশ্বাস নিচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে

BanglaBook.org

না। সাফোকেশন! ভয়ের চোটে বাস্কেটটা ঝাঁকাল বার্ড। আচমকা, যেন বার্ডের হাত কামড়ে দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছে, অবিশ্বাস্য চড়া গলায় কাঁদতে শুরু করে বাচ্চাটা।

ওয়াআআআআআআহ-আহ্... ওয়াআআআআআআহ-আহ্... ...ওয়া আআআআআআহ-আহ্ ক্রমাগত চিৎকার করে চলল সে আর বিশ্রীভাবে কাঁপতে লাগল, ওদিকে বন্ধ চোখজোড়া থেকে ইঞ্চিখানেক দীর্ঘ সুতোর মত স্বচ্ছ অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়তে লাগল। বার্ড আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে চেঁচানো বাচ্চার গোলাপি ঠোঁটজোড়া হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরতে গিয়েও আবার নতুন আতঙ্ক জেগে ওঠায় সময় মত বিরত রাখল নিজেকে। ইইইইইইয়াহ... ইইইইই ইয়াহ... কেঁদে চলল বাচ্চাটা... ইয়াআআআআআআহ-আহ্... ইয়াআআআআআ আহ-আহ্... মাথার পিণ্ড ঢেকে রাখা ক্যাপটাকে ছাগলের বাচ্চার কায়দায় ঝাঁকাচ্ছে।

"তোমার সবসময় মনে হবে কোনও বাচ্চার কান্নার মানে আছে," বাচ্চাটার গলার স্বর ছাপিয়ে চড়া গলায় বলল হিমিকো। "আমরা যতদূর জানি, হয়ত পূর্ণবয়স্ক মানুষের ভাষার সব অর্থই আছে তাতে।"

এখনও কাঁদছে বাচ্চাটাঃ ওয়াআআআআআহ-আহ্... ইয়াআআআআ... আহ-আহ্।... আআআআআহ-আহ্... ওয়া আহ... ওয়া আ আহ... ওয়া আ আহ... ওয়া আ আহ... ইয়া আ ইইইই-আহ...

"ভাগ্যিশ আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই," অস্বস্তির সঙ্গে বলল বার্ড।

বাচ্চার আর্তনাদ বয়ে সবেগে এগিয়ে চলল গাড়িটা। এ যেন পাঁচ হাজার ঝিঁঝি পোকার চিৎকার কিংবা এমনও হতে পারে বার্ড আর হিমিকো একটা ঝিঁঝি পোকার পেটে সেধিয়ে গেছে এবং সেটার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে চলেছে। অচিরেই গাড়িতে আটকা পড়া উত্তাপ আর বাচ্চার কান্না অসহনীয় হয়ে উঠল। গাড়ি দাঁড় করাল হিমিকো। দুপাশের দরজাই খুলে ফেলল ওরা। গাড়ির ভেতরে স্যাঁতসেঁতে তপ্ত হাওয়া জরাক্রান্ত পশুর ঢেকুরের মত ধেয়ে বেরিয়ে গেল; ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল ওরা। খানিকটা বৃষ্টির ছাঁট এমনকি বার্ডের কোলে রাখা বাস্কেটেও চুরি করে ঢুকে পড়ল, বাচ্চার জ্বলজ্বলে গালের চামড়ায় অশ্রুর চেয়ে ছোট আকারের বৃষ্টির ফোঁটা লেপ্টে রইল। এখন দমকে দমকে বেরিয়ে আসছে বাচ্চার কান্না–আআগ-আহ-আআগ-আহ-আতগগ-আহ–আর বারবার কাশির দমকে থরথর করে কেঁপে উঠছে ওর শরীর। স্পষ্টই অস্বাভাবিক কাশিঃ বাচ্চাটা রেসপিরেটরি রোগ বাধিয়ে বসেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল বার্ড। বাস্কেটটা দরজার উল্টোদিকে কাৎ করে ধরে শেষ মেষ বৃষ্টি থেকে আড়াল করতে পারল ও।

"ইনকিউবেটরে থাকা একটা বাচ্চাকে এরকম হঠাৎ করে খোলা বাতাসে বের করে আনা খুবই বিপজ্জনক– ওর এমনকি নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে।"

"জানি," বলল বার্ড, যারপরনাই ক্লান্ত ও।

"কি করা দরকার ভেবে পাচ্ছি না আমি।"

"এরকম একটা সময়ে কী করলে বাচ্চার কান্না থামবে বলে মনে কর?" এর আগে আর কখনও নিজেকে এত অনভিজ্ঞ বলে মনে হয় নি বার্ডের।

BanglaBook.org

"বহুবার ওদের বুকের দুধ চুষতে দিতে দেখেছি আমি–" যেন আতঙ্কে থেমে গেল হিমিকো, পরক্ষণে আবার তাড়াতাড়ি যোগ করল, "আমাদের খানিকটা দুধ নিয়ে আসা উচিত ছিল, বার্ড।"

"পানি মেশানো-দুধ? নাকি চিনি-পানি?" অবসাদের কারণেই বিষণ্নতার সুর ধরা পড়ল ওর কণ্ঠে।

"একটা ড্রাগস্টোরে ঢুঁ মারতে দাও আমাকে। ওদের কাছে নিশ্চয়ই ওরকম একটা খেলনা পাওয়া যাবে। কী যেন নাম? তুমি জান, নিপ্‌ল-এর মত দেখতে?"

বৃষ্টির ভেতরই ছুটে বেরিয়ে গেল হিমিকো। বাচ্চার বাস্কেটটা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দোলাতে দোলাতে ফ্ল্যাট জুতো পায়ে হিমিকোকে দৌড়ে যেতে দেখল বার্ড। হিমিকোর বয়সী কোনও জাপানি মেয়ের ওর মত শিক্ষা নেই, কিন্তু সেই শিক্ষা প্যান্ট্রি শেলফে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; আবার একেবারে সাধারণ মেয়েদের মত দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহালও নয় সে। হয়ত কোনওদিনই নিজের সন্তান হবে না ওর। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়কার হিমিকোর কথা স্মরণ করল বার্ড, নবাগত মেয়েদের দলের সবচেয়ে প্রাণবন্ত এবং এখন বিশ্রী কুকুরের মত কাদা গোলা পানি ভেঙে ছুটে চলা হিমিকোর জন্যে খারাপ লাগল ওর। দুনিয়ায় কে ভাবতে পেরেছিল যে অমন তারুণ্যময়, জ্ঞানী আর আত্মবিশ্বাসী কো-এডের ভবিষ্যৎ এমন হবে? বেশ কিছু দূরপাল্লার মুভিং-ভ্যান রাইনোসরের পালের মত গমগম শব্দ তুলে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিল, সেই সঙ্গে কেঁপে উঠল বার্ড আর বাচ্চাটাও। ট্রাকগুলোর গর্জনে একটা বার্তা শুনেছে বলে মনে হল বার্ডের, জরুরি, যদিও অর্থ পরিষ্কার নয়। নিশ্চয়ই বিভ্রমই হবে, কিন্তু খামোকা মুহূর্তের জন্যে কান খাড়া করে রইল ও।

গাড়ির দিকে ফিরে আসার সময় বৃষ্টি ভেজা দমকা বাতাসে ভর দিয়ে এগোল হিমিকো, ওর চেহারার কুঞ্চন এত স্পষ্ট, যেন একাই অন্ধকারে গজগজ করছে। এখন আর দৌড়াচ্ছে না সে: তার গোটা শরীরে ওর সঙ্গে মানানসই কুৎসিত অবসাদের ছাপ দেখল বার্ড। কিন্তু গাড়ির কাছে পৌঁছার পর ব্যাকুল কণ্ঠেই বাচ্চার স্বর ছাপিয়ে গলা চড়িয়ে কথা বলল, আগের মতই কাঁদছে বাচ্চাটা: "চোষার খেলনাগুলোর নাম চুষনি, অসলে মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম– ধর, দুধরনের কিনে এনেছি আমি।"

প্রাচীন স্মৃতির স্টোররুম হাতড়ে থেকে "চুষনী" শব্দটা উদ্ধার করতে পারায় যেন আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে হিমিকো। কিন্তু ওর হাতের বড় আকারের পাখাঅলা ম্যাপল বীজের মত রাবারের জিনিসগুলোকে দেখে সদ্যজাত বাচ্চার কাজে লাগানো কষ্টকর হবে বলেই মনে হল।

"ভেতরে নীল জিনিসঅলাটা কামড়ানোর জন্যে, একটু বড় বাচ্চাদের জন্যে ওটা। কিন্তু এটার ডাক্তারের ফরমাশের সাথে মিলে যাওয়া উচিত।" কথা বলতে বলতে চুষনীটা কাঁপতে থাকা বাচ্চাটার গোলাপি মুখে দিল ও।

BanglaBook.org

কামড়ানোর জন্যে আবার একটা কিনতে গেলে কেন? জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল বার্ড। কিন্তু পরক্ষণেই লক্ষ্য করল বাচ্চাটা এমনকি শিশুদের উপযোগি চুষনীটার প্রতিও সাড়া দিচ্ছে না। জিনিসটা যে বাচ্চার মুখে ঢোকানো হয়েছে তার একমাত্র লক্ষণ হল ওর মুখের সামান্য নড়াচড়া, যেন জিভ দিয়ে ঠেলে চুষনীটা ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে সে।

"কাজ হচ্ছে বলে মনে হয় না, মনে হয় অনেক বেশি ছোট সে," মিনিটখানেক পরীক্ষা করার পর অসহায় কণ্ঠে বলল হিমিকো। আবার আত্মবিশ্বাস মিলিয়ে গেছে ওর।

বিদ্রূপ করা থেকে বিরত রইল বার্ড।

"কিন্তু বাচ্চা শান্ত করার আর কোনও উপায়ও জানা নেই আমার।"

"তাহলে এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে আমাদের– চলো, রওনা দেয়া যাক।" ওর দিকের দরজা বন্ধ করে দিল বার্ড।

"ড্রাগস্টোরের ঘড়িতে ঠিক চারটে বাজে। মনে হয় পাঁচটার মধ্যে ক্লিনিকে পৌঁছতে পারব আমরা।" এঞ্জিন চালু করল হিমিকো, ওর চেহারায় কুৎসিত ভাব। সেও চরমভাবে অগোছাল হয়ে পড়তে যাচ্ছে।

"এক ঘণ্টা ধরে কাঁদতে পারবে না সে," বলল বার্ড।

পাঁচটা তিরিশ: কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেছে বাচ্চাটা, কিন্তু এখনও গন্তব্যে পৌঁছুতে পারে নি ওরা। ঝাড়া পঞ্চাশ মিনিট ধরে একই গহ্বর চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। চড়াই-উৎরাই পেরিয়েছে ওরা, বেশ কয়েকবার আঁকাবাঁকা কাদাময় একটা নদী পেরিয়েছে, গলিতে ঢুকে পরেছে, বারবার একটা খাড়া ঢালের ভুল দিকে বেরিয়ে এসেছে যেটা উপত্যকা থেকে উত্তর আর দক্ষিণে উঁচু হয়ে গেছে। ক্লিনিকের একেবারে দোরগোড়া পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাবার কথা মনে পড়ল হিমিকোর, গাড়িটা যখন একটা ঢালের মাথায় উঠে এল মোটামুটি অবস্থানটাও ধরতে পারল ও। কিন্তু জনাকীর্ণ গহ্বরে নেমে আসার পর সংকীর্ণ রাস্তাঘাটের গোলকধাঁধায় পড়ে কোন দিকে যাচ্ছে সেটা ঠিক মত আন্দাজ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যখন হিমিকোর চেনা মনে হওয়া একটা রাস্তায় শেষ পর্যন্ত ঢুকল ওরা, ছোটখাট একটা ট্রাকের মুখে পড়ে গেল, পথ ছাড়তে স্পষ্ট অস্বীকার গেল ওটা। প্রায় একশো গজের মত পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল ওরা, তারপর ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিয়ে ফের যখন আগে বাড়ার প্রয়াস পেল, দেখল ভিন্ন দিকে বাঁক নিয়ে ফেলেছে। পরের সোজা রাস্তাটা ওঅন ওয়ে: ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

আগাগোড়া নীরব ছিল বার্ড, হিমিকোও তাই। এত বেশি বিরক্ত হয়ে আছে ওরা যে পরস্পরকে আঘাত দেয়ার ভয়ে কথা বলার মত আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছে না। এমনকি "আমি নিশ্চিত যে আমরা ইতিমধ্যে আরও দুবার এ মোড় পেরিয়েছি"

BanglaBook.org

ধরনের নিষ্পাপ মন্তব্যও ওদের দুজনে মাঝে তীব্র ফাটল তৈরি করার মত দারুণ ভয়ঙ্কর ঠেকছে। একটা পুলিস বক্সকে বারবার পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। জরাজীর্ণ কাঠের কাঠামোটার ওপাশে নিশ্চয়ই কোনও অফিসার বসে আছে এবং যতবার ফোস করে পাশ কাটাচ্ছে ততবারই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে ফেলার ভয় পাচ্ছে। পুলিসম্যানকে ক্লিনিকের পথ জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই আসে না; স্থানীয় কোনও ডেলিভারি রয়ের কাছে ঠিকানাটা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার ইচ্ছাও নেই ওদের। মাথায় পিওঅলা বাচ্চাঅলা একটা স্পোর্টসকার এক ক্লিনিকের খোঁজ করছে যার আবার সন্দেহজনক খ্যাতি রয়েছে– এধরনের গুজব নির্ঘাৎ ঝামেলা সৃষ্টি করবে। আসলে ডাক্তার লোকটা ফোনে হিমিকোকে সাবধান করে দিয়ে এমনও বলেছে যেন আশপাশে একবারও না থামে ওরা– সিগারেট কেনার জন্যেও নয়। এবং সেজন্যেই আশপাশের এলাকা জুড়ে এক অন্তহীন যাত্রা শুরু করেছে ওরা। আস্তে আস্তে প্যারানোইয়া দখল করে নিল বার্ডকে: হয়ত রাতভর গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ওরা, কিন্তু যেটা খুঁজছে সেই ক্লিনিকের দেখা মিলবে না: হয়ত শিশু-ঘাতক ক্লিনিকটার কোনও অস্তিত্বই নেই। প্যারানোইয়াই কেবল বার্ডের একমাত্র সমস্যা নয়, দারুণ ঘুম নেমে আসতে চাইছে। ও ঘুমিয়ে পড়লে যদি কোল থেকে বাচ্চার বাস্কেটটা গড়িয়ে পড়ে যায়? পিণ্ডটা যদি মগজকে ঘিরে থাকা কিছু হয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে। গিয়ার শ্যাফট আর ব্রেকের মাঝখানের দিকে চুঁইয়ে আসা কাদাময় পানিতে ডুবে যাবে বাচ্চাটা, তখন শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাবে ওর, জীবনের জন্যে খাবি খেতে শুরু করবে– কিন্তু সেটা হবে খুবই মারাত্মক মৃত্যু। জেগে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াস পেল বার্ড। কিন্তু তারপরেও চেতনাহীনতার ছায়ায় মুহূর্তের জন্যে ডুবে গেল ও এবং হিমিকোর আবেদন ভরা চিৎকার ফিরিয়ে আনল ওকে: "ঈশ্বরের দোহাই, বার্ড, জেগে থাক!"

বার্ডের কোল থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল বাস্কেটটা। শিউরে উঠে দুহাতে ধরল ওটা।

"বার্ড, আমারও ঘুম পাচ্ছে। কেন যেন ভয় লাগছে, কোনও কিছুর সঙ্গে টক্কর লেগে যেতে পারে।"

এখনও সন্ধ্যার গোধূলির আভা নাচতে নাচতে গহ্বরে নেমে আসছে। বাতাস মরে গেছে, কিন্তু এখনও বৃষ্টি ঝরছে। কোথাও কোথাও মিহি কুয়াশায় পরিণত হয়ে দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হেডলাইটগুলোর সুইচ অন করল হিমিকো, কিন্তু মাত্র একটা ল্যাম্প জ্বলল: ওর বালক-প্রেমিকের বিদ্বেষের ফল ফলতে শুরু করেছে। গাড়িটা আবার পুলিস বক্সের সামনের যমজ গিংকগো গাছ দুটোর দিকে এগিয়ে যেতেই এক পুলিস অফিসার, তরুণ কৃষক হিসাবেই যাকে মানাত, ধীর পায়ে রাস্তায় নেমে ইশারায় ওদের থামতে বলল।

মলিন, ভিজে চুপচুপে আর পুরোপুরি সন্দেহজনক চেহারা নিয়ে পুলিসের সামনে হাজির হল বার্ড আর হিমিকো। সামনে ঝুঁকে গাড়ির ভেতরে নজর চালাল লোকটা।

BanglaBook.org

"ড্রাইভার'স লাইসেন্স প্লিজ!" গলার স্বরে পৃথিবীর সবচেয়ে পরিশ্রান্ত পুলিসম্যান বলে মনে হল তাকে। আসলে সে ক্র্যাম-স্কুলের বার্ডের ছাত্রদের সমবয়সী হবে, কিন্তু স্পষ্টই জানে যে বার্ডদের ভয় দেখাচ্ছে এবং সেটা সে উপভোগ করছে। "দেখতে পাচ্ছি মাত্র একটা বাতি জ্বলছে তোমাদের, জানই তো। প্রথমবার যাবার সময়ই অন্যদিকে তাকিয়েছিলাম আমি। কিন্তু যেভাবে বারবার ঘুরে ঘুরে আসছিলে, বেশ, আসলে যেন থামান হয় সেটাই চাইছিলে তোমরা। আর এখন বুক চিতিয়ে মাত্র একটা বাতি জ্বালিয়ে এগিয়ে এসেছ– এবার আর পার পাবে না। আমাদের কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছে।"

"স্বাভাবিকভাবেই," কোনও রকম সুর ছাড়াই বলল হিমিকো।

"ওটা কি একটা বাচ্চা, নাকি?" হিমিকোর ভাবভঙ্গিতে যেন চোট পেয়েছে অফিসার। "আমার বোধ হয় তোমাদের গাড়িটা এখানে রেখে বাচ্চা নিয়ে চলে যেতে বলা উচিত।"

বাচ্চাটার চেহারা এখন অদ্ভুতরকম লাল হয়ে আছে, খোলা মুখ আর নাকের দুই ফুটো দিয়েই অনিয়মিত প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। মুহূর্তের জন্যে চেয়ে থাকা পুলিস অফিসারের কথা ভুলে গিয়ে বার্ড ভাবল বাচ্চাটার নিউমোনিয়া বেধে গেছে কিনা। ভয়ে ভয়ে বাচ্চার কপালে হাত রাখল ও। তাপের অনুভূতি তীব্র, মানুষের শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে একেবারে আলাদা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেঁচিয়ে উঠল বার্ড।

"কী?" বয়সের সঙ্গে মানানসই কণ্ঠে বলে উঠল পুলিসটা।

"বাচ্চাটা অসুস্থ," বলল হিমিকো, "সেজন্যেই হেডলাইট ভাঙা আছে জেনেও ওকে গাড়িতে করে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" হিমিকো মনে মনে যেমন বুদ্ধি করে থাকুক সেখানে পুলিসম্যানের আতঙ্কের সুবিধা নেয়ার ব্যাপার রয়েছে। "কিন্তু তারপর পথ হারিয়ে ফেলেছি আমরা আর এখনও বুঝতে পারছি না কী করব।"

"কোথায় যেতে চাও তোমরা? ডাক্তারের নাম কী?"

একটু ইতস্তত করে শেষে পুলিসম্যানকে ক্লিনিকের নাম জানাল হিমিকো। অফিসার ওকে জানাল ওরা যেখানে পার্ক করেছে সেখান থেকে ঠিক বামদিকের ছোট রাস্তার শেষ মাথায় ক্লিনিকটার দেখা পাবে ও। তারপর সে যে নরম মনের সহজে বোকা বানানোর মত পুলিস নয় সেটা দেখানোর ব্যগ্রতা থেকে বলল: "কিন্তু দূরত্ব যখন বেশি না সেহেতু গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে গেলে কোনও ক্ষতি হবে না, আমার হয়ত সেরকমই নির্দেশ দেয়া উচিত।"

বিকারগ্রস্তের মত একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে বাচ্চার মাথা থেকে উলের ক্যাপটা খুলে ফেলল হিমিকো। তরুণ পুলিসম্যানের জায়গামত লাগল আঘাতটা।

"ওকে যদি কোথাও নিতেই হয় যতটা সম্ভব কম ঝাঁকুনি খাওয়ানো যাবে।"

শত্রুকে ধাওয়া করে হারিয়ে দিয়েছে হিমিকো। গম্ভীর চেহারায় লাইসেন্সটা নিয়েছে বলে মনে যেন যারপর নাই অনুতপ্ত, আবার ওর ড্রাইভার'স লাইসেন্স ফিরিয়ে দিল পুলিসম্যান। "বাচ্চাটাকে নামিয়ে যত জলদি পার মেরামতের ব্যবস্থা

BanglaBook.org

করো," বোকার মত বলল সে, এখনও বাচ্চার মাথার পিণ্ডটার ওপর লেপ্টে আছে তার দৃষ্টি। "কিন্তু– এতো সত্যি মারাত্মক! একেই তোমরা ব্রেইন-ফেভার বল?"

অফিসারের নির্দেশমত রাস্তায় ঢুকে পড়ল বার্ড আর হিমিকো। ক্লিনিকের সামনে যখন পার্ক করল ওরা, মোটামুটি সামলে উঠেছে হিমিকো, সে বলল: "ব্যাটা আমার লাইসেন্স নাম্বার, নাম কিংবা কোনওকিছুই লিখে রাখে নি– কেমন হদ্দ বোকা পুলিস!"

ক্লিনিকটা যেন প্লাস্টার বোর্ডে তৈরি বলে মনে হল; বাচ্চার বাস্কেটটা ভেস্টিবিউলে নিয়ে এল ওরা। নার্স কিংবা রোগি, কারই কোনও চিহ্ন নেই। হিমিকো ডাক দিতেই ডিম-মাথা লোকটা বেরিয়ে এল। লিনেনের টাক্সেডু পরে নেই সে, বরং একটা দাগপড়া ভয়ঙ্কর স্মক তার পরনে।

বার্ডকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে কোমল কণ্ঠে হিমিকোকে ভর্ৎসনা করল সে, সারাক্ষণ তাকিয়ে রইল বাস্কেটের দিকে যেন কোনও জেলের কাছ থেকে ম্যাকারেলি কিনছে।

"দেরি করে ফেলেছ তুমি, হিমি। আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম যে বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছ।"

বার্ডের জোরাল অনুভূতি হল যে ক্লিনিক ভেস্টিবিউলটা চরম খারাপ: নিমেষে আতঙ্ক অনুভব করল ও।

"এখানে আসতে গিয়ে সামান্য ঝামেলা হয়েছে," শান্ত কণ্ঠে বলল হিমিকো।

"আসার পথে তোমরা মারাত্মক কিছু করে বসতে পার ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম আমি। জানই তো, এমন কিছু ভয়ঙ্কর লোক আছে যারা একবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর একটা বাচ্চাকে দুর্বল হয়ে মরতে দেয়া আর গলা টিপে মারার মধ্যে আর তফাৎ দেখতে পায় না– ওহ্, ঈশ্বর," বাচ্চার বাস্কেট তুলে নিয়ে জোর গলায় বলে উঠল ডাক্তার, "যেন দুর্গতির আরও বাকি ছিল, বেচারা ছোট বাচ্চাটার নিউমোনিয়া বেধে যাচ্ছে।" আগের মতই কোমল ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তের

একটা গ্যারাজে স্পোর্টস কারটা রেখে একটা ক্যাবে চেপে হিমিকোর চেনা গে-বারের উদ্দেশে রওনা হল ওরা। দুজনই অবসন্ন, ঘুমোনোর জন্যে আঁইটাঁই করছে, কিন্তু এক অদৃশ্য উত্তেজনায় মুখ শুকিয়ে আছে যার ফলে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িতে ফিরে যেতে অস্বস্তি বোধ করছে।

কাঁচের গ্লোবে নীল রঙে লেখা কিকুহিকো শব্দঅলা গ্যাস ল্যাম্টার্নের একটা দুর্বল অনুকরণের সামনে ক্যাব দাঁড় করল ওরা। কয়েক টুকরো অসমান দৈর্ঘের বোর্ডে কোনওমতে আটকে থাকা দরজাটা ঠেলে খুলল বার্ড, এবং গোয়ালঘরের মত সংকীর্ণ আর কর্কশ একটা রুমে পা রাখল; ছোট একটা কাউন্টার রয়েছে শুধু আর উল্টোদিকের দেয়াল লাগোয়া দুই সেট অদ্ভুত চেহারা পিঠ-উঁচু চেয়ার। কাউন্টারের পেছনে দূরবর্তী কোণে দাঁড়ানো ছোটখাট লোকটা ছাড়া আর কেউ নেই বারে। দুই অনুপ্রবেশকারীর মুখোমুখি হল সে এবার। অদ্ভুত গোলগাল শরীর তার, ঠোঁটজোড়া মেয়েদের মত, টলমল ভেড়ার চোখের মত চোখজোড়া সতর্ক দৃষ্টিতে মাপছে ওদের, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করছে না কোনওভাবেই। দরজার ঠিক ভেতরেই দাঁড়িয়ে পড়ল বার্ড, দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল। আস্তে আস্তে ওর তরুণ বন্ধু কিকুহিকোর স্মৃতিচিহ্ন লোকটার দ্ব্যর্থবোধক হাসির পর্দায় ছড়িয়ে পড়ল।

"কে বিশ্বাস করবে, এটা হিমি, আর কী চেহারা হয়েছে!" ঠোঁট চেপে বলল লোকটা, এখনও বার্ডের ওপর তার দৃষ্টি। "একে আমি চিনি; অনেক দিন হয়ে গেছে, কিন্তু ওকে সবাই বার্ড বলে ডাকত না?"

"আমরা বরং বসে পড়ি," বলল হিমিকো। পুনর্মিলনের এই নষ্টকে সে যেন কেবল অ্যান্টিক্লাইমেক্সের আবহ আবিষ্কার করছে বলে মনে হল। কিকুহিকো বার্ডের মনে তীব্র আবেগের সঞ্চার করছে তা নয়। অসম্ভব ক্লান্ত ও নিদ্রালু: স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওকে কৌতূহলী করে তোলার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই পৃথিবীতে। হিমিকোর সামান্য দূরে বসছে ও, লক্ষ্য করল বার্ড।

"এখন সবাই কী ডাকে ওকে, হিমি?"

"বার্ড।"

"সত্যি বলছ নাকি। এখনও? সাত বছর আগের কথা এটা।" বার্ডের দিকে সরে এল কিকুহিকো। "কী পান করছ, বার্ড?"

BanglaBook.org

"হুইস্কি, প্লিজ। নির্জলা।"

"আর হিমি?"

"আমার জন্যেও একই।"

"তোমাদের দুজনের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ অথচ এখন মাত্র রাতের শুরু!"

"বেশ, এর সঙ্গে সেক্সের কোনও সম্পর্ক নেই– দিনের অর্ধেক আমরা গাড়িতে চক্কর মেরে শেষ করেছি।"

ওর জন্যে ঢালা হুইস্কির গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল বার্ড পরক্ষণে বুকে চাপ অনুভব করে দ্বিধা করল। কিকুহিকো– এখনও বাইশের বেশি বয়স হয় নি ওর অথচ আমার চেয়ে ভয়ানক রকম পরিণত দেখাচ্ছে ওকে; আবার, পনের বছর বয়সে যেমন ছিল তার অনেকটাই এখনও ধরে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে– কিকুহিকো, দুটি ভিন্ন যুগে স্বচ্ছন্দ উভচরের মত।

কিকুহিকোও নির্জলা হুইস্কি পান করছিল। নিজের জন্যে আবার হুইস্কি ঢেলে নিল সে; একঢোকে হিমিকো প্রথম গ্লাস শেষ করে ফেলায় তার জন্যেও ঢালল। বার্ড টের পেল কিকুহিকোকে মাপছে ও, কিকুহিকোও বারবার তাকাচ্ছে ওর দিকে; তার শরীরের স্নায়ুগুলো ভীত বেড়ালের পিঠের মত বেঁকে যাচ্ছে। অবশেষে সরাসরি বার্ডের দিকে ফিরে সে বলল: "বার্ড, আমাকে মনে আছে?"

"অবশ্যই," বলল বার্ড। আশ্চর্য, বহুবছর দেখা হয় নি এমন একজন পুরোনো বন্ধু নয় বরং একটা গে-বারের (এটাই ওর প্রথম আগমন) মালিকের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারেই বেশি সজাগ ও।

"অনেক দিন আগের কথা, তাই না, বার্ড। সেই যেদিন আমরা পাশের শহরে গিয়ে দেখলাম ট্রেইনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে এক জি.আই. যার মুখের নিচের অংশ গুলিতে উড়ে গেছে।"

"জি.আই.-এর ব্যাপারটা কী?" জিজ্ঞেস করল হিমিকো। ওকে জানাল কিকুহিকো, উদ্ধত ভঙ্গিতে চেয়ে রইল বার্ডের চোখের দিকে।

"কোরিয়ান যুদ্ধ চলছিল তখন, যুদ্ধে আহত সেনাদের জাপানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছিল। গোটা ট্রেইন ভর্তি। এমনি একটা ট্রেন একদিন দেখেছিলাম আমরা। বার্ড, তোমার কি ধারণা সারাক্ষণ আমাদের এলাকার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল ওরা?"

"না, সারাক্ষণ না।"

"তখন দাস ব্যবসায়ীরা জাপানী হাইস্কুল ছাত্রদের ধরে সৈন্য হিসাবে বিক্রি করছে বলে গল্প শোনা যেত, এমনকি এমন গুজবও শোনা গেছে যে সরকার আমাদের কোরিয়ায় চালান দিতে যাচ্ছে– সেই সময়ে আতঙ্কিত ছিলাম আমি।"

অবশ্যই! দারুণ আতঙ্কিত ছিল কিকুহিকো। ওরা যে রাতে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেল, চিৎকার করে সে বলে উঠেছিল, "বার্ড, আমি আতঙ্কিত!" নিজের বাচ্চার কথা মনে করল বার্ড এবং ভাবল এখনও ভয়ের সঙ্গে পরিচিত নয় সে। স্বস্তি বোধ

BanglaBook.org

করল ও, সন্দেহময়, ভঙ্গুর স্বস্তি। "গুজবগুলো নির্ঘাৎ অর্থহীন ছিল," বলল ও, বাচ্চার চিন্তা থেকে মন সরিয়ে আনার প্রয়াস পাচ্ছে।

"তা বটে, কিন্তু ওরকম গুজবের কারণে দুনিয়ার সমস্ত বিশ্রী কাজ করেছি আমি। একটা কথা মনে পড়ে গেল, বার্ড। আমরা যে পাগলটাকে খুঁজছিলাম তাকে ধরতে কোনও অসুবিধা হয়েছিল তোমার?"

"ওকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি আমি– ক্যাস্‌ল হিলে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায় সে– একেবারে খামোকা খেটে মরেছি।" পুরোনো দুঃখের তিক্ত স্বাদ ফের দেখা দিল বার্ডের জিভের ডগায়। "ভোরের দিকে তার খোঁজ পাই আমরা, আমি আর কুকুরের দল। একটা অর্থহীন বিষয়ে আলোচনা।"

"আমি তা বলব না। তুমি ভোর পর্যন্ত ছোটাছুটি করে গেছ আর আমি মাঝরাতে ক্ষান্ত দিয়ে কেটে পড়েছি আর সেই থেকে আমাদের জীবন পুরোপুরি বদলে গেছে। তুমি আমার সঙ্গে আর আমার মত ছেলেপেলের সঙ্গে মেশা বাদ দিয়ে টোকিয়োর কলেজে পড়াশোনা করতে চলে গিয়েছিলে, তাই না? কিন্তু আমি যেন সেই রাতের পর থেকে ক্রমেই অধ:পতিত হয়ে চলেছি। আমাকে দেখ এখন– এই ছোটখাট বারে খুব চমৎকার আর আরামে টিকে আছি। বার্ড, তুমি যদি... সেরাতে একা একা চলে না যেতে, হয়ত এখন সম্পূর্ণ অন্য রকম থাকতাম আমি।"

"সেরাতে বার্ড তোমাকে ছেড়ে না গেলে তুমি হোমোসেক্সুয়ালে পরিণত হতে না?" উদ্ধত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বসল হিমিকো।

রাগতভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হল বার্ড।

"হোমোসেক্সুয়াল হচ্ছে সে লোক যে কিনা একই লিঙ্গের একজন লোককে ভালোবাসে: আর এ সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিয়েছি। সুতরাং এর দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।" কিকুহিকোর কণ্ঠস্বর শান্ত।

"বুঝতে পারছি অস্তিত্ববাদীদের রচনা পড়েছ তুমি," বলল হিমিকো।

"ফ্যাগটদের জন্যে বার চালাতে গেলে সবকিছু কোথায় থাকে জানতে হয়!" যেন তার পেশার ঝুলি, সুর করে লাইনটা বলল কিকুহিকো। তারপর বার্ডের দিকে ফিরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "আমি নিশ্চিত যে আমি যখন পতিত হচ্ছি সেই সময় শনৈ শনৈ উন্নতি হয়েছে তোমার। এখন কি করছ তুমি, বার্ড?"

"একটা ক্র্যাম-স্কুলে পড়াতাম আমি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাময়ের ছুটির পর আমার আর চাকরিটা থাকছে না– 'শনৈ শনৈ উন্নতি হয়েছে,' এমনটা বলতে পারছি না," বলল বার্ড। "আর এই শেষ নয়, একের পর এক ঝামেলা যাচ্ছে।"

"তুমি যখন কথাটা তুললে, বার্ড, আমার চেনা ত্রিশ বছরের বার্ড কখনওই এরকম হতোদ্যোম ছিল না। মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা তোমাকে দারুণ ভীত করে তুলেছে আর তুমি তা থেকে পালানোর চেষ্টা করছ–" চতুর এবং তীক্ষ্ণ-চোখ কিকুহিকো, বার্ডের পরিচিত সরল দেবতাটি নয়: ওর বন্ধুর পক্ষ ত্যাগী জীবন আর অধ:পতন কিছুতেই সহজ কিংবা মামুলি ছিল না।

BanglaBook.org

"ঠিক বলেছ তুমি," স্বীকার গেল বার্ড। "আমি শেষ হয়ে গেছি। আমি আতঙ্কিত। আমি পালানোর চেষ্টা করছি।"

"বিশ বছর বয়সে এ লোক ভয় কাকে বলে জানত না, আমি কখনও ওকে কোনও কিছুর ভয় করতে দেখি নি," হিমিকোর উদ্দেশে বলল কিকুহিকো। তারপর বার্ডের দিকে তাকিয়ে উস্কানির সুরে বলল: "কিন্তু আজ রাতে তোমাকে বড্ড বেশি ভয় কাতুরে বলে মনে হচ্ছে, কেন এত বেশি ভয় পেয়েছ যে নিজের মাথাটা কোথায় আছে তার এতটুকু ধারণাও নেই তোমার!"

"আমার বয়স এখন আর বিশ বছর নয়," বলল বার্ড।

বরফের মত নিস্পৃহ হয়ে গেল কিকুহিকোর চেহারা। "বুড়ি গ্রে-মেয়ারটা আর আগের মত নেই মোটেই," বলল সে, আচমকা হিমিকোর পাশে সরে গেল।

মিনিটখানেক পর একটা ডাইসের খেলা শুরু করল ওরা দুজন। বার্ডকে স্বাধীনতা দেয়া হল। স্বস্তির সঙ্গে হুইস্কির গ্লাসটা তুলল ও। ফাঁকা সাতটা বছরের ব্যবধানের পর ওর সঙ্গে ওর বন্ধুর পারস্পরিক কৌতূহল দূর করতে মাত্র সাত মিনিটের কথোপকথনের প্রয়োজন হয়েছে। আমার বয়স এখন আর বিশ বছর নয়! আর আমার বিশ বছর বয়সের সমস্ত সম্পদের মধ্যে একমাত্র যে জিনিসটা খোয়া যেতে দিই নি সেটা আমার ছেলেবেলার ডাক নাম–এক দীর্ঘ দিনের শেষে প্রথম হুইস্কিটুকু একঢোকে খেয়ে ফেলল বার্ড। কয়েক সেকেন্ড পরে বিশাল আর উল্লেখযোগ্য একটা কিছু ধীরগতিতে নড়ে উঠল ওর ভেতর। এইমাত্র পেটে চালান দেয়া হুইস্কিটুকু একেবারে বিনা প্রয়াসে উগড়ে দিল ও। ঝটপট টেবিল পরিষ্কার করে ফেলল কিকুহিকো, এক গ্লাস পানি রাখল তারপর। বোকার মত শূন্যে তাকিয়ে রইল বার্ড। বাচ্চা রূপী দানবটার হাত থেকে কী জিনিস রক্ষা করতে চাইছে ও যে এমন প্রাণপণে নির্লজ্জের মত ছুটে বেড়াতে হচ্ছে? কী আছে ওর মাঝে যা বাঁচাতে এত ব্যগ্র হয়ে আছে? জবাবটা ভয়ঙ্কর–কিছু নয়! শূন্য!

বাকেট চেয়ার ছেড়ে আস্তে করে মেঝেয় পা রাখল বার্ড। অবসাদ আর আকস্মিক নেশায় শিথিল হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে হিমিকো, তাকে বলল: "বাচ্চাটাকে আবার ইউনিভর্সিটি হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। বাইরে বেরুনোর প্রত্যেকটা দরজার দিকে তেড়ে যাওয়া থামিয়ে দিয়েছি।"

"কীসের কথা বলছ তুমি?" সন্দিহান কণ্ঠে বলল হিমিকো। "বার্ড! কী হয়েছে তোমার? অপারেশনের কথা শুরু করার কোনও সময় হল এটা!"

"আমার বাচ্চাটা যেদিন জন্ম নিল সেদিন সবকিছু থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি," স্থির কণ্ঠে বলল বার্ড।

"কিন্তু এই মুহূর্তে বাচ্চাটাকে হত্যা করাচ্ছ তুমি, আমার আর তোমার হাত নোংরা করছ। একে কি করে পালানো বলছ তুমি? তাছাড়া, আমরা একসঙ্গে আফ্রিকায় যাচ্ছি!"

BanglaBook.org

"বাচ্চাটাকে অ্যাবরশনিস্টের কাছে ফেলে পালিয়েছি আমি। পালিয়ে এখানে এসেছি," জেদের সুরে বলল বার্ড। "গোটা সময়টা পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি। পালাচ্ছি আর পালাচ্ছি; আর রাস্তার শেষ মাথায় আফ্রিকাকে শেষ আশ্রয় হিসাবে ভেবেছি, শেষ গন্তব্য, সমাপ্তি– কি জান, পালাচ্ছ তুমিও। তুমি কোনও ধোঁকাবাজের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া আরেক ক্যাবারে গার্ল মাত্র।"

"আমি অংশ নিচ্ছি, বার্ড, তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতও নোংরা করছি। বলো না যে *আমি পালিয়ে যাচ্ছি*।" হিমিকোর চিৎকার ওর হিস্টিরিয়ার গুহায় প্রতিধ্বনি তুলল।

"তুমি কী ভুলে গেছ একটা মরা চড়াই না মাড়াতে তুমি গাড়িটাকে একটা গর্তে নিয়ে গিয়েছিলে? বাচ্চার গলা কাটার আগে কি এমন কিছু করে কেউ?"

হিমিকোর লম্বাটে চেহারা লাল হয়ে ফুলে উঠল, তারপর রাগে হতাশার অনুভূতিতে অন্ধকার হয়ে এল। বার্ডের দিকে অগ্নিচোখে তাকিয়ে আছে সে, রাগে কাঁপছেঃ ওর দোষ দিতে চাইছে কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

"পালিয়ে যাবার বদলে আমি যদি সততার সঙ্গে দানবটার মোকাবিলা করতে চাই, আমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছেঃ বাচ্চাটাকে নিজের হাতে গলা টিপে মারা আর নয়ত ওকে মেনে নিয়ে বড় করে তোলা। গোড়া থেকেই কথাটা বুঝেছিলাম আমি, কিন্তু স্বীকার করে নেয়ার সাহস ছিল না–"

"কিন্তু বার্ড," বাধা দিল হিমিকো, ভীতিকর ভঙ্গিতে আঙুল নাচাচ্ছে সে, "বাচ্চাটা নিউমোনিয়া বাধাতে বসেছে! ওকে যদি হাসপাতালে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা কর, পথে গাড়িতেই মারা যাবে ও। তখন কী অবস্থা হবে তোমার? তোমাকে ওরা অ্যারেস্ট করবে, বুঝেছ?"

"যদি তা ঘটে, তার মানে হবে বাচ্চাটাকে নিজের হাতে মেরেছি আমি। যা ঘটবে সেটাই পাওনা হবে আমার। মনে হয় দায়িত্বটুকু নিতে পারব আমি।"

শান্ত কণ্ঠে কথা বলছে বার্ড। ওর মনে হচ্ছে এখন প্রতারণার শেষ ফাঁদটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ও এবং নিজের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনছে।

জল জমে ওঠা চোখে অগ্নিদৃষ্টিতে বার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে হিমিকো; মনে হচ্ছে পাগলের মত একটা নতুন মনস্তাত্ত্বিক হামলার উপায় খুঁজছে সে; এবং শেষ পর্যন্ত একটা কৌশলের খোঁজ মেলা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার ওপরঃ "ধরা যাক, তুমি ওদের অপারেশন করতে দিলে আর বাচ্চাটার জীবন রক্ষা পেল, তারপর কী লাভ হবে তোমার, বার্ড? নিজেই আমাকে বলেছ যে তোমার ছেলেটা কখনও নিরামিষের চেয়ে বেশি কিছু হবে না। বুঝতে পারছ না, তুমি খালি নিজের জন্যে দুর্দশা টেনে আনবে না, বরং এমন একটা জীবনকে পরিচর্যা করতে হবে পৃথিবীতে যার এতটুকু দাম নেই! তোমার ধারণা, বাচ্চাটার জন্যে ভাল হবে সেটা? তাই মনে কর, বার্ড?"

"এটা আমার ভালর জন্যেই। যেন সারাক্ষণ পলায়নপর মানুষ হওয়া থেকে নিস্তার পেতে পারি আমি," বলল বার্ড।

BanglaBook.org

কিন্তু তবু বুঝতে চাইল না হিমিকো। বার্ডের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও, এখনও চ্যালেঞ্জ করছে ওকে, এবং তারপর দুচোখে উদ্‌গত অশ্রু টলমল করা সত্ত্বেও কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে টিটকারীর সুরে বলল: "তাহলে নিরামিষ বুদ্ধিঅলা একটা বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখার অপচেষ্টা করতে যাচ্ছ তুমি– বার্ড! এটাই তোমার নতুন *মানবতাবাদের* অংশ?"

"আমি কেবল দায়িত্ব থেকে সারাক্ষণ পালিয়ে বেড়ান মানুষ হওয়া থেকে নিস্তার পেতে চাই।"

"কিন্তু... বার্ড..." ফুপিয়ে উঠল হিমিকো, একসঙ্গে আমাদের আফ্রিকায় যাবার কী হবে? *আমাদের প্রতিশ্রুতির কী হবে?*"

"ঈশ্বরের দোহাই, হিমিকো, নিজেকে সামলাও! একবার যদি বার্ড নিজের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তুমি যত জোরেই চেঁচাও না কেন শুনবে না ও।"

কিকুহিকোর আচ্ছন্ন চোখজোড়ায় ঘৃণার মত কিছু একটা দেখতে পেল বার্ড। কিন্তু হিমিকোর প্রতি ওর প্রাক্তন বন্ধুর আহ্বানটাই ছিল হিমিকোর কাঙ্ক্ষিত সূত্র: আরও একবার কয়েকদিন আগে জনি ওঅকারের বোতল হাতে ওর দরজায় স্বাগত জানানো একটা মেয়েতে পরিণত হল, অসম্ভব দয়াবতী, কোমল, শান্ত হিমিকো।

"ঠিক আছে, বার্ড। তোমার আসার দরকার নেই। আমি বাড়ি আর অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে আফ্রিকায় চলে যাব কোনওভাবে। টায়ার চোর ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে আমি ওর প্রতি বেশ খারাপ ব্যবহারই করেছি।" কান্নার ভাবটা রয়ে গেছে, কিন্তু সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে হিমিকো ওর হিস্টোরিয়ার ঝড় কাটাতে পেরেছে।

"মিস হিমি এবার ঠিক হয়ে যাবে," যেচে বলল কিকুহিকো।

"ধন্যবাদ," আন্তরিকভাবেই সহজ কণ্ঠে বলল বার্ড, বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে নয় অবশ্য।

"বার্ড, তোমাকে সব ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে," বলল হিমিকো। উৎসাহ বোঝাল কথাটা। "সো লঙ, বার্ড। নিজের যত্ন নিয়ো!"

মাথা দোলাল বার্ড, বার ছেড়ে বেরিয়ে এল।

ভয়ঙ্কর গতিতে ভেজা রাস্তা বরাবর ছুটে চলল ট্যাক্সি। এখন যদি বাচ্চাটাকে রক্ষা করার আগেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাই, আমার সাতাশ বছরের জীবনের মানে দাঁড়াবে একেবারেই শূন্য। এক গভীর আতঙ্কবোধ আঁকড়ে ধরল বার্ডকে, যার সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয় নি ওর।

BanglaBook.org

শরতের শেষ। সার্জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার্ড নিচে নেমে আসার পর ওর শ্বশুর-শাশুড়ী ইন্টেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের সামনে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল ওকে, বাচ্চা কোলে ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওর স্ত্রী।

"অভিনন্দন, বার্ড," বলল ওর শ্বশুর, "দেখতে তোমার মত হয়েছে ও, বুঝলে।"

"অনেকটা," খানিকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল বার্ড। অপারেশনের এক সপ্তাহ পর বাচ্চাটাকে প্রায় মানুষের মত দেখাচ্ছিল; পরের সপ্তাহে বার্ডের মত হয়ে উঠতে শুরু করে ওটা। "বাচ্চার খুলির ফাটলটা মাত্র কয়েক মিলিমিটার লম্বা। এখন বুজে আসছে বলে মনে হচ্ছে। বাড়ি গিয়ে দেখাতে পারবে, এক্স-রেগুলো চেয়ে এনেছি আমি। দেখা গেছে আসলে ব্রেইন খুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে নি; তার মানে ওটা মোটেই ব্রেইন-হার্নিয়া ছিল না, একটা নিরীহ টিউমার মাত্র। ওদের কেটে ফেলা পিণ্ডটায় পিঙপঙ বলের মত শাদা রঙের দুটো শক্ত শাঁস পাওয়া গেছে।"

"এই পরিবারটির অনেক কারণেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত," বার্ডের কথার তুবড়ির বিরতির অপেক্ষায় ছিল প্রফেসর।

"অপারেশনের পুরো সময়টায় ট্রান্সফিউশনের সময় নিজের শরীর থেকে প্রচুর রক্ত দিয়েছে বার্ড, ড্রাকুলার হাতে মারা যাওয়া রাজকুমারির মত ফ্যাকাসে চেহারায় বেরিয়ে এসেছিল ও।" বার্ডের উচ্ছ্বসিত শাশুড়ীর তরফ থেকে রসিকতা করার বিরল প্রয়াস। "সত্যি বলছি, বার্ড, তুমি বাচ্চা সিংহের মতই সাহসী আর ক্লান্তিহীন।"

পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনে ভীত বাচ্চাটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল আর নিঃসাড় হয়ে প্রায় দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে বড়দের দেখতে লাগল। মহিলারা বাচ্চার দিকে তাকিয়ে চুক চুক শব্দ করাতে বার্ড আর প্রফেসর কথা বলতে বলতে ক্রমে সামনে এগোতে শুরু করল। "এ যাত্রা আক্ষরিক অর্থে মুখোমুখি বিপদের মোকাবিলা করেছ তুমি," বলল প্রফেসর।

"সত্যি কথা বলতে কি, সারাক্ষণ পালানোর চেষ্টা করছিলাম আমি। পালিয়েও ছিলাম প্রায়। কিন্তু মনে হয় বাস্তব পৃথিবীতে বাস করলে বাস্তবতাই ঠিক মত বেঁচে থাকতে বাধ্য করে তোমাকে। মানে, তুমি যদি প্রবঞ্চনার ফাঁদে পা ফেলতে ইচ্ছুকও থাক, কোথাও না কোথাও এগোনো ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই বলেই দেখবে।" নিজের কণ্ঠে চাপা অসন্তোষ টের পেয়ে বিস্মিত হল বার্ড। "যাহোক, আমি তাই দেখতে পেয়েছি।"

"কিন্তু আবার একেবারে ভিন্ন ভাবেও বাস্তব জগতে বাস করা সম্ভব, বার্ড। কেউ কেউ আছে যারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটা প্রবঞ্চনা থেকে লাফিয়ে আরেক প্রবঞ্চনার দিকে এগিয়ে যায়।"

আধা নিমীলিত চোখে আবার কয়েকদিন আগে হিমিকোকে নিয়ে যানযিবারের উদ্দেশে রওনা দেয়া ফ্রেইটারটাকে দেখতে পেল বার্ড। মনে মনে বাচ্চাকে হত্যা করার পর ওর পাশে বালকসুলভ লোকটার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল ও– নরকের যথেষ্ট লোভনীয় সম্ভাবনা। সম্ভবত ঠিক এমনি এক বাস্তবতা ঘটে যাচ্ছে হিমিকোর কোনও এক জগতে। চোখ খুলল বার্ড, বেছে নেয়া জগতের সমস্যার দিকে মনোযোগ দিল। "বাচ্চাটার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে," বলল ও, "আবার একেবারে কম আইকিউ নিয়ে বড় হয়ে ওঠারও সমান আশঙ্কা

BanglaBook.org

রয়েছে। তার মানে আমাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে সঙ্গে ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেও যতটা সম্ভব সঞ্চয় করতে হবে আমার। স্বাভাবিকভাবেই আমাকে আরেকটা চাকরি যোগাড় করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাব না, অন্তত আগের চাকরিটা নিয়ে কেলেঙ্কারি করার পর তো নয়ই। আমি কলেজে পড়ানোর পেশা হিসাবে নেয়ার চিন্তা বাদ দিয়েছি– বিদেশী ট্যুরিস্টদের গাইড হবার কথা ভাবছি। আমার সব সময়ের স্বপ্ন ছিল আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কোনও গাইড ভাড়া করা, তো কল্পনাটাকে স্রেফ উল্টে দিচ্ছি আমিঃ আমিই স্বদেশী গাইড হব, জাপানে আসা বিদেশীদের জন্যে।"

জবাবে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল প্রফেসর, এমন সময় দুজনকেই একপাশে সরে দাঁড়াতে হল, বিরাট আকারের স্লিংয়ে হাত ঝোলানো এক যুবককে তার বন্ধুরা করিডর বরাবর দ্রুত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বার্ড আর ওর শ্বশুরকে অগ্রাহ্য করে পাশ কাটিয়ে গেল ছেলেগুলো। সবার শরীরে কাদার ছাপ, জীর্ণ জ্যাকেটগুলো মৌসুমের ঠাণ্ডার তুলনায় হালকা বলে মনে হচ্ছে। ওদের পিঠে ড্রাগনের ছাপমারা দেখতে পেল বার্ড, এবং জানতে পারল ওর বাচ্চার জন্মের সময় গ্রীষ্মের সূচনার সেই রাতে এই দলটার সঙ্গেই লড়েছিল ও।

"ছেলেগুলোকে আমি চিনি, কিন্তু যেকোনও কারণেই হোক আমার দিকে নজর দেয় নি ওরা," বলল ও।

"কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়েছ তুমি; এতে সম্ভবত ব্যাখ্যা মেলে।"

"তাই মনে কর তুমি?"

"তুমি বদলে গেছ।" স্বজনের ভালোবাসা মাখা উষ্ণতা প্রফেসরের কণ্ঠে। "বার্ডের মত ছেলেমানুষি ডাক নাম তোমাকে এখন আর মানায় না।"

মহিলাদের এগিয়ে আসার অপেক্ষা করল বার্ড, তারপর স্ত্রীর কোলে ছেলের দিকে তাকাল। বাচ্চার চোখে নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব ফেলার চেষ্টা করার ইচ্ছা হল ওর। বাচ্চার চোখের আয়না গাঢ় স্বচ্ছ ধূসর এবং এখন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে শুরুও করেছে, কিন্তু প্রতিবিম্বটা এত বেশি সূক্ষ্ম যে নিজের চেহারা নিশ্চিত করতে পারল না বার্ড। বাড়ি পৌঁছেই আয়নার দিকে তাকাবে ও। তারপর প্রতিনিধিদল দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার আগে মিস্টার ডেলশেফের দেয়া বলকান ডিকশনারিটা উল্টেপাল্টে দেখবে। প্রচ্ছদের ভেতর পাতায় মিস্টার ডেলশেফ *আশার* প্রতিশব্দ লিখেছিল। বার্ডের ইচ্ছা *ধৈর্যের* প্রতিশব্দ খোঁজার।

BanglaBook.org

কেনযাবুরো ওয়ে: সংক্ষিপ্ত জীবনী

জাপানের চারটি প্রধান দ্বীপের অন্যতম সিকোকুর বন-ঘেরা এক গ্রামে ১৯৩৫ সালে কেনযাবুরো ওয়ের জন্ম। কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্য অনুযায়ী তার পরিবার গ্রামেই বাস করেছে; ওয়ে পরিবারের কেউই কখনও উপত্যকার গ্রাম ছাড়ে নি। এমনকি মেইজি সংস্কারের পর বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণদের জন্যে যার যার গ্রাম ছেড়ে টোকিয়ো বা অন্যান্য বড় শহরে যাওয়া রেওয়াজে পরিণত হলেও ওয়ে পরিবার ওসে-মুরায় রয়ে যায়। মানচিত্রে এখন আর ক্ষুদ্র বসতিটির চিহ্ন নেই, কেননা পাশের শহরের অংশে পরিণত হয়েছে তা। ওয়ে পরিবারের মহিলারা বহুদিন ধরেই কাহিনীকারের ভূমিকা পালন করে আসছেন এবং মেইজি সংস্কারের অব্যবহিত আগে ও পরে সংঘটিত দুটি বিদ্রোহের ঘটনাসহ ঐ অঞ্চলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়ে আসছেন। তারা ইতিহাসের চেয়ে বরং চরিত্রগত দিক থেকে কিংবদন্তী ধরনের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। অনন্য সৃষ্টিতত্ত্ব আর তার মাঝে বর্ণিত মানুষের অবস্থা ছেলেবেলা থেকে শুনেছেন বলে ওয়ের ওপর তার অনেপনীয় প্রভাব রয়ে গেছে।

ওয়ের যখন ছয় বছর বয়স, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামরিক শিক্ষার প্রসার ঘটান হয়, সম্রাট শাসক এবং উপাস্য হিসাবে রাজনীতি আর সংস্কৃতি উভয়ের উপরই প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এর ফলে ওয়ে জাতির ইতিহাস আর কিংবদন্তীর পাশাপাশি গ্রাম্য ঐতিহ্যেরও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতাকে প্রায়শ পরস্পর বিরোধী হতে দেখা গেছে। ওয়ের দাদী ছিলেন সমালোচনামূলক কাহিনীকার, গ্রামের সংস্কৃতির পক্ষাবলম্বন করতেন এবং রসিকতাপূর্ণভাবে হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে জাতিবিরোধী কাহিনী বর্ণনা করতেন। যুদ্ধে পিতার মৃত্যুর পর তার মা শিক্ষক হিসাবে বাবার ভূমিকা গ্রহণ করেন। মায়ের কিনে দেয়া বইগুলো– *দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অভ হাকলবেরি ফিন* আর *দ্য স্ট্রেঞ্জ অ্যাডভেঞ্চারস অভ্ নিলস্ হলগারসন*– তাঁর ভাষায় কবর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবার মত প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধে জাপানের পরাজয় দূরবর্তী বুনো গ্রামেও ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্কুলগুলোয় বাচ্চাদের পরম ক্ষমতাধর রাজকীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক নীতিমালা শিক্ষা দেয়া হয়। গোটা জাতি তখন আমেরিকান ও অপরাপর

BanglaBook.org

শক্তিসমূহের শাসনাধীন থাকায় এই শিক্ষা ছিল আরও ব্যাপক। তরুণ ওয়ে গণতন্ত্রকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল ছিল যে তিনি পূর্ব-পুরুষদের গ্রাম আর জীবনাচার ত্যাগ করে গণতন্ত্রের দুয়ারে টোকা মারার সুযোগ পাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে টোকিও যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে দরজা তাকে দুনিয়াজুড়ে বিস্তৃত পথ বেয়ে আগামীর মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। এই পর্যায়ে জাতি এক ব্যাপক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সময় অতিবাহিত না করত যদি, গাছপালার প্রতি সহজাত প্রেমময় ওয়ে পূর্বপুরুষদের মতই গ্রামেই রয়ে যেতেন আর অভিভাবকের মত বন-জঙ্গলের যত্ন নিতেন।

আঠার বছর বয়সে প্রথমবারের মত টোকিয়োর উদ্দেশে দীর্ঘ যাত্রা করেন ওয়ে। পরের বছর টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা বিভাগে ভর্তি হন; এখানে ফ্রাসোয়া বাবেলাই বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কাযুয়ো ওয়াকারের অধীনে শিক্ষা লাভ করেন। মিখাইল বাখতিনের পরিভাষা অনুযায়ী রাবেইলার অদ্ভুত বাস্তবতার ইমেজ পদ্ধতি তাকে তার উপত্যকার কিংবদন্তী আর ইতিহাসকে ইতিবাচক ও পূর্ণাঙ্গভাবে পর্যালোচনা করার সুযোগ করে দেয়।

ফরাসি রেনেসাঁর অধ্যয়ন থেকে ওয়াতানাবে'র অর্জিত মানবতাবাদ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা ওয়ের সমাজ ও মানবীয় অবস্থা সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সমসাময়িক মার্কিন ও ফরাসি সাহিত্যের মনোযোগি পাঠক ওয়ে তার পঠিত সাহিত্য কর্মের আলোয় মহানগরীসমূহের সামাজিক অবস্থাকে দেখে থাকেন। কিন্তু রাবেইলা ও মানবতাবাদের আলোকে গ্রামের নারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিন্তাভাবনা পুনর্গঠনের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি, যেসব গল্পগাঁথা তার পটভূমি নির্মাণ করেছিল। এই অর্থে, আবারও দ্বৈত সত্তায় বসবাস করছেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্যের ছাত্র থাকতেই ১৯৫৭ সালে লেখালেখি শুরু করেন ওয়ে। ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সাল জোড়া তার রচনাসমূহ, আকুতাগাওয়া পুরষ্কারপ্রাপ্ত ছোটগল্প *দ্য ক্যাচ* থেকে শুরু করে প্রথম উপন্যাস *বাড-নিপিং, ল্যাম্ব শুটিং* (১৯৫৮) নামক ছোটগল্প আর উপন্যাস *দ্য ইয়ুথ হু কেম লেইট* (১৯৬১) এ মার্কিন দখলদারির অশুভ ছাপ রয়ে যাওয়া টোকিয়ো নগরীর ছাত্র জীবন তুলে ধরেছেন। এইসব রচনায় জাঁ পল সার্ত্র এবং অপরাপর আধুনিক ফরাসি লেখকদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ওয়ের প্রথম ছেলে হিকারির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তি ও সাহিত্যিক জীবনে সঙ্কট নেমে আসে। করোটি-খুঁতসহ জন্ম নিয়েছিল হিকারি যার পরিণামে সে মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়। এই অভিজ্ঞতা ওয়ের পক্ষে তীব্র কষ্টকর ছিল, সঙ্কটের ফলে ওয়ে নতুন ব্যক্তি ও লেখক জীবন লাভ করেন। কষ্ট থেকে উত্তোরণ এবং শিশু সন্তানের সঙ্গে সহাবস্থানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রচনা করেন *আ পারসোনাল ম্যাটার (একান্ত বিষয়) (১৯৬৪)*: ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্কের সন্তানকে গ্রহণের যাতনা আর কীভাবে তার সঙ্গে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার বিবরণ। মানবতাবাদের

BanglaBook.org

অনুঘটকের মাধ্যমে তিনি পরিবারে একটি প্রতিবন্ধী শিশুকে মেনে নেয়ার নিয়তিকে সমসাময়িক সমাজে কারও যেমন অবস্থান গ্রহণ করা উচিত তার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। ১৯৬৫ সালে তিনি লেখেন দীর্ঘ রচনা *হিরোশিমা* নোট'স যেখানে পারমাণবিক বোমার শিকারের বাস্তব অবস্থা আর চিন্তাভাবনা বর্ণিত হয়েছে।

এরপর ওয়ে জাপানের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ সমষ্টি ওকিনাওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মেইজি সংস্কারের আগে ওকিনাওয়া নিজস্ব সংস্কৃতি সমৃদ্ধ স্বাধীন দেশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বীপটি জাপানের নিজ মাটিতে অংশ নেয়া একমাত্র রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। যুদ্ধ অবসানের পর ওকিনাওয়া দ্বীপবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সামরিক দখলদারির শিকার হয়। ওকিনাওয়ার প্রতি ওয়ের আগ্রহ রাজনৈতিক দিক থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত দ্বীপে ওকিনাওয়াবাসীদের জীবন আর সংস্কৃতির দিক থেকে দ্বীপটির ঐতিহ্যের বিচারে ওকিনাওয়া কী অর্থ বহন করে তা দিয়ে অনুপ্রাণিত ছিল। দ্বিতীয়টি দক্ষিণ কোরিয়োদের সংস্কৃতির প্রতি প্রসারিত কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল আর টোকিয়ো-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির চেয়ে আলাদা জাপানের প্রান্তিক সংস্কৃতিসমূহের গুরুত্ব অনুধাবনে সফল করে তুলেছিল তাঁকে। এই অর্জন জাতির সংস্কৃতি সম্পর্কিত মিখাইল বাখতিনের তত্ত্ব পাঠে বাস্তবসম্মত রসদ যোগান দেয় যার ফলে রচনা করেছিলেন *দ্য সাইলেন্ট ক্রাই (১৯৬৭)*, এই রচনা বুনো গ্রামের ইতিহাস আর কিংবদন্তী সমূহকে সমসাময়িক কালের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

দ্য সাইলেন্ট ক্রাই-এর পর চিন্তার দুটো ধারা, সময়ে সময়ে যা একক হিসাবে প্রবাহিত, ওয়ের সাহিত্য জগতে সুস্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। *আ পারসোনাল ম্যাটার* দিয়ে সূচিত এক ধরনের রচনাবলী যা তার মানসিক-প্রতিবন্ধী পুত্র হিকারির সঙ্গে সহাবস্থানকে তুলে ধরেছে। দুখণ্ডের রচনা *টিচ আস টু আউটগ্রো আওয়ার ম্যাডনেস (১৯৬৯)* করুণভাবে তুলে ধরেছে এখনও বাকশক্তিহীন শিশু পুত্রের সঙ্গে জীবন যাপনের প্রয়াস আর যুদ্ধে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বাবার অনুসন্ধানের কাহিনী। *মাই ডিলিউয্ড সৌল (১৯৭৩)* তুলে ধরেছে বুনো পাখপাখালির সুরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা শিশুর কাছে গল্প বলা এবং এক জঙ্গী রাজনৈতিক দলভুক্ত তরুণদের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ পিতাকে। *রাউজ আপ, ও, ইয়াং মেন অভ দ্য নিউ এইজ! (১৯৮৩)*-এ ওয়ে উইলিয়াম ব্লেকের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে ইমেজ ধার করে পুত্র হিকারির শিশু হতে যুবা পুরুষের পরিবর্তন তুলে ধরেছেন এবং এভাবে প্রতিবন্ধী ছেলে নিয়ে রচনার শীর্ষে পৌঁছেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনীসমূহে ওয়ে সেইসব চরিত্র তুলে ধরেছেন যাদের নিজ গ্রামের কিংবদন্তী ও ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু যারা আজকের নাগরিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। *বার্ড নিপিং*, ল্যাম্ব শুটিং এবং এর পরবর্তী *দ্য সাইলেন্ট ক্রাইয়ের* মাধ্যমে সূচিত ওয়ের সাহিত্য-জগৎ তার সমগ্র সাহিত্যিক জীবনের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের নব ধারণার

BanglaBook.org

পরিপূর্ণ ব্যবহারে এইসব রচনাবলী ওয়ের সাহিত্যিক জগতের সমগ্রতা তুলে ধরে যা *লেটার্স টু মাই সুইট বাইগন ইয়ার্স (১৯৮৭)* এ পরিস্ফুট। এটি তার সৃষ্টিতত্ত্ব আর দান্তের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বুনো এলাকায় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়া এক তরুণের কথা তুলে ধরেছে। *কনটেম্পরারি গেইমস* এমন একটি কাহিনী যা কিংবদন্তী আর ইতিহাসের মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছে যাকে ওয়ে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব থেকে আহৃত মাতৃতান্ত্রিক এবং কৌতূককর নীতিমালার মাধ্যমে সমর্থন করেছেন। রচনাটি বর্ণনামূলক ধরনের আবার *এম/টি অ্যান্ড দ্য ওঅন্ডারস অভ্ দ্য ফরেস্ট (১৯৮৬)* নামে লিখেছিলেন। ডব্লু. বি. ইয়েটসের কাব্যিক উপমার সহায়তা নিয়ে ওয়ে *আন্টিল দ্য স্যাভিয়র গেটস্ সকড্ (১৯৯৩) ভ্যাসিলেটিং (১৯৯৪) এবং অন দ্য গ্রেট ডে (১৯৯৪)* নামক রচনাবলীর সমন্বয়ে *দ্য ফ্লেমিং গ্রিন* নামের ট্রিলজি রচনায় হাত দেন। ওয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে ট্রিলজিটির রচনা সমাপ্ত হলে তিনি জীবনের গবেষণার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবেন, যখন সাহিত্যের এক নতুন ধারা গ্রহণের পদক্ষেপ নেবেন। এই প্রয়াসের তাৎপর্য হিসাবে ওয়ে মনে করেন যে তার সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস এবং লোককাহিনী উপস্থাপনের প্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করবে এবং উপত্যকার সেই স্থান এবং তার অধিবাসীদের বিবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক কালের উপযোগি একটা মডেল নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এটা আবার এও বোঝায় যে হিকারির সঙ্গীত পরিচালকে পরিণত হওয়াকে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাকে নিয়ে নিজের সাহিত্য কর্মকে অতিক্রম করে যাওয়া মনে করেন।

১৯৯৪ সালে নবেল পুরস্কার লাভ ওয়েকে এক নতুন সাহিত্য ধারা এবং নিজের জন্যে এক নতুন জীবনের সন্ধানে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org